বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি (২০০৪-২০১৩) : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েপিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মুহাঃ আনিসুর রহমান

পিএইচ. ডি গবেষক

রেজিঃ নং -১২৬/২০১৩-২০১৪

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

আগস্ট - ২০১৬

বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি (২০০৪-২০১৩) : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মুহাঃ আনিসুর রহমান

পিএইচ. ডি গবেষক

রেজিঃ নং -১২৬/২০১৩-২০১৪

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

আগস্ট - ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, gnvt Awbmi ingvb, পিএইচ. ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আমার তত্ত্বাবধানে "বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি (২০০৪-২০১৩) : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচনা করেছে। আমার জানা মতে, অভিসন্দর্ভটির পুরো অংশ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা লাভের জন্য এবং কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রকাশের জন্য পেশ করা হয় নি। পিএইচ. ডি ডিগ্রী প্রদানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য অভিসন্দর্ভটি জমা নেয়া যেতে পারে।

[ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ]
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, "বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি (২০০৪-২০১৩) : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক আমার রচিত অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রকাশের জন্য পেশ করি নি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম।

\

[মুহাঃ আনিসুর রহমান]
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজিঃ নং-১২৬/২০১৩-২০১৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া। যার একান্ত মেহেরবাণীতে "বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি (২০০৪-২০১৩) : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। দরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি, যার আদর্শই আমাদের জীবন চলার পথের একমাত্র পাথেয়।

আলোচ্য বিষয়ে পিএইচ. ডি করার পটভূমি সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচ. ডি গবেষণাকর্ম শুরুর পূর্বে বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার মনস্থির করি। অনেক চিন্তাভাবনা করে বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি বিষয়ে গবেষণা করার পরিকল্পনা নিয়ে আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারের সাথে আলোচনা করলে তিনিও আমাকে এ বিষয়ে কাজ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

অতঃপর স্যারের পরামর্শক্রমে উল্লিখিত বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করার প্রত্যয় নিয়ে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হতে পিএইচ. ডি প্রোগ্রামে ভর্তি হয়ে গবেষণার কাজ শুরু করি। দীর্ঘদিন যাবৎ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার পর সম্প্রতি উক্ত বিষয়ে প্রণীত খসড়াটি তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় সমীপে পেশ করলাম। তিনি অনুপুঙ্খ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপন করার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. আব্দুর রশীদ স্যার তাঁর অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে গবেষণা পদ্ধতিসহ সঠিক বিষয়ে আমাকে অকৃপণভাবে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর সঠিক তত্ত্বাবধান, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা না পেলে আমার অভিসন্দর্ভটি যথাযথভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হত না। তাঁর ঔদার্য ও মহানুভবতার জন্য আমি তার নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ। আমি তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। এ পর্যায়ে যার কথা উল্লেখ না করলেই নয়, তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় চাচা ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই আমার গবেষণাকর্ম তরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছি।

আজকের এক্ষণে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, আমার পিতা মুহাঃ শাহ্ আলম মাতুব্বরকে, যার একান্ত ইচ্ছা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণায় আমার উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষার পথ সুগম হয়েছিল। মহান আল্লাহর দরবারে আমার বিশেষ মুনাজাত তিনি যেন আমার অসুস্থ বাবাকে দ্রুত আরোগ্য দান করেন। বিনয়ের সাথে দু'আ করি আমার মা মরহুমা হাজেরা বেগমের জন্য, যাকে আমি ছোট বেলাতেই হারিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আমার গবেষণার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দুষ্প্রাপ্য তথ্য, উপাত্ত, গবেষণা উপকরণ দিয়ে যারা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আমার সহকর্মী ড. মাসুদ রেজা (সহযোগী অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), আ. খ. ম. মাসুম বিল্লাহ, মুঃ মুঈন উদ্দিন সরকার, মোঃ কামাল হোসাইন, এম. আজিজুল্লাহ, এইচ. এম. মুশফিকুর রহমান, আবুল ফজল আব্দুল্লাহ, আলী আসগর, আনোয়ারুল ইসলাম, মামুনুর রশীদ, ইব্রাহীম খলীলসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী।

আমার গবেষণাকর্মের দীর্ঘকালীন কর্ম প্রচেষ্টাকে সঞ্জীবিত রাখতে যারা পরামর্শ ও আন্তরিক দু'আ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ যথাক্রমে শাহ্ মুহাম্মাদ ওয়ালীউর রহমান চিশতি, ড. মীম আতিকুল্লাহ ও হাফেজ মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম। এছাড়াও রয়েছেন- ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম (সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), আমার শ্বশুর ডাঃ মুহাম্মাদ সিদ্দিকুর রহমান, আমার ছোট ভাই মুহাম্মাদ সিদ্দিকুর রহমান, আমার বন্ধু ড. মুহাঃ আবু ইয়াসিন, আ. ন. ম. রাশিদুল ইসলাম সায়েম, আসলাম মিয়া, হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-আমীন, মাহমুদুল হাসান, এইচ. এম আবদুল্লাহ আল মামুন, রবিউল ইসলাম, জুলফিকার আলী, আমার সহধর্মিনী মোসাঃ আয়শা সিদ্দিকা, আমার আদরের সন্তান আফরিন সিদ্দিকা, তাওসীফুর রহমান ফাতিন এবং তাওফীকুর রহমান ফায়িদ, আমার শ্যালক খলীলুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবরাহীম প্রমুখ। আমি তাদেরকে অকৃত্রিম সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার প্রার্থনা করছি।

সর্বোপরি আমার অভিসন্দর্ভের কাজ সুসম্পন্ন করতে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী ঢাকা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। এছাড়াও যে সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে তাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে কম্পিউটার অপারেটর কাজে সহযোগিতা করার জন্য জনাব এম. ডি হারুনুর রশীদ, উম্মে কুলসুম সুইটি ও আবুল কালাম আজাদকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। মহান আল্লাহ প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন !!

মুহাঃ আনিসুর রহমান
পিএইচ. ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

অনু.	=	অনুবাদ
আ.	=	‘আলাইহিস সালাম
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইং	=	ইংরেজি
খ.	=	খণ্ড
খ্রি.	=	খ্রিস্টাব্দ
ড.	=	ডক্টর
ডা.	=	ডাক্তার
তা. বি.	=	তারিখ বিহীন
দ্র.	=	দ্রষ্টব্য
নং	=	নম্বর
প্রাগুক্ত	=	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
বাং	=	বাংলা
বি. দ্র.	=	বিস্তারিত/ বিশেষ দ্রষ্টব্য
মাও.	=	মাওলানা
মৃ.	=	মৃত, মৃত্যু
র.	=	রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি
রা.	=	রাদি‘আল্লাহু আনহু
লিঃ	=	লিমিটেড
সং	=	সংস্করণ
সম্পাঃ	=	সম্পাদিত
সা.	=	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
হা.	=	হাদীস
হি.	=	হিজরী
P.	=	Page
Ph.D	=	Doctor of Philosophy
pp.	=	Paper
ed.	=	Editor
et al.	=	et alia (and others)
Edn.	=	Edition
Ibid	=	(Ibidem) in the same place, From the same source.
Vol	=	Volume

Dhaka University Institutional Repository

আরবি বর্ণের প্রতি বর্ণনায়ন

আরবি	=	বাংলা
ا	=	অ / আ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	স
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	য
ر	=	র
ز	=	য
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	স
ض	=	দ / য
ط	=	ত
ظ	=	য
ع	=	‘
غ	=	গ
ف	=	প
ق	=	ক্ব / ক্
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
و	=	ও/ব
ه	=	হ
ء	=	,
ي	=	য়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র..ii

অঙ্গীকারনামা.. iii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার.. iv

শব্দ সংকেত.. vi

আরবি বর্ণের প্রতি বর্ণনায়ন.. vii

সূচিপত্র.. viii

ভূমিকা...০১

প্রথম অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত ধারণা

১.১ ‘দারিদ্র বিমোচন’ সম্পর্কিত ধারণা....................................০৮

১.১.১ দারিদ্রের সংজ্ঞা..০৮

১.১.২ ‘দারিদ্র বিমোচন’ এর পরিচয়...১১

১.১.৩ দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা...১২

১.১.৪ দারিদ্রের মাত্রা ও বাংলাদেশের অবস্থান...১৩

১.১.৫ সমাজে দারিদ্রের প্রভাব.. ..১৫

১.১.৬ নৈতিকতার উপর দারিদ্রের প্রভাব..১৫

১.১.৭ বাংলাদেশে দারিদ্র সমস্যার কারণ ও এর প্রতিকার............................১৬

১.১.৮ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরিদ্রতাকে পছন্দ করতেন...........৩০

১.১.৯ দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ সমাজে নিচু হলেও মর্যাদায় উন্নত.............................৩৩

১.১.১০ দরিদ্রদের ভালবাসতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ......৩৪

১.১.১১ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের জীবনযাপনে দরিদ্রতা...৩৫

১.১.১২ গরীব ও দুর্বলদের কারণে রিযিক প্রদান করা হয়...............................৪২

১.১.১৩ জান্নাতের অধিবাসীদের অধিকাংশ সম্পদহীন গরীব........................৪৩
১.১.১৪ ধনীদের পাঁচশত বছর আগে দরিদ্রদের জান্নাতে প্রবেশ........................৪৫
১.১.১৫ গরীব বলে কাউকে অবজ্ঞা না করা..৪৬
১.১.১৬ নিম্নস্তরের মানুষের দিকে দৃষ্টি দেয়া..৪৭
১.২ 'খাদ্য নিরাপত্তা' সম্পর্কিত ধারণা....................................৪৯
১.২.১ খাদ্যের সংজ্ঞা..৪৯
১.২.২ 'খাদ্য নিরাপত্তা' এর পরিচয়..৫০
১.২.৩ মৌলিক চাহিদা ও খাদ্য নিরাপত্তা...৫১
১.২.৪ খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বীকৃতি..৫২
১.২.৫ খাদ্য নিরাপত্তায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো...৫৪
১.২.৬ খাদ্য নিরাপত্তা ও ইসলাম..৫৫
১.২.৭ খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা..৬০
১.২.৮ খাদ্য নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ..৬১
১.২.৯ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি...৬৩
১.২.১০ খাদ্য সার্বভৌমত্ব...৬৪
১.২.১১ খাদ্য নিরাপত্তা ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি.......................................৬৪
১.২.১২ মানবদেহে ভেজাল খাদ্যের প্রভাব...৬৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

২.১ 'দারিদ্র বিমোচন' সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি......................৬৯
২.১.১ ভিক্ষার হাত কর্মের হাতে পরিণত করা...৭০
২.১.২ আয় বৃদ্ধি ও উপার্জনের সুযোগ অবারিত রাখা.......................................৭৩
২.১.৩ কর্ম ও ব্যবসায় উৎসাহ প্রদান..৭৪
২.১.৪ সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণ..৭৬
২.১.৫ হালাল রুযী উপার্জন..৭৭

Dhaka University Institutional Repository

২.১.৬ সুদের মুলোৎপাটন..৮৭
২.১.৭ মজুদদারী নিষিদ্ধকরণ..৯১
২.১.৮ সম্পদের সুষম আবর্তন নিশ্চিতকরণ..৯২
২.১.৯ শ্রমিকের মর্যাদা প্রদান ও উৎপাদনের মুনাফায় তাকে অংশীদার বানানো.....৯৩
২.১.১০ অল্প ধন-সম্পদে তুষ্ট থাকা..৯৫
২.১.১১ শিক্ষার্জন..৯৭
২.১.১২ রাষ্ট্রের দায়িত্ব..৯৮
২.১.১৩ সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে..৯৯
২.১.১৪ তাওবা ও ইসতেগফার..১০১
২.১.১৫ অভাব ও মুসিবতে ধৈর্যধারণ..১০৪
২.১.১৬ সচ্ছলতা কখনো পরীক্ষার বস্তু..১০৫
২.১.১৭ রিযিকের আসবাব গ্রহণ..১০৬
২.১.১৮ তাকওয়া অবলম্বন..১০৭
২.১.১৯ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দু'আ করা..১০৮
২.১.২০ তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা..১১১
২.১.২১ তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা..১১৪
২.১.২২ যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদাত পালন..১১৫
২.১.২৩ আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ ও তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন....................১১৬
২.১.২৪ বিবাহ করা..১১৬
২.১.২৫ হজ্জ ও ওমরা সম্পাদন..১১৭
২.১.২৬ আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা..১১৭
২.১.২৭ দ্বীনী ইলম অর্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা..১১৮
২.১.২৮ গরীবদের সহায়তা করা..১১৮
২.১.২৯ জুলুম-শোষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা..১১৯
২.১.৩০ বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি..১১৯
২.১.৩১ পুঁজি ও মূলধনের ব্যবস্থা..১২০
২.১.৩২ অপচয়-অপব্যয় না করা..১২০

Dhaka University Institutional Repository

২.১.৩৩ নিয়ন্ত্রিত ভোগ-লিপ্সা..১২১
২.১.৩৪ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়..১২২
২.১.৩৫ সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ সৃষ্টিকারীদের দমন............................১২৩
২.১.৩৬ সামাজিক কল্যাণ সাধন..১২৪
২.১.৩৭ মালিকানার ধারণার পরিবর্তন সাধন..১২৪
২.২ 'খাদ্য নিরাপত্তায়' ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি..............................১২৬
২.২.১ রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ..১২৭
২.২.২ ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করা............................১২৯
২.২.৩ খাদ্যে ভেজাল প্রয়োগ বন্ধ করা..১২৯
২.২.৪ খাদ্য ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি নিষিদ্ধকরণ....................................১৩৩
২.২.৫ আমানতদার সৎ ব্যবসায়ীদের জন্য সুসংবাদ....................................১৩৫
২.২.৬ কৃষকদের প্রাপ্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো..১৩৫
২.২.৭ হালাল ও পবিত্র খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ..১৩৬
২.২.৮ হারাম ও নিষিদ্ধ খাদ্যসামগ্রী বর্জন..১৩৮

তৃতীয় অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তায় ইসলামী উপাদানসমূহ

৩.১ 'দারিদ্র বিমোচনে' ইসলাম সমর্থিত উপাদানসমূহ...............১৪০
৩.১.১ যাকাত..১৪২
৩.১.২ উশর..১৬৩
৩.১.৩ খারাজ..১৬৭
৩.১.৪ জিযয়াহ কর..১৬৮
৩.১.৫ আল-ফাই..১৬৯
৩.১.৬ সাদাকাতুল ফিতর..১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৭	কাফ্ফারা	১৭১
৩.১.৮	নফল দান-সাদাকা	১৭১
৩.১.৯	ফিদিয়া	১৮১
৩.১.১০	দেনমোহর	১৮২
৩.১.১১	ঈদ-উল-আযহা বা কোরবানীর ঈদ	১৮২
৩.১.১২	নযর বা মান্নত	১৮৪
৩.১.১৩	হিবা	১৮৪
৩.১.১৪	ওয়াক্ফ	১৮৪
৩.১.১৫	পরিশ্রম করা এবং অলসতা না করা	১৮৫
৩.১.১৬	আত্মীয়-স্বজনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ	১৮৮
৩.১.১৭	ওয়াসিয়্যাত	১৯০
৩.১.১৮	‘আল-ক্বর্‌যুল হাসান’ বা করযে হাসানা	১৯০
৩.১.১৯	হাদী (হজ্জ বা উমরা পালনকারীর কোরবানীর জন্তু)	১৯৩
৩.১.২০	প্রতিবেশির অধিকার আদায়	১৯৪
৩.১.২১	ফসলের হক আদায়	১৯৪
৩.১.২২	ব্যবসা-বাণিজ্য	১৯৫
৩.১.২৩	বায়তুলমাল	১৯৭
৩.১.২৪	আল্লাহর জন্যে হিজরত	১৯৯
৩.১.২৫	কৃষি ও শিল্পকর্ম	২০০
৩.১.২৬	উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি	২০২
৩.১.২৭	স্বনির্ভরতা অর্জন	২০৫
৩.২	**খাদ্য নিরাপত্তায় ইসলামী উপাদানসমূহ**	**২০৬**
৩.২.১	কৃষি	২০৬
৩.২.২	সকল ধরনের ভূমি আবাদ নিশ্চিত করা	২০৮
৩.২.৩	আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার	২১০
৩.২.৪	খাদ্য ও ফসল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণ	২১২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচিসমূহ (২০০৪-২০১৩)

৪.১ জাতীয় সমাজ কল্যাণ নীতি (NATIONAL SOCIAL WELFARE POLICY) ডিসেম্বর, ২০০৫..২১৫

৪.২ বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বরাদ্দ ও বন্টন নীতিমালা, ২০০৯..২২৯

৪.৩ জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০..২৩৫

৪.৪ পলণ্টী সমাজেসবা কার্যক্রম [বাস্ড়বায়ন নীতিমালা], ২০১০ (IMPLEMENTATION MANUAL OF RURAL SOCIAL SERVICES PROGRAMME 2010)..২৪০

৪.৫ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১..২৫২

৪.৬ ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১..............................২৬৪

৪.৭ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২................২৭১

৪.৮ বয়স্কভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for Old Age Allowances programme (Revised), ২০১৩..২৭৭

৪.৯ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for the Allowances programme of Insolvent Persons with Disabilities (Revised), ২০১৩..২৮০

৪.১০ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for Allowances to the Husband Deserted Destitute women and the Widow (Revised) ২০১৩..২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

৪.১১ প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা NATIONAL POLICY ON OLDER PERSONS, (দ্বিতীয় খসড়া-২০১৩)..২৮৯
৪.১২ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) নির্দেশিকা, ২০১৩..২৯৯
৪.১৩ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা, ২০১৩..৩০২
৪.১৪ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা, ২০১৩..৩০৭
৪.১৫ ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ কার্যক্রম...৩১১

পঞ্চম অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচিসমূহের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক পর্যালোচনা

৫.১ জাতীয় সমাজ কল্যাণ নীতি (NATIONAL SOCIAL WELFARE POLICY) ডিসেম্বর, ২০০৫ এর এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা..৩১৫
৫.২ বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বরাদ্দ ও বণ্টন নীতিমালা, ২০০৯ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা...৩২৫
৫.৩ জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা..৩২৯
৫.৪ পলণ্ডী সমাজেসবা কার্যক্রম [বাস্ড়বায়ন নীতিমালা], ২০১১ (IMPLEMENTATION MANUAL OF RURAL SOCIAL SERVICES PROGRAMME 2011) এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা..৩৩৭
৫.৫ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা..৩৪৩

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬ ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা..৩৪৭

৫.৭ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা..৩৫০

৫.৮ বয়স্কভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for Old Age Allowances programme (Revised), ২০১৩ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা.......................................৩৫৩

৫.৯ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for the Allowances programme of Insolvent Persons with Disabilities (Revised), ২০১৩ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা..৩৫৬

৫.১০ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for Allowances to the Husband Deserted Destitute women and the Widow (Revised) ২০১৩ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা..৩৬৩

৫.১১ প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা NATIONAL POLICY ON OLDER PERSONS, (দ্বিতীয় খসড়া-২০১৩) এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা..৩৬৭

৫.১২ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) নির্দেশিকা ২০১৩ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা..৩৭৬

৫.১৩ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা, ২০১৩ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা..............................৩৭৯

৫.১৪ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা, ২০১৩ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা.................৩৮২

৫.১৫ ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ কার্যক্রমের কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা ৩৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

খাদ্য নিরাপত্তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচিসমূহ (২০০৪-২০১৩)

৬.১ জাতীয় খাদ্য নীতি, ২০০৬..৩৮৭
৬.২ খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮...............৪১৪
৬.৩ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯...৪১৯
৬.৪ অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১০...................................৪৩৩
৬.৫ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩..৪৪০

সপ্তম অধ্যায়

খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচিসমূহের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক পর্যালোচনা

৭.১ জাতীয় খাদ্য নীতি, ২০০৬ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা........৪৬৩
৭.২ খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা..৪৭০
৭.৩ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা..৪৭৪
৭.৪ অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১০ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা..৪৭৯
৭.৫ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা......৪৮২

অষ্টম অধ্যায়

অভিসন্দর্ভের সার্বিক পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা ৪৯৫

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার..৫০৯
গ্রন্থপঞ্জি...৫১১

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

مد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين.

মহান আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন মানবজাতিকে পথনির্দেশনাসহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এ নির্দেশনা মানার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে চলার নির্ভুল পথ খুঁজে পায়। আর যখনই আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা বাদ দিয়ে তাদের নিজস্ব মস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞান দ্বারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে তখনই সমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। মানবজীবনে অসংখ্য সমস্যা রয়েছে। দারিদ্র এসবের মধ্যে অন্যতম। এটি বিশ্বমানবতার জন্য এক নির্মম অভিশাপ। এ অভিশাপ মানুষকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। সমাজ-সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে পিছিয়ে দেয়। এটি মানবতাকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে দিতে পারে। মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে। দারিদ্রের কষাঘাতে ও ক্ষুধার নির্মম যাতনায় অভাবের অনলে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে ন্যায়-অন্যায় বিস্মৃত বনি আদম পাপ-পঙ্কিলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে নিজের অজান্তেই আত্মবিধ্বংসী পথে অগ্রসর হয়। দারিদ্রের এ নির্মম কঠোর জ্বালায় মানবতাবোধ লোপ পায়, হিংস্রতার প্রসার ঘটে, অন্যায়-অবিচার বিস্তৃত হয়। নারী তার পরম যত্নে লালিত সতীত্বকে বিলিয়ে দেয়, মানুষ তার কলিজার টুকরা সন্তানকে বিক্রি করে। এমনকি হত্যা পর্যন্ত করতেও দ্বিধা করে না। দারিদ্র হল রক্তশূন্যতা সদৃশ। মানুষ অর্থ-সম্পদের জন্য কাজ করে, যা তাঁর জন্য রক্ত সমতুল্য। রক্ত মানুষের দেহ ও জীবনের স্থিতির নিয়ামক। রক্তশূন্যতা দেখা দিলে মানুষের দেহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধির আবাসে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে সম্পদ না থাকলে মানুষের জীবনও অচল হয়ে পড়ে অনিবার্যভাবে। তা যেমন ব্যক্তি জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তেমনি করে সামষ্টিক জীবনে। কারণ মানুষের আর্থিক প্রয়োজন দেখা দেয় জন্ম মুহূর্ত থেকেই। অর্থ সম্পদহীন ব্যক্তির যেমন কোন শক্তি মান-মর্যাদা থাকে না তেমনি দরিদ্র জাতিও বিশ্ব জাতিসমূহের সামনে সম্মান সম্ভ্রম থেকে হয় বঞ্চিত। এ বঞ্চনা ও অবমাননা হতে মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গেছেন বিশ্ববাসীর সামনে এক উজ্জ্বল শিক্ষা ও আদর্শ।

বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনাময় দেশ। সম্পদে ভরপুর দেশটির স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সময়ে ছুটে আসা পর্যটক, বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী-গুণী ও ভূ-তত্ত্ববিদগণ। অথচ বর্তমানে আমাদের দেশে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ৬৭ লাখ ৮৯ হাজার ৭৭২ জন। যা শতকরা ৩১ দশমিক ৫ ভাগ এবং অতি দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ২ কোটি ৬০ লাখ ৬৫ হাজার ১৭১ জন, যা শতকরা ১৭ দশমিক ৬ ভাগ। প্রকৃতপক্ষে আমরা দরিদ্র নই; বরং আমাদেরকে দরিদ্র করে

Dhaka University Institutional Repository

রাখা হয়েছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা পরিপন্থী কর্মনীতি ও কর্মপন্থা তথা ইসলাম পরিপন্থী অর্থব্যবস্থা ও কর্মকাণ্ডই এ দারিদ্র সমস্যার মূল কারণ। কেননা দারিদ্র ও ইসলাম শব্দ দু'টি দুই মেরুর শব্দ। সত্য-মিথ্যার দ্বন্ধ যেমন চিরন্তন, ঠিক তেমনি দারিদ্র ও ইসলামের দ্বন্দও চিরন্তন। ইসলাম ও দারিদ্রের সহাবস্থান অকল্পনীয়। যে 'জাযীরাতুল আরবে'র (আরব উপদ্বীপ) মানুষেরা অভাব ও দারিদ্রের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত উপোস থেকে উদরে পাথর বেঁধে দিনাতিপাত করত, সেই আরবজাতি ইসলামের সুমহান আদর্শে বলীয়ান হয়ে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন স্বনির্ভর দারিদ্রমুক্ত উন্নত জাতি হতে সক্ষম হয়েছিল যে, যাকাত নেয়ার মতো কোন লোক সেখানে পাওয়া যেত না।

দারিদ্র একটি সামাজিক ও মানবিক সমস্যা। সম্ভবত পৃথিবীতে মানব সভ্যতা যতটা প্রাচীন, দারিদ্র সমস্যাটাও ততটাই পুরাতন। বিজ্ঞানের এ চরম উৎকর্ষের যুগেও মানুষ দারিদ্রের তীব্র কষাঘাত থেকে মুক্ত নয়। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো তো বটেই খোদ উন্নত দেশগুলো সম্পূর্ণ দারিদ্রমুক্ত-এ দাবিও সম্ভবত করা যায় না। বর্তমান বিশ্বে রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও মানবসেবায় নিয়োজিত অসংখ্য ব্যক্তি ও সেবা-সংগঠন বিশ্ব মানবতাকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বিশেষত জাতিসংঘ দারিদ্রকে অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। দারিদ্রপীড়িত বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার এনজিও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার নিয়ে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্রকে পুঁজি করে কোন কোন ব্যক্তি ও সংগঠন নিজ নিজ ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারলেও ভাগ্যাহত দারিদ্রপীড়িত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে এমনটি মনে করা হয়, দাবী করা যাবে না।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মানব জাতির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুসলিমগণ তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে দারিদ্রমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই দারিদ্র বিমোচন কৌশল নিয়ে নানা উদ্যোগ ও প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্রকে তারা প্রত্যাশিত পর্যায়ে দারিদ্রমুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না। কোন কোন উদ্যোগ দারিদ্রের দুষ্টচক্রের কবলে ফেলে জনজীবনে দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে তুলছে। এ প্রেক্ষাপটে ইসলাম দারিদ্রকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছে এবং কোন্ পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে দারিদ্র বিমোচন করতে সক্ষম হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা একান্ত প্রয়োজন।

অপরদিকে মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হল খাদ্য। কিন্তু এর সাথে নিরাপত্তা শব্দটি এখন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে চলে এসেছে। পুরো বিশ্ব জুড়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ, আর বিশ্ব

Dhaka University Institutional Repository

নেতারাও এ বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। জলবায়ু পরিবর্তন এ নিরাপত্তাহীনতার একটি বড় কারণ। বাংলাদেশও এ নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুধু জলবায়ুর প্রভাব ছাড়াও দরিদ্রতা, দ্রব্যমূল্যের অব্যাহত উর্ধ্বগতি, চাষযোগ্য জমির স্বল্পতা, জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা সাধারণ মানুষকে কোণঠাসা করে রেখেছে। এর সাথে এ কথাটি অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আবাদযোগ্য কৃষি জমি ও খাদ্যশস্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এছাড়া, কৃষিখাতে বিপুলসংখ্যক মৌসুমী বেকার রয়েছে। তাই বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি জটিল সমীকরণে আবদ্ধ। যদিও সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ মোতাবেক রাষ্ট্রের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

দেশের মানুষের কাছে দায়বদ্ধতা এবং সাংবিধানিক দায়িত্বের কারণেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য হলো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা। সরকার উদ্ভাবিত একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ, আদর্শ গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম, ঘরে ফেরা প্রভৃতি কর্মসূচি সফলভাবে বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। এছাড়া বয়স্ক ভাতা চালু রয়েছে। সরকার গ্রামের মানুষকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করছে এবং সে সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবহারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী একটি ‘পলণ্টী সঞ্চয় ব্যাংক’ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দারিদ্র হ্রাসে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে গতির সঞ্চার হয়েছে সে গতিকে ধরে রাখার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া হত-দরিদ্রদের টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনতে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন করে যাচ্ছে; যেমন অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ (ভিজিএফ), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), টেস্ট রিলিফ (টিআর), কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা), জিআর, ঢেউটিন বরাদ্দ ইত্যাদি। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার শুন্যের কোটায় নামিয়ে আনার জন্য বিভিন্নমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে স্বাক্ষর করেছে ‘দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র’ বা পিআরএসপি।

পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তার জন্যও নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা/সুযোগ বৃদ্ধি করা, সকলের (বিশেষত: নারী ও শিশুর) জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি বিধান করা, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন করা, উৎপাদক কৃষকদের মূল্য সহায়তা প্রদান, খাদ্যশস্যের বাজারদর যৌক্তিক পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা, খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা, সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সরবরাহ অব্যাহত রাখা, এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে মৌসুমভিত্তিক ধান ও গম সংগ্রহ করা, সংগ্রহ

কেন্দ্র তৈরি করা, লক্ষ্যমাত্রার সমন্বয় করা, সংগ্রহ পদ্ধতি নির্ধারণ করা, মূল্য পরিশোধ করা, তদারকী পদ্ধতি ঠিক করা ইত্যাদি। এছাড়াও মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং তদ্‌লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে ইত্যাদি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

অপরদিকে দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করার জন্য কুরআন-সুন্নাহতে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও মূলনীতিসমূহ রয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি কুরআন-সুন্নাহর দাবী অনুযায়ী হচ্ছে কি না? দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কুরআন-সুন্নাহতে কী কী দিকনির্দেশনা রয়েছে? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আরো কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাস্তবেই সমাজ থেকে দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং সত্যিকারার্থে সমাজ ও দেশ থেকে দারিদ্র দূর করার লক্ষ্যে, পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা ও সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য উপহার দেয়ার মনবাসনাকে পূরণ করণার্থে আলোচ্য গবেষণার অবতারণা। বক্ষমান অভিসন্দর্ভটির বিস্তারিত তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে বিষয়বস্তুকে মোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে। নিম্নে প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা উপস্থাপন করা হল-

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে- 'দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত ধারণা'। এ অধ্যায়ের প্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- 'দারিদ্র বিমোচন' সম্পর্কিত ধারণা। এর মধ্যে রয়েছে - দারিদ্রের সংজ্ঞা, দারিদ্র বিমোচন কী?, দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা, দারিদ্রের মাত্রা ও বাংলাদেশের অবস্থান, সমাজে দারিদ্রের প্রভাব, নৈতিকতার উপর দারিদ্রের প্রভাব, বাংলাদেশে দারিদ্র সমস্যার কারণ ও এর প্রতিকার, মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরিদ্রতাকে পছন্দ করতেন, দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ সমাজে নিচু হলেও মর্যাদায় উন্নত, দরিদ্রদের ভালবাসতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের জীবনযাপনে দরিদ্রতা, গরীব ও দুর্বলদের কারণে রিযিক প্রদান করা হয়, জান্নাতের অধিবাসীদের অধিকাংশ সম্পদহীন গরীব, ধনীদের পাঁচশত বছর আগে দরিদ্রদের জান্নাতে প্রবেশ, গরীব বলে কাউকে অবজ্ঞা না করা, নিম্নস্তরের মানুষের দিকে দৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি। এরপরে দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- 'খাদ্য নিরাপত্তা' সম্পর্কিত ধারণা। এর মধ্যে- খাদ্যের সংজ্ঞা, খাদ্য নিরাপত্তার পরিচয়, মৌলিক চাহিদা ও খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বীকৃতি, খাদ্য নিরাপত্তায় প্রাতিষ্ঠানিক

Dhaka University Institutional Repository

কাঠামো, খাদ্য নিরাপত্তা ও ইসলাম, খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা, খাদ্য নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি, খাদ্য সার্বভৌমত্ব, খাদ্য নিরাপত্তা ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মানবদেহে ভেজাল খাদ্যের প্রভাব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম রেখেছি 'দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি'। এ অধ্যায়ের প্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- 'দারিদ্র বিমোচন' সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। এর মধ্যে রয়েছে - ভিক্ষার হাত কর্মের হাতে পরিণত করা, আয় বৃদ্ধি ও উপার্জনের সুযোগ অবারিত রাখা, কর্ম ও ব্যবসায় উৎসাহ প্রদান, সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণ, হালাল রুযী উপার্জন, সুদের মুলোৎপাটন, মজুদদারী নিষিদ্ধকরণ, সম্পদের সুষম আবর্তন নিশ্চিতকরণ, শ্রমিকের মর্যাদা প্রদান ও উৎপাদনের মুনাফায় তাকে অংশীদার বানানো, অল্প ধন-সম্পদে তুষ্ট থাকা, শিক্ষার্জন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব, সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তাওবা ও ইসতেগফার, অভাব ও মুসিবতে ধৈর্যধারণ, সচ্ছলতা কখনো পরীক্ষার বস্তু, রিযিকের আসবাব গ্রহণ, তাকওয়া অবলম্বন, সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দু'আ করা, তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা, যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদাত পালন, আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ ও তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন, বিবাহ করা, হজ্জ ও ওমরা সম্পাদন, আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা, দ্বীনী ইলম অর্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা, গরীবদের সহায়তা করা, জুলুম-শোষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, পুঁজি ও মূলধনের ব্যবস্থা, অপচয়-অপব্যয় না করা, নিয়ন্ত্রিত ভোগ-লিপ্সা, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ সৃষ্টিকারীদের দমন, সামাজিক কল্যাণ সাধন, মালিকানার ধারণার পরিবর্তন সাধন ইত্যাদি। এরপরে দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- 'খাদ্য নিরাপত্তায়' ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। এর মধ্যে- রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ, ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করা, খাদ্যে ভেজাল প্রয়োগ বন্ধ করা, খাদ্য ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি নিষিদ্ধকরণ, আমানতদার সৎ ব্যবসায়ীদের জন্য সুসংবাদ, কৃষকদের প্রাপ্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো, হালাল ও পবিত্র খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ, হারাম ও নিষিদ্ধ খাদ্যসামগ্রী বর্জন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম রাখা হয়েছে 'দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তায় ইসলামী উপাদানসমূহ'। এ অধ্যায়ের প্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- 'দারিদ্র বিমোচনে' ইসলাম সমর্থিত উপাদানসমূহ। এর মধ্যে রয়েছে - যাকাত, উশর, খারাজ, জিযয়াহ কর, আল-ফাই, সাদাকাতুল ফিতর, কাফ্ফারা, নফল দান-সাদাকা, ফিদিয়া, দেনমোহর, ঈদ-উল-আযহা বা কোরবানীর ঈদ, নযর বা মান্নত, হিবা, ওয়াক্ফ, পরিশ্রম করা এবং অলসতা না করা, আত্মীয়-স্বজনের ভরণ

পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ, ওয়াসিয়্যাত, 'আল-কার্‌যুল হাসান' বা করযে হাসানা, হাদী (হজ্জ বা উমরা পালনকারীর কোরবানীর জন্তু), প্রতিবেশির অধিকার আদায়, ফসলের হক আদায়, ব্যবসা-বাণিজ্য, বায়তুলমাল, আল্লাহর জন্যে হিজরত, কৃষি ও শিল্পকর্ম, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি, স্বনির্ভরতা অর্জন ইত্যাদি। এরপরে দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- খাদ্য নিরাপত্তায় ইসলামী উপাদানসমূহ। এর মধ্যে- কৃষি, সকল ধরনের ভূমি আবাদ নিশ্চিত করা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, খাদ্য ও ফসল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'দারিদ্র বিমোচনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচিসমূহ (২০০৪-২০১৩)'। এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে- জাতীয় সমাজ কল্যাণ নীতি (NATIONAL SOCIAL WELFARE POLICY) ডিসেম্বর ২০০৫, বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বরাদ্দ ও বণ্টন নীতিমালা ২০০৯, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০, পলণ্টী সমাজেসবা কার্যক্রম [বাস্ড়বায়ন নীতিমালা] ২০১০ (IMPLEMENTATION MANUAL OF RURAL SOCIAL SERVICES PROGRAMME 2010), জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন ২০১২, বয়স্কভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for Old Age Allowances programme (Revised) ২০১৩, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for the Allowances programme of Insolvent Persons with Disabilities (Revised) ২০১৩, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for Allowances to the Husband Deserted Destitute women and the Widow (Revised) ২০১৩, প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা NATIONAL POLICY ON OLDER PERSONS, (দ্বিতীয় খসড়া-২০১৩), অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) নির্দেশিকা, ২০১৩, গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা, ২০১৩, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা ২০১৩, 'একটি বাড়ি একটি খামার' কার্যক্রম ইত্যাদি। দারিদ্র বিমোচনে সরকারের এ সমস্ত কর্মসূচি এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম প্রদান করা হয়েছে 'দারিদ্র বিমোচনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচিসমূহের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক পর্যালোচনা'। এ অধ্যায়ের মধ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের বিভিন্ন ধারা-উপধারার বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম উপস্থাপন করা হয়েছে 'খাদ্য নিরাপত্তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচিসমূহ (২০০৪-২০১৩)'। এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে- জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬, খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা ২০০৮, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯, অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১০, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ ইত্যাদি। খাদ্য নিরাপত্তায় সরকারের এ সমস্ত কর্মসূচি এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ হয়েছে 'খাদ্য নিরাপত্তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচিসমূহের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক পর্যালোচনা'। এ অধ্যায়ের মধ্যে ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লিখিত খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচিসমূহের বিভিন্ন ধারা-উপধারার বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে 'গবেষণার সার্বিক পর্যালোচনা এবং সে আলোকে সুপারিশমালা' তুলে ধরা হয়েছে।

সর্বশেষ 'উপসংহার' উপস্থাপন এবং 'গ্রন্থপঞ্জী' শিরোনামে সহায়ক গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা উল্লেখ করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ দিকদর্শন হিসেবে দেশ ও জাতির দারিদ্র বিমোচনে পথ দেখাবে, দিকনির্দেশনা দিবে বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার। মহান আল্লাহ আমাকে ও এ অভিসন্দর্ভের পাঠকগণকে এর প্রতিটি বাক্যের দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

ثم ـمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত ধারণা

১.১ ‘দারিদ্র বিমোচন’ সম্পর্কিত ধারণা

দারিদ্র বিশ্বমানবতার জন্য এক চরম অভিশাপ। এটি মানবতাকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে দিতে পারে। সারাবিশ্বের মানুষের মাঝে চলমান মারামারি, হানাহানি, হত্যা, সন্ত্রাস, লুটতরাজ, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, দখলদারিত্বসহ সামাজিক নানা অপকর্মের অন্যতম কারণ দারিদ্র। এ কারণেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায় থেকে দারিদ্র বিমোচনের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু সে উদ্যোগ কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী না হওয়ায় বারবার তা মুখ থুবরে পড়ছে। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি। তাই সত্যিকারার্থে দেশ থেকে দারিদ্র দূরীভূত করতে হলে সকলকে ইসলামের নির্দেশনা ও বিধি-বিধান অনুসরণ করেই দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। নিম্নে এ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ধারণা উপস্থাপন কর হল।

১.১.১ দারিদ্রের সংজ্ঞা

দারিদ্রের অর্থ হচ্ছে- দরিদ্র অবস্থা, অভাব ও দীনতা [১]। দারিদ্র বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশকে বোঝায় যার সামান্য সম্পদ ও অল্প আয় রয়েছে, যা দ্বারা ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন (Basic Needs) মেটাতে ব্যর্থ [২]। ডেলটুসিং বলেন, মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতাই হল দারিদ্র [৩]। থিওডরসনের মতে, দারিদ্র হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক উপোস [৪]। ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র হচ্ছে এমন এক অবস্থা, যা মানব জীবনের অব্যাহত প্রয়োজনীয় পণ্য বা মাধ্যম উভয়েরই অপর্যাপ্ততা বুঝায় [৫]। সমস্যা হিসেবে দারিদ্রের সৃষ্টি মানবজাতির ইতিহাসের সূচনাতে চিহ্নিত হলেও দারিদ্রের প্রচলিত সংজ্ঞা এবং পরিমাপ পদ্ধতিতে এখনও বেশ অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। সংজ্ঞা এবং পরিমাপের বিষয়ে এসব দ্বিধা-দ্বন্দের কারণে অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার প্রকৃত চিত্র যথাযথভাবে ফুটে ওঠে না। যেমন দরিদ্র

---

১. আহমদ শরীফ, msw¶ß evsjv Awfavb, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পঞ্চদশ পুনমুর্দন : মাঘ ১৪১৮ বাং/ জানুয়ারি ২০১২ খ্রি., পৃ. ২৭৭

২. মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম, ‘দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত’, BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ঢাকা : ইফাবা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৯ খ্রি., পৃ. ৯৩

৩. cÖv¸³, পৃ. ৯৪

৪. cÖv¸³

৫. cÖv¸³

Dhaka University Institutional Repository

বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশকে বুঝায় যার সামান্য সম্পদ ও স্বল্প আয় রয়েছে যার দ্বারা Basic Needs মেটাতে সে ব্যর্থ [৬]। তবে ইসলামী আইন শাস্ত্রে দারিদ্রের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে। আর দরিদ্র ব্যক্তিকে সচ্ছল করে তোলাই যেহেতু ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য কাজেই সে লক্ষ্য অর্জন করতে হলে দারিদ্রের সংজ্ঞা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সাধারণত সম্পদের সল্পতাকেই ‘দারিদ্র’ বলা হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে দারিদ্রের দু’টো অর্থ আছে। প্রথমত, দারিদ্র এমন একটা অবস্থা যেখানে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে নির্ধারিত ন্যূনতম শরীর বৃত্তীয় প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। এটাকে অনাপেক্ষিক দারিদ্র বা Absolute poverty হয়। দ্বিতীয়ত দারিদ্র হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট সমাজের আয় অথবা সম্পদ বিতরণে একজন ব্যক্তি অথবা একটি পরিবারের অবস্থান সূচক নির্দেশক। এটাকে আপেক্ষিক দারিদ্র বা Relative poverty বলা হয়। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের দারিদ্র পরিমাপ করার নির্ধারিত মান হচ্ছে, প্রতিদিন জীবন ধারণের জন্য ২১২২ কিলো ক্যালোরি ও ৫৮ গ্রাম প্রোটিন খাবার সংগ্রহে সক্ষম জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র সীমার নিচে এবং ১৮০৫ কিলো ক্যালরি যারা জোটাতে পারে না তারা চরম দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে [৭]।

১.১.১.১ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক দারিদ্রের পুনঃ নির্ধারিত সংজ্ঞা

২০১৫ সালে দারিদ্রের সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ করেছে বিশ্বব্যাংক। নতুন এ সংজ্ঞা অনুযায়ী, দৈনিক ১ দশমিক ৯০ ডলারের (১৪৮ টাকা) কম আয় করা মানুষ দরিদ্র বলে গণ্য হবেন। ১৯৯০ সালের পর এ প্রথম দারিদ্রের সংজ্ঞা পুনঃ নির্ধারণ করলো বিশ্বব্যাংক। এর আগে দৈনিক ১ দশমিক ২৫ ডলারের (৯৭ দশমিক ২৭ টাকা) কম আয় করাদের দরিদ্র বলে সংজ্ঞায়িত করেছিল সংস্থাটি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দারিদ্রের সংজ্ঞা পুনঃ নির্ধারণের ফলে বিশ্বব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাবে। তবে এই মুহূর্তে সঠিক সংখ্যা ধারণা করা না গেলেও বিশ্বব্যাংক মনে করছে ১৪ কোটি ৮০ লাখ মানুষ নতুন করে এবার দরিদ্রের কাতারে গিয়ে দাঁড়াবে। বিশ্লেষকদের বক্তব্য, দরিদ্রের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বাড়বে পূর্ব এশীয় অঞ্চলে। এ এলাকার ২৯ কোটি ৩০ লাখ মানুষের মধ্যে ১৫ কোটি ৭০ লাখ এরই মধ্যে দারিদ্রসীমার নিচে বাস করছে।

---

৬. নুরুল ইসলাম মানিক (সম্পাদিত), ‘wi‘¨ we‡gvP‡b Bmjvg, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৩২১

৭. প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম (সম্পাদিত), GKwesk kZvãxi evsjv‡‘k mwweK Dbqb mgxÿv, ঢাকা : বাংলা বাজার, ২০০১ খ্রি., পৃ. ৭৩৩-৭৩৪

লাতিন আমেরিকায় ৮০ লাখের মতো মানুষ নতুন করে দারিদ্রসীমার নিচে চলে যাবেন। আর দক্ষিণ এশিয়ায় দরিদ্রের সংখ্যা বাড়বে ৭০ লাখ।[৮]

১.১.১.২ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দারিদ্রের সংজ্ঞা

কুরআন ও হাদীসে বিশেষত যাকাত বণ্টনের খাত আলোচনায় দরিদ্র ব্যক্তিকে 'ফকীর' এবং 'মিসকীন' এই দু'টি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে[৯]। তবে ফকীর এবং মিসকীন কারা- এ ব্যাপারে ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণের মাঝে একাধিক অভিমত থাকলেও এ ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ফকীর এবং মিসকীন একই শ্রেণির দু'টি অংশ যারা উভয়েই অভাবী ও মুখাপেক্ষী। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত নিম্নরুপ-

'ফকীর' মিসকীনের তুলনায় খারাপ অবস্থায় হয়ে থাকে। কেননা ফকীর হলো সেই ব্যক্তি যার কাছে কিছু নেই অথবা যদিও কিছু থাকে তাহলে তা তার এবং পরিবারের প্রয়োজনের অর্ধেক পূরণ করে[১০]। 'ফকীর' শব্দটি সাধারণভাবে সকল মুখাপেক্ষী লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, চাই শারীরিক বৈকলংগের কারণে হোক, কিংবা বার্ধক্যের কারণে হোক, স্থায়ীভাবে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ার কারণে হোক অথবা এমন ব্যক্তি, যে কোন কারণে সাময়িকভাবে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে এবং সাহায্য সহযোগিতা পেলে পুনরায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে-এ ধরনের সকল মুখাপেক্ষী লোকের ক্ষেত্রে 'ফকীর' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন- ইয়াতিম, বিধবা, বেকার এবং এমন সব লোক যারা সাময়িকভাবে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে । এক কথায় বলা যায়, ফকীর শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক। যাদের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায়-উপকরণ নেই, যারা সর্বতোভাবে নিঃস্ব, অর্থের ভিখারী তারাই ফকীর। অন্য কথায় বলা যায়, ফকীর বলতে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের স্বাভাবিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ পূরণার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ নেই বা বৈধভাবে উপার্জনের সম্মানজনক উপায় নেই আধুনিক পরিভাষায় এ ধরনের দরিদ্রকে Hard core Poverty (চরম দারিদ্র অবস্থা) বলা হয়।

'মিসকীন' সেই ব্যক্তি যার কাছে নিজের প্রয়োজনের অর্ধেক অথবা তার চেয়ে বেশি সম্পদ আছে কিন্তু এ সম্পদ তার প্রয়োজন পূরণ করে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শব্দটি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, যারা প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনোপকরণ জোগাড় করতে পারে না এবং শোচনীয় অবস্থায় নিমজ্জিত আছে কিন্তু আত্মসম্মানবোধের কারণে কারো দারস্থ হয় না আবার

৮. ^‘wbK Avgv‡‘i mgq, ঢাকা : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং

৯. আল-কুরআন, ০৯ : ৬০

১০. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, Bmjv‡gi A_%bwZK wbivcËv, ঢাকা : সৃজন প্রকাশনী লি:, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে লোকেরা তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ায় না। হাদীসে মিসকীনের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে, "মিসকীন হলো ঐ ব্যক্তি যে নিজের নিত্য প্রয়োজন মেটাবার মত অর্থ সম্পদ পায় না, তাকে যে সাহায্য করতে হবে তাও বুঝা যায় না এবং প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে চাইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এরা হচ্ছে সম্ভ্রান্ত মানুষ, তবে গরীব ও অসচ্ছল" [১১]।

১.১.২ 'দারিদ্র বিমোচন' এর পরিচয়

দারিদ্র বিমোচন বলতে বুঝায় সমাজ থেকে দারিদ্রকে সম্পূর্ণরুপে নির্মূল করা। সমাজে কোন ধরনের অভাব অনটন না থাকা। ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ গঠন করা, কারো কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত না করা, সমাজের সকলের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। অর্থাৎ যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে একটি দেশ বা সমাজের সকল নাগরিক অভাবমুক্ত পরিবেশে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। সমাজের কোন নাগরিক তার ব্যক্তিগত চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে কোন ধরনের আর্থিক সমস্যায় না পড়তে হয় এগুলো নিশ্চিত করার নামই হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। দারিদ্র একটি সামাজিক অভিশাপ এবং সাধারণ মানুষের জন্য দারিদ্র পাপের প্রথম পর্যায়। অনুন্নত দেশসমূহে দেখা যায়, জাতীয় চরিত্রের অবনতি, মিথ্যার বেসাতি, ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা এসবের অন্যতম কারণ দারিদ্র। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

অর্থ : "শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ"।[১২]

অন্যদিকে চরম দারিদ্রের ন্যায় চরম প্রাচুর্যও মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। আল-কুরআনুল কারীমে 'তাকাছুর' বা প্রাচুর্যের লালসার পরিণতি সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা এবং অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। এ কারণেই অধিকাংশ নবী-রসূল এবং মহৎ ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছায় দারিদ্রের পথ বেছে নিয়ে বিশ্ব মুসলিমের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এখনও মুসলিম সমাজে ধনীর চেয়ে দরিদ্ররাই বেশি ধার্মিক।[১৩] তবে দারিদ্র যে সাধারণ মানুষের ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরুপ এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। হাদীসে এসেছে,

---

১১. আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ আল-কাসানী (পরবর্তীতে 'আল-কাসানী' উল্লেখ করা হবে), ev‘vBDm mvbvB dx ZviZxek kivB (পরবর্তীতে ÔZviZxek kivBÕ উল্লেখ করা হবে), বৈরুত : দারু ইহ্য়াউত তুরাসিল আরবি, ১৯৮২ খ্রি., খ. ২, পৃ. ১৫০

১২. আল-কুরআন, ০২ : ২৬৮

১৩. নূরুল ইসলাম মানিক (সম্পাদিত), cv¸³, পৃ. ৬৯

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا.

অর্থ : "অভাব দারিদ্র মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়"।[১৪] অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যত জ্ঞানীই হোক না কেন, তার যদি প্রয়োজনীয় সম্পদ ও জীবনোপকরণ না থাকে, তবে সে দারিদ্রের কষাঘাতে নিজের অলক্ষেই নীতিভ্রষ্ট হয়ে উঠে। দারিদ্রপীড়ায় জর্জরিত জীবন থেকে রক্ষাকল্পে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

অর্থ : "নামায শেষ হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করো"।[১৫]

১.১.৩ দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা

বর্তমান বিশ্বে যে সকল ব্যক্তি ও সংস্থা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন তারা এক বাক্যে বিশ্ববাসীর সামনে এ বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন যে, দারিদ্রের অস্তিত্বকে জাতীয় কিংবা বিশ্ব পরিসরে আর মেনে নেয়া যায় না। তাদের এ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে জাতিসংঘ (UN), বিশ্বব্যাংক (WB), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিকে তাদের প্রধান কর্তব্য মনে করছে।

দারিদ্র বিমোচন উদ্যোগের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে প্রথমেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয় ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক শীর্ষক সম্মেলন (World Social Summit) এবং ২০০০ সালে নিউইয়ার্কে জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় Millenium Development Summit এর প্রতি, সেখান থেকে ঘোষিত হয়েছিল Millenium Development Goals বা এমডিজি। এমডিজির মূল বক্তব্য হচ্ছে, ২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে দারিদ্র অর্ধেক হ্রাস করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা কৌশল হিসেবে ক্ষুধা ও দারিদ্র দুরীকরণ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, নারী পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ, মাতৃ-স্বাস্থের উন্নয়ন, এইচ আইভি/ এইডস, ম্যালেরিয়া ও জটিল রোগ প্রতিরোধ, টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বা গ্লোবাল পার্টনারশীপ ইত্যাদি কর্মসূচি চালু করেছে। উপরে বর্ণিত কর্মসূচিসমূহ নিঃসন্দেহে উন্নয়নে তথা দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু ২০০০-২০১৫ পর্যন্ত ১৫ বছরের যে

১৪. ছিকাতুল ইসলাম আল-কালিনী, Dmjj Kvdx, বৈরুত : দারুল মুরতাদা লিত-তবা'আহ ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি'য়ি, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৩০৭

১৫. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তার অধিকাংশ সময় ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও লক্ষ্যমাত্রা ৫% ভাগ অর্জিত হয়েছে এমন দাবী করা যাবে কি? জবাব আসবে নিশ্চয়ই নয়।[১৬]

অপরদিকে দারিদ্র বিমোচনের অংশ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৪ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত অসংখ্য আইন, নীতিমালা/ বিধি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি ইত্যাদি গ্রহণ করেছে, যেমন- দারিদ্র বিমোচনের জন্য সরকার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা, দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের, অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা, পুনর্বাসন তহবিল, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি), আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), ভিজিডি, ভিজিএফ, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেস্ট রিলিফ/টি-আর), মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইত্যাদি। এ রকম অসংখ্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করে সরকার দারিদ্র বিমোচনের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

১.১.৪ দারিদ্রের মাত্রা ও বাংলাদেশের অবস্থান

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ পর্যন্ত এদেশের দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের দারিদ্রের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এদেশে দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যার হার বর্তমানে ৩১.৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে গবেষণামূলক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত এক দশকে (২০০১-২০১০) বাংলাদেশে দারিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছে প্রায় দেড় কোটি। অথচ এর ঠিক আগের দশকে অর্থাৎ ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছিল মাত্র ২৩ লাখ। এ সফলতা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত দেশের সকল ধরনের নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে এদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পেছনে সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ এবং একই সাথে সামাজিক উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাস পাওয়ার কারণে মানব উন্নয়ন সূচকেও লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) বাংলাদেশ একধাপ এগিয়েছে। Human Development Report 2013 অনুযায়ী ২০১২ সালে বিশ্বের ১৮৭টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬তম। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী নিম্ন মানব উন্নয়ন সূচকের

১৬. আবুল হোসাইন, ‘wi‘ ‘ixKiY I ‘wi‘‡‘i e¨e¯’vcbv, ঢাকা : বাংলাবাজার, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ৮

(HDI) তালিকাভুক্ত ১০৬টি দেশের মধ্যে Multi-Dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ছিল ০.২৯২ (নিম্ন মানের HDI), যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল (নিম্নমানের HDI), পাকিস্তান (নিম্ন মানের HDI), ভারত (মধ্যম মানের HDI) ও শ্রীলংকার (মধ্যম মানের HDI) মান ছিল যথাক্রমে ০.২১৭, ০.২৬৪, ০.২৮৩ ও ০.০২১। [১৭]

বাংলাদেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০২ পর্যন্ত ০৫টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করার অন্যতম লক্ষ্য ছিল দারিদ্র বিমোচন। এ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহের ফলে বাংলাদেশ আয় ও মানব দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অন্ততঃ ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের ব্যাপারে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় নিরসন কৌশলপত্রের সময়োপযোগী সংশোধন (জাতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র-২ (২০০৯-২০১১: দিন বদলের পদক্ষেপ) করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হিসেবে "বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)" শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়। এ রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৫ মেয়াদের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ দীর্ঘমেয়াদি রুপকল্প ও মধ্যমেয়াদি কার্যক্রম হিসেবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃত্তি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন তথা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা বর্তমানের ৩১.৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কার্যকরি পরিবীক্ষণ কাঠামো সন্নিবেশ করা হয়েছে যেখানে ৩৫টি সূচক সম্বলিত ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে প্রথম প্রতিবেদন 'The First Implemenation Review of the Sixth Five Year Plan' প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য দারিদ্র নিরসনসহ আরো কতিপয় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বেশ সাফল্য লাভ করেছে। [১৮]

১.১.৫ সমাজে দারিদ্রের প্রভাব

১৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, evsjv‡‘k A_©‰bwZK mgxÿv 2013, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, জুন ২০১৩ খ্রি., পৃ. ২৩৯

১৮. cÖv¸³, পৃ. ২৪০

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র একটি সামাজিক সমস্যা। দারিদ্রের কষাঘাত ও ক্ষুধার নির্মম যাতনা মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে, মানবতাবোধের বিলুপ্তি ঘটায়, কলিজার টুকরা সন্তানকে কখনো বিক্রি করতে আবার কখনো হত্যা করতে বাধ্য করে। এছাড়াও মানুষ তার বোধ-বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব এক কথায় বিনাশ ঘটায়। এমনকি দারিদ্র মানুষকে কুফরির দিকে নিয়ে যায়। এ কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র ও কুফরী থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেছেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ. فَقَالَ رَجُلٌ وَيَعْدِلاَنِ قَالَ " نَعَمْ " .

অর্থ : “হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট কুফর ও দারিদ্র থেকে পানাহ চাচ্ছি। এ সময় এক ব্যক্তি বলল, আপনি কি এ দু’টোকে সমপর্যায়ের মনে করেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ” ।[১৯] দারিদ্রের ফিতনা ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্যতার চেয়েও ভয়াবহ ও বিপদজ্জনক। উপরে বর্ণিত হাদীসে সে শাশ্বত চিত্রই ফুটে উঠেছে। ইসলাম ধনাঢ্যতাকে আল্লাহর নি‘আমাত মনে করে, যার শোকর আদায় করা উচিত। পক্ষান্তরে ইসলাম দারিদ্রতাকে বিপদ মনে করে, যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।[২০] দারিদ্র মানুষের চিন্তা শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। বলাবাহুল্য একবার ইমাম মুহাম্মাদ রহ. কে তাঁর গৃহপরিচারিকা এসে সংবাদ দিল যে, তাঁর ঘরের আটা ফুরিয়ে গেছে। তিনি জবাবে বললেন : “আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুন, এই সংবাদে আমার মাথা থেকে ফিক্‌হের ৪০টি মাস‘আলা উধাও হয়ে গেছে।[২১]

১.১.৬ নৈতিকতার উপর দারিদ্রের প্রভাব

দারিদ্র ঈমানের জন্য যেমন হুমকি, নৈতিকতার জন্যও একই রকম হুমকি। কারণ দারিদ্র মানুষকে এমন সব অনভিপ্রেত কাজ করতে প্ররোচিত করে যা নৈতিকতা বিরোধী। দারিদ্রের প্রভাব থেকে পারিবারিক জীবনও মুক্ত নয়। কেননা তা সুখী পরিবার গঠনে একটি বড় অন্তরায়। যুবক ও যুবতীর বিবাহ বন্ধন সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রেও এটি প্রতিবন্ধক। তাই কুরআন মাজীদে এই শ্রেণির লোককে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতা অবলম্বন ও ধৈর্যধারণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন-

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا ـدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ.

---

১৯. আবু আবদির রহমান আহমদ ইব্‌ন শু’আইব আন-নাসাঈ (পরবর্তীতে ‘ইমাম নাসায়ী’ উল্লেখ করা হবে), mbvbb bvmvC (পরবর্তীতে ÔAvm-mbvbÕ উল্লেখ করা হবে), অধ্যায় : আল ইস্তি‘আযাহ, অনুচ্ছেদ : আল ইস্তি‘আযাতু মিন শার্‌রিল কুফরি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ৫৫০২

২০. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, Bmjv‡g ‘wi‘ we‡gvPb, (মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ অনুদিত), ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ১৭

২১. cv¸³, পৃ. ২৮

অর্থ : “যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে”। [২২] এমনকি তীব্র দারিদ্রের কারণে কখনো পিতা তার সন্তানকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। কুরআন মাজীদ এ ব্যাপারে ঘোষণা করেছে-

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.

অর্থ : “তোমাদের সন্তানদেরকে দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না। তাদের আমিই রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। কিন্তু তাদের হত্যা করা মহাপাপ”। [২৩] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যাকে শিরকের পরেই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন-

، عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَأَلْتُ ﷺ أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ " نْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ "قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ.قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ".

অর্থ : “আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাদি‘আল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহর কাছে কোন অপরাধটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ স্থাপন করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটি অবশ্যই অনেক বড় অপরাধ। অতঃপর আমি বললাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, রিযিকের ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা”। [২৪] উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে যে বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে, দারিদ্র কখনো কখনো নিজ সন্তান হত্যা করার ন্যায় পাপ কাজে প্ররোচিত করে। কাজেই দারিদ্র যে নৈতিকতাকে কুঁড়ে কুঁড়ে নিঃশেষ করে দেয় উপরোক্ত বর্ণনা তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১.১.৭ বাংলাদেশে দারিদ্র সমস্যার কারণ ও এর প্রতিকার

দারিদ্র বিমোচন সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশে দারিদ্রের কারণসমূহ উদঘাটন করাও অপরিহার্য। কেননা কারণের মাঝেই তার প্রতিকার বিদ্যমান থাকে। নিম্নে বাংলাদেশের দারিদ্র সমস্যার কারণ বিশ্লেষণের সাথে সাথে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তার প্রতিকারে সম্ভাব্য করণীয় বিষয়েও আলোচনা তুলে ধরা হবে ইনশা’আল্লাহ।

১.১.৭.১ সম্পদের মালিকানা

---

২২. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩

২৩. আল-কুরআন, ১৭ : ৩১

২৪. আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ্ ইবন্ ইসমাঈল আল-বুখারী (পরবর্তীতে ‘ইমাম বুখারী’ উল্লেখ করা হবে), Avj-RwgDm mnxûj gmbv‘j gLZvmvi æ wgb Dgwi ivmwj jøwn (mv.) Iqv mbwbnx Iqv AvBq¨wgnx (পরবর্তীতে ‘Avm-mnxn ́ উল্লেখ করা হবে), অধ্যায় : আত তাওহীদ, অনুচ্ছেদ : বাবু কওলিল্লাহি তা’আলা ফালা তাজ‘আলু লিল্লাহি আনদাদান........., আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., পৃ. ৬২৭, হা. নং ৭৫২০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ বিত্তশালী নিজেদেরকে তাদের সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক মনে করে সম্পদ নিজ আয়ত্বে কুক্ষিগত করে রাখেন। অভাবগ্রস্ত দারিদ্রপীড়িত আর্ত-মানবতার সেবায় তারা কোনই অর্থ ব্যয় করেন না। আর এটা বাংলাদেশের দারিদ্র সমস্যার অন্যতম কারণ। মালিকানার ধারণা মানুষের মাঝে স্বেচ্ছাচারিতা ও লাগামহীনতার জন্ম দেয়। শোষণের মূলে রয়েছে মানুষের এ স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা। মালিক যখন নিজেকে নিরঙ্কুশ মালিকানার অধিকারী মনে করে, তখন তাকে **أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى** অর্থ : "আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক"।[২৫] এ ধরণের ফেরাউনী অলীক ভাবনায় পেয়ে বসে। ইসলাম তাই বান্দার নিরঙ্কুশ মালিকানার ধারণা রহিত করে দিয়ে শুরুতেই শোষণবাদী মানসিকতার মূলোৎপাটন করে দেয়। মূলতঃ সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা আল্লাহর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বাণী- فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ অর্থ : "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর"।[২৬] সম্পদে আল্লাহর মালিকানার বিশ্বাস মানুষকে স্বভাবতই বিনয়ী, জবাবদিহিতার চেতনায় উদ্ভাসিত এবং দারিদ্র বিমোচনে অর্থ ব্যয়ে উদ্বুদ্ধ করে।

১.১.৭.২ দারিদ্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

আমাদের দেশের একশ্রেণির আলেম-ওলামা, শ্রমবিমুখ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী দারিদ্রকে সযত্নে লালন করে চলছেন। **الفقر فخري وبه أفتخر** অর্থাৎ : "দারিদ্র আমার অহঙ্কার। এর দ্বারাই আমি গর্ববোধ করি"।[২৭] তারা এ মর্মে একটি জাল হাদীস উদ্ধৃত করে নিজেদের দারিদ্র সম্পর্কিত ভ্রান্ত আক্বীদার সাফাই গেয়ে থাকেন। অথচ তারা জানেন না যে, যারা আল্লাহর বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, মূলতঃ তারাই দারিদ্র ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়। এ প্রসঙ্গে রাব্বুল 'আলামীনের বাণী,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكاً .

অর্থ : "যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা হবে সংকুচিত"।[২৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা দু'আয় বলতেন-

---

২৫. আল-কুরআন, ৭৯ : ২৪

২৬. আল-কুরআন, ০২ : ২৮৪

২৭. আল হাসান বিন মুহাম্মাদ আস-সাগানী, Avj-gvIhÔAvZ, দামেস্ক : দারুল মা'মুন লিত-তুরাছ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৫ হি., খ. ১, পৃ. ৫২, হা. নং ৭৭; আবুল খাইর মুহাম্মাদ আস-সাখাবী, Avj-gvKwQ'j nvmvbvn, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৫ হি., হা. নং ৭৪৫

২৮. আল-কুরআন, ২০ : ১২৪

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدجال .

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি ও ফিতনা, কবরের ফিতনা ও আযাব, প্রাচুর্য, দারিদ্র ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি"।[২৯] তিনি আরো বলতেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে পানাহ চাচ্ছি। কেননা তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং তোমার নিকট খিয়ানত থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। কেননা তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সঙ্গী"।[৩০]

১.১.৭.৩ শ্রমবিমুখতা

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, Diligence is the key to success. 'পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি'। পক্ষান্তরে শ্রমবিমুখতাই দারিদ্রের মূল কারণ। শ্রমই দারিদ্র বিমোচনের প্রথম হাতিয়ার এবং ভাগ্যোন্নয়নের প্রধান মাধ্যম। কিন্তু আমাদের এ দেশের অধিকাংশ মানুষ শ্রমবিমুখ, আরামপ্রিয়, অলস। তারা নিম্ন পেশার কাজ করতে লজ্জাবোধ করে। তাই দারিদ্রের যাতাকলে আমরা আজও নিষ্পেষিত। শ্রমবিমুখতাকে ইসলাম পছন্দ করে না। সালাত শেষে অলসভাবে মসজিদে বসে না থেকে রিযিক অন্বেষণের লক্ষ্যে যমীনে ছড়িয়ে পড়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- "সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) অন্বেষণ কর"।[৩১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْراً مِّنْ أَنْ يَّأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ .

অর্থ : "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর কিছুই নেই"।[৩২] যদি সমাজের প্রত্যেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরোক্ত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হত, তবে এ দেশে দারিদ্র সমস্যা থাকত না।

১.১.৭.৪ মালিক ও শ্রমিকের দায়িত্বহীনতা

---

২৯. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আদ-দু'আ, অনুচ্ছেদ : 'প্রাচুর্যের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা', প্রাগুক্ত, হা. নং ৬৩৭৬

৩০. ইমাম নাসায়ী, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল ইস্তি'আযাহ, অনুচ্ছেদ : আল ইস্তি'আযাতু মিনাল জু'য়ি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩৯, হা. নং ৫৪৮৩

৩১. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

৩২. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ : কাসবুর রজুলি ওয়া আমালিহি বিইয়াদিহী, প্রাগুক্ত, হা. নং ২০৭২

মালিক-শ্রমিকের দায়িত্বহীনতাও দারিদ্র সমস্যার জন্য কম দায়ী নয়। কারণ এ দেশের মালিক-শ্রমিকের কেউ নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয়। এ ব্যাপারে তারা একেবারেই উদাসীন বললেও অত্যুক্তি হবে না। শ্রমিকের কর্তব্য হল তার উপর আরোপিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দেয়া আর মালিকের কর্তব্য হল শ্রমিকের যথার্থ মজুরী নির্ধারণ করা, সময়মত তা পরিশোধ করা এবং অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে না দেয়া। আদর্শ শ্রমিকের পরিচয় সম্পর্কে রাব্বুল ‘আলামীনের বাণী-

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ .

অর্থ : “শ্রমিক হিসাবে সেই উত্তম যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত”।[৩৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণি হল-

وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ.

অর্থ : যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং স্বীয় মালিকের হকও যথার্থভাবে আদায় করে”।[৩৪] অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন-

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ.

অর্থ : “শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার প্রাপ্য মজুরী দিয়ে দাও”।[৩৫] হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। তাদের মধ্যে এক শ্রেণি হ’ল, **وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ** অর্থ : “যে ব্যক্তি মজুরীতে মজুর রেখে তার কাছ থেকে পূর্ণ শ্রম গ্রহণ করেছে, অথচ তার ন্যায্য মজুরী প্রদান করেনি”।[৩৬] উপরোক্ত ইসলামী দিকনির্দেশনা না মানার কারণেই মালিক-শ্রমিক অসন্তোষ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ফলশ্রুতিতে অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কর্মহীন বেকার হয়ে দারিদ্রের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে হাজারো পরিবার, যার বাস্তব দৃষ্টান্ত হ’ল দেশের গার্মেন্টস শিল্প।

---

৩৩. আল-কুরআন, ২৮ : ২৬

৩৪. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : তা‘লীমুর রজুলি আমাতাহু ওয়া আহলাহু, প্রাগুক্ত, হা. নং ৯৭

৩৫. আবু বকর আহমাদ ইবনুল হোছাইন আল বায়হাকী (পরবর্তীতে ‘ইমাম আল-বায়হাকী’ উল্লেখ করা হবে), Avm-mbvbb Keiv, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, অনুচ্ছেদ : বাবু ইছমি মান মানায়াল আজিরা আজরাহু, হায়দারাবাদ : মাজলিসু দায়িরাতুল মা‘আরিফ আন-নিযামিয়া, ১৩৪৪ হি., খ. ৭, হা. নং ১১৩২৯; আবু আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বিন মাজাহ আল-কাযউঈনী, (পরবর্তীতে ‘ইমাম ইবনে মাযাহ’ উল্লেখ করা হবে), mbv‡b Be‡b gvRvn, (পরবর্তীতে ‘Avm-mbvbÕ উল্লেখ করা হবে), অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : বাবু আজরিল ইজারাহ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ২৪৪৩

৩৬. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, অনুচ্ছেদ : বাবু ইছমি মান মানায়া আজরাল আজিরা, প্রাগুক্ত, হা. নং ২১৫০

১.১.৭.৫ সুষম বণ্টন ব্যবস্থার অভাব

ধন-সম্পদে ভরপুর আমাদের এ বাংলাদেশ। তাই এ দেশকে বলা হয় সোনার বাংলাদেশ। তদুপরি এ দেশের প্রায় ৩১ দশমিক ৫ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র সমস্যার মূল কারণ এই নয় যে, পৃথিবীতে সম্পদের অভাব। বরং আসল কারণ হচ্ছে সুষ্ঠু ব্যয় ও বণ্টনের অভাব। ইসলাম সম্পদ বণ্টনের মূলনীতি হিসাবে নির্দেশ দিয়েছে, **كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ** অর্থাৎ : "ধন-সম্পদ যেন শুধু তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে"।[৩৭] ইসলাম চায় ধন-সম্পদ শুধু সমাজের মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণির মাঝে আবর্তিত না হয়ে গোটা সমাজে আবর্তিত হোক। সমাজের প্রত্যেকটি সদস্য ধন-সম্পদ দ্বারা উপকৃত হোক। এজন্য ইসলাম ইনসাফভিত্তিক শ্রমনীতির ব্যবস্থা করেছে। ধন অর্জনের শোষণমূলক ও অনৈতিক পন্থা যেমন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জুয়া, সূদ, ঘুষ, মজুদদারী, প্রতারণা, ওজনে কম দেয়া, ভেজাল ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ধন-সম্পদ বংশানুক্রমিক মুষ্টিমেয় লোকদের হাতে কুক্ষিগত হওয়া বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রবর্তন করেছে ব্যাপকভিত্তিক উত্তরাধিকার আইন। চালু করেছে নফল দান-সাদাকা ও সহযোগিতার ব্যবস্থা। রয়েছে করযে হাসানার মতো মানবহিতৈষী নিঃস্বার্থ ঋণদান ব্যবস্থাও।

১.১.৭.৬ যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অনুপস্থিতি

আমাদের এ দেশ ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি পর্যায়ে কিছুটা যাকাত দেওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে বটে, কিন্তু যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু নেই। আর এটা দারিদ্র সমস্যার অন্যতম কারণ। যাকাতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার দারিদ্র বিমোচন, যা সামাজিক নিরাপত্তার মূল চালিকাশক্তি। যাকাত বণ্টনের ৮টি খাতের মধ্যে ৪টি খাতই (ফকীর, মিসকীন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত) অসহায় অভাবগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য নিবেদিত। এছাড়া নব মুসলিমের ভাগটাও বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে এর মধ্যে আসতে পারে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি যাকাত। এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অর্থ ক্ষুধা-দারিদ্র, সন্ত্রাস-নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, হতাশা, শ্রেণিবৈষম্য, অসহনশীলতা, অনৈক্য, দুশ্চিন্তামুক্ত পারস্পরিক সহযোগিতা-সহমর্মিতা এবং কল্যাণ কামনার বুনিয়াদে সকল সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য দূর হয়ে সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্ব ও কল্যাণময়তা বিরাজ করা। পরস্পর এগিয়ে এসে একে অপরের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করা। যে সমাজ আমাদের কাছে স্বপ্নের সোনার হরিণ, আজকের আধুনিক ধনতান্ত্রিক বিশ্ব যে সমাজের কথা কল্পনাও করতে পারে না, সে সমাজ উপহার দিয়েছে ইসলাম এখন থেকে প্রায় পনেরশত বছর

৩৭. আল-কুরআন, ৫৯ : ০৭

Dhaka University Institutional Repository

আগে। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ছিল যে সমাজের সকল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। যাকাত দুঃস্থ-দরিদ্রদের প্রতি বিত্তশালীদের দয়া বা অনুকম্পা নয় বরং অধিকার। এ প্রসঙ্গে রাব্বুল ‘আলামীনের বাণী- **وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ** অর্থ : “আর তাদের (বিত্তশালীদের) সম্পদে রয়েছে দরিদ্র ও বঞ্চিতের অধিকার”।[৩৮] এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের ব্যাংক, বীমা, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থ থেকে এবং বিত্তশালীদের থেকে যদি বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় করা হয় তাহলে বার্ষিক প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় করা সম্ভব, যা প্রায় জাতীয় বাজেটের সমপরিমাণ।[৩৯] এ অর্থ দিয়ে মাত্র পাঁচ বছরেই বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত করা সম্ভব। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী তাইতো বলেছেন, ‘যাকাত দু’টি লক্ষ্যে নিবেদিত-আত্মশুদ্ধি অর্জন (**تهذيب النفس**) ও সামাজিক দারিদ্র নিরসন’।[৪০]

১.১.৭.৭ সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা

দারিদ্র সমস্যার অন্যতম কারণ হল সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। সুদ মানব সভ্যতার সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু। সুদ মানুষকে শোষণের অর্থনৈতিক হাতিয়ার। সুদের প্রভাবে মানুষের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই দেখা দেয় তা নয়, বরং নৈতিক ও চারিত্রিক সর্বোপরি মানবিক বিপর্যয়ও সৃষ্টি হয়। একদিকে সুদের নিষ্পেষণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্রমেই দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হতে থাকে। অপরদিকে পুঁজিপতি বিত্তশালীরা সুদ গ্রহণ করে আরও ধনী হতে হতে নৈতিক, চারিত্রিক ও মানবিক গুণশূন্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তাই রাব্বুল ‘আলামীন সুদকে চিরতরে হারাম ঘোষণার সাথে ব্যবসাভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালুর তাকীদ দিয়েছেন। আল-কুরআনে এসেছে, **أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرمَ الرِّبَا** অর্থাৎ: “আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন”।[৪১] সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে দারিদ্র সৃষ্টি হয়, পক্ষান্তরে যাকাত, দান-সদকাভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দারিদ্র বিমোচন হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন, **يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ** অর্থাৎ : “আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-সাদাকাকে বর্ধিত করেন”।[৪২]

---

৩৮. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

৩৯. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ‘অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুষম বন্টনের কৌশল হিসাবে যাকাত : তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’, (নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত), ‘wi‘ we‡gvP‡b Bmjvg, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ’২০০৯ ইং, পৃ. ২৩১

৪০. শাহ্ ওলী উল্লাহ দেহলভী, û¾vZjøvwnj ewjMvn, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইল উলূম, ৩য় সংস্করণ, ১৪২০ হি./ ১৯৯৯ খ্রি., খ. ২, পৃ. ১০০-১০১

৪১. আল-কুরআন, ০২ : ২৭৫

৪২. আল-কুরআন, ০২ : ২৭৬

১.১.৭.৮ দারিদ্রকে লালন করা

বাংলাদেশের দারিদ্র সমস্যার আর এক বিশেষ কারণ হচ্ছে-এ দেশের শাসকগোষ্ঠী, রাজনৈতিক নেতা, ক্যাডার, সরকারী আমলা, এনজিও, বিদেশী দাতা সংস্থা কর্তৃক দারিদ্রকে লালন করা হচ্ছে। সরকার থেকে শুরু করে এনজিও পর্যন্ত সকলেরই কথার ফুলঝুরি হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। এজন্য প্রতিবছর ‘দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র’ (PRSP)-এর আওতায় বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, দেশী-বিদেশী বিভিন্ন এনজিও ও অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীর নিকট থেকে এ দেশে প্রতিবছর আসছে হাজার হাজার কোটি টাকা। সরকারী বাজেটের এক বৃহদংশ বরাদ্দ থাকছে দারিদ্র বিমোচনের জন্য। ব্যাংকগুলোও যথেষ্ট না হলেও দরিদ্রদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে সকলেরই লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। তারপরেও কেন দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে না?

অভিযোগ রয়েছে দারিদ্র বিমোচনের জন্য প্রাপ্ত অর্থের অধিকাংশই চলে যায় মন্ত্রী, এমপি, রাজনৈতিক নেতা, সরকারী আমলা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, এনজিও মালিক-কর্মকর্তাদের পকেটে। আর বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফসহ অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীও কি আদতে চায় যে, এদেশের দরিদ্রতা দূর হোক? সুশাসন ও সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা কায়েম হোক? এ দেশ স্বনির্ভর হোক? নাকি মুখে মুখে সুবচন ঝাড়লেও তারাও মনে মনে চায়, দুর্নীতিবাজ, দেশপ্রেমহীন, মূল্যবোধহীন, চরিত্রহীন রাজনীতিবিদ, আমলা, এনজিও মালিক ও তথাকথিত ব্যবসায়ী শিল্পপতিরাই বহাল থেকে তাদের তল্পিবহন করুক? তাদের দাস্যবৃত্তি করুক? এদেশে মওজুদ থাকুক সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী দেশপ্রেমহীন চরিত্রহীন অথচ শক্তিশালী ও ধনবান একটি দালাল শ্রেণি?[৪৩] মূলতঃ পরকালীন জবাবদিহিতার ভয় না থাকলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন-

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

অর্থ : “আমি আজ তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সমূহ তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে”।[৪৪]

১.১.৭.৯ এনজিও কর্তৃক দারিদ্র বিমোচন বিরোধী কার্যক্রম

এদেশের এনজিওগুলি-যাদের ঘোষিত লক্ষ্য হল দারিদ্র বিমোচন, তারাই দারিদ্র চাষ করছে বলে ঘোরতর ও প্রবল সমালোচনা শুরু হয়েছে। বস্তুতঃ এনজিওগুলো যে ক্ষুদ্রঋণ দেয় এবং তার জন্য যে পরিমাণ সূদ শেষাবধি গ্রাহককে পরিশোধ করতে হয়, তাতে ‘লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায় না;

৪৩. হারুনুর রশীদ, ‘স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ মাথাপিছু ২৮ হাজার টাকার ঋণ ও অনুদান’, gwmK AvZ-ZvnixK, আগষ্ট ২০০৩ ইং, পৃ. ২২-২৩

৪৪. আল-কুরআন, ৩৬ : ৬৫

বরং মূল উপার্জনেরই একটা অংশ তুলে দিতে হয় নতুন এই বেনিয়াদের হাতে।[৪৫] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান গত ১৮ অক্টোবর এক সেমিনারে বলেছেন, ‘ক্ষুদ্রঋণ ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক চিন্তার আধুনিক সংস্করণ মাত্র। প্রতিবছর দেশের প্রায় ১ কোটি জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্রঋণের প্রতারণার শিকার হয়ে সর্বস্ব হারাচ্ছেন। এ ধরনের কোন প্রকল্পের মাধ্যমে কখনোই দেশকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়’।[৪৬] অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহীত এনজিও ঋণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, ‘চোরাবালিতে আটকা পড়ে যাচ্ছেন ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতারা’।[৪৭] বর্তমানে দেশে ক্ষুদ্রঋণ নিচ্ছেন ৪ কোটি দরিদ্র মানুষ। এত ক্ষুদ্রঋণ দেয়ার পরও কেন পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে বছরে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয়। বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ দিচ্ছে। অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণের সূদের হার ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত।[৪৮] অথচ রপ্তানী খাতে শিল্পপতিদের ঋণ দেয়া হচ্ছে মাত্র ১০ শতাংশ সূদে। যেখানে দরিদ্রদেরকে বিনা সূদে ঋণ দেয়া উচিত ছিল, সেখানে শিল্পপতি কোটিপতিদের চেয়ে দরিদ্রদের নিকট থেকে নেয়া হচ্ছে ৪ গুণ বেশী সূদ! এটা দারিদ্র চাষ নয় তো কি? ইসলাম অতি দরিদ্রদের মাঝে ‘করযে হাসানা’ তথা সূদমুক্ত ঋণ প্রদানের তাকীদ দিয়েছে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-

إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ.

অর্থ : “যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তা তোমাদের জন্য বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল”।[৪৯]

১.১.৭.১০ মাদকাসক্তি

মাদকাসক্তির সাথে দারিদ্রের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। এর ফলে জনগণের একটি বিরাট অংশ অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে পিছনের দিকে টেনে ধরছে। এতে দরিদ্রের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। মাদকাসক্তি ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক দিককে ক্রমাবনতির দিকে নিয়ে যায় এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়েও পঙ্গু করে দেয়। মদখোর যখন সব সম্পত্তি হারিয়ে ফেলে, তখন তার জীবন পর্যুদস্ত দরিদ্র ও রাস্তায় পড়ে থাকা ভিক্ষুকের ন্যায় হয়ে যায়। তার পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়,

---

৪৫. শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, ‘সূদ হারামের অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা’, gwmK AvZ-ZvnixK, নভেম্বর’ ২০০৪ ইং, পৃ. ২৫

৪৬. ˆ‘wbK BbwKjve, ঢাকা : ১৯ অক্টোবর ২০১১ ইং, পৃ. ১৫ ও ১৬

৪৭. ˆ‘wbK hMvšÍi, ঢাকা : ৭ নভেম্বর ২০১০ ইং

৪৮. cÖv¸3

৪৯. আল-কুরআন, ৬৪ : ১৭

প্রতিজন মাদকাসক্ত গড়ে মাসে প্রায় ৪,০০০ টাকা খরচ করে।[৫০] বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইউএনডিপি'র দেয়া ১৯৯৯ সালের এক তথ্যে জানা যায়, সারা পৃথিবীতে মাদকাসক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২ ভাগ। কিন্তু বাংলাদেশে এ হার প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩.৮ ভাগ। এ হিসেবে বাংলাদেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি।[৫১]

মাদকাসক্তি শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে করে তুলেছে বিপর্যস্ত। দেশে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার রোধ করা গেলে প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে সাশ্রয় হবে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। মাদকাসক্তির ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, মাদকাসক্তি রোধ করা গেলে বদলে যেতে পারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চেহারা। পুনর্জীবন দান করতে পারে বিপর্যস্ত ধ্বংসপ্রায় অর্থনীতিকে।[৫২] তাই ইসলাম দারিদ্রের হাতিয়ার মাদকতাকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

অর্থ : "হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণকামী হও"।[৫৩]

১.১.৭.১১ শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্ববোধের অভাব

শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্ববোধের অভাব দারিদ্র সমস্যার অন্যতম একটি কারণ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অনেক বার ক্ষমতার হাত বদল হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক সরকার কমবেশী দারিদ্র বিমোচনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করার পরেও দারিদ্র হ্রাস তো দূরের কথা বরং দারিদ্র আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ওমর রাদি'আল্লাহু আনহু এর মত দায়িত্বসচেতন শাসক হলে অবশ্যই দারিদ্র বিমোচন হত। ওমর রাদি'আল্লাহু আনহু বলেছিলেন, ফোরাতের তীরে যদি একটি কুকুরও ভুখা অবস্থায় মারা যায়, তার জন্য ওমরকেই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।[৫৪] ভাগ্যবিড়ম্বিত, বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেন তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে

---

৫০. খুশী মোহন বিশ্বাস, gv‘K‘‡e¨i Ace¨envi I Gi wbqš‡Y Awf fveK‡‘i fwgKv, ঢাকা : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পৃ. ৪৮

৫১. ˆ‘wbK msMÖvg, ঢাকা : ২৭ অক্টোবর ২০০৪ ইং, পৃ. ৩

৫২. মোঃ মোশাররফ হোসাইন, 'মাদকাসক্তি : বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব', Bmjvwg K dvD‡Ûkb cwÎKv, এপ্রিল-জুন ২০১০ ইং, পৃ. ১০৮

৫৩. আল-কুরআন, ০৫ : ৯০

৫৪. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, Bmjvgx A_bxwZi i/c‡iLv, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩ খ্রি., পৃ. ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা দেশের শাসক তথা সরকারেরই অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা দারিদ্রের মূলোৎপাটন, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং প্রবৃদ্ধির কাম্য হার অর্জনের লক্ষ্য কেবল সরকারের কার্যকর ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। মোটকথা, সরকারের দায়িত্ব সচেতনতাই দারিদ্র বিমোচনের কার্যকর হাতিয়ার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

অর্থ : "সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে"।[৫৫]

১.১.৭.১২ সীমাহীন দুর্নীতি

দুর্নীতি ও দারিদ্র যমজ ভাইয়ের ন্যায়। যে দেশে যত বেশী দুর্নীতি থাকবে সেদেশে তত বেশী দারিদ্র বৃদ্ধি পাবে। এদেশের প্রতিটি সেক্টরে সীমাহীন দুর্নীতিতে এক মহাবিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। এ জঘন্য ব্যাধির করালগ্রাসে অমিত সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ক্রমশঃ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। বড়ই লজ্জার কথা যে, Transparency International-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০০১, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪ ও ২০০৫ এ পাঁচ বছরে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।[৫৬] ইসলামের দৃষ্টিতে নীতিবিরুদ্ধ যে কোন কাজই দুর্নীতি এবং মারাত্মক অপরাধ। ঘুষ, জুয়া, মওজুদদারী, চোরাচালানী, ফটকাবাজারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, চাঁদাবাজী, স্বজনপ্রীতি, জালিয়াতী, আত্মসাৎ, জবরদখল, লুণ্ঠন, ছিনতাই, চুরি-ডাকাতি, খেয়ানত, ভেজাল পণ্য উৎপাদন ও বিপণন, প্রতারণা, ওজনে কম দেয়া, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ভ্যাট-ট্যাক্স ফাঁকি ইত্যাদি সবই দুর্নীতির আওতাভুক্ত। পরকালীন জবাবদিহিতার ভয় ও ঈমানী চেতনাই কেবলমাত্র মানুষকে দুর্নীতি থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী-

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

---

৫৫. আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযি (পরবর্তীতে 'ইমাম তিরমিযি' উল্লেখ করা হবে), Avj-RwgDm mbvb wjZ-wZiwgwh (পরবর্তীতে 'Avm-mbvbÕ উল্লেখ করা হবে), অধ্যায় : কিতাবুল জিহাদি আন রসূলিল্লাহ (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা'আ ফীল ইমাম, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ১৭০৫

৫৬. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, 'ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ', BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১০ খ্রি., পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : “এটা আমার কিতাব (রেকর্ড), যা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যতা সহকারে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করতাম”।[৫৭]

১.১.৭.১৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

সাগরবেষ্টিত নদীমাতৃক আমাদের এদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় লেগেই থাকে। ঘূর্ণিঝড়, হ্যারিকেন, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা, ফসলাদি, গবাদীপশু ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্যের অকাল মৃত্যুতে পরিবারে নেমে আসে দারিদ্রের নিকষকালো আঁধার। নদী ভাঙ্গনে প্রতি বছর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় হাজার হাজার হেক্টর জমি, ভূমিহীন নিঃস্ব দরিদ্র হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করে অসংখ্য বনি আদম। মুহূর্তেই নিঃস্ব হয়ে পথের ভিখারী হয়ে পড়ে অনেক বিত্তশালী পরিবার। এ সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশ থেকে যে সাহায্য আসে তার অর্ধেকও পায় না ক্ষতিগ্রস্তরা। সিংহভাগই চলে যায় সরকারি আমলা, রাজনৈতিক নেতা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের পকেটে। মূলতঃ ইসলামী অনুশাসন না মানায়, অন্যায়-অবিচার, ব্যভিচার, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা বৃদ্ধি পাওয়ায় আল্লাহ বান্দাকে সতর্ক করার জন্যই মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

অর্থ : “জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুণ বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে”।[৫৮] মহান আল্লাহ আরো বলেন-

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

অর্থ : “গুরু শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে”।[৫৯]

১.১.৭.১৪ বেকারত্ব

দারিদ্র সমস্যার অন্যতম কারণ বেকারত্ব। কোন সমাজেই বেকারত্ব থাকাবস্থায় দারিদ্র নিরসন সম্ভব নয়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের কর্মসংস্থানের অধিকারের কেবল স্বীকৃতিই দেননি; বরং তা নিশ্চিতও করেছেন। বস্তুত এ অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষই সমান এবং এটি একটি মানবাধিকারও বটে। মদীনার কল্যাণ রাষ্ট্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৫৭. আল-কুরআন, ৪৫ : ২৯

৫৮. আল-কুরআন, ৩০ : ৪১

৫৯. আল-কুরআন, ৩২ : ২১

ওয়াসাল্লাম এ অধিকার লাভের সুযোগ সকলের জন্য সমানভাবে অবারিত করেছিলেন। এর সকল মানুষই দক্ষতা বলে উপার্জন করে বিত্তবান হতে পারত। অবশ্য নিজের অক্ষমতার কারণে অনেকে সচ্ছলতা হারাত। কিন্তু তাই বলে কোন লোককেই তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত করা হত না। স্বীয় দক্ষতার পরীক্ষায় কেউ ব্যর্থ হলে সে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থাদি পাকাপোক্ত দেখতে পেত। ফলে কারোরই দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

১.১.৭.১৫ অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, Education is the backbone of a nation. অর্থ : 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড'। মেরুদন্ডহীন প্রাণী যেমন মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, ঠিক তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি দারিদ্রমুক্ত তথা স্বাবলম্বী হতে পারে না। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশী উন্নত। আর যে জাতি যত বেশী অশিক্ষিত, সে জাতি তত বেশি দরিদ্র। আর অশিক্ষা দারিদ্র সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণও বটে। ইসলাম যেহেতু স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর, উন্নত জাতি হতে অনুপ্রেরণা যোগায়, তাই ইসলামের সর্বপ্রথম নির্দেশ হ'ল, **اِقْرَأْ** 'পড়'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

অর্থাৎ: "শিক্ষার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয"।[৬০] ইসলামের বিধান মেনে ১০০% নাগরিক শিক্ষিত হলে বাংলাদেশ ১০০% দারিদ্রমুক্ত স্বাবলম্বী উন্নত জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে ইনশা'আল্লাহ।

১.১.৭.১৬ অপচয়-অপব্যয় ও বিলাসিতা

অপচয়-অপব্যয়, বিলাসিতা এগুলো দারিদ্র সমস্যার কারণ। এদেশের বিত্তশালীগণ অপচয়-অপব্যয় ও বিলাসিতায় যে অর্থ ব্যয় করে তা দিয়ে হাজার হাজার ভুখা-নাঙ্গা বনি আদমের দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব। ইসলাম মানুষকে মিতব্যয়ী হতে শিক্ষা দেয়। অপচয়-অপব্যয় ও বিলাসিতায় অর্থ ব্যয় না করে নিকটাত্মীয়, ফকীর-মিসকীন ও মুসাফিরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا- إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا -

---

৬০. ইমাম ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দামাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল উলামায়ি ওয়াল হাছ্ছু আলা তলাবিল ইলমি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২২৪

অর্থ : “আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর অবাধ্য”।[৬১] ইসলামের উক্ত বিধান মেনে চললে অবশ্যই দারিদ্র বিদূরিত হবে ইনশা’আল্লাহ।

১.১.৭.১৭ খনিজ সম্পদ আহরণে ব্যর্থতা

নানাবিধ খনিজ সম্পদে ভরপুর আমাদের এ বাংলাদেশ। তেল, গ্যাস, কয়লা, ইউরেনিয়ামসহ প্রায় সকল ধরনের খনিজ সম্পদ রয়েছে এ দেশে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এগুলো উত্তোলনের জন্য আমাদের নিজস্ব কোন প্রযুক্তি নেই। দেশের গ্যাস ক্ষেত্রগুলো বিদেশী কোম্পানীর কাছে ইজারা দেয়া হয়েছে। এখন তাদের কাছ থেকে নিজেদের গ্যাস আন্তর্জাতিক বাজার দরে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। এতে লাভ তো দূরে থাক, প্রতি বছরে ২৫০০ কোটি টাকা লোকসান দিতে হচ্ছে। এমন অসম চুক্তিতে গ্যাস-কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে, যাতে এদেশের লাভের চেয়ে ক্ষতিই হচ্ছে বেশি। উদাহরণস্বরূপ ফুলবাড়ী কয়লাখনি। চুক্তি মোতাবেক এ খনি থেকে বাংলাদেশ পাবে মাত্র ৬% আর বৃটিশ কোম্পানী এশিয়া এনার্জি পাবে ৯৪%। ৬% গ্যাস বাবদ বাংলাদেশ বছরে পাবে ১৫০০ কোটি টাকা। বিপরীতে বছরে ক্ষতি হবে ১৮০০ কোটি টাকা। ফলে ৩০ বছরে ক্ষতি হবে ৯ হাজার কোটি টাকা।[৬২] ইসলাম মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, উন্নত প্রযুক্তি শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছে এবং দেশের শাসকগোষ্ঠীকে দেশের অভিভাবক হিসাবে তার সমস্ত সম্পদ হেফাযত করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছে। যদি ইসলামের উক্ত বিধান পরিপূর্ণভাবে মানা হত তবে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হত না এবং অপরিমিত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দারিদ্রের নির্মম কষাঘাতে নিষ্পেষিত হতে হত না।

১.১.৭.১৮ স্বার্থান্ধ প্রতিবেশী

বাংলাদেশের দারিদ্র সমস্যার জন্য স্বার্থান্ধ প্রতিবেশী কম দায়ী নয়। বাংলাদেশকে তিন দিক দিয়ে বেষ্টন করে আছে প্রতিবেশী একটি দেশ। এ দেশটি মরণফাঁদ ফারাক্কা, গজলডোবা ব্যারেজ, টিপাইমুখ বাঁধ, সারি নদীর উজানে বাঁধ ও অন্যান্য সকল নদীতে বাঁধ দিয়ে ভাটির দেশ হিসাবে এ দেশকে শুকনো মৌসুমে শুকিয়ে ও বর্ষা মৌসুমে ডুবিয়ে মারার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। প্রক্রিয়াধীন টিপাইমুখ বাঁধ এটাকে আরও ত্বরান্বিত করবে। এছাড়া দক্ষিণ তালপট্টি, বেরুবাড়ী, দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল,

---

৬১. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭

৬২. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ‘ভ্যানগার্ড’ বুলেটিন, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০ ইং, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

মহুরীর চর প্রভৃতি দখল করে নিয়েছে। ইসলাম উদারতা, পরমত সহিষ্ণুতার ধর্ম। অন্যের অধিকার যথাযথ সংরক্ষণের গ্যারান্টি একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ, দখল, চুরি ইত্যাদির বিরুদ্ধে ইসলাম কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال :قال رسول من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين .

অর্থ : হযরত সাঈদ বিন যায়িদ রাদি‘আল্লাহু তা‘আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি অপরের ১ ইঞ্চি ভূমি দখল করে নিবে; কিয়ামতের দিবসে তাকে সাত স্তবক জমি গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে”।[৬৩] ইসলাম এ অনুশাসন মানলে কিছুতেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হ’ত না।

দারিদ্র সমস্যার কারণ পর্যালোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তির গ্যারান্টি একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। ইসলামের প্রতিটি বিধান যথার্থভাবে মেনে চললে কিছুতেই দারিদ্র থাকবে না এবং বাংলাদেশ স্বনির্ভর সমৃদ্ধশালী, উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে ইনশা‘আল্লাহ।

১.১.৮ মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরিদ্রতাকে পছন্দ করতেন

মহানবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবতার নবী। তিনি তার জীবনকে আমাদের জন্য আদর্শ স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। পার্থিব জিনিসের প্রতি অনাসক্তি, ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে নিজের তুলনায় অপরকে প্রাধান্য দেয়া, অভাবীদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করে দেয়া, অল্পে তুষ্ট থাকা তাঁর পবিত্র মহৎ গুণাবলীর মাঝে অন্যতম। যার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে তাঁর অমিয় বাণী ও জীবনধারায়। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أنس أن رسول الله ﷺ قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة فقالت عائشة لم يا رسول الله قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة.

অর্থ : হযরত আনাস রাদি‘আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দরিদ্র অবস্থায় রাখ, দরিদ্র অবস্থায় আমার মৃত্যু দাও এবং কিয়ামত দিবসে দরিদ্রদের সাথে আমার হাশর কর। হযরত আয়শা রাদি‘আল্লাহু আনহা

---

৬৩. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-মাজালিম, অনুচ্ছেদ : বাবু ইছমি মান জলামা শাইয়ান মিনাল আরদি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩২০; শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, wgkKvZzj gvmvexn, অধ্যায় : বুয়ু, অনুচ্ছেদ : আল-গসবু ওয়াল আরিয়াহ, আল কাহেরা, তাঃ বিঃ, পৃ. ৩২১, হা. নং ২৯৩৮

একথা শুনে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কেন আপনি এরকম দু‘আ করছেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুসলমানদের মাঝে যারা দরিদ্র তারা মুসলমান ধনীদের চেয়ে পাঁচশত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়শা (রা.)! মিসকিনকে তাড়িয়ে দিবেনা, একটি খেজুর দিয়ে হলেও তাদেরকে সম্মান করবে। হে আয়শা (রা.)! মিসকিনদেরকে ভালবাসবে এবং তাদেরকে কাছে টেনে নিবে, তাহলে আল্লাহ তা‘আলাও কিয়ামতের দিন তোমাকে তাঁর কাছে টেনে নিবেন।[৬৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু‘আ আল্লাহ তা‘আলা কবুল করেছিলেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

ما ترك رسول **عند** موته درهما **ولا** دينارا **ولا عبدا ولا أمة** : **ولا** شيئا **إلا** بغلته البيضاء وسلاحه **وأرضا جعلها صدقة**.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের সময় তিনি কোন দিনার বা দেরহাম রেখে যাননি। কোন গোলাম বাঁদীও রেখে যাননি বরং তিনি যে লৌহ বর্মটি দিয়ে জিহাদ করতেন তাও ত্রিশ ‘কফীয’ (এক প্রকার আরবী পরিমাপ) যবের বিনিময়ে বন্ধ রেখে যান।[৬৫] তাঁর পরিবারে এমন অনেক রাত কেটেছে, যখন তাঁরা রাতের খাবার গ্রহণের জন্য কিছুই পাননি।

অবস্থানগত দিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন দুই ভাগে বিভক্ত। মক্কার জীবন ও মাদানী জীবন। মক্কার জীবনে রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটাই অভাবগ্রস্থ ছিলেন যে, তার পরিবারে অভাব অনটন নিত্য দিনকার ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছিল। মাসের পর মাস তাঁর ঘরে আগুন জ্বলতনা। ক্ষুধার্ত অবস্থায় বহু বেলা গুজরান হত। তিনি ঘরে যেমন অভাবগ্রস্থ ছিলেন, বাহিরেও তেমনি অভাবগ্রস্থ ছিলেন। এমন অভাবগ্রস্থ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল আপনি চাইলে মক্কার পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমি তা চাই না বরং আমি চাই এই অভাব অনটনের মাঝেই থাকব। এক ওয়াক্ত খাবার খাব আর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব। আবার এক ওয়াক্ত উপবাস থাকব আর ধৈর্য্যধারণ করব। মক্কার কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাজত্ব প্রদান করার প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি তা গ্রহণ না করে দারিদ্রতাকেই আপন করে নিয়েছিলেন। এতেই প্রমাণিত হয় তিনি দারিদ্রতাকে কতটা পছন্দ করতেন।

---

৬৪. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি আন রাসূলিল্লাহ (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা‘আ আন্না ফুকারা‘আল মুহাজিরীনা ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা কবলা আগনিয়ায়িহিম, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩৫২

৬৫. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল ওয়াসায়া, অনুচ্ছেদ : বাবুল ওয়াসায়া, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৫৮৮

Dhaka University Institutional Repository

মদীনার যিন্দেগীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর পাশে তাঁর প্রত্যেক বিবির জন্য পৃথক পৃথক কামরা বা রুম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। মেহমানদের জন্য ছিল পৃথক একটি কামরা। প্রত্যেকটি কামরার দেয়াল খেজুর গাছের শাখার মধ্যে কাদামাটি লাগিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। ছাদও ছিল খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি। প্রতিটি কামরায় ছিল একটি করে দরজা। বিছানার জন্য ছিল খেজুর পাতার চাটাই। ছিল খেজুর গাছের আঁশ ভর্তি চামড়ার একটি তাকিয়া বা বালিশ ও দেয়ালের সাথে টানানো ছিলো কয়েকটি পশুর চামড়া। তেলের অভাবে অনেক সময় সন্ধাকালীন বাতিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরগুলোতে জ্বলতো না। ভিন্ন কোন পরিচারিকা না থাকায় ঘরের কাজ নবীপত্নিরা নিজেরাই আঞ্জাম দিতেন। এ ছিল রাসূলে আরাবীর রাজমহলের অভ্যন্তরীণ অবস্থা। হাদীস শরীফে এসেছে- আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি খেজুরের রশি দিয়ে তৈরি চকিতে শুয়েছিলেন। ঐ সময় সাহাবীদের একটি দলও তাঁর কছে গেলেন। ওমর (রা.) ও তাঁর কাছে গেলেন। তাঁর শরীর মোবারকে রশির দাগ পড়ে গিয়েছিল। হযরত উমর রাদি‘আল্লাহু আনহু এই অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই অবস্থা অথচ রোম পারস্যের সম্রাটরা কত ঐশ্বর্যের মধ্যে, কত ধন-সম্পদ এবং ভোগ বিলাসের মধ্যে আছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুসলমানদের এই দুরাবস্থা আর কাফেরদের এত সুখের অবস্থা কেন? রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমর! ঐ কাফেররাতো এমন সম্প্রদায়, দুনিয়াতেই যাদের সব ভাল কাজের বদলা দিয়ে দেয়া হয়েছে। পরকালেতো ওদের জন্য কিছুই নেই।[৬৬] তাইতো পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন-

لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ.

অর্থ : “কাফেরদের ধন-সম্পদ, কাফেরদের ভোগ-বিলাস দেখে তোমরা যেন ধোকায় পড়ে না যাও” ।[৬৭] মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্রতাকে এতটাই আপন করে নিয়েছিলেন যা তার জীবনের পড়তে পড়তে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن عائشة قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض.

অর্থ : হযরত আয়েশা রাদি‘আল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকাল পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পরিবার একাধারে তিনদিন গমের রুটি তৃপ্ত

---

৬৬. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, gmbv‡‘ Avngv‘, অধ্যায় : বাক্বি মুসনাদিল মুকছিরীনা, অনুচ্ছেদ : মুসনাদি আনাস বিন মালিক (রা.), রিয়াদ : বায়তুল আকবার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৮ খ্রি., হা. নং ১২০০৯

৬৭. আল-কুরআন, ০৩ : ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

সহকারে খেতে পারেন নি"।[৬৮] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহর কাছে প্রয়েজনীয় রিযিকের জন্য দু'আ করতেন। যেমন-হাদীসে বর্ণিত আছে,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قالقال رسول اللهم ارزق آل محمدقوتا.

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য ক্ষুধা নিবারণ হয় এমন রিযিকের ব্যবস্থা করো"।[৬৯] তিনি আরো দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পরিবারকে প্রয়োজন মাফিক, যতটুকু না হলেই নয় ততটুকু রিযিক দিও"। প্রয়োজন মাফিক খাবার দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "একদিন আহার করা আর একদিন ক্ষুধার্ত থাকা"।[৭০] এ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনধারা। এমন অভাবগ্রস্থ জীবনকাহিনী শুনে আমাদের মনে দুঃখ লাগলেও এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাঙ্খিত চাওয়ার বাস্তবায়িত রূপ। কেননা তিনি দুনিয়ার জীবনের চেয়ে আখেরাতের জীবনকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। পবিত্র কুরআনের সূরা হজ্বের ৪৭ নং আয়াতের ভাষ্যমতে যে আখিরাতের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে।[৭১] তেমন দিনের গণনায় পাঁচশত বছর আগে কে না জান্নাতে যেতে চাইবে। যেহেতু দরিদ্র মুসলমানগণ ধনী মুসলমানদের চেয়ে পাঁচশত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাইতো তিনি দারিদ্রতাকেই পছন্দ করতেন।

১.১.৯ দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ সমাজে নিচু হলেও মর্যাদায় উন্নত

পার্থিব দৃষ্টিকোণে সহায়-সম্পদ মর্যাদার কারণ হলেও আখিরাতের বিচারে তা মর্যাদার বিষয় নয়। জান্নাত পিয়াসী মুমিন তাই দুনিয়া পূজারী হতে পারে না। পার্থিব মোহে সে মোহাচ্ছন্ন হয় না। কেননা মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-

ا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ **الْغَرُوْرُ**.

---

৬৮. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুর রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : বাবু কাইফা কানা আইশুন নাবিয়্যি (সা.) ওয়া আসহাবিহী ওয়া তাখলিয়াহুম মিনাদ দুনইয়া, প্রাগুক্ত, হা. নং ৬০৮৯

৬৯. cv¸3, হা. ৬০৯৫

৭০. মুহাম্মাদ বিন জা'ফর আল-ইসবাহানী, AvLjvKb bex (mv.) Iqv Av'veû, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি./১৪০৬ হি., পৃ. ৩৯৫

৭১. সূরা হজ্বের ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ.

অর্থ : আর তারা তোমাকে আযাব তরান্বিত করতে বলে, অথচ আলণ্ডাহ কখনো তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। আর তোমার রবের নিকট নিশ্চয় এক দিন তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে। আর সেই প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না করে"।[৭২] সম্মান বা মর্যাদার একমাত্র মানদ- হচ্ছে তাক্বওয়া। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلَى أَعْجَمِىٍّ وَلاَ لِعَجَمِىٍّ عَلَى عَرَبِىٍّ وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى .

অর্থ : "হে লোক সকল! জেনে রেখো! নিশ্চয়ই তোমাদের রব (আল্লাহ) এক এবং তোমাদের পিতা (আদম) এক। অতএব কোন অনারবী ব্যক্তির উপরে আরবী ব্যক্তির প্রাধান্য নেই। অনুরূপভাবে কোন আরবী ব্যক্তির উপরেও অনারবী ব্যক্তির, কালো বর্ণের উপরে লাল বর্ণের ও লাল বর্ণের উপরে কালো বর্ণের লোকের কোনই প্রাধান্য নেই, কেবলমাত্র তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা ব্যতীত"। [৭৩] হাদীস শরীফে এসেছে-

عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مر رجل على رسول فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع قال فسكت رسول الله ﷺ ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله ﷺ ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله ﷺ هذا خير من ملء الأرض مثل هذا .

অর্থ : সাহল বিন সা'দ রাদি'আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একদা জনৈক ব্যক্তি আসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাঁর নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে লোকটি চলে গেল তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? সে বলল, তিনি তো সম্ভ্রান্ত লোকদের একজন। আল্লাহর কসম তিনি এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যদি তিনি কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন তার সাথে বিবাহ দেওয়া হবে। আর যদি কারো সম্পর্কে সুপারিশ করেন, তখন তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কিছু সময় চুপ থাকলেন। অতঃপর আরেকজন ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? সে বলল, এই ব্যক্তি তো গরীব মুসলমানদের একজন। সে এমন ব্যক্তি যে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারো জন্য সুপারিশ করলেও তা কবুল করা হবে না। এমনকি সে কোন কথা বললেও তা শ্রবণ করা হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ব্যক্তি দুনিয়া ভর্তি ঐ ব্যক্তির

---

৭২. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩, ৩৫ : ০৫

৭৩. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, gmbv‡' Avngv', অধ্যায় : বাক্বি মুসনাদি আহমাদ, অনুচ্ছেদ : হাদীছু রজুলিন মিন আসহাবিন নাবিয়্যি (সা.), প্রাগুক্ত, হা. নং ২২৯৭৮

(পূর্ববর্তী) চাইতে উত্তম”।[৭৪] সুতরাং সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তিশীল আমলহীন ফাসিক ব্যক্তি নয় বরং তাক্বওয়াশীল আমলে ছালেহ সম্পাদনকারী ব্যক্তির মর্যাদাই আল্লাহর নিকটে বেশী, হতে পারে সে গরীব কিংবা ধনী।

১.১.১০ দরিদ্রদের ভালবাসতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ

অধিকাংশ মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে গরীব-মিসকীন ও অসহায়কে অবজ্ঞার চোখে দেখা। এরা অভাব-অনটনে যেমন জর্জরিত, তেমনি সম্পদশালীর নিকটে অবহেলিত। এদের পক্ষে কথা বলার কোন মানুষ নেই। নেই তাদের মানসিক কষ্টগুলো ভাগাভাগি করে নেওয়ার মত কোন সুজনও। সামাজিকভাবে যেহেতু এরা মর্যাদাহীন, তাই ব্যক্তির নিকটও মূল্যহীন। মানুষের ভালবাসা থেকে এরা নিদারুণভাবে বঞ্চিত। অথচ বিশ্ব মানবতার নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শ্রেণির লোকদের ভালবাসার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

ْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا فَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِا ِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ.

অর্থ : আবু যর রাদি‘আল্লাহু আনহু হ’তে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আমার বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) আমি যেন গরীব-মিসকীনকে ভালবাসি ও তাদের নৈকট্য লাভ করি। (২) আমি যেন ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাই, যে আমার চেয়ে নিম্নস্তরের এবং ঐ ব্যক্তির দিকে না তাকাই যে আমার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের। (৩) আমি যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করি, যদিও তারা একে ছিন্ন করে। (৪) আমি যেন কারো নিকটে কিছু যাচঞা না করি। (৫) আমি যেন সর্বদা ন্যায় ও সত্য কথা বলি, যদিও তা তিক্ত হয়। (৬) আমি যেন আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করি এবং (৭) তিনি আমাকে এই নির্দেশই দিয়েছেন যে, আমি যেন অধিকাংশ সময় ‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ পাঠ করি। কেননা এ শব্দগুলো আরশের নীচের ভাণ্ডার থেকে আগত’।[৭৫] আবূ সাঈদ খুদরী রাদি‘আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَحِبُّوا الْمَسَاكِيْنَ অর্থাৎ : ‘তোমরা

---

৭৪. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুর রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : বাবু ফাদলিল ফাকরি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৬০৮২

৭৫. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, gmbv‘ Avngv‘, অধ্যায় : মুসনাদুল আনসারি রাদি‘আল্লাহু আনহুম, অনুচ্ছেদ : হাদীসু আবি যার আলগিফারী (রা.), প্রাগুক্ত, হা. নং ২০৯০৬

মিসকীনদের ভালবাস’। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দু‘আয় বলতে শুনেছি-

اللَّهُمَّ أَحْيِنِى مِسْكِينًا وَأَمِتْنِى مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِى فِى زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ .

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখ, মিসকীন রূপে মৃত্যুদান কর এবং মিসকীনদের দলভুক্ত করে হাশরের ময়দানে উত্থিত কর”।[৭৬]

১.১.১১ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের জীবনযাপনে দরিদ্রতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের জীবন-যাপন ছিল অনাড়ম্বর। দরিদ্রতা ছিল তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। খেয়ে না খেয়ে তাঁরা দ্বীনে হক্ব প্রচার ও প্রসারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করেছিলেন। কখনো দু’চারটি খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করেছেন। আবার কখনো কখনো একাধারে কয়েকদিন অভুক্ত থেকেছেন। এরপরও মহান আল্লাহর উপর তাদের আস্থা ছিল অবিচল। সবর ও কৃতজ্ঞতা ছিল প্রবল। কেননা তারা আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে হৃদয়চক্ষু দিয়ে দেখেছিলেন। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ .

অর্থ : “তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া নির্ধারিত হোক, আর আমাদের জন্য আখেরাত”।[৭৭] আয়েশা রাদি‘আল্লাহু ‘আনহা বলেন-

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

অর্থ : “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারবর্গ লাগাতার দু’দিন যবের রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হন নি। আর এমতাবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়েছে”।[৭৮] আবু হুরায়রা রাদি‘আল্লাহু ‘আনহু একদা এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সামনে বকরী ভুনা পেশ করা হয়েছিল। যা খাওয়ার জন্য আবু হুরায়রা রাদি‘আল্লাহু ‘আনহুকে আমন্ত্রণ জানানো হল। কিন্তু তিনি তা খেতে অস্বীকার করে বললেন-

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ.

---

৭৬. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত

৭৭. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আত তাওহীদ, অনুচ্ছেদ : বাবু কওলিল্লাহি তা’আলা ফালা তাজ‘আলু লিল্লাহি আনদাদান........., প্রাগুক্ত, হা. নং ৭৫২০

৭৮. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি আন রসূলিল্লাহ (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা‘আ ফী মায়িশাতিন নাবিয়্যি (সা.) ওয়া আহলাহু, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩৫৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ যবের রুটি দ্বারাও পরিতৃপ্ত হতে পারেননি”।[৭৯] রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীর্ঘ দশ বছরের খাদেম আনাস রাদি‘আল্লাহু আনহু বলেন-

مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ .

অর্থ : “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের নিকট কোন সন্ধ্যাকালেই এক ছা‘ গম বা এক ছা‘ অন্য কোন খাদ্যদানা অবশিষ্ট থাকত না। অথচ তাঁর নয় জন স্ত্রী ছিল”।[৮০]

এতদ্ব্যতীত ক্ষুধার তীব্রতায় সাহাবীদের পেটে পাথর বাঁধার দৃষ্টান্তও হাদীসে বিধৃত হয়েছে। যেমন-

أن أبا هريرة وَل أَللهِ الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل ثم مر بي أبو القاسم ﷺ فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلانة قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي ﷺ وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فاشرب فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا قال فأرني فأعطيته القدح فحمد وسمى وشرب الفضلة .

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদি‘আল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর কসম, তিনি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই। আমি ক্ষুধার তাড়নায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আবার কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম।

৭৯. আবু আলী হাসান বিন আলী আল-ওয়াখশি, Avj-Lwgm wgbvj IqvLwkq¨vZ, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি আন রসূলিল্লাহ (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা‘আ ফী মায়িশাতিন নাবিয়্যি (সা.) ওয়া আহলাহু, রিয়াদ : আশ-শাবাকাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি., হা. নং ৩২

৮০. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : বাবু শিরায়িন নাবিয়্যি (সা.) বিন-নাসিয়াতি, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৯৬৩

Dhaka University Institutional Repository

একদিন আমি (ক্ষুধার যন্ত্রণায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের রাস্তায় বসে থাকলাম। আবুবকর রাদি‘আল্লাহু আনহু পাশ দিয়ে গেলেন। আমি তাকে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি কিছু না করেই চলে গেলেন। অতঃপর ওমর রাদি‘আল্লাহু আনহু অতিক্রম করলেন। তাকেও একইভাবে প্রশ্ন করলাম। তিনিও কোন কিছু না করে চলে গেলেন। অতঃপর আবুল কাসেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন। আমার মন ও চেহারার অবস্থা তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমার সঙ্গে চল। এ বলে তিনি চললেন। আমিও তাঁর সাথে চললাম। তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং আমাকেও অনুমতি দিলেন। ঘরে প্রবেশ করে তিনি একটি পেয়ালায় কিছু দুধ পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ কোথা থেকে এলো। তারা (গৃহবাসী) বলল, অমুকের পক্ষ থেকে হাদিয়া স্বরূপ দেয়া হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু হুরায়রা! ‘আহলে ছুফফার’ নিকটে যাও এবং তাদেরকে ডেকে নিয়ে আস। রাবী বলেন, ছুফফাবাসীরা ছিল ইসলামের মেহমান। তাদের কোন পরিবার সম্পদ ও কারো উপর ভরসা করার মত কেউ ছিল না। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কোন ছাদাক্বাহ আসত, তখন তিনি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এ থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যখন কোন হাদিয়া আসত, তখন তার কিছু অংশ তাদেরকে দিতেন ও কিছু অংশ নিজের জন্য রাখতেন। এর মধ্যে তাদেরকে শরীক করতেন। (আবু হুরায়রা বলেন) এ আদেশ শুনে আমি নিরাশ হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম যে, এ সামান্য দুধ দিয়ে ছুফফাবাসীদের কি হবে? এ সামান্য দুধ তো আমার জন্যই যথেষ্ট হত। এটা পান করে আমার শরীরে শক্তি ফিরে আসত। যখন তারা এসে গেল, তখন তিনি আমাকে আদেশ দিলেন আমিই যেন তা তাদেরকে দেই। এতে আমার আর কোন আশাই থাকল না যে, আমি এ দুধ থেকে কিছু পাব। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ না মেনে কোন উপায় নেই। তাই তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে ডেকে আনলাম। তারা এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। ঘরে প্রবেশ করে তারা বসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, আমি হাযির হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন, পেয়ালাটি নাও এবং তাদের মধ্যে পরিবেশন কর। আমি পেয়ালাটি নিয়ে তাদের একজনকে দিলাম। তিনি তৃপ্তি সহকারে পান করে পেয়ালাটি আমার নিকট ফেরত দিলেন। অতঃপর আরেকজনকে পেয়ালাটি দিলাম। তিনিও তৃপ্তি সহকারে পান করে আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে দিতে দিতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াসাল্লাম পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন এবং বললেন, হে আবু হুরায়রা এখনতো তুমি আর আমি আছি। আমি বললাম, আপনি ঠিক বলেছেন হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি বললেন, তুমি বস এবং পান কর। তখন আমি বসে পান করলাম। তিনি বললেন, আরও পান কর। আমি আরও পান করলাম। তিনি আমাকে পান করার নির্দেশ দিতেই থাকলেন। এমনকি আমি বললাম যে, আর না। ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, আমার পেটে আর জায়গা নেই। তিনি বললেন, তাহ'লে আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও বিসমিল্লাহ বলে বাকী দুধটুকু পান করলেন।[৮১] আয়েশা রাদি'আল্লাহু আনহা বলেন-

مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْلَتَيْنِ فِى يَوْمٍ إِلاَّ إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ .

অর্থ : "মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারবর্গ একদিনে দু'বেলা খানা খেয়ে একবেলা শুধু খুরমা খেয়েই কাটিয়ে দিতেন"।[৮২] তিনি আরও বলেন-

كَانَ يَأْتِى عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلاَّ أَنْ نُؤْتَى بِاللُّحَيْمِ .

অর্থ : "আমাদের উপর দিয়ে মাস কেটে যেত, অথচ আমরা এর মধ্যে ঘরে (রান্নার) আগুন জ্বালাতাম না। আমরা কেবল খুরমা ও খেজুরের উপর চলতাম। তবে যৎসামান্য গোশত আমাদের নিকট আসত"।[৮৩] অন্য হাদীসে এসেছে-

عن أبي سلمة عن عائشة قالت لقد كان يأتي على آل محمد ﷺ الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدخان قلت فما كان طعامهم قالت الأسودان التمر والماء غير أنه كان لنا جيران من الأنصار جيران صدق وكانت لهم ربائب فكانوا يبعثون إليه ألبانها قال محمد وكانوا تسعة أبيات.

অর্থ : আবু সালামা আয়েশা রাদি'আল্লাহু আনহা এর বরাতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারবর্গের কোন কোন মাস এমনভাবে অতিবাহিত হত যে, তাদের কারো ঘরের চুলা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যেত না। (আবু সালামা বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাদের খাবার কি ছিল? তিনি বললেন, দু'টি কাল জিনিস। খেজুর ও পানি। তবে আমাদের আনছারী প্রতিবেশীরা ছিল সত্যপ্রিয়। তারা বকরী পালতেন এবং বকরীর দুধ উপঢৌকন স্বরূপ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য পাঠাতেন। রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর

---

৮১. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুর রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : বাবু কাইফা কানা আইশুন নাবিয়্যি (সা.) ওয় আসহাবুহু ওয়া তাখলিহিম মিনাদ দুনইয়া, প্রাগুক্ত, হা. নং ৬০৮৭

৮২. cÖv¸³, হা. ৬০৯০

৮৩. cÖv¸³, হা. ৬০৯৩

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, তাঁর পরিবারবর্গ নয় ঘরে বিভক্ত ছিল।[৮৪] ইবনে আব্বাস রাদি‘আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ.

অর্থ : ‘রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার-পরিজন একাধারে কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। তার পরিবারে রাতের খাবার জুটত না। আর অধিকাংশ সময় যবের রুটিই ছিল তাদের খাদ্য’।[৮৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানা সম্পর্কে আয়েশা রাদি‘আল্লাহু ‘আনহা বলেন-

كانَ فِرَاشُ رَسُولِ ـ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ.

অর্থ : “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরি এবং তার ভেতরে ছিল খেজুরের ছাল”।[৮৬] অন্য হাদীসে এসেছে-

عن أبي وائل يقول عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي ﷺ نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها .

অর্থ : আবু ওয়ায়েল (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা খাব্বাব রাদি‘আল্লাহু ‘আনহু এর শুশ্রুষায় গেলাম। খাব্বাব তখন বললেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হিজরত করেছি। এর কর্মফল আল্লাহর নিকটেই প্রাপ্য। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই কর্মফল দুনিয়াতে লাভ করার আগেই ইন্তিকাল করেছেন। তন্মধ্যে মুছ‘আব বিন উমায়ের রাদি‘আল্লাহু আনহু অন্যতম। যিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি শুধুমাত্র একখানা কাপড় রেখে যান। আমরা কাফনের জন্য এটা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, এটা দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর ‘ইযখির’ (إِذْخِرٍ) ঘাস দিয়ে ঢেকে

৮৪. ইমাম ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আয-যুহদ, অনুচ্ছেদ : বাবু মায়িশাতি আলি মুহাম্মাদিন (সা.), প্রাগুক্ত, হা. নং ৪১৪৫

৮৫. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩৬০

৮৬. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হা. নং ৬০৯১

Dhaka University Institutional Repository

দাও। অথচ এখন আমাদের মধ্যে এমনও আছে, যাদের ফল পেকেছে এবং তারা তা সংগ্রহ করছে'।[৮৭] অন্য হাদীসে এসেছে-

عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة.

অর্থ : কায়েস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদি'আল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, "আমিই প্রথম আরব, যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। যুদ্ধের সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, দুবলা পাতা ও ঝাউগাছ ব্যতীত খাবারের কিছুই ছিল না। এমনকি আমাদের মল বকরীর মলের মত হয়ে গিয়েছিল"।[৮৮] অন্য হাদীসে এসেছে-

عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما ثم قال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله ﷺ وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع .

অর্থ : মুহাম্মাদ বিন সীরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবু হুরায়রা রাদি'আল্লাহু আনহু এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে সময় তার পরিধানে ছিল গোলাপী রংয়ের দু'টি কাতান কাপড়। তিনি একটি কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে করতে বললেন, বেশ! বেশ! আবূ হুরায়রা আজ কাতান কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে। অথচ আমার অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমি ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিম্বর ও আয়েশা রাদি'আল্লাহু আনহা এর কামরার মাঝখানে পড়ে থাকতাম। এ পথে কেউ এসে আমার ঘাড়ের উপর পা রাখত এবং ধারণা করত যে, আমি পাগল হয়ে গেছি। অথচ আমার মধ্যে কোন পাগলামী ছিল না। বরং ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার এরূপ অবস্থা হত'।[৮৯] অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে- ফাযালা বিন উবায়েদ রাদি'আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন, তখন কিছু লোক অসহনীয় ক্ষুধার জ্বালায় সালাতে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যেত। তারা ছিল ছুফফার সদস্য। তাদের অবস্থা দেখে বেদুঈনরা

---

৮৭. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবু মানাকিবিল আনসার, অনুচ্ছেদ : বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি (সা.) ওয়া আসহাবিহী ইলাল মাদীনাতি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৩৬৪৮

৮৮. মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (পরবর্তীতে 'ইমাম মুসলিম' উল্লেখ করা হবে), Avm-mnxn wj-gmwjg (পরবর্তীতে 'Avm-mnxnÕ উল্লেখ করা হবে), অধ্যায় : আয যুহদু ওয়ার-রক্বায়িক, অনুচ্ছেদ : ..., আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ২৯৬৬

৮৯. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা'আ ফী মায়িশাতি আসহাবিন নাবিয়্যি (সা.), প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩৬৭

Dhaka University Institutional Repository

বলত, এরা পাগল নাকি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন-

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ ِ لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً.

অর্থ : “আল্লাহর কাছে তোমাদের যে কি মর্যাদা তা যদি তোমরা জানতে, তাহ’লে তোমরা আরো ক্ষুধার্ত, আরো অভাব অনটনে থাকতে পছন্দ করতে”।[৯০] নু‘মান বিন বাশীর রাদি‘আল্লাহু আনহু বলেন,

أَلَسْتُمْ فِى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ .

অর্থ : “তোমরা তো এখন ইচ্ছা মতো পানাহার করতে পারছ, অথচ আমি তোমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি এই শুকনো খেজুরও পেতেন না, যদ্বারা তাঁর পেট ভরতে পারেন”।[৯১]

১.১.১২ গরীব ও দুর্বলদের কারণে রিযিক প্রদান করা হয়

আল্লাহভীরু গরীব ও দুর্বল শ্রেণির লোকেরা সামাজিকভাবে হেয় হলেও মহান আল্লাহর নিকটে মর্যাদাশীল। এ শ্রেণির কারণেই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের রিযিক দিয়ে থাকেন। সা‘দ রাদি‘আল্লাহু আনহু নিজেকে নিম্নশ্রেণির লোকদের চাইতে অধিক মর্যাদাশীল মনে করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ অর্থ : “তোমাদের দুর্বল লোকদের দু‘আয় তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় ও রিযিক দেয়া হয়”।[৯২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

ابْغُوْنِىْ ضُعَفَاءَكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ.

অর্থ : “তোমরা দুর্বলদের মাঝে আমাকে অন্বেষণ কর। কেননা দুর্বলদের দু‘আর কারণেই তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করা হয় এবং সাহায্য করা হয়”।[৯৩] তাছাড়া দুর্বলদের দু‘আ ও শপথ মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوْعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى ِ لأَبَرَّهُ.

অর্থ : “এমন অনেক লোক আছে, যাদের মাথার চুল এলোমেলো, এরা মানুষের দুয়ার হ’তে বিতাড়িত। তবে সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে, তবে আল্লাহ তার শপথ পূরণ করেন”।[৯৪]

---

৯০. প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩৬৮, সনদ ছহীহ

৯১. প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩৭২, সনদ হাসান ছহীহ

৯২. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সি-র, অনুচ্ছেদ : বাবু মান ইসতা‘আনা বিদ-দু‘আফায়ি ওয়াস সলিহীনা ফীল হারবি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৭৩৯

৯৩. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা‘আ ফীল ইসতিফতাহি ফী সিয়ালিকাল মুসলিমীন, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৭০২, সনদ হাসান ছহীহ

Dhaka University Institutional Repository

১.১.১৩ জান্নাতের অধিবাসীদের অধিকাংশই সম্পদহীন গরীব

সাধারণতঃ সম্পদশালীদের কমসংখ্যকই আল্লাহভীরু হয়ে থাকে। বরং এদের অধিকাংশই হয় উদ্ধত অহঙ্কারী। ধরাকে করে সরা জ্ঞান। আখিরাতে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাত ও জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে তাদের কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। দুনিয়া নিয়েই এরা মহাব্যস্ত। অথচ এ সাধারণ জ্ঞানটুকু তাদের ঠিকই আছে যে, দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়। যেকোন সময় এখানে বিদায়ের ঘণ্টা বেজে যাবে। তারপরও আখিরাতের প্রস্তুতি নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। ফলে চূড়ান্ত বিচারে তারা হবে চরমভাবে ব্যর্থ। জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়বে যুগ যুগ ধরে। অপরদিকে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যশীল ব্যক্তি দুনিয়াতে গরীব ও দুর্বল হলেও আখিরাতের চূড়ান্ত পরীক্ষায় সে হবে সফলকাম। প্রবেশ করবে চির শান্তির আবাস জান্নাতে। ভোগ করবে অসংখ্য নাজ ও নি‘আমত। উল্লেখ্য যে, সমাজের এ গরীব-মিসকীন ও দুর্বল শ্রেণিই অধিকহারে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল হয়। ফলে জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসীও হবে তারাই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন-

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ. إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ . قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ.كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ.

অর্থ : “ডান হাতে আমলনামা পেয়ে আনন্দচিত্তে সেদিন বলে উঠবে, পড়ে দেখ আমলনামা। নিশ্চয়ই আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে। সুউচ্চ জান্নাতে। যার ফলসমূহ থাকবে অবনমিত। (বলা হবে) বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদানে তৃপ্তি সহকারে খাও এবং পান কর”।[৯৫] পক্ষান্তরে দুনিয়ার দাম্ভিক অহঙ্কারী যালেম শ্রেণি বাম হাতে আমলনামা পেয়ে বিমর্ষচিত্তে আফসোস করে বলবে-

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَه. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. هُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ.

অর্থ : “হায়, আমার আমলনামা যদি আমাকে না দেয়া হত। আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম। হায়, আমার মৃত্যুই যদি আমার জন্য চূড়ান্ত হত। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও আজ ধ্বংস হয়ে গেল। (ফেরেশতাদের বলা হবে) ধর

৯৪. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু ফাদলিদ দু‘আফায়ি ওয়াল খমিলিন, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৬২২

৯৫. আল-কুরআন, ৬৯ : ১৯-২৪

একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাকে বেড়িবদ্ধ কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। কেননা নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না এবং মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করত না”।[৯৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ،كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ.

অর্থ : “আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? (তারা হ’ল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়। সে যদি আল্লাহর নামে কসম করে তাহ’লে তা তিনি পূর্ণ করে দেন। (তিনি আরো বলেন) আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? (তারা হ’ল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় ও দাম্ভিক ব্যক্তি”।[৯৭] অন্যত্র তিনি বলেন,

قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ.

অর্থ : “আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। দেখলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই গরীব-মিসকীন। আর ধনীদেরকে (হিসাবের জন্য) আটকে রাখা হয়েছে। এছাড়া জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাতে যারা প্রবেশ করছে তাদের বেশীরভাগই নারী”।[৯৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

احْتَجَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ. وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ. قَالَ فَقَضَى بَيْنَهُمَا إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِى أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِى أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلاَكُمَا عَلَىَّ مِلْؤُهَا.

অর্থ : “জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে বিবাদ হল। জাহান্নাম বলল, আমার মধ্যে উদ্ধত অহঙ্কারী লোকেরা থাকবে। আর জান্নাত বলল, আমার মধ্যে দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা থাকবে। অতঃপর আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ফায়সালা করলেন এইভাবে যে, তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। আর তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিব। তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমাদের দায়িত্ব”।[৯৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

---

৯৬. আল-কুরআন, ৬৯ : ২৫-৩৪

৯৭. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবুল কিবার, প্রাগুক্ত, হা. নং ৫৭২৪

৯৮. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আর-রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : বাবু আকছারি আহলিল জান্নাতি আল-ফুকারা‘আ ওয়া আকছারি আহলিন নারি আন-নিছা ওয়া বায়ানিল ফিতনাতি বিন-নিছা, প্রাগুক্ত, হা. নং ৪৯২৫

৯৯. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, gmbv‡‘ Avngv‘, প্রাগুক্ত, হা. নং ১১৭৫৪; ইমাম বুখারী, Avj-Av‘vej gdiv‘, রিয়াদ : দারুস সিদ্দিক, ২০১৪ হি., হা. নং ৬১৫, সনদ ছহীহ

Dhaka University Institutional Repository

طَلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ .

অর্থ : "আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসী হল গরীব-মিসকীন। আর জাহান্নামে দেখলাম যে, এর অধিকাংশই হল নারী"।[১০০] যারা দারিদ্রকে নিজের দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করেন, আশাকরি হাদীসগুলো তাদের লালিত বিশ্বাসে চির ধরাতে পারবে। দুনিয়াতে সম্পদের দীনতাই আপনাকে অগ্রগামী জান্নাতী হতে সহায়তা করবে ইনশা'আল্লাহ।

১.১.14 ধনীদের পাঁচশত বছর আগে দরিদ্রদের জান্নাতে প্রবেশ

দুনিয়া বঞ্চিত এ গরীব অসহায়দের জন্য সুখের বিষয় হল যে, ধনীদের আগেই এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে মূল্যহীন থাকলেও আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে সবার আগে জান্নাতে প্রবেশের মহাসম্মানে ভূষিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ .

অর্থ : "দরিদ্র মুহাজিরগণ তাদের ধনীদের চাইতে পাঁচশত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।[১০১] তিনি আরো বলেন-

يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ .

অর্থ : "দরিদ্ররা ধনীদের চেয়ে পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তা হল (আখিরাতের) অর্ধদিনের সমান"।[১০২] অন্যত্র তিনি বলেন,

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ.

অর্থ : "দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের চাইতে অর্ধদিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এই অর্ধদিন হ'ল পাঁচ শত বছরের সমান"।[১০৩]

১.১.15 গরীব বলে কাউকে অবজ্ঞা না করা

গরীব ও অসহায় মুসলমানদের অবজ্ঞা-অবহেলা না করতে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

---

১০০. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আর-রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : বাবু আকছারি আহলিল জান্নাতি আল-ফুকারা'আ ওয়া আকছারি আহলিন নারি আন-নিছা ওয়া বায়ানিল ফিতনাতি বিন-নিছা, প্রাগুক্ত, হা. নং ৪৯২৬

১০১. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি আন রসূলিল্লাহ (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা'আ আন্না ফুকারাআল মুহাজিরীনা ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা কবলা আগনিয়ায়িহিম, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩৫১, সনদ ছহীহ

১০২. cv¸³, হা. নং ২৩৫৩, সনদ হাসান ছহীহ

১০৩. cv¸³, হা. নং ২৩৫৪, সনদ হাসান ছহীহ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .

অর্থ : “তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না”।[১০৪] অন্যত্র তিনি বলেন,

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ .

অর্থ : “আর তাদেরকে বিতাড়িত করবে না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে তাঁর সন্তুষ্টি কামনায়। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও তোমার দায়িত্বে নেই এবং তোমার হিসাবও বিন্দুমাত্র তাদের দায়িত্বে নেই যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে। অন্যথা তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে”।[১০৫] উক্ত আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে-

عن خباب (في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى قوله فتكون من الظالمين) قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا رسول الله ﷺ مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حول النبي ﷺ حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت قال نعم قالوا فاكتب لنا عليك كتابا قال فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية فنزل جبرائيل عليه السلام هذه الآية.

অর্থ : হযরত খাব্বাব রাদি‘আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, আক্বরা বিন হাবেস আত-তামীমী ও উয়ায়না বিন হিছন আল-ফাজারী রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে তাঁকে ছুহায়ব, বিলাল, আম্মার, খাব্বাব রাদি‘আল্লাহু আনহু প্রমুখ দরিদ্র অসহায় মুমিনদের সাথে বসা দেখে হেয় জ্ঞান করল। অতঃপর তাঁর নিকটে এসে একাকী বলল, আমরা চাই যে, আপনি আপনার সাথে আমাদের বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন, যাতে আরবরা আমাদের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে। কেননা আপনার নিকটে আরবের প্রতিনিধি দলসমূহ আসে। এ ক্রীতদাসদের সাথে আরবরা আমাদের উপবিষ্ট দেখলে আমরা লজ্জাবোধ করি। অতএব আমরা যখন আপনার নিকটে আসব তখন আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে উঠিয়ে দিবেন। আর আমরা বিদায় নেয়ার পর আপনি ইচ্ছা করলে তাদের সাথে বসতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা দেখা যাক। তারা বলল, আপনি আমাদের জন্য একটি

১০৪. আল-কুরআন, ১৮ : ২৮

১০৫. আল-কুরআন, ০৬ : ৫২

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তিপত্র লিখে দেন। রাবী বলেন, তিনি কাগজ আনালেন এবং আলী রাদি‘আল্লাহু আনহুকে লেখার জন্য ডাকলেন। আমরা এক পাশে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে জিবরীল (আ.) উপরোক্ত আয়াত নিয়ে অবতরণ করলেন’।[১০৬] অন্য হাদীসে এসেছে-

عن سعد قال نزلت هذه الآية فينا ستة في وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال قال قالت قريش لرسول الله ﷺ إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك قال فدخل قلب رسول الله ﷺ من ذلك ما شاء الله أن يدخل فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية.

অর্থ : সা‘দ রাদি‘আল্লাহু আনহু বলেন, এ আয়াত আমাদের ছয়জন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমি, ইবনে মাসঊদ, ছুহায়ব, আম্মার, মিকদাদ ও বিলাল রাদি‘আল্লাহু আনহু। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমরা এসব লোকের সাথে বসতে সম্মত নই। আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১০৭] অতএব কোন অবস্থাতেই গরীব ও দুর্বল ভেবে কাউকে হেয় ও অবজ্ঞা করা যাবে না এবং তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করাও সমীচীন নয়।

১.১.16 নিম্নস্তরের মানুষের দিকে দৃষ্টি দেয়া

মুমিনদের উচিত নিজ অবস্থানের চেয়ে উচ্চ স্তরের কোন ব্যক্তি বা তার সম্পদের দিকে আক্ষেপের দৃষ্টিতে না তাকিয়ে বরং নিম্নস্তরের মানুষের দিকে তাকিয়ে নিজের অবস্থার জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আবু হুরায়রা রাদি‘আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ .

অর্থ : “যখন তোমাদের কেউ এমন ব্যক্তির দিকে দেখে যাকে ধন-সম্পদে, স্বাস্থ্য-সামর্থ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে, তখন সে যেন নিজের চাইতে নিম্নমানের ব্যক্তির দিকে তাকায়”।[১০৮] সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تُزْدِرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ.

---

১০৬. ইমাম ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আয-যুহদ, অনুচ্ছেদ : বাবু মুজালাসাতিল ফুক্বারায়ি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৪১২৭

১০৭. cÖv¸³, হা. নং ৪১২৮

১০৮. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আর-রিকাক, অনুচ্ছেদ : বাবু লিইয়ানজুর ইলা মান হুয়া আসফালা মিনহু ওয়লা ইয়ানজুর ইলা মান হুয়া ফাওক্বহু, প্রাগুক্ত, হা. নং ৬১২৫

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : “তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন অবস্থার লোকের দিকে তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে তাকাবে না, যে তোমাদের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের। যদি এ নীতি অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে যে নি‘আমত দান করেছেন, তাকে তুমি ক্ষুদ্র বা হীন মনে করবে না”।[১০৯] দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, অর্থের লোভ আজ মানুষকে পশুত্বের স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। সম্পদশালীর ঔদ্ধত্য আর সীমাহীন অহঙ্কারে পর্যুদস্ত হচ্ছে ক্ষমতাহীন গরীব ও অসহায় মানুষ। অর্থনৈতিক বৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে মানবতা। অর্থ-বিত্তের মাঝে হাবুডুবু খাওয়া মানুষগুলো যেন একটি বারের জন্যও চিন্তা করার সময় পায় না আখিরাতের অন্তহীন জীবনের কথা। এলাহী বিধানের নির্দেশ মেনে বের করে না যাকাত ও উশর। পাশে দাঁড়ায় না হতদরিদ্র ইয়াতীম ও অসহায় মানুষের। বরং সম্পদ বৃদ্ধির পিছনে এরা এতটাই ব্যস্ত যে, এদের জীবনের লক্ষ্যই যেন অর্থোপার্জন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই আক্ষেপ করে বলেছেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ.

অর্থ : “লাঞ্ছিত হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম এবং চাদর ও শালের গোলাম। তাকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়”।[১১০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন-

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

অর্থ : “ধনের আধিক্য হলেই ধনী হয় না, বরং অন্তরের ধনীই হল প্রকৃত ধনী”। [১১১] পক্ষান্তরে, গরীব-মিসকীন সমাজে উপেক্ষিত হলেও মহান আল্লাহর বিধান মেনে যত কষ্টেই সে দিনাতিপাত করুক না কেন বিচার দিবসে সে-ই হবে মহা সম্মানিত। সবার আগেই প্রবেশ করবে অনন্ত সুখের অনিন্দ্যসুন্দর বাগান জান্নাতে।

অতএব আমাদের সকলের উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে যে যতটুকু সম্পদের অধিকারী হয়েছি তাতে তুষ্ট থেকে আখিরাতের অফুরন্ত জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করা।

১.২ ‘খাদ্য নিরাপত্তা’ সম্পর্কিত ধারণা

---

১০৯. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আয যুহদু ওয়ার-রক্বায়িক, অনুচ্ছেদ :..., প্রাগুক্ত, হা. ২৯৬৩; শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, wgkKvZj gvmvexn, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল ফুকারায়ি ওমা কানা মিন আইশিন নবিয়্যি (সা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১, হা. নং ৫২৪২

১১০. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আর-রিকাক, অনুচ্ছেদ : বাবু মা ইয়াত্তাকী মিন ফিতনাতিল মালি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৬০৭১

১১১. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : লাইছাল গিনা আন কাছরাতিল ইরদি, প্রাগুক্ত, হা. নং ১০৫১

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি বর্তমানে সারাবিশ্বে যে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে তা হচ্ছে ‘খাদ্য নিরাপত্তা’ সংক্রান্ত বিষয়। বাংলাদেশেও এ বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গবেষকদের পক্ষ থেকে পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। এক্ষেত্রে কিছু সফলতাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু চূড়ান্ত সফলতা এখনও অনেক দূরে। কারণ হচ্ছে দেশের জনগণের মাঝে দ্বীনি অনুভূতির অভাব এবং খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিতে কুরআন-সুন্নাহর যথাযথ নির্দেশনার অনুপস্থিতি। যদি শতভাগ কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা মেনে খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা যায়, আশা করা যায় জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা যাবে ইনশা‘আল্লাহ। এ পর্যায়ে নিম্নে এ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ধারণা উপস্থাপন কর হল।

১.২.১ খাদ্যের সংজ্ঞা

আমরা যে সব বস্তু আহার করি তাকে আহার্য সামগ্রী বলে। কিন্তু সব আহার্য সামগ্রীই খাদ্য নয়। যেমন, থোড় সেলুলোজ দিয়ে গঠিত হওয়ায় আমাদের পরিপাক নালীতে পাচিত হয় না। ফলে পুষ্টি সহায়ক নয়। সে সব আহার্য সামগ্রীকেই খাদ্য বলা যাবে যা দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সহায়ক এবং তাপশক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে। জীবদেহে শক্তির উৎস হল খাদ্য। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকালে সৌরশক্তি খাদ্যের মধ্যে স্থিতিক শক্তিরূপে আবদ্ধ হয়। জীবকোষে শ্বসনের সময় স্থৈতিক শক্তি তাপ শক্তি বা গতিশক্তি রূপে যুক্ত হয়, জীবদেহের যাবতীয় বিপাক ক্রিয়া, যেমন : শ্বসন, রেচন, পুষ্টি ইত্যাদি এবং শরীরবৃত্তীয় ক্রিয়ালাপ, যেমন- বৃদ্ধি, চলন-গমন, জনন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং প্রাণধারণের জন্য প্রত্যেক জীবকেই খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। তাই যে সব আহার্য সামগ্রী গ্রহণ করলে জীবদেহের বৃদ্ধি পুষ্টি, শক্তি উৎপাদন ও ক্ষয়পূরণ হয়, তাকেই খাদ্য বলে।[১১২]

১.২.২ ‘খাদ্য নিরাপত্তা’ এর পরিচয়

খাদ্য নিরাপত্তা (Food security) বলতে খাদ্যের লভ্যতা এবং মানুষের খাদ্য ব্যবহারের অধিকারকে বোঝায়। কোন বাসাকে তখনই ‘খাদ্য নিরাপদ’ বলে মনে করা হয়, যখন এর বাসিন্দারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় বসবাস করেন না কিংবা খাদ্যাভাবে উপবাসের কোন আশঙ্কা করেন না।[১১৩] খাদ্য নিরাপত্তা বলতে শুধুমাত্র দানাশস্যে নয় বরং উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত খাদ্য যেমন চাল, গম,

---

১১২. https://bn.wikipedia.org/s/23ue/ khaddo/ 20/06/2015.

১১৩. https://bn.wikipedia.org/s/2bly/khaddo_nirapotta/20/06/2015.

Dhaka University Institutional Repository

যব ইত্যাদি দানাদার শস্য, ফল, শাকসবজি, গোল আলু, মিষ্টি আলু, কচু ইত্যাদি কন্দল শস্য, মধু, তৈল জাতীয় খাদ্য এবং প্রাণী থেকে প্রাপ্ত খাদ্য যেমন মাছ, গোশত, ডিম, দুধ ইত্যাদি সকল খাদ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা প্রয়োজন অনুসারে প্রাপ্যতাকে বুঝায়।[১১৪] খাদ্য নিরাপত্তা (Food Security) অবাধ খাদ্য সরবরাহ এবং সারা বছর খাদ্যের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা। খাদ্য নিরাপত্তা দু'রকমের গৃহগত বা পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা এবং জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা। পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা প্রতিটি পরিবারের পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহের সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল, যাতে পরিবারের প্রতিটি লোক সর্বদা স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য খেতে পারে। একইভাবে, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা সারা দেশের জনগণের জন্য যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহের সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য তিনটি প্রধান বিষয়ের ওপর গুর‍ুত্ব দেয়া হয়। প্রথমত, একটি পরিবার ও গোটা জাতির প্রয়োজনীয় মোট খাদ্যের প্রাপ্যতা। দ্বিতীয়ত, স্থানভেদে বা ঋতুভেদে খাদ্য সরবরাহের যুক্তিসঙ্গত স্থায়িত্ব। তৃতীয়ত, নির্বিঘ্ন ও মানসম্মত পরিমাণ খাদ্যে প্রত্যেক পরিবারের ভৌত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবাধ অধিকারের নিশ্চয়তা। [১১৫]

বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা সরাসরি দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে থাকে। অর্থনৈতিক দিক থেকে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন, অভ্যন্ড়রীণ খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ ও খাদ্য আমদানির সামর্থ্য এবং আরও বহুজাতীয় বা আন্ড়র্জাতিক বিষয় ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। অধিকন্তু কিছু প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ও মানুষের সৃষ্ট উপাদানও খাদ্য নিরাপত্তার পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে থাকে। ১৯৪৩-৪৪, ১৯৫৪-৫৬ ও ১৯৭৩-৭৪ সালের দুর্ভিক্ষগুলিই এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পক্ষান্ড়রে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ব্যবধানটি এখনও বেশ বড় যা সাধারণত বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত খাদ্য সাহায্য বা খাদ্য আমদানি দ্বারা পূরণ করা হয়।

অন্যান্য ধরনের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতাও লক্ষণীয়। কিন্তু চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে ব্যবধান বেশ বড় থাকায় বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী গ্রহণের মাথাপিছু মাত্রা কমে যায়। ফলে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা খুবই ভঙ্গুর ও নাজুক অবস্থায় আছে। পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নানা আর্থ-সামাজিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক উপাদানের ওপর নির্ভরশীল, যেমন পারিবারিক আয়, কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ, পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পরিবারের আয়তন,

---

১১৪. https://www.islam.net.bd/content/view/103/52/khaddo_ nirapotta_islam_ebong_ajker _ bangladesh/10.05.2015.

১১৫. কাজী সাহাউদ্দীন, 'বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা : একটি পর্যালোচনা', evsjv‡`k Dbqb mgxÿv, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ইং, খ. ৩০, পৃ. ০২

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস ইত্যাদি। পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা মৌসুমি কারণেও প্রভাবিত হয়। বছরে খরার মাসগুলিতে (অক্টোবর-নভেম্বর) খাদ্যঘাটতি ও উচ্চমূল্যের জন্য মৌসুমি খাদ্য নিরাপত্তা প্রভাবিত হয়। খাদ্য উৎপাদন এবং গবাদি পশু প্রজননে ব্যর্থতা, কর্মসংস্থানের অভাব, ক্রয়ক্ষমতার দৈন্য ও নানা প্রতিকূল কারণে সাময়িক খাদ্য নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। সংক্ষেপে, দারিদ্রই পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণ। বাংলাদেশে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকির মধ্যে আছে ভূমিহীন কৃষক, দিনমজুর বা কামলা, গৃহহীন মহিলাদের পরিবার এবং চরাঞ্চল ও দ্বীপের মতো ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন ও উদ্বাস্তু শিবিরের বাসিন্দারা। এ পর্যন্ড় পরিচালিত সবগুলি পুষ্টি জরিপের ফলাফল পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, দেশের প্রায় ৯০% লোক খাদ্যাভাবে কোনো না কোনো রকমের পুষ্টিহীনতায় ভোগে। সমাজবিজ্ঞানীরা এ ধরনের পরিস্থিতিকে 'প্রচ্ছন্ন দুর্ভিক্ষ' বলে থাকেন। তাই গোটা খাদ্য পরিস্থিতিকেই জাতীয় ও পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা রূপে অভিহিত করা যায়।

১.২.৩ মৌলিক চাহিদা ও খাদ্য নিরাপত্তা

খুব তথাকথিত একটি বাক্য দিয়ে শুর্ করছি। আর তা হলো আমাদের মৌলিক চাহিদা। আমাদের পাচঁটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্য অন্যতম। কিন্তু 'খাদ্য'এর সাথে শুধু 'নিরাপত্তা' নয় 'নিশ্চিত' শব্দটি এখন গুরত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। পুরো বিশ্ব জুড়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ আর বিশ্বনেতারাও এই বিষয়ে যথেষ্ঠ উদ্বিগ্ন। জলবায়ু পরিবর্তন এই নিরাপত্তাহীনতার একটি বড় কারণ। বাংলাদেশেও এই নিরাপত্তা ঝুকির মধ্যে রয়েছে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুধু জলবায়ু প্রভাব ছাড়াও দরিদ্রতা, দ্রব্যমূল্যের অব্যাহত উর্ধ্বগতি, চাষযোগ্য জমির স্বল্পতা, জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা সাধারণ মানুষকে কোনঠাসা করে রেখেছে। এর সাথে এই কথাটি অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আবাদযোগ্য কৃষিজমি ও খাদ্যশস্য ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে। এছাড়া, কৃষিখাতে বিপুলসংখ্যক মৌসুমী বেকার রয়েছে। তাই বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জটিল সমীকরণে আবদ্ধ। যদিও সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ এ রাষ্ট্রের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু গড় আয় ৬৬ হাজার ২৮৩ টাকা বা ৮৪৪ মার্কিন ডলার। এ হিসাবে দৈনিক গড় আয় ১৮১ টাকা ৬০ পয়সা। এ গড় আয়ের হিসাবের মধ্যে দেশের

Dhaka University Institutional Repository

বিত্তশালীদের আয়ও রয়েছে। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দৈনিক গড় আয় ১৮১ টাকা ৬০ পয়সার থেকে অনেক কম।[১১৬]

১.২.৪ খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বীকৃতি

জীব মাত্রই খাদ্যের প্রয়োজন। মানুষের খাদ্যের অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে সর্বপ্রথম ১৯৪৮ সনের মানবাধিকার ঘোষণার (Universal Declaration of Human Rights in 1948) মাধ্যমে স্বীকৃত হয়। কিন্তু এ অধিকার কিভাবে অর্জিত হবে তার কোন রূপরেখা তখনও দেয়া হয়নি। তবে এর ৫ বছর পর বিশ্ব খাদ্য সাম্মিট-এ (World food Summit, five Years later on 10-13 June at FAO headquarters, Rome) খাদ্য অধিকারে কি আচরণ হওয়া উচিত তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয় কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। তবে ১৯৯৬ সনে সর্বপ্রথম (Code of Conduct on the Human Right to Adequate Food was First proposed in the run-up to the World Food Summit in 1996) এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। অবশ্যই এর দ্বারা নতুন কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি বা এটি কোন নতুন আইনও নয়। বরং এই অধিকার আন্তর্জাতিক আইনে পূর্ব থেকেই বলবৎ ছিল। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানুষের ৫টি মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, অধুনা অন্য একটির কথাও বলছে। কিন্তু ইসলাম ১৪০০শ' বছর পূর্বেই মানুষের ৬টি মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান ও বাস্তবায়ন করেছে। যা হোক এসব মৌলিক অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো খাদ্য। খাদ্যে প্রাচুর্য বা খাদ্যাভাবের উপরেই নির্ভর করে একটি জাতির ভবিষ্যৎ। খাদ্যাভাব দূর করা বা খাদ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। মহান আল্লাহর অসীম রহমতের কারণেই এই পৃথিবীর উৎপাদিত খাদ্য মোট জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত। কিন্তু মানুষ বিতরণ বৈষম্য সৃষ্টি করার কারণে অনেক দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। সঙ্গত কারণেই পরিবার ও দেশের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে।[১১৭]

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত সাহিত্যে "খাদ্য নিরাপত্তা" শব্দটির ব্যবহার ১৯৬০ ও ১৯৭০ দশকে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। মূলত এ শব্দটি কোন দেশ বা অঞ্চলের সকল জনসাধারণের মাঝে প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট খাদ্য প্রাপ্যতাকেই বুঝায়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন Life Sciences Research Organization in 1991. তাদের ভাষায় Food

---

১১৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, evsjv‡'k A_©bwZK mgxÿv 2012, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, জুন ২০১২ খ্রি., পৃ. ২৪১

১১৭. https://www.islam.net.bd/content/view/103/52/ khaddo_nirapotta_islam_ebong_ajk_er_bangladesh/10.05.2015

Dhaka University Institutional Repository

Security may be defined as sustained access at all times, in socially acceptable ways, to food adequate in quantity and quality to maintain a healthy life. "তারা আরো বলেন, The definition incorporates several concepts- (1) Access (economic and social), (2) Sustainability or security of access, (3) Availability of food supply, both quantitative and qualitative এবং সর্বশেষে এর সঙ্গে সংযোজন করেন; (4) Quality of food supply to include nutritional adequacy and safety. কাজেই "খাদ্য নিরাপত্তা" বলতে শুধুমাত্র দানাশস্যে নয় বরং উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত খাদ্য যেমন চাল, গম, যব ইত্যাদি দানাদার শস্য, ফল, শাকসবজী, গোল আলু, মিষ্টি আলু, কচু ইত্যাদি কন্দল শস্য, মধু, তৈল জাতীয় খাদ্য এবং প্রাণী থেকে প্রাপ্ত খাদ্য যেমন মাছ, গোশত, ডিম, দুধ ইত্যাদি সকল খাদ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা প্রয়োজন অনুসারে প্রাপ্যতাকে বুঝায়।[১১৮]

প্রতি বছর ৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস পালন করা হয়। এ দিবসে 'খাদ্য নিরাপত্তা (Food Safety)' বিষয়ে ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হয়। পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষের প্রধান মৌলিক অধিকার হল খাদ্য। খাদ্য মানে শুধু খাদ্যদ্রব্য নয়, আদর্শ, ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য। মানুষের শারীরিক সুস্থতা, দৈহিক বৃদ্ধি, মানসিক পরিপূর্ণতা, প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ইত্যাদির জন্য নিরাপদ খাদ্য জরুরীতম প্রয়োজন। আবার কোনো দেশের সামাজিক সুস্থতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে রাষ্ট্রীয় উন্নতির সকল কাঠামোতেই তার নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি, যা নিশ্চিত হতে পারে নিরাপদ খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে। অথবা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে অনিরাপদ খাদ্যের কারণে।

১.২.৫ খাদ্য নিরাপত্তায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বাংলাদেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ সংস্থার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বাস্তবায়িত হয়। খাদ্য নিরাপত্তার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন সেক্টর (যেমন : কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, অর্থ, বাণিজ্য এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) এবং বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ খাদ্য নিরাপত্তা বাস্তবায়নে জড়িত। ৪ (চার) টি কমিটি এবং ইউনিট এই খাদ্য নিরাপত্তা নীতি, বিশেষ করে জাতীয় খাদ্য নীতি এবং এ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং এ দায়িত্বপ্রাপ্ত।

---

১১৮. *Ibid*

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্য পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি : এটি কেবিনেট লেভেলের এবং খাদ্য নিরাপত্তানীতি প্রণয়নে নেতৃত্ব দানকারী কমিটি।

খাদ্যনীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ : একটি আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সমন্বয় কমিটি যা বিভিন্ন সেক্টরের অংশগ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য পরিকল্পনা নীতি, কর্মপরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে মনিটর করে থাকে।

খাদ্য পরিকল্পনা এবং পর্যবেক্ষণ ইউনিট : খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এ ইউনিট খাদ্য পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে।

থিমাটিক টীম : খাদ্য পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ ইউনিটের নেতৃত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় এর ৪ (চার) টি বিশেষায়িত টীম খাদ্য নিরাপত্তার ৪ (চার) টি মাত্রার সাথে সম্পর্কিত।

ন্যাশনাল কমিটি : এটিও উক্ত পর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কমিটি যা খাদ্য নিরাপত্তা তথা জাতীয় খাদ্য নীতি কর্ম পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা মনিটরিং এর সর্বোচ্চ কমিটি। এ কমিটিতে সিভিল সোসাইটি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘ এবং দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা নীতি সচিবালয় (খাদ্য পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ ইউনিট) : খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য পরিকল্পনা এবং পর্যবেক্ষণ ইউনিট (এফপিএমইউ) খাদ্য নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকল নীতি বাস্তবায়ন মনিটরিং করে। খাদ্য নিরাপত্তা বিশ্লেষণ এবং নীতি প্রণয়নের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল উপাত্ত/ডাটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রচার করে থাকে এ ইউনিট। বাংলাদেশ সরকারের চাহিদা মোতাবেক অথবা ইউনিটের নিজস্ব পদ্ধতিতে নীতি সম্পর্কিত পরামর্শ সরকারের নীতি নির্ধারণীদের কাছে উপস্থাপন করাও এ ইউনিটের কাজ। এ ইউনিট খাদ্য পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি (এফপিএমসি) এর সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত অন্যান্য কমিটির কার্যক্রমে অবদান রাখে। এফপিএমইউ জাতীয় খাদ্য নীতি এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা ত্বরান্বিত করার দায়িত্বে রয়েছে। এই ইউনিট রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বয়, মনিটরিং এবং মূল্যায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। এফপিএমইউ কার্যাবলী ভেদে ৪ (চার) টি বিভাগে বিভক্ত। তিনটি বিভাগ খাদ্য নিরাপত্তার মূল ৩ টি স্তম্ভকে (খাদ্য লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা এবং খাদ্য জৈবিক ব্যবহার ও পুষ্টি) প্রতিনিধিত্ব করে। তথ্য/উপাত্ত আদান-প্রদান এবং তথ্য প্রদানকারী হিসেবে ৪র্থ বিভাগ কাজ করে থাকে।

(১) খাদ্যের লভ্যতা বিভাগ (Directorate of Food Availability) : এ বিভাগ খাদ্য নিরাপত্তার খাদ্য লভ্যতা নিয়ে কাজ করে। এ বিভাগের ২ (দুই) টি সেবা কার্যক্রম রয়েছে : (i) অভ্যন্তরীণ উৎপাদন; (ii) পূর্ব সতর্কীকরণ ও কৃষি ধারণ ক্ষমতা।

Dhaka University Institutional Repository

(২) খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বিভাগ (Directorate of Food Access) : এ বিভাগ ভৌত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে খাদ্য প্রাপ্তি ক্ষমতা নিয়ে কাজ করে। এই বিভাগে ২ (দুই) টি সেবা কার্যক্রম রয়েছে : (i.) ভৌত ও অর্থনৈতিকভাবে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা; (ii.) সামাজিকভাবে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা।

(৩) খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার বিভাগ : এ বিভাগ খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার নিয়ে কাজ করে। এর একটি সেবা কার্যক্রম রয়েছে; খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার ও পুষ্টি।

(৪) ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগ : এ বিভাগ এফপিএমইউ এর সকল কার্যক্রম একই কেন্দ্রে আনয়ন করতে কাজ করে। এ বিভাগের একটি সেবা কার্যক্রম; ব্যবস্থাপনা, তথ্য এবং যোগাযোগ। এ ইউনিট এফপিএমসিকে কার্যকরী, সুসংহত এবং বিশ্লেষণমূলক সহায়তা প্রদানের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সমন্বয় পদ্ধতি/কৌশল স্থাপন করেছে। খাদ্যনীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং থিমাটিক টীমের মাধ্যমে।[১১৯]

১.২.৬ খাদ্য নিরাপত্তা ও ইসলাম

ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো মানবকল্যাণ। ইসলামী শরিয়াতের সকল প্রকার আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধের লক্ষ্যই হলো মানুষের জন্য সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। কল্যাণের ইসলামী পরিভাষা হচ্ছে ফালাহ। ফালাহ (**فلاح**) বা কল্যাণ শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ফালাহ শব্দটি এবং এর থেকে উদগত শব্দ পবিত্র কুরআনে ৪০ বার ব্যবহার করা হয়েছে। আর একটি শব্দ ফাউজ যা ফালাহ শব্দটির সমার্থক এবং এর থেকে উদগত শব্দ পবিত্র কুরআনে ২৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলাম ব্যক্তি-মানুষের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুর‍ুত্ব দিয়ে এক ব্যাপক, ভিন্নধর্মী ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রস্ড়াবনা পেশ করে। ইসলামের উদ্দেশ্যকে ড. এম ওমর চাপরা বর্ণনা করেছেন মাকসিদ আল শরিয়াহ হিসেবে, যা শরিয়াতের সীমার মধ্যে থেকে ‘ফালাহ’ বা কল্যাণ আহরণ এবং ‘হায়াতে তাইয়্যেবা’ বা পবিত্র জীবন বাস্ড়বায়নের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার সবকিছুকে অন্ড়র্ভূক্ত করে। এটি হচ্ছে সে লক্ষ্য যার দিকে প্রতিদিন মুয়াজ্জিন পাঁচবার বিশ্ববাসীকে আহ্বান করে থাকেন। এভাবে ইসলামের বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে ফালাহ এর প্রতি গুর‍ুত্ব প্রদর্শন করা হয়। মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ হওয়া ইসলামী জীবনব্যবস্থার চূড়ান্ড় লক্ষ্য। এটিই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য যার জন্য মহানবী (সা.) কে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন ঘোষণা করেছেন-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

---

১১৯. http://www.mofood.gov.bd/site/page/khaddo_nirapotta_bishleshone_peatishthanik_kathamo/ 20/06/2015.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : “হে রাসূল (সা.), আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি”।[১২০]

বর্ণ, বংশ, বয়স, লিঙ্গ বা জাতীয়তা নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মানুষের ‘ফালাহ’ বা সত্যিকার মঙ্গল নিশ্চিত করা এই লক্ষ্য অর্জনের একটি অন্যতম অপরিহার্য পন্থা। শুধুমাত্র ইসলামী সমাজই নয় বরং সব সমাজের লক্ষ্যই হচ্ছে ফালাহ। কথাটি অবশ্যই সত্যি, কেননা, দুনিয়ার সব সমাজের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই বললেই চলে যে, উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘ফালাহ’ বা মানুষের মঙ্গল বিধান করা। তবে ফালাহ বা কল্যাণের সংজ্ঞা, উপাদান ও সেটা অর্জনের কৌশল সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্তমান দুনিয়ার অর্থনৈতিক মতবাদসমূহের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম স্পষ্ট পথনির্দেশ দিয়ে থাকে। এ পথনির্দেশ পাওয়া যায় জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল পর্যায়ে এবং সমস্ড় কাজকর্মের ক্ষেত্রে। এমনকি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও। আরবি ফালাহ শব্দটি এসেছে আফলাহা, ইউফলিহু থেকে যার অর্থ হচ্ছে সমৃদ্ধি অর্জন করা, উন্নতি করা, সুখী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া। আলণ্ঢামা রাগিব ইস্পাহানির মতে ‘ফালাহ’ শব্দ পার্থিব জীবনের জন্য তিন অর্থ তুলে ধরে। যথা- ১. বাকা (Survival)- বেঁচে থাকা; ২. ঘ্যানা (Freedom of want)- অভাব থেকে মুক্তি; ৩. ইজ্জ (Power and Honour)- ক্ষমতা ও সম্মান।[১২১] আর আখিরাতের অনন্ড় জীবনের জন্য ‘ফালাহ’র চারটি অর্থ হচ্ছে- ১. বাকা বিলা ফানাহ ফানাহ (Eternal survival)- অনন্ড় জীবন সত্তাকে সার্থক করা; ২. ঘ্যানা বিলা ফকর (Eternal prosperity)- অনন্ড় সমৃদ্ধি; ৩. ইজ্জ বিলা দুউল (Everlasting Glory)- চিরস্থায়ী সম্মান; ৪. ইলম বিলা জাহেল (Knowledge free from all Ignorance)- অজ্ঞতামুক্ত জ্ঞান।[১২২] কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী মানবজীবনের চূড়ান্ড় লক্ষ্য হচ্ছে পরকালের অনন্ড় অসীম জীবনে কল্যাণ অর্থাৎ ফালাহ (Falah) লাভ করা। ইসলামী অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ।

১.২.৬.১ ইসলামের জর ⁿরিয়াত তত্ত্ব ও খাদ্য নিরাপত্তা

ইসলামে জর ⁿরিয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে ৬টি। যথা- ১. দ্বীন/আকিদা (protection of faith, Deen, Ideology) : ঈমান, দ্বীন, আদর্শ; ২. নফস Nafs (Life itself/ Protection of life) : ত্বয়ামুন-খাদ্য, লেবাসুন-বস্ত্র, মাকানুন - বাসস্থান, মুয়ালিজ-চিকিৎসা,

---

১২০. আল-কুরআন, ২১ : ১০৭

১২১. আল্লামা রাগিব আল-ইস্পাহানী, gdiv‘vZ AvjdwRj KiAvb, দামেশক : দারুল কলাম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি., পৃ. ৬৪৪

১২২. cv¸³

ইয়ানকালুন-পরিবহন, মুহিতুন- পরিবেশ, আল ইসতিরাহাতুন-বিশ্রাম, অবসর, বিশুদ্ধ পানীয়, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া, শান্ড়ি, স্বস্ড়ি, নিরাপত্তা ইত্যাদি সব মানুষের জীবন ধারনের সাথে সম্পৃক্ত; ৩. নসল (Nasal/Family Formation/ Protection of Posterity) : পরিবার গঠনের ক্ষমতা, বংশধারণ, সংরক্ষণ করা; ৪. আকল/অয়ষ (Intellect/Reason) : শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা; ৫. মাল/Mal (Property, Wealth) : ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ থাকা এবং তা সংরক্ষণ করা; ৬. হুররিয়াত / Hurriat / Freedom : স্বাধীনতা।[১২৩]

১.২.৬.২ নিরাপত্তা

নিরাপত্তা শব্দের অর্থ বিপদ আপদ হতে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা। নিরাপত্তা মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য। নিরাপত্তা না থাকলে কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠতে ও বিকাশ লাভ করতে পারে না। ইসলাম তাই জননিরাপত্তা চায়। ইসলামের এক অর্থ শান্ড়ি অর্থাৎ ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা যেখানে নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলাম নিরাপত্তা চায় বলেই যেসব উপাদান নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করতে পারে তা হারাম করেছে।

১.২.৬.৩ খাদ্য নিরাপত্তা ও প্রতিবন্ধকতা

খাদ্য ইসলামে জরুরিয়াত হিসেবে স্বীকৃত। খাদ্য নিরাপত্তা তাই ইসলামে অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি মানুষের জন্য তিন বেলা খাবার পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়াই হলো খাদ্য নিরাপত্তা। খাদ্য নিরাপত্তা মানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া, খাদ্য ঘাটতি না থাকা বা খাদ্য সমস্যা না থাকা বা খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি না হওয়া। খাদ্য নিরাপত্তা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তির খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবারের সকল সদস্যের খাদ্য নিরাপত্তা, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও আন্ড়র্জাতিক ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা তথা দেশে দেশে বসবাসরত বিশ্বপরিবারে সকল সদস্যের খাদ্য নিরাপত্তা। খাদ্য নিরাপত্তা বহুমাত্রিক বিষয়। খাদ্যের স্থানীয় উৎপাদন, অভ্যন্ড়রীণ সংগ্রহ, আমদানির মাধ্যমে বৈদেশিক উৎস থেকে সংগ্রহ এবং ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার (purchasing power) ওপর নির্ভর করে। ক্ষুধা মানবেতিহাসের মত পুরনো সমস্যা। ক্ষুধা-খাদ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা এবং খাদ্যপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তা একটি দেশের উন্নয়নকে ব্যাহত করে। মহান আলণ্ডাহ না খাইয়ে রাখার জন্য তাঁর বান্দাহদের এ দুনিয়ায় প্রেরণ করেন নি। প্রতিটি মানুষ আলণ্ডাহর পরিবারের সদস্য হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তা পাবে, খাদ্যের অভাব থেকে নিরাপদ থাকবে–এটাই আলণ্ডাহ তা'আলা চান। আলণ্ডাহর সৃষ্ট প্রতিটি প্রাণীই খাদ্য নিরাপত্তা ভোগ করে। তবে মানুষের ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেটি মানবীয় ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণেই। কেউ

১২৩. cv¸ ³, পৃ. ৬৪৫

Dhaka University Institutional Repository

খাবার আটলান্টিক মহাসাগরে ফেলে দেয় আর বিশ্বের দেশে দেশে লক্ষ কোটি বনি আদম ক্ষুধা আর দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। সেখানে খাদ্যের অভাবে হাহাকার ওঠে। বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের বাজার নিয়ন্ত্রণ ও শোষণমূলক মনোভঙ্গির কারণে বিশ্বে খাদ্যচাহিদার চাইতে বেশি খাদ্য উৎপাদন হলেও বর্তমান বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থা (WTO) বিভিন্নভাবে বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য বিপণের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে রেখেছে। এ জন্য বিভিন্ন চুক্তির ফাঁদ তৈরি করা হয়েছে। চুক্তিগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে GATT, TATT, TRIPS, TRIMS প্রভৃতি। এসব চুক্তির ফলে কৃষিক্ষেত্রে বহু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আগ্রাসনের ফলে কৃষকরা বীজের ওপর তাদের অধিকার হারিয়েছেন। ফলে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে।[১২৪]

১.২.৬.৪ খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পাশাপশি তিনি প্রত্যেক মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট রিযিক দিয়েই পাঠিয়েছেন। যেমন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এসেছে-

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ.

অর্থ : "আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি"।[১২৫] অন্য আয়াতে তিনি আরও বলেন-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

অর্থ : "তিনিই তোমাদের জন্য জমিনকে বাসযোগ্য করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তার দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড় এবং তার দেয়া আহার্য গ্রহণ কর। পুনরুত্থানতো তাঁরই নিকট"।[১২৬] এই পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা দান ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ক্ষমতা পৃথিবীর আছে। এটি আগেই বলা হয়েছে বণ্টন স্বত্বাধিকার সমস্যা, খাদ্য নিয়ে রাজনীতির কারণে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা উদ্বিগ্ন হারে বেড়েই চলেছে। দরিদ্র জনগণ খাদ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। বর্তমানে খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ বড় বড় ব্যবসায়ীদের হাতে, বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। দেশে দেশে দরিদ্র জনগণের খাদ্যপ্রাপ্তি এখন সম্পূর্ণ বাজারের ওপর নির্ভরশীল এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ও বিধিবিধানের মার-প্যাঁচে বাঁধা। দ্রুত বেড়ে যাওয়া

১২৪. কাজী সাহাউদ্দীন, বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা : একটি পর্যালোচনা, cÖv¸³, পৃ. ১৫-১৬

১২৫. আল-কুরআন, ০৭ : ১০

১২৬. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫

খাদ্যমূল্যের কারণে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আরো গভীরতর দারিদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ ৩৭টি দেশ খাদ্যসঙ্কট মোকাবেলা করছে। বিশ্বব্যাংকের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট রবার্ট জোয়েলিক বলেছেন, পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ। বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে খাদ্য নিরাপত্তা দেয়ার জন্য অর্থের জোগান দেয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। ইউনেস্কো বলেছে, ২০০৭ সালের মার্চের পর থেকে সয়াবিনের দাম ৮৭ শতাংশ ও গমের দাম ১৩০ শতাংশ বেড়েছে। একই সালে এই সময়টিতেই বিশ্বের খাদ্যমজুদ সর্বনিম্ন স্ড়রে নেমে গেছে। এর কারণ বহুবিধ। কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ :

১.২.৬.৪.১ বায়োফুয়েল উৎপাদন

বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কটের মুখে তৈরি হচ্ছে বায়োফুয়েল। ২০০৬ সাল থেকে মিলিয়ন হেক্টর জমি আগে যেখানে কর্ন, গম এবং অন্যান্য শস্য উৎপাদন হতো, এখন তা বায়োফুয়েল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। বহু পর্যবেক্ষক সম্প্রতি সাবধান করে দিয়েছেন যে, বায়োফুয়েল তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদনের গরজে উর্বর জমি ব্যবহার করার কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে খাদ্যসরবরাহ কমছে এবং দাম বেড়ে যাচ্ছে। রাইট টু ফুড বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ সংযোগকারী জাঁডিয়েগলান জার্মান রেডিওতে বক্তৃতাকালে বায়োফুয়েল উৎপাদন বৃদ্ধির সাম্প্রতিক তৎপরতাকে মানবতার বির"দ্ধে অপরাধ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, আন্ড়র্জাতিক খাদ্যমূল্যের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বার্তা সংস্থা ইসলাম অনলাইনের খবরে বলা হয়, গত বছর শেষের দিকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বক্তৃতায় ডিয়েগলান খাদ্যঘাটতি মোকাবেলার জন্য বায়োফুয়েল তৈরির সব ধরনের উদ্যোগের ওপর পাঁচ বছর মেয়াদি নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেদিন বায়োফুয়েল উৎপাদনে উদ্যোগী ব্রাজিল ও কলম্বিয়ার মতো দেশগুলোর কূটনীতিকরা তার প্রস্ড়াবের বির"দ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। বায়োফুয়েল উৎপাদনের বিষয়টি আন্ড়র্জাতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এর ফলে বিশ্বের খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে। বায়োডিজেল কিংবা বায়োইথানল বা অন্যান্য কিছু তৈরি করা হোক না কেন জ্বালানি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার বর্তমানে বৈশ্বিক প্রপঞ্চ হিসেবে হাজির হচ্ছে। এ বিষয়টি দানাদার খাদ্যসহ পামওয়েল কাসাভা পর্যন্ড় সবকিছুর ওপর প্রভাব ফেলছে। পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ না খেয়ে থাকবে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ভারত খাদ্যনিরাপত্তা বিঘ্নিত করে জৈব জ্বালানি ব্যবহার করে গাড়ি হাঁকাবে, বিমানে চড়ার উচ্চাভিলাষী স্বপ্নে বিভোর থাকবে।

১.২.৬.৪.২ আবহাওয়া পরিবর্তন

আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণেও খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি খারাপ আবহাওয়ার কারণে চাষাবাদ খুবই ব্যাহত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে খরা, পশ্চিম আফ্রিকায় বন্যা, ভারতে বন্যা, বাংলাদেশে বন্যা ও প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, সিডরের আঘাত, মিয়ানমারে ঘূর্ণিঝড় নার্গিসের তা ব, চীন এবং ইউরোপে হিম শীতল আবহাওয়া ফসলের অনেক ক্ষতি করেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় শস্য উৎপাদনকারী দেশ অস্ট্রেলিয়ায় খরার ফলশ্রুতিতে গম উৎপাদন ৬০ ভাগ কম হয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত তাপ প্রবাহে খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে যাওয়া, ধ্বংসাত্মক ঝড়-ঝাপটার ফলে নষ্ট হওয়া, বন্যায় আচমকা ফসল ডুবে গিয়ে নষ্ট হওয়া এখন প্রায় প্রতি বছরই নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১.২.৬.৪.৩ জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি

খাদ্যশস্যের দাম রকেটের গতিতে বাড়ার অন্যতম কারণ জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি। অতি সম্প্রতি প্রতি ব্যারেল অশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ১৩২ ডলারে পৌঁছে গেছে। খাদ্য উৎপাদনের মূলে রয়েছে এই জ্বালানি তেল। তেলের দাম বাড়লে সারের দাম বাড়ে, বেড়ে যায় পরিবহন খরচ। সার্বিক বিচারে কৃষির খরচ বেড়ে যায়। তেলের দাম বাড়ার সাথে সাথে শুধু খাদ্যদ্রব্য নয়, সব রকম পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

১.২.৭ খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান সময়ে দেশে-বিদেশে সর্বত্র খাদ্য নিরাপত্তা শব্দটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। কারণ এর সাথে মানুষের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার বিষয়টি জড়িত। পাশাপাশি সে খাবারটি যদি ভেজালমুক্ত না হয়, তাহলে ঐ খাবার ভক্ষণ করেও তো শান্তি নেই। কারণ কেমিক্যাল, ফরমালিনযুক্ত ভেজাল খাবার খাওয়ার পর দেহে নানাবিধ সংক্রামক, রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে ভেজালযুক্ত খাবার মানুষের মৃত্যু ডেকে আনে। অতএব পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য প্রয়োজন এবং সে খাবারকে অবশ্যই খাঁটি এবং ভেজালমুক্ত হতে হবে। আর এ কারণেই খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে একটি অন্যতম ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১.২.৮ খাদ্য নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। ১,৪৭,০০০ বর্গকিলোমিটার এর আয়তন। এ দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৫০ মিলিয়ন। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৩%। জনবহুল এ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় ৮৯০ জন প্রতি বর্গকিলোমিটারে। কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধির হার ৪.৬৭, জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ২১%। মোট জনশক্তির ৫১% কৃষিতে নিয়োজিত। মোট ফসলী জমির পরিমাণ ১৪২.২২ লাখ হেক্টর। এক ফসলী ২৬.৭৩ লাখ হেক্টর, দো-ফসলী ৪১.৩৪ লাখ ও

Dhaka University Institutional Repository

তিন ফসলী জমি ১০.২৭ লাখ হেক্টর। ফসলের নিবিড়তা ১৮০%। প্রতিবছর কৃষিজমি কমছে প্রায় ১%। কৃষিপ্রধান দেশ হলেও খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য প্রতি বছর খাদ্য আমদানী করতে হয়। এ দেশের ৬১% জনগণ ভূমিহীন, ২৯% জনগণ প্রান্তিক চাষী। বিশ্বের খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য সরবরাহ অর্থাৎ পুরো খাদ্যচক্রে মূল ভূমিকা পালন করে কৃষক সমাজ। যদিও তাদের শ্রমের স্বীকৃতি নেই। অথচ তারাই আমাদের সকলের জন্য, ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য খাদ্য নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য উদারীকরণ নীতির নামে 'নয়া আগ্রাসন' উন্নয়নশীল দেশগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা বিনষ্ট করছে। ফলে অধিকাংশ মানুষের খাদ্য সংকট ও জীবন-জীবিকার সংকট দিন দিন বেড়েই চলেছে।[১২৭]

আমাদের কৃষি উন্নত বিশ্বের মত বাণিজ্যের বিষয় নয়, বরং খাদ্য নিরাপত্তা, জীবিকা এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। মোট জনসংখ্যার ৮৪ ভাগ গ্রামে বাস করে, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের সাথে জড়িত। বাণিজ্যিক উদারীকরণের নামে বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদেশের মধ্যবিত্ত সমাজ, বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষক। কৃষকেরাই তাদের ঘাম, শ্রম দিয়ে আমাদের জন্য নিশ্চিত করেছে খাদ্য। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য উদারীকরণ নীতির নামে নয়া আগ্রাসন হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে কৃষি ও কৃষককে। ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে খাদ্য সংকট ও জীবন-জীবিকার সংকট আরো ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করবে। চারটি বিষয়ের ওপর বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করে : (১) দেশীয় উৎপাদন বা আমদানির মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যপণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা; (২) এসব পণ্য পুরো বছর সর্বস্তরের জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখা; (৩) খাবার তৈরিতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা এবং (৪) ভেজাল ও দূষণযুক্ত খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বন্ধে কঠোর আইন ও নীতি প্রণয়ন এবং এগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।[১২৮] প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়।

দেশে ভূমিহীন এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক অর্থাৎ যাদের আড়াই একরের কম আবাদী জমি আছে তেমন ভূমিহীন কৃষক পরিবারই প্রায় ৮০ শতাংশ। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ কৃষক পরিবার আড়াই একর বা তার বেশি জমির মালিক। এ ৮০ শতাংশের অধিকাংশই বর্গাচাষী। তাদের কৃষিকাজে কোনো নিরাপত্তা নেই। প্রাকৃতিক বা অন্য কোনো কারণে ফসল না হলে বা কম হলে পুরো লোকসানটা তাদেরই গুণতে হয়। সার, বীজ, সেচসহ যাবতীয় উৎপাদন ব্যয় মেটাতে গিয়ে

১২৭. মাহবুব হোসেন ও উত্তম কুমার দেব, বাংলাদেশে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা : সমস্যা ও সম্ভাবনা, evsjv‡‘k Dbqb mgxÿv, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ফেব্রুয়ারি ২০১২ ইং, খ. ২৯, পৃ. ৯৯

১২৮. মাহবুব হোসেন ও উত্তম কুমার দেব, বাংলাদেশে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা : সমস্যা ও সম্ভাবনা, cv¸³, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

এমনিতেই কৃষকরা খুব বেকায়দায় থাকে। তার উপর ফসল না পেলে তারা আরও অসহায় হয়ে পড়ে। দারিদ্র আরও জোরে দরজায় কড়া নাড়ে।[১২৯]

দেশে প্রায় ১ কোটি ১৭ লাখ কৃষক পরিবার আছে। ধাপে ধাপে সব কৃষককে বীমার আওতায় আনতে পারলে এটিও খাদ্য নিরাপত্তায় প্রণোদনা যোগাবে। অপরদিকে বর্গাচাষীরা ফসল পেলেও জমির মালিকের ভাগ দেয়ার পর বাকি ফসলের প্রায় পুরোটাই বিক্রি করে দিতে হয় উৎপাদন ঋণ মেটানোর জন্য। ফলে তারা উৎপাদিত ফসল নিজেদের খাওয়ার জন্য রাখতে পারে না। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য তারা বাজার থেকে কিনে আনার ওপরই নির্ভর করে। আয়-রোজগার কম বলে তারা চাল-আটার বাইরে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এসব চাহিদা অনুযায়ী কিনতে পারে না। ফলে পরিবারের সদস্যরা অপুষ্টিতে ভোগে। যাদের আয়-রোজগার ভাল তাদের নবজাতকরাও অপুষ্টি নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে। অনেক শিশু মারা যাচ্ছে। অনেকে বামন হচ্ছে। এর প্রধান কারণ অসচেতনতা। সর্বস্তরের জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই বামন হওয়ার প্রকোপ রোধ করা সম্ভব। ভিটামিন, আয়োডিন, আয়রন এসব বিষয়ে অজ্ঞতাই প্রধান বাধা। সরকার অনেক চেষ্টার পর প্রায় ৯৮ শতাংশ মানুষের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আর্সেনিক সমস্যার কারণে এখন তা ৭২ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে গ্রামে পাকা সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ করায় দেশের ৯২ শতাংশ এলাকায় স্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে। এতে পানিবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস পাবে। যা খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রাখবে।[১৩০]

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাল, শাক-সবজি, ডাল, তেলবীজ, মাছ, গোশ্ত, পোলট্রি, দুধ ইত্যাদির উৎপাদন বাড়াতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে উৎপাদন বাড়ালে হবে না। এর চেয়েও বেশি উৎপাদন করতে হবে। কারণ, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে। জনগণের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতাও বাড়ছে। তাই জনগণের পণ্য চাহিদা বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা যতো বেশি দেশীয় উৎপাদন দ্বারা পূরণ করা যাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ততো সহজ হবে। পর্যাপ্ত সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক রাখতে হবে। এখন সরকার টেস্ট রিলিফ, ভিজিডি, ভিজিএফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, খোলাবাজারে খাদ্যপণ্য বিক্রি ইত্যাদি নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণে অবদান রাখছে। সীমাবদ্ধতা দূর করতে পারলে একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি এ লক্ষ্যে একটি উত্তম উদ্যোগে পরিণত হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টিসম্পন্ন খাদ্য প্রাপ্তি দীর্ঘমেয়াদে নিরাপদ করতে তাদেরকে স্বাবলম্বী করতে হবে। খাদ্যপণ্য দরিদ্র ও নিম্নআয়ের

১২৯. http://www. brac.net.bd/content/khaddo_nirapotta_o_bangladesh /25/06/2015.

১৩০. মাহবুব হোসেন ও উত্তম কুমার দেব, বাংলাদেশে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা : সমস্যা ও সম্ভাবনা, cÖv¸³, পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হবে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে। টেকসই আয় বৃদ্ধির পথ নিশ্চিত করতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় টেকসই করতে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীল খাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে তাদের আয়টা ভাল হয় এবং তা নিরবচ্ছিন্ন হয়। এজন্য শিল্পখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপিত হলে কৃষকরা লাভবান হবে। তারা উৎপাদন বাড়াতে অনুপ্রেরণা পাবে। গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হবে। তাতে গ্রামের নারীদেরও শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে পুষ্টিসম্পন্ন খাবারের নিশ্চয়তার পাশাপাশি শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার আরও দ্রুত হ্রাস পাবে। ছেলে-মেয়েরা ভাল লেখাপড়া শিখতে পারবে। সুস্থ ও শিক্ষিত নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে। মানব সম্পদ উন্নয়ন সহজ হবে। তারা অধিক উৎপাদনশীল কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হতে পারবে। তাদের খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই হবে। দেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে এগিয়ে যাবে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথ প্রশস্ত হবে।

১.২.৯ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি

দেহের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে দেহকে সুস্থ, সবল ও কাজ করার জন্য সবল রাখার নিমিত্তে যেসব উপাদান প্রয়োজন সেসব উপাদানবিশিষ্ট দ্রব্যই খাদ্য। খাদ্য দেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, কর্ম শক্তি প্রদান এবং রোগ প্রতিরোধের কাজ করে। শরীরের যথাযথ বৃদ্ধিতে এবং শরীরকে সবল রাখার জন্য সঠিক পরিমাণে উপযুক্ত খাবার খাওয়া খুবই দরকারী। বয়স অনুপাতে সঠিক উচ্চতা ও ওজন নেই যাদের এবং কাজের জন্য যারা যথেষ্ট শক্তি পায় না তারা মূলত পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। সাধারণত এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে পুষ্টিহীনতা লক্ষ্য করা যায়। খাদ্য দেহের পুষ্টিসাধন করে। যেসকল খাদ্য উপাদান শরীরের তাপ ও শক্তি জোগায়, দেহের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করে এবং শরীরকে সবল ও রোগমুক্ত রেখে কর্মক্ষম জীবনযাপনে সহয়তা তাই হলো পুষ্টি। আর প্রয়োজনের তুলনায় কম বা বেশি খাবার খেলে তা শরীরকে অসুস্থ করে তোলে। একেই বলে অপুষ্টি। উন্নয়নশীল দেশে অপুষ্টি বলতে পুষ্টিহীনতা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবকে বোঝায় এবং অন্যদিকে উন্নত দেশসমূহে অধিক পুষ্টির কারণে শারীরিক অসুস্থতাকে বোঝায়। বাংলাদেশের মানুষের জন্য পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্যে ফলিত পুষ্টি বা খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য কৃষিবিদগণকে এগিয়ে আসতে হবে। চালসহ বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসব্জিতে কোন কোন ধরনের খাদ্য উপাদান রয়েছে তা চিহ্নিত করে বিভিন্ন বয়সী মানুষ ও অঞ্চলভিত্তিক মানুষের জন্য খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করে গণমাধ্যম ও পাঠ্য কারিকুলামে সংযোজন

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি গবেষকদের উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অধীনে প্রকল্পসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে।

১.২.১০ খাদ্য সার্বভৌমত্ব

একটি দেশের প্রত্যেকটি পরিবার যখন অভাব থেকে নিরাপদ, তখন এই দেশটি খাদ্যে নিরাপদ। কিন্তু বাস্তবে এমনটি কোথাও ঘটে না। এ প্রেক্ষিতে বিশ্বে খাদ্য সার্বভৌমত্বের ধারণাটা বিকাশ লাভ করেছে। নয়া-উদারনৈতিক নীতিমালার বিকল্প হিসেবে ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে সর্বসাধারণ্যে আলোচনার বিষয়টা উপস্থাপন করা হয়। এরপর থেকে কৃষি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অধিকাংশ আলোচনায় এমন কি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থায়ও এ ধারণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আয়োজিত ২০০২ সালের বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন চলাকালে এনজিও ফোরাম যে পাল্টা সম্মেলনের আয়োজন করে তারও মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘খাদ্য সার্বভৌমত্ব’।[১৩১]

১.২.১১ খাদ্য নিরাপত্তা ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

প্রবাদ আছে, মাছে-ভাতে বাঙালি। শহুরে বাঙালিরা তা থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক আগেই। তাদের ভাত-মাছ ছাড়াও মাংস, ডিম, সবজি, ডাল, দুধ, প্রাণিজ খাদ্য, খনিজ লবণ, ফল, চিনি, বিশুদ্ধ পানি সবই লাগে। তাদের আয় আছে এবং প্রতিবছরই তা বেশ বাড়ছে। তাই তারা অনায়াসে এসব খাদ্যপণ্য কিনতে পারছে। গ্রামের দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষের মাছ-ভাতের যোগান দিতেই গলদঘর্ম হতে হয়। তাও অনেকের ভাগ্যে নিয়মিত জোটে না। গত কয়েক বছর গ্রামমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্ড়বায়নের ফলে গ্রামের অর্থনীতিতে গতিশীলতা এসেছে। ফসল, মৎস্য ও পোলট্রির বিকাশের সাথে সাথে কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে। ফলে গ্রামীণ মানুষের উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান বেড়েছে। পাশাপাশি গ্রামীণ নারী ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন করেছে। তারপরও দেশের ২৬ শতাংশ মানুষ জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তাদের কাছে দু'বেলা ভাত-মাছের সংস্থান করার নামই খাদ্য নিরাপত্তা। কেউ কেউ ভাতের ব্যবস্থা হলেই বলে- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, খাদ্য নিরাপত্তার অর্থ হচ্ছে সুষম খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান। এর মধ্যে শর্করা হিসেবে ভাত ও রুটি থাকবে। প্রাণিজ প্রোটিন ও চর্বি হিসেবে মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি থাকবে। ভেষজ প্রোটিন হিসেবে সবজি, ডাল থাকবে। স্নেহজাতীয় খাবার হিসেবে দুধ, ঘি, পনির থাকবে। পর্যাপ্ত ক্যালরি থাকবে। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট তথা বিভিন্ন ভিটামিন, আয়োডিন, আয়রন ইত্যাদির উৎস হিসেবে

---

১৩১. ^‘wbK msMvg, ঢাকা : ৪ মে ২০০৮ ইং

Dhaka University Institutional Repository

তেল, শাক, ফল, বিশুদ্ধ পানি ইত্যাদি থাকবে। তবেই হবে সুষম খাবার। পুষ্টিসম্পন্ন খাবার না খেলে মানুষ প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদির অভাবে শরীর অসুস্থ হয়। রক্তস্বল্পতায় ভোগে। দূষিত পানি খেলে ডায়রিয়া, জন্ডিস, টাইফয়েড প্রভৃতি পানিবাহিত রোগে আক্রান্ড় হতে পারে। পুষ্টিকর খাবার না খেলে কোনো কাজে সামর্থ্যের পুরোটা প্রয়োগ করা যায় না। মেধার পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। আরও বড় ক্ষতি হয় নারীর ক্ষেত্রে। একজন অপুষ্ট মা অপুষ্ট শিশুরই জন্ম দেয়। তাদের ওজন কম হয়। তারা রক্তস্বল্পতায় ভোগে। উচ্চতা কম হয়। এভাবে পুষ্টিহীনতার দুষ্টচক্র তৈরি হয়। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের ৩৬ শতাংশ শিশুর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম। ৪৩ শতাংশ শিশু রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। ২৫ শতাংশ কিশোর-কিশোরী অপুষ্টি ও রক্তস্বল্পতায় ভুগছে।[১৩২] শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর বড় কারণ এ পুষ্টিহীনতা। যারা পুষ্টিহীনতা নিয়ে বড় হয় তাদের মেধা, কর্মশক্তি ও সামর্থ্য কম হয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে পুষ্টিহীনতার কারণেই মানুষ খাটো হয়। বাংলাদেশে এ খাটো হওয়ার হার আফ্রিকার অনেক দেশের চেয়েও বেশি। পাঁচ বছর আগেও এ হার ছিল ৪৪ শতাংশ। এখন তা ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। খাটো হওয়ার বর্তমান হারও দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে একটি কঠিন ও নীরব প্রতিবন্ধক। কারণ, এতে জাতীয় উৎপাদনশীলতা প্রত্যাশিত উচ্চতায় পৌঁছে না। তাই দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও সবার জন্য সুষম খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে ইনশা‘আল্লাহ।

১.২.১২ মানবদেহে ভেজাল খাদ্যের প্রভাব

মানুষের অসুস্থতার জন্য দায়ী যে উপাদানগুলো এ পর্যন্ত শনাক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে অনিরাপদ খাদ্য ও পানি, খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অনিয়ন্ত্রিত কীটনাশক ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার, খাদ্য উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের এ বিষয়ে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব উল্লেখযোগ্য। দ্রুত নগরায়ণের ফলে রাস্তাঘাটে প্রচুর পরিমাণে অনিরাপদ খাদ্য তৈরি ও বিক্রি হওয়ায় বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার সমস্যা আরো তীব্র হয়েছে। যদিও এ দেশে নিরাপদ খাবারের জন্য আইন তৈরি হয়েছে; কিন্তু অবকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা ও অভিজ্ঞ জনবলের অভাবে এ দেশে খাবার মনিটর করার জন্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো খুবই দুর্বল রয়ে গেছে। নিরাপদ খাবার বলতে আমরা সেই খাবারকেই বুঝি, যেটা কোনো জীবাণু ও পরজীবী-দুষ্ট নয়, যেটার মধ্যে নেই কোনো

---

১৩২. A_©‰bwZK ïgvix 2013 Gi Povšĺ wi‡cvU, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, evsjv‡‘k cwimsL¨vb e¨‡iv, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিসংখ্যান ভবন, ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য এবং যেটা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি বিষ থেকে মুক্ত। অবশ্যই সে খাবারটি হতে হবে প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ। খাদ্যজাত অসুস্থতার প্রকোপের জন্য প্রধানত দায়ী কিন্তু রোগজীবাণুই। শস্য জন্মানো, আহরণকালীন অবস্থা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, খাদ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং খাদ্য গ্রহণের আগে খাবার তৈরি ও পরিবেশনের প্রক্রিয়ার মধ্যে সর্বত্রই খাদ্যের মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এর যেকোনো পর্যায়েই খাদ্যের মানের অবনতি ঘটতে পারে, যদি না সে ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও কিছু ছত্রাক খাবারে মাইকোটক্সিন নামের বিষক্রিয়া তৈরি করে, যা থেকে প্রতিবছরই বহু লোক অসুস্থ হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। এদের মধ্যে আফলাটক্সিন বি ১ (Aflatoxin B1) মানুষের লিভার ক্যান্সার তৈরি করে।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার দেশের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলেছে। মাত্রাতিরিক্ত এই জিনিসগুলো ব্যবহারের ফলে নদ-নদীর মাছসহ অত্যন্ত উপকারী প্যারাসাইট, ব্যাঙ ও সাপের মতো উপকারী পতঙ্গভোজী প্রাণী ও সরীসৃপ প্রায় বিলুপ্তির পথে, তাতে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। নাইট্রেটস, ফসফরাস ও জিংক অক্সিসালফেট অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতাও নষ্ট হচ্ছে, জিংক অক্সিসালফেটে রয়েছে ক্যাডমিয়াম ও সিসা। এসব ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ কোনো না কোনোভাবে খাদ্যচক্র বা পানির মাধ্যমে আমাদের দেহে আসছে এবং মানুষ বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগের শিকার হচ্ছে। ইদানীং ফল, শাক-সবজি, মাছ ও দুধে ফরমালিনভীতি সব স্তরের মানুষকে একটি অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছে। কাঁচাবাজার থেকে শুরু করে অভিজাত চেইন স্টোর, মুদি দোকান, সুপার মার্কেট- যেখানেই ক্রেতা-ভোক্তারা যাক না কেন, সন্দেহটি তাদের মনে থেকেই যাচ্ছে। খাদ্যসামগ্রী গুদামজাত করতে বিভিন্ন কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। শুঁটকি মাছ প্রক্রিয়াজাত ও গুদামজাত করতে ডিডিটি ও অন্যান্য কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। বলা হয়ে থাকে, এর বিষাক্ত উপাদানগুলো গরম পানিতে ধোয়ার পরও প্রচুর পরিমাণে থেকে যাচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে ডিডিটির ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশে এর ব্যবহার এখনো রয়েছে। শরীরের জন্য ক্ষতিকর যেকোনো উপাদানেরই অনেকের স্বল্প মেয়াদি ও অনেকের দীর্ঘ মেয়াদি প্রতিক্রিয়া আছে। খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঘটনা ঘটলে একসঙ্গে বেশ কিছু লোক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, কিছু লোক মারাও যেতে পারে। ক্ষতিকারক যেকোনো উপাদানের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের ভয়াবহতা অনেক বেশি। অজ্ঞাতসারে সে ক্ষতি করে দিতে পারে একটি গর্ভস্থ শিশু থেকে শুরু করে জনগোষ্ঠীর একটি অংশ বা একটি প্রজন্ম কিংবা তার পরবর্তী প্রজন্মকেও। গর্ভবতী মায়েরা যদি পরিবেশ বিপর্যয়ের শিকার হন- সেটা খাদ্য, পানি যেটার মাধ্যমেই হোক না কেন, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানও এর শিকার হতে পারে। অনেক

Dhaka University Institutional Repository

বিষাক্ত পদার্থ যেগুলো নানাভাবে ভ্রুণের ক্ষতি করতে পারে। অনেক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, কিছু দূষণ উপাদান মায়ের দুধেও চলে যেতে পারে।

আমাদের দেশের শিশু-কিশোরদের কী অবস্থা, তাদের খাদ্যাভ্যাস কী রকম, তাদের খাবার সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের জন্য কতটুকু নিরাপদ? নিঃসন্দেহে আমাদের বেশির ভাগ কিশোর-তরুণই ছুটছে Westernised food-এর দিকে। যদি কেউ লক্ষ করে থাকেন, দেখবেন, আমাদের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে, কত দ্রুত তারা খাদ্য ব্যবসায় জায়গা করে নিয়েছে, কত দ্রুত ফাস্ট ফুডের দোকানগুলো গজিয়ে উঠেছে। প্রচুর চাহিদার কারণেই এগুলো তৈরি হচ্ছে। মা-বাবার আয়ের একটি বিরাট অংশ এ নতুন প্রজন্মের খাবারের পেছনে যাচ্ছে। যে শিশুদের মা-বাবার সঙ্গতি কম, তারা কম দামের স্ট্রিট ফুড বা পথখাবার খাচ্ছে। সবাই প্রক্রিয়াজাত খাবারের ওপরই মানসিকভাবে নির্ভরশীল। আসলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কী খাচ্ছে, কতটা অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ খাবার খাচ্ছে, সেটা কিন্তু তাকিয়ে দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপুষ্টির পাশাপাশি আমাদের দেশে বেশি ওজনের পপুলেশন ও এর পরিণতিতে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ইত্যাদি আমাদের জন্যও একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাবারের আরেকটি দিক হলো রং। এটা খাবারের কোনো মান বাড়ায় না, এটা শুধু ক্রেতা-ভোক্তাদের আকর্ষণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা খাবারকে কোনো অনিরাপদ এজেন্ট থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে না। তা ছাড়া synthetic color যে গ্রেডেরই হোক না কেন, তা বাদ দিতে পারলেই ভালো। ছোট-বড় বেকারি, কনফেকশনারি রাস্তার খাবার বিক্রেতারা যে রকমারি রং মেশায়, সেগুলোর কোনো ভালো দিকই নেই; বেশির ভাগই নিম্নমানের। যদি এই রং মেশানোর উদ্দেশ্য হয় খাদ্যের কোনো ত্রুটি ঢাকার জন্য, নিম্নমান ফাঁকি দেওয়ার জন্য, সেগুলো মারাত্মক অপরাধ। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর- এমন কিছু করা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। Food additive-গুলোর মধ্যে বেশির ভাগে কোনো পুষ্টি উপাদান নেই। এগুলো খাবারের মধ্যে সচরাচর ব্যবহার করা হয় খাবারের রং, texture, taste, flavor, consistency, shelf life, anti microbial activity- এগুলোর উন্নতির জন্য। খাদ্য নিরাপত্তায় নিরাপদ খাবার, তার সঠিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা শেখালে সবার স্লোগান হলো একটি ‘safe food from Firm to Fork’- অর্থাৎ জমিতে খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে খাবারের টেবিল পর্যন্ত সবার জন্য চাই নিরাপদ খাবার। এ নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করতে গেলে দরকার সরকারের সংশ্লিষ্ট সেক্টরগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও কো-অর্ডিনেশন, এনজিওগুলোর ভূমিকা, সে সঙ্গে ক্রেতা-ভোক্তা ও খাদ্য ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ততা। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খাদ্যবিজ্ঞানীদের সংশ্লিষ্টতা। বাংলাদেশে অপুষ্টির হার অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনো অনেক বেশি। এ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যঝুঁকিতে অনিরাপদ খাবারের নিঃসন্দেহে একটি

নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।[১৩৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমিনা মহসীন চ্যানেল আইয়ের ‘আজকের সংবাদপত্র’ অনুষ্ঠানে বলেন, খাদ্যদ্রব্যে মরণঘাতি ফরমালিনের প্রয়োগ জীব হত্যার সমতুল্য। এটা একটা ধীরগতি সম্পন্ন বিষ যা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হুমকিস্বরূপ।[১৩৪]

১৩৩. ^‘wbK Avgv‡‘i mgq.Kg, ঢাকা : ০২ জুলাই ২০১৪ ইং

১৩৪. cv¸³, ০১ জুলাই ২০১৪ ইং

দ্বিতীয় অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

২.১ ‘দারিদ্র বিমোচন’ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

দারিদ্র সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে সে বিষয়ে আমাদের সমাজে একটা বিভ্রান্তি ব্যাপক প্রচারণা লাভ করেছে। আর তা হচ্ছে, স্বয়ং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দারিদ্রক্লিষ্ট পবিত্র জীবনধারা, বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম বিশেষত আসহাবে সুফ্ফার[১] জীবন দর্শন, বিশিষ্ট সাহাবী আবু যার গিফারী রাদি‘আল্লাহু আনহু-এর ন্যায় সর্বস্ব ত্যাগী সাহাবীর কতিপয় অভিমত ইত্যাদির প্রেক্ষিতে একদল আধ্যাত্মিক লোক মনে করেন, দারিদ্র কোন সমস্যা নয় বরং আল্লাহর নি‘আমত। এক শ্রেণির লোক দারিদ্রকে সমস্যা মনে করে এবং সমাধানও চায়। কিন্তু ধনীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান খয়রাত ছাড়া এর কোন সমাধান তাদের কাছে নেই। খোদ মুসলিম সমাজে দারিদ্র সম্পর্কে উপরোক্তরূপ বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। ড. ইউসুফ আল-কারযাভী এ সম্পর্কে বলেন, “বিভিন্ন বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে কিছু কিছু মুসলিম সূফির মাঝে এ ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যা ইসলামী সংস্কৃতির সাথে মিলে তার স্বচ্ছতাকে ঘোলাটে করে ফেলেছে”।[২] এ ঘোলাটে অবস্থার সুযোগে বর্তমানে এ অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে, ইসলামে দারিদ্র সমস্যার কোন সমাধান নেই বরং ইসলাম দান-খয়রাত ও যাকাত-ফিতরার কথা বলে দারিদ্রকে লালন করছে। এ কথাও বলা হচ্ছে, মুসলমান হওয়া মানেই দারিদ্র, যিল্লতি ও ক্লেশময় জীবন বরণ করে নেয়া। প্রকৃতপক্ষে এসব বক্তব্য ইসলামী জীবনব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একটু নিরপেক্ষ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও ইতিহাসের দিকে তাকালে এ সত্যই ফুটে ওঠে।

দারিদ্রকে যারা আল্লাহর মহা নি‘আমত মনে করেন, ইসলাম তাদের বক্তব্য সমর্থন করে না। কারণ কুরআন কিংবা হাদীসে এমন একটি বাণীও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাতে দারিদ্রের প্রশংসা করা হয়েছে বরং দারিদ্র যে মানবতার জন্য বিপজ্জনক ও মর্যাদাহানীকর সে কথাই মূলত বর্ণিত হয়েছে।

---

১. আসহাবে সুফ্ফা : ‘সুফ্ফা’ অর্থ শামিয়ানা, চত্বর অথবা এমন একটি উঁচু স্থান যা ঘাস, খড় বা গাছের পাতার ছাউনি দ্বারা আচ্ছাদিত। একদল নিঃস্ব মুহাজির সাহাবী মসজিদে নববীর উত্তর দেয়াল সংলগ্ন চত্বরে ছাপড়া স্থাপন করে বসবাস করতেন। পরবর্তীকালে এ স্থানটি সুফ্ফা এবং এখানে অবস্থানকারী সাহাবীগণ ‘আসহাবে সুফ্ফা নামে খ্যাতি লাভ করেন। সুফ্ফায় অবস্থানকারী সাহাবীদের সংখ্যা প্রায় চারশত। [অধ্যাপক এটিএম মুছলেহউদ্দীন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), mxiv‡Z wek‡Kvl, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৩ খ্রি., খ. ৫, পৃ. ৪৮১-৪৮৩]

২. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, Bmjv‡g ‘wi‘ we‡gvPb, (মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ অনুদিত), ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

কৃচ্ছ সাধনার প্রশংসায় যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর অর্থ দারিদ্রের প্রশংসা নয়। কারণ যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতা এমন কিছুর দাবি করে যাতে কৃচ্ছ সাধনা করা যায়। আর সত্যিকার যাহিদ বা দুনিয়া বিমুখ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়ার মালিক হয়েছে, এরপর তাকে হাতে রেখেছে, অন্তরে স্থান দেয়নি। যারা দারিদ্রকে ভাগ্যের লিখন বলেন এবং এর কোন সমাধান নেই দাবী করেন, ইসলাম তাদের বক্তব্য সমর্থন করে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا.

অর্থ : "এবং দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলে যেও না"।[৩] বর্ণিত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ভাগ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করার এবং নিজের অধিকার আদায়ে পিছিয়ে না থাকার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজেই দারিদ্রের সমাধান নেই কিংবা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে চেষ্টা করা সঙ্গত নয় একথা বলা মোটেও সমীচীন নয়। দারিদ্রের জন্য যারা দরিদ্র ব্যক্তিকে দায়ী মনে করেন, তাদের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলাম ব্যক্তিকে তার কর্মের জন্য দায়ী করে। ব্যক্তি অলস কিংবা অকর্মণ্য হলে ইসলাম তাকে ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে শত চেষ্টা করার পরও রুটি-রুজির ব্যবস্থা করতে না পারায় বাধ্য হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে-সে অবস্থায় স্বচ্ছল ব্যক্তিদের কিছু করণীয় নেই-ইসলাম এমন কথা সমর্থন করে না। বরং ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে, এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করতে হবে এবং ধনীদের সম্পদে তাদের যে অধিকার রয়েছে তা আদায় করতে হবে।

যারা ধনিক শ্রেণির প্রচ— বিরোধী এবং তাদের নির্মূল ব্যতিরেকে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয় মনে করেন, তাদের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে-ধনীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত কিংবা ধনীদের নির্মূলের মাঝে দারিদ্র বিমোচনের কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না বরং ধনীকে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তা পালনে বাধ্য করতে হবে এবং এও স্বীকার্য যে, সকল হক আদায় পূর্বক ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত, তবে সে মালিকানা নিরঙ্কুশ নয়। কারণ সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহ। নিম্নে দারিদ্র বিমোচন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হল।

২.১.১ ভিক্ষার হাত কর্মের হাতে পরিণত করা

ইসলামে দানশীলতার যে বিপুল নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা থেকে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির অবকাশ নেই যে, ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি বা মানুষের দান সংগ্রহ করা পছন্দ করে। বরং কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর নি'আমতরাজি সংগ্রহের নির্দেশ আছে। তবে দুর্দশা মানবজীবন ও সমাজজীবনের অংশ। দারিদ্র ও বিত্ত উভয়টিই আল্লাহর আনুগত্য ও ধৈর্যের পরীক্ষা। তাই ইসলামের নির্দেশনা হলো-হাত পাতার আগেই স্বচ্ছল ব্যক্তিরা অভাবীদের অধিকার বুঝিয়ে দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

৩. আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭

ওয়াসাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করতেন। কেননা দারিদ্রের বিকাশ ও প্রকাশের অন্যতম উপায় ভিক্ষাবৃত্তি। তাই তিনি এটা নিষিদ্ধ করেন। আত্মকর্মসংস্থান ও জীবিকা অর্জনের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে ইসলামের যে আদর্শ, তা হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে বেকার নষ্ট করে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসাতে যাওয়া ইসলামে আদৌ শোভা পায় না। ইসলামে ভিক্ষাবৃত্তি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَ ةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ".

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদি‘আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- “যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যকার কারো তার পিঠে বহন করে কাঠের বোঝা এনে বিক্রি করা কারো কাছে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ সে যার কাছে যাচনা করেছে সে তাকে দিতেও পারে না দিতেও পারে”।[৪] সুতরাং ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে কোন অবস্থায়ই উৎসাহিত করে না, তবে শর্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবকাশ রয়েছে। কেননা হাদীসে এসেছে-

عَنْ قَبِيصَةَ بْن، مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ " أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ".قَالَ ثُمَّ قَالَ "يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ .فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ".

অর্থ : হযরত আবু কাবীসা বিন মুখারিক আল হিলালী রাদি‘আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। ....অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: “হে কাবীসা! তিন ব্যক্তি ব্যতীত কারো যাচনা করা হালাল নয়। সেগুলো হলো- (১) ঐ ব্যক্তি যে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সে তার ঋণ পরিশোধ পর্যন্ত যাচনা করতে পারে তবে তারপর সে বিরত থাকবে; (২) ঐ ব্যক্তি বিপর্যয় যার ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে, সে তার মধ্যম পন্থায় জীবিকা নির্বাহের পরিণাম যাচনা করতে পারবে এবং (৩) যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত এবং তার গোত্রের তিন ব্যক্তি তার সম্পর্কে এ

৪. ইমাম বুখারী, Aবm-mnxn, অধ্যায় : আয যাকাত, অনুচ্ছেদ : আল ইসতি’কাফু আনিল মাস’আলাহ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., পৃ. ১১৬, হা. নং ১৪৭০

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষ্য দেয় যে, সে ব্যক্তি অবশ্যই ক্ষুধার্ত। তার মধ্যম পন্থায় জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ যাচনা করা হালাল। হে কাবীসা! এই তিন ব্যক্তি ব্যতিত যে ভিক্ষা করে খায় সে হারাম খায়"।[৫]

পরনির্ভরশীলতার সর্বশেষ পর্যায় হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে স্বনির্ভরতা অর্জনের বাস্তব শিক্ষা প্রদান করেছেন। হাদীস শরীফের নিম্নোক্ত ঘটনায় যার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-

عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي يسأله فقل أما في بيتك شيء قل بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قل ائتني بهما قل فأتاه بهما فأخذهما رسول بيده وقل من يشتري هذين قل رجل أنا آخذهما بدرهم قل من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قل رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقل اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول عودا بيده ثم قل له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوم.

অর্থ : হযরত আনাস বিন মালিক রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন এক আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার ঘরে কি কিছু নেই? সে বলল হ্যাঁ, একটি বড় মোটা পশমী কাপড় (কম্বল) আছে; আমরা যার এক অংশ পরিধান করি আর অপর অংশ বিছানা হিসেবে ব্যবহার করি। আর একটি বড় পেয়ালা আছে; আমরা তাতে পানি পান করি। তিনি বললেন, বস্তু দু'টি নিয়ে আস। লোকটি বস্তু দু'টি নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো হাতে নিয়ে বললেন, এবস্তু দু'টি কে ক্রয় করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি এক দিরহামের বিনিময়ে বস্তু দু'টি গ্রহণ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার অথবা তিনবার বললেন, কে এক দিরহামের বেশি দিবে? এক ব্যক্তি বলল আমি দু'দিরহামের বিনিময়ে বস্তু দ'টি গ্রহণ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বস্তু দু'টি দু'দিরহাম গ্রহণ করলেন এবং আনসারী লোকটিকে দু'দিরহাম দিয়ে বললেন, ১ দিরহাম দিয়ে খাবার ক্রয় করে তোমার পরিবারের জন্য খরচ কর। আর অপর দিরহাম দিয়ে কুঠার ক্রয় করে আমার কাছে নিয়ে আস। অতঃপর ১ দিরহাম দিয়ে ঐ ব্যক্তি একটা কুঠার ক্রয় করে আনালেন। ঐ কুঠারে তিনি নিজে হাতল লাগানোর পর তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "যাও জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাট এবং ১৫দিন তোমাকে যেন আর

৫. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আয যাকাত, অনুচ্ছেদ : মান তাহিল্লু লাহুল মাস'আলাহ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., পৃ. ৮৪২, হা. নং ১০৪৪

Dhaka University Institutional Repository

না দেখি"।[৬] এভাবে তিনি শ্রমের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিক্ষায় অর্জিত সম্পদকে জাহান্নামের 'উত্তপ্ত পাথর' বলেছেন। যেমন, হাদীসে এসেছে-

من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر.

অর্থ : "যে ব্যক্তি অভাব ব্যতীত ভিক্ষা করে সে যেন (জাহান্নামের) পাথর ভক্ষণ করে"।[৭] তিনি আরও বলেন-

ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس فى وجهه مزعة لحم.

অর্থ : "তোমাদের মাঝে যে ভিক্ষা করে সে যখন আল্লাহর সামনে যাবে তখন তার চেহারায় এক টুকরা গোশতও থাকবে না"।[৮] মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও নিরুৎসাহিত করণের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ করেন।

২.১.২ আয় বৃদ্ধি ও উপার্জনের সুযোগ অবারিত রাখা

ইসলাম পরনির্ভরশীলতাকে নিরুৎসাহিত করে পক্ষান্তরে স্বনির্ভরতাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। কাজেই আয় বৃদ্ধি করার কাজ কষ্টসাধ্য হলেও ইসলাম তারই নির্দেশ দেয়। কুরআন মাজীদে এসেছে-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي ا وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থ : "সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও"।[৯] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন: "যখন নামায শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা ব্যবসায়িক কাজকর্ম ও অন্যান্য পার্থিব প্রয়োজনাদি পূরণে বেড়িয়ে পড়ো"।[১০] এখানে উপার্জনের একটি মূলনীতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। আর তাহলো এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যাতে আল্লাহর স্মরণে ব্রত থাকা যায়। অতএব, যেসব পেশায় বা উপার্জনের পন্থায় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হওয়ার

৬. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্নুল আশ'আছ আস্ সিজিস্তানী (পরবর্তীতে 'ইমাম আবু দাউদ' উল্লেখ করা হবে), mbvb Awe 'vD', (পরবর্তীতে 'Avm-mbvb' উল্লেখ করা হবে), অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু মা তাজুযু ফীহিল মাস'আলাহ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ১৬৪১

৭. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, gmbv‡' Avngv', অধ্যায় : মুসনাদুশ শামিয়্যিন, অনুচ্ছেদ : হাদীসু হাবশি বিন জানাদা আস-সুলুলী (রা.), রিয়াদ : বায়তুল আকবার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৮ খ্রি., হা. নং ১৬৮৫৫

৮. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু মান সা'আলান নাসা তাকাছুরা, প্রাগুক্ত, হা. ১৩৮১

৯. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

১০. আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-কুরতুবী, Avj-Rv‡gD wj AvnKvgj KiAvb, রিয়াদ : মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি., খ. ১৮, পৃ. ৯৬

সম্ভাবনা রয়েছে ইসলাম তা অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। শ্রম-বিমুখ হয়ে পরনির্ভরশীল হয়ে থাকা মোটেও বাঞ্ছিত নয়। বরং নিজ হাতে আয় উপার্জন করা আল্লাহর নিকট উত্তম কাজ। বস্তুত কঠোর শ্রম ব্যক্তি ও জাতির ভাগ্যান্নোয়নের ক্ষেত্রে একান্ত সহায়ক। পক্ষান্তরে অলসতা ও পরমুখাপেক্ষিতা দারিদ্র অনিবার্য করে তোলে। কাজেই হালাল উপায়ে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। দারিদ্র সমাজ-সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে পিছিয়ে দেয়। জীবিকা উপার্জনের সুযোগ অবারিত না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে মানুষ দারিদ্র অবস্থায় নিপতিত হয়। এজন্য ইসলাম জীবিকা উপার্জনের লক্ষ্যে সুযোগ উম্মুক্ত রাখার পক্ষে। কেননা কুরআন মাজীদে আছে-

كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

অর্থ : "যেন তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে"। [১১] কাজেই কোন এলাকার জনগোষ্ঠী যদি অন্যদের চেয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিক সচ্ছল হয় এবং কোন জনপদের অধিবাসী যদি পশ্চাদপদ হয়, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জন্য শ্রম বাজার উম্মুক্ত করে দেয়া। এতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যেমন আসবে অনুরূপভাবে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার আকাশ-পাতাল ব্যবধানও কমে আসবে।

২.১.৩ কর্ম ও ব্যবসায় উৎসাহ প্রদান

দারিদ্র দূরীকরণের অন্যতম উপায় হলো কর্ম ও ব্যবসায় উৎসাহ প্রদান। নিজের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদকে ব্যবসায়, কৃষি-শিল্প কিংবা এ ধরনের অন্যান্য অর্থকরী কাজে বিনিয়োগ করার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে। নিজের পক্ষে এককভাবে সম্ভব না হলে অন্যের সাথে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের অর্থাৎ মুদারিবাতের ভিত্তিতেও এ জাতীয় কাজে অর্থ বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছেন। ব্যবসায়ের পাশাপশি তিনি সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং সাহাবীগণকেও কাজে উৎসাহ দিতেন। [১২] হাদীস শরীফে এসেছে-

عن سَعِيد بْنُ عُمَيْرِ الأَنْصَارِيُّ ،قَالَ : سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ.قَالَ : عَمَلُ الرَّجُل بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

অর্থ : হযরত সাঈদ বিন আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হে আল্লাহর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

---

১১. আল-কুরআন, ৫৯ : ০৭

১২. Maulana Farid Uddin Masuod, *Workers Right in Islam,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1987, P. 44

Dhaka University Institutional Repository

কোন্ উপার্জন সর্বোত্তম? জবাবে তিনি বলেছিলেন, "ব্যক্তির নিজ হাতে উপার্জন এবং প্রত্যেক সৎ ব্যবসা থেকে উপার্জন"।[১৩] অন্যত্র তিনি বলেন-

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ, عَنِ النبِىّ قَلَ :التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা নবী-সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে (কিয়ামতের দিন) থাকবে"।[১৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ব্যবসা করেছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতার কথাও জানা যায়। একদা তিনি খাদিজা রাদি'আল্লাহু আনহা এর পণ্যসামগ্রী নিয়ে শামে যান এবং প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করেন। [১৫] তিনি আরো বলেন-

تسعة أعشار الرزق في التجارة.

অর্থ : "রুজির দশভাগের নয়ভাগই রয়েছে ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে"।[১৬] এমনিভাবে কুরআনুল কারীমের ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীসমূহ কর্মে ও ব্যবসায় উৎসাহ দানের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। আল্লাহ সালাত আদায়ের পরই সম্পদ অর্জনের জন্যে অন্বেষণ করতে বলেছেন। কাজ করলে সম্পদ বাড়ে। কাজ করার বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। আল্লাহ বলেন,

لاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْماً -

অর্থ : "আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর না এমন সব বিষয় যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সর্ব-বিষয়ে জ্ঞাত"।[১৭] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

رَّبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِيْ الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً -

---

১৩. ইমাম আহমাদ, Avj-gmbv', বৈরুত : মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., হা. ১৭২৬৫; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, Avm-wmjwmjvZzm mnxnvn, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, হা. নং ৬০৭

১৪. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফিততুজ্জার, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ১২০৯

১৫. মুহাম্মদ ইবন সা'দ, AvZ-ZevKvZzj Keiv, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৩২৬ হি., খ. ৩, পৃ. ৮৩

১৬. আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, Kvbhj D¤§vj, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : আনওয়াউল কাসব, বৈরুত : মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি., হা. নং ৯৩৪২

১৭. আল-কুরআন, ০৪ : ৩২

অর্থ : "তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার; তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু"।[১৮] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ- وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ- وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ إِلاَّ بِشِقّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থ : "তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং ওটা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক। আর যখন তোমরা সন্ধ্যাকালে ওদেরকে চারণভূমি হ'তে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর। আর ওরা তোমাদের ভারবহণ করে নিয়ে যায় দূর দেশে। যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না; তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই স্নেহশীল, পরম দয়ালু"।[১৯] ইসলামে রয়েছে দারিদ্র বিমোচনের উত্তম উপায়সমূহ। সে উপায়সমূহ যদি মানুষ অনুশীলন করে তাহলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সমৃদ্ধি নেমে আসবে। অর্থনৈতিক মন্দা থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পাবে। ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে। অনৈতিকতা ও অসাধু উপায়ে উপার্জনের পথ বন্ধ হবে।

২.১.৪ সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণ

কোন দেশে জনপ্রতি বার্ষিক আয় বিপুল পরিমাণ হলেও সে দেশে অসম বণ্টন হওয়ার কারণে দারিদ্র অবস্থা বিরাজ করতে পারে। তাই বণ্টনের ক্ষেত্রে সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অন্যথায় অন্যের উপর অবিচার করা হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ.

অর্থ : "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন"।[২০]

২.১.৫ হালাল রুযী উপার্জন

ইসলামে হালাল রুযীর গুরুত্ব অপরিসীম। রুযী হালাল ও হারাম দু'টিই হতে পারে। যখন কোন মানুষ অবৈধভাবে অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ করে তখন তা তার জন্য হারাম হয়ে যায়। যেসব জিনিস বৈধ হওয়া পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত তা-ই হালাল।

১৮. আল-কুরআন, ১৭ : ৬৬

১৯. আল-কুরআন, ১৬ : ০৫ - ০৭

২০. আল-কুরআন, ১৬ : ৯০

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে আলণ্ঢাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশিত ও অনুমোদিত পথে যে আয়-রোযগার করা হয় তাকে হালাল উপার্জন বলে। হালাল উপার্জন ইসলামী জীবনের অতীব গুর ুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামের দিকনির্দেশনা হল হালাল পথে জীবিকা উপার্জন করতে হবে। সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, জুয়া, মিথ্যাচার, প্রতারণা ইত্যাদি অসামাজিক অনাচারে লিপ্ত হয়ে জীবিকা উপার্জন করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, মানুষের জন্য যা কল্যাণকর, পবিত্র, উত্তম ও উপাদেয় তাই আলণ্ঢাহ তা'আলা হালাল করেছেন। অন্যদিকে যা বিপদজ্জনক এবং ক্ষতিকর তা হারাম করেছেন। বস্তুতঃ ইসলামী শরী'আতে হারামের পরিধি অত্যন্ড় সংকীর্ণ এবং হালালের ক্ষেত্র বিস্ড়ীর্ণ ও সুপ্রশস্ড়। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আলণ্ঢাহ তা'আলা এ সেরা সৃষ্টিকে তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এ মর্মে আলণ্ঢাহর সুস্পষ্ট ঘোষণা হল-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ، مَا أُرِيْدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ يُطْعِمُوْنِ .

অর্থ : "আমি জিন এবং মানুষকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের থেকে কোন রিযিক চাই না এবং তাদের থেকে আমি খাবারও চাই না"।[২১] মহান আলণ্ঢাহ তা'আলা আরো বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আলণ্ঢাহর, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাক"।[২২] এ আয়াতে হারাম খাদ্য ভক্ষণ করতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে, তেমনি হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে আলণ্ঢাহর শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য হালাল রুযী খাওয়া অত্যাবশ্যক।[২৩] হারাম খাদ্য খেলে মনের মধ্যে খারাপ অভ্যাস সৃষ্টি হয়, ইবাদত-বন্দেগীতে আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দু'আ কবুল হয় না।[২৪] অন্যদিকে হালাল খাদ্য গ্রহণের ফলে মানব মনে এক প্রকার আলো সৃষ্টি হয়, যা অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করে এবং সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে, ইবাদত-বন্দেগীতে মনোযোগ আসে, পাপের কাজে ভয় আসে এবং দু'আ কবুল হয়। এ জন্যই আলণ্ঢাহ তা'আলা সমস্ড় আম্বিয়ায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحاً.

---

২১. আল-কুরআন, ৫১: ৫৬-৫৭

২২. আল-কুরআন, ০২: ১৭২

২৩. ইমাম মুসলিম, A\m-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু কবুলিস সদাকাতি মিনাল কাসবিত তয়্যিবি ওয়া তারয়িাতুহা, প্রাগুক্ত, হা. নং ১০১৫

২৪. cÖ¸³

অর্থ : "হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর"।[২৫] হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِن وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ.

অর্থ : আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিজের উপার্জিত আহার সর্বোত্তম। তোমাদের সন্ড়নও নিজ উপার্জনের অন্ড় র্ভুক্ত"।[২৬] ইসলামী দিকনির্দেশনা মোতাবেক হালাল পথে রুযী রোযগার করলে সেটিও ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে। আলণ্ঢাহ বলেন, "অতঃপর যখন সালাত শেষ হবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, আলণ্ঢাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশ কর এবং আলণ্ঢাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"।[২৭] এ আয়াতে শ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাত আদায়ের পরই রিযিক অন্বেষণের চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। সাথে সাথে পরবর্তী আয়াতে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে- **وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** অর্থ : "আলণ্ঢাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা"।[২৮] অন্যত্র আলণ্ঢাহ বলেন-

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ -

অর্থ : "আর পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আলণ্ঢাহ গ্রহণ করেননি। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ড় কিতাবে রয়েছে"।[২৯] পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষকে পাঠানো হয়েছে। বান্দার পার্থিব জীবনের সমস্ড় কৃতকর্মের হিসাব পরকালে দিতে হবে। হাদীসে এসেছে-

عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما علم.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ক্বিয়ামতের ময়দানে বনি আদমকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে, সে পাঁচটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দেয়া পর্যন্ড় কোন মানুষ অর্ধ হাত পরিমাণ সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। তার মধ্যে

---

২৫. আল-কুরআন, ৪০: ৫১

২৬. ইমাম ইবনে মাজাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুত তিজারাহ, পরিচ্ছেদ : বাবুল হাচ্ছি আলাল মাকাসিবি, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি., হা. নং ২১৩৭

২৭. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

২৮. আল-কুরআন, ৬২ : ১১

২৯. আল-কুরআন, ১১ : ০৬

একটি হল, সে কোন পথে রুযী উপার্জন করেছে”।[৩০] রুযী হালাল পথে উপার্জিত না হলে ক্বিয়ামতের ভয়াবহ দিনে মুক্তির কোন পথ খোলা থাকবে না। কাজেই শরী‘আত নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে রুযী-রোযগার করতে হবে। অলসতা ও কুড়েমী করে বসে থাকা যাবে না। চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি-বাকুরি ইত্যাদির কোনটিকেই ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। কোন কাজকে অবহেলা না করে সাধ্যানুযায়ী যে কোন হালাল পেশা বেছে নিতে হবে। নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য খেতে হবে। আলণ্ঢাহ বলেন-

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

অর্থ : “আর আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এ মর্মে যে, ‘হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর, হে পক্ষীকুল! তোমরাও তাই কর। আমি তার জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম এবং তাঁকে বলেছিলাম, প্রশস্ড় বর্ম তৈরি কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি”।[৩১] দাউদ (আ.) ছাড়াও অন্যান্য নবীগণ কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করতেন। যেমন- মুসা (আ.) দীর্ঘ আট বছর ধরে শু‘আইব (আ.)-এর বাড়িতে কাজ করেছেন। যাকারিয়া (আ.) কাঠমিস্ত্রী ছিলেন।[৩২] নূহ (আ.) জাহাজ নির্মাণ করেছেন।

প্রকৃত মুসলমান হিসাবে জীবনযাপন করতে হলে হালাল রুযী উপার্জনের কোন বিকল্প নেই। হালাল পথে উপার্জিত রুযী ভক্ষণে মানুষের স্বভাব-চরিত্র সুন্দর হয়, সুকুমার বৃত্তিসমূহের বিকাশ ঘটে এবং সত্যানুরাগী হতে সতায়তা করে। অন্যদিকে হারাম রুযী মানুষের দেহ-মনের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্ড়ার করে, নৈতিক অধঃপতনের প্রেরণা যোগায় এবং বিপথগামী হতে সহায়তা করে। আমরা নশ্বর এ দুনিয়ার লোভ-লালসা পরিহার করে হালাল র“যী উপার্জনের মাধ্যমে আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি এবং চিরস্থায়ী ঠিকানা হিসাবে জান্নাত লাভে সচেষ্ট হই।

২.১.৫.১ উপার্জন হালাল তথা বৈধ হওয়ার ইসলামী মূলনীতি

ইসলামে উপার্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় দু’টি মূলনীতি রয়েছে। এক. মূলগত: যা উপার্জন করা হবে তা মূলগতভাবে হালাল হতে হবে। দুই. পদ্ধতিগত: যা উপার্জন করব তা বৈধ পন্থায় হতে হবে।

---

৩০. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবু সিফাতিল ক্বিয়ামাতি ওয়ার রক্বায়িকি ওয়াল ওয়ারায়ি আন রাসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : মা জা‘আ ফি শা‘নিল হিসাবি ওয়াল ক্বিসাসি, বৈর“ত : দার“ল ইয়াহইয়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, তা. বি., খ. ৪, হা. নং ৮২৪১৬

৩১. আল-কুরআন, ৩৪ : ১০-১১

৩২. ইমাম নববী, weqvhQ Qv‡jnxb, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৮৭ খ্রি., খ. ২, পৃ. ২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

এক. মূলগত

একজন ব্যক্তি যা উপার্জন করবে সে উপার্জেয় বস্তুটি অবশ্যই উত্তম ও হালাল হতে হবে। আর ইসলাম যাবতীয় কল্যাণকর ও হিতকর বস্তুকে মানবজাতির জন্য হালাল করেছে। সে লক্ষ্যেই পবিত্র কুরআনে **طيبات** ও **حلال** শব্দের অবতারণা হয়েছে। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সম্বোধন করে হালাল ও তাইয়্যিব যা রয়েছে তা থেকে আহার করতে বলেছেন। তিনি বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

অর্থ : ‘‘হে মানুষ! পৃথিবীতে হালাল ও তাইয়্যেব যা রয়েছে তা থেকে আহার কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু”।[৩৩] উপরোক্ত আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, শুধুমাত্র হালাল হলেই চলবে না; বরং তা অবশ্যই তাইয়্যিব (পবিত্র ও উত্তম) হতে হবে। এখানে তাইয়্যিব বলতে ভেজালমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যা মূলগতভাবেই নির্ভেজাল, খাঁটি ও পবিত্র। অবশ্য অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ আয়াতে হালাল শব্দ দ্বারা মূলগত বৈধতার এবং তাইয়্যিব দ্বারা পদ্ধতিগত বৈধতার অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং এ দু’শব্দ দিয়ে দু’টি মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

দুই. পদ্ধতিগত

উপার্জনের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় উপায় ও মাধ্যমটি অবশ্যই বৈধ পন্থায় হতে হবে। কেননা যাবতীয় অবৈধ উপায় ও পন্থায় অর্থসম্পদ উপার্জন করতে ইসলামে নিষেধ রয়েছে। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়ে মুমিনগণকে সর্তক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ
وا أنفسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ
كَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.

অর্থ : “হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজি হয়ে ব্যবসা করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা করিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে, তাকে আমি অগ্নিতে দগ্ধ করব, আর এটা করা আল্লাহর পক্ষে সহজ”।[৩৪] মহান আল্লাহ বলেন-

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَلِ النَّاسِ بِالإِثْمِ
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ : “তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অবৈধ পন্থায় গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ

৩৩. আল-কুরআন, ০২ : ১৬৮

৩৪. আল-কুরআন, ০৪ : ২৯-৩০

Dhaka University Institutional Repository

করো না"।[৩৫] উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, উপার্জনের পদ্ধতি ও পন্থা অবশ্যই বৈধ হতে হবে। অন্যথায় কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। আর এ ধরনের উপায় জুলুমের নামান্তর। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত উচিত উপার্জনের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত দু'টি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

২.১.৫.২ হালাল উপার্জনই সম্পদ বৃদ্ধির মৌলিক পথ

ইসলামে সম্পদ বৃদ্ধির মৌলিক পথ শুধুমাত্র ১টি। আর তা হল- হালাল পথ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এসেছে-

نْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

অর্থ : "হে মুহাম্মাদ! তুমি জিজ্ঞেস কর যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে? তুমি ঘোষণা করে দাও এসব বস্তু পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে ক্বিয়ামতের দিনে ঐসব লোকের জন্য যারা মুমিন হবে, এমনিভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করে থাকি"।[৩৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً -

অর্থ : "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং যাদের আমি সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি"।[৩৭] হালাল বলতে আমরা সাধারণত: যাবতীয় বৈধ পন্থাকেই বুঝি। যা কল্যাণকর ও হিতকর এবং যাবতীয় অবৈধ ও অকল্যাণকর হতে মুক্ত। ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ মানবজাতিকে উপার্জনের জন্যে উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং যাবতীয় বৈধ ও অবৈধ পন্থাও বাতলে দিয়েছেন। অতএব হালাল উপার্জন বলতে বুঝায় উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধ ও শরী'আতসম্মত পন্থা অবলম্বন। হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্রের মাঝে সুষম ভারসাম্য ফিরে আসে; কৃষক দিনমজুর, ক্রেতা-বিক্রেতা, শ্রমিক-মালিক এবং অধস্তনদের সাথে উর্ধ্বতনদের সুদৃঢ় ও সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। ফলে সকল শ্রেণির নাগরিকই তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায় এবং সমাজ সংসারে

৩৫. আল-কুরআন, ০২ : ১৮৮

৩৬. আল-কুরআন, ০৭ : ৩২

৩৭. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

Dhaka University Institutional Repository

নেমে আসে শান্তির সুবাতাস। মূলত: ইসলাম যে পেশাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে সেসব পন্থায় উপার্জন ব্যতীত অন্যান্য পন্থায় উপার্জন করা বৈধ বলে বিবেচিত।[৩৮]

ইসলাম প্রদত্ত সীমারেখা ও মূলনীতি ঠিক রেখে বৈধ যে কোন পণ্যের ব্যবসা করার মাধ্যমে উপার্জনকে ইসলামী শরী'আত হালাল হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। এছাড়া যদি কেউ বৈধ উপায়ে যোগ্যতানুযায়ী চাকুরি করে এবং ঘুষসহ যাবতীয় অবৈধ লেন-দেন ও অসৎ মানসিকতা থেকে দুরে থাকে তবে সেটাও জীবিকার্জনের হালাল পন্থা হিসেবে সাব্যস্ত হবে। মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটি শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোযা, যাকাত প্রভৃতির উপরই সীমাবদ্ধ নয়। জীবনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখার প্রণেতা হিসেবে ইসলামে রয়েছে জীবন ধারণের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে হালাল উপায়ে উপার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণও অন্যতম একটি মৌলিক ইবাদত। শুধু তাই নয়, ইসলাম এটিকে অত্যাবশ্যক (ফরয) কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ মর্মে হাদীস শরীফে এসেছে-

عن عبد بن مسعود رضي الله عنه قال **:قل رسول** " طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة ".

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "অন্যান্য ফরযের পর হালাল উপার্জন অন্যতম ফরয"।[৩৯] উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে প্রতিভাত হয় যে, ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব কতখানি এবং কোন ব্যক্তি যেন হারাম কোন পেশা অবলম্বন না করে উপরোক্ত হাদীসে সে মর্মেও অন্তর্নিহিত নির্দেশ রয়েছে। পরকালীন জীবনে এ ফরয ইবাদতটি সম্পর্কে যে মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা যাবতীয় ফরয সম্পর্কে বান্দা জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব এটি ফরয কাজসমূহের অন্তর্গত এক মৌলিক অত্যাবশ্যকীয় ইবাদতে গণ্য হয়েছে।

২.১.৫.৩ খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন হালাল উপার্জনের অন্বেষক

তাঁরা যাবতীয় লেন-দেন হালাল পন্থা অবলম্বন করতেন। হারামের ভয়াবহতা সম্পর্কে তারা খুবই সচেতন ছিলেন। আবু বকর (রা.) এর একটি ঘটনা থেকে তাঁর হারাম বর্জন প্রবণতা ও হালালের বিষয়ে কঠোরতা সহজেই অনুমেয়। বর্ণিত আছে যে, আবু বকর রা. এর এক গোলাম ছিল সে তাঁর

৩৮. ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম পেশা হলো : অপ্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ, বেশ্যাবৃত্তি, নৃত্য ও যৌনব্যবসা, অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন, মুর্তি, অবৈধ পানীয়, ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি নির্মাণ শিল্প, সুদী কারবার, ওজনে কম দেয়া, ধোঁকা ও প্রতারণামূলক ব্যবসা, মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ও চাকুরি হতে অবৈধ উপার্জন যেমন ঘুষ গ্রহণ।

৩৯. আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, mbvb Avj -evqnvKx, (সম্পাদনায় : আব্দুল কাদির আতা), মক্কা আল-মুকাররমা : মাকতাবাতু দারুল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি., খ. ৬, পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে কিছু অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তিপত্র করে। অতঃপর সে যখন প্রতিদিন মুক্তিপণের কিছু অর্থ নিয়ে আসতো, তখন আবু বকর (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, এ অর্থ কিভাবে সংগ্রহ করেছো? যদি সে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারতো, তবেই তিনি তা গ্রহণ ও ব্যবহার করতেন। অন্যথায় ব্যবহার করতেন না। এক রাতে সে আবু বকর (রা.) এর জন্য কিছু খাবার নিয়ে এলো। সে দিন তিনি রোযা রেখেছিলেন। তাই সেই খাবার সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ভুলে যান এবং তা থেকে এক লোকমা খেয়ে ফেলেন। অতঃপর মনে হওয়া মাত্র তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ খাবার তুমি কিভাবে অর্জন করেছ? সে বললো, জাহেলিয়াতের আমলে আমি মানুষের ভাগ্য গণনা করতাম। আমি ভাল গণক ছিলাম না। তাই মানুষকে শুধু ধোঁকা দিতাম। এ খাবার সে ধোঁকার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দিয়ে সংগৃহীত। আবু বকর রাদি'আল্লাহু আনহু বললেন, সর্বনাশ তুমি আমায় একি করেছ! অতঃপর তিনি গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে খাবারের কিছুই বের হয়নি। অতঃপর তিনি পানি পান করে ইচ্ছাকৃত বমির মাধ্যমে পেটের সব খাবার বের করে দিলেন। তিনি আরো বললেন, উক্ত খাবার বের করতে গিয়ে আমার মৃত্যুর ঝুঁকি থাকত তাহলেও তা বের করে ছাড়তাম।[৪০] কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به .

অর্থ : "যে শরীর হারাম খাদ্য দিয়ে স্বাস্থ্য লাভ করে সে শরীর জান্নাতে যাবেনা, তার জন্য জাহান্নাম উপযুক্ত স্থান"।[৪১] এভাবে প্রত্যেক খলিফা সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে হালাল পন্থায় জীবিকা অর্জন করতেন এবং ভক্ষণ করতেন।

২.১.৫.৪ হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলাম পরিপূর্ণ এক জীবন ব্যবস্থার নাম। এতে মানবজীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিমলের যাবতীয় বিষয়ের সমাধানে হিকমতপূর্ণ বিধানের বর্ণনা রয়েছে। এটি মানুষের জন্য যা কল্যাণকর ও হিতকর সে বিষয় বৈধ করত: সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে এবং যাবতীয় অকল্যাণ ও ক্ষতিকর বিষয় হতে মানবজাতিকে সর্তক করেছে। অতএব, ইসলাম মানবজাতির জন্য কল্যাণের আঁধার হিসেবে শান্তির বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। মানবদেহের জীবনীশক্তি হিসেবে রক্তের যে গুরুত্ব রয়েছে, মানবজীবনে অর্থের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। ফলে অর্থ মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এর জন্য

৪০. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবু মানাকিবিল আনসার, অনুচ্ছেদ : বাবু আইয়্যামিল জাহিলিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, হা. নং ৩৬২৯

৪১. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আলহাকিম আননিশাপুরী, Avj-gmZv'ivK Avjvm mnxnvBwb, অধ্যায় : কিতাবুল আতয়িমাহ, অনুচ্ছেদ : লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা লাহমুন নাবাতা মিন সুহতিন, রিয়াদ : দারুল মা'রিফাহ, ১৪১৮ হি./ ১৯৯৮ খ্রি., হা. নং ৭২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন মেধা, শ্রম ও সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার। জীবন নির্বাহের এ মাধ্যমটিই পেশা হিসেবে পরিগণিত। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নির্ধারিত ফরজ ইবাদত (যেমন নামায) সম্পন্ন করার পর জীবিকা অন্বেষণে জমীনে ছড়িয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব নিজেই জীবিকা অর্জনে ব্রতী হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিশ্রম লব্ধ উপার্জনকে সর্বোত্তম উপার্জন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে নিশ্চয় উপার্জনের পন্থা শরীয়াত নির্ধারিত পন্থায় হতে হবে। এমন উপার্জনকে ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে, যাতে প্রতারণা, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, জনসাধারণের অকল্যাণ সর্বোপরি জুলুম রয়েছে। দুনিয়ার জীবনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করে সুখ-সাচ্ছন্দ লাভ করলেও পরকালীন জীবনে রয়েছে এর জন্য জবাবদিহিতা ও সুবিচার। সে লক্ষ্যে ইসলাম হালাল উপার্জনের অপরিসীম গুরুত্ব প্রদান করেছে।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। এগুলোর যোগান দিতে মানুষকে বেছে নিতে হয় সম্পদ উপার্জনের নানাবিধ পন্থা। জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ যেসব পেশা অবলম্বন করে তা হলো- কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি, শিল্প প্রভৃতি। উপার্জনের মাধ্যম ব্যতীত কোন ব্যক্তির পক্ষেই উপযুক্ত মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। মানুষকে মহান আল্লাহ সৃষ্টির শ্রেষ্ট জীব হিসেবে সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তাদের যাবতীয় মৌলিক অধিকারও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সে লক্ষ্যে তিনি মহাশুন্যের সব সৃষ্টিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

অর্থ : ''তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের (ব্যবহারের জন্য) তৈরি করেছেন''।[৪২] তবে এক্ষেত্রে তিনি মানুষকে দিয়েছেন পূর্ণ স্বাধীনতা যা তার ইখতিয়ারভুক্ত একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। ফলে প্রত্যেকে স্ব-স্ব যোগ্যতা, মেধা, শ্রম ও সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রয়াস চালায়। মানবজীবনে অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মানুষের জীবন নির্বাহের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে সমাদৃত, মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত। মহান আল্লাহ মানুষকে এর গুরুত্ব অনুধাবন বোধগম্য করার নিমিত্তে পবিত্র কুরআনে সালাতের পাশাপাশি যাকাত তথা অর্থের উল্লেখ ৮২ স্থানে করেছেন। শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ অর্থনৈতিক বিধানও নির্দেশ করেছেন। ফলে কুরআনুল কারীমকে একটি অর্থবিদ্যার মহাকোষ বললেও অত্যুক্তি হবে না। মানুষ কিভাবে উপার্জন করবে, কোন পন্থায় তা ব্যয় করবে এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে যাবতীয় অর্জনীয় ও বর্জনীয় গুণাবলীর সম্পর্কে এর সুস্পষ্ট

৪২. আল-কুরআন, ০২ : ২৯

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশনা বিদ্যমান। তাইতো ব্যক্তির উপার্জিত সম্পদে তিনি যাকাত ফরয করেছেন, যেন সম্পদ এক শ্রেণির লোকদের মাঝে সীমাবদ্ধ না থাকে। আল্লাহ তা'আলা ফরয ইবাদত সমাপনান্তে জীবিকা নির্বাহে উপার্জন করার লক্ষ্যে যমিনে ছড়িয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যদি কখনও আল্লাহর স্মরণে ব্রত হওয়ার আহ্বান আসে, তাহলে তখন যাবতীয় ব্যবসায়িক কর্ম পরিহার করা সকল ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন-

ا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ, যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আলণ্ঢাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচাকেনা বর্জন কর। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে"।[৪৩] জীবিকা অর্জনের নিমিত্তে বিদেশে পাড়ি জমানোরও নির্দেশও রয়েছে এবং এটিকে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ ضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ
قَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

অর্থ : ''আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে"।[৪৪] আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেন, ''যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও রিযিক উপার্জনের বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের অন্বেষায় পৃথিবীতে ভ্রমণরত"।[৪৫] জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জনের গুরুত্ব ইসলামে যেমনি রয়েছে, ঠিক তেমনি হালাল উপার্জনের গুরুত্বও অত্যাধিক। ইসলাম মানুষের জন্য যাবতীয় জীবনোপকরণকে সহজসাধ্য, সুস্পষ্ট ও পবিত্র করার নিমিত্তে সঠিক ও বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা দিয়েছে। অতএব নির্দেশনা বহির্ভূত যাবতীয় উপার্জনই হারাম বা অবৈধ হিসেবে বিবেচিত। ইসলামের বক্তব্য হল মানুষকে নিজের সামর্থ্য ও যোগ্যতানুযায়ী নিজেই নিজের প্রয়োজনীয় অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রীর সন্ধান করবে। এটি মানুষের অন্যতম অধিকার। তবে ইসলাম মানুষকে এ অধিকার দেয়নি যে, সে অর্থ সম্পদ উপার্জনের জন্য স্বীয় খেয়ালখুশিমত যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারবে। তাইতো ইসলাম অর্থসম্পদ

---

৪৩. আল-কুরআন, ৬২ : ০৯

৪৪. আল-কুরআন, ৭৩ : ২০

৪৫. আবুল দিদা ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাসীর, Zvdmxiæj KiAwbj Avhxg, (সম্পাদনায় : সামী ইবন মুহাম্মদ সাল্লামা), বৈরুত : দারু তাইবা লিন্নাশরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২০ হি., খ. ৮, পৃ. ২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সমাজ রাষ্ট্র ও ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর যাবতীয় ব্যবস্থাকে ইসলাম হালাল করেছে।

২.১.5.৫ হালাল উপার্জন দু'আ ও ইবাদাত কবুলের পূর্বশর্ত

মানুষের প্রাত্যহিক ও জাগতিক জীবনের চাহিদার কোন অন্ত নেই। তবে এগুলো মানুষের কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্চিত হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মহান স্রষ্টার অনুগ্রহের, ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। আর এর জন্য প্রয়োজন একান্তে তাঁর দরবারে আরাধনা করা। মহান আল্লাহও মানুষের এ প্রার্থনায় সাড়া দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এটি অন্যতম ইবাদত ও বটে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ''দু'আ হচ্ছে ইবাদাত''।[৪৬] অতএব দু'আ ইসলামে অন্যতম একটি ইবাদতে পরিণত হয়েছে, যার মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহর গভীর প্রেম নিবেদন করা চলে এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মটি আল্লাহর দরবারে গৃহীত হতে হলে উপার্জন অবশ্যই হালাল হতে হবে। কেননা আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না। অতএব অবৈধ উপার্জন যারা করে, তাদের খাদ্যের উপার্জন অবৈধ অর্থে হওয়ায় যাবতীয় রক্ত মাংস সবই হারাম দ্বারা পুষ্ট হয়। ফলে এ ধরনের ব্যক্তির প্রার্থনাকে ইসলামে কখনো সমর্থন করে না। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،قَالَ : يَتْ هَذِهِ الآيَة عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا سورة البقرة آية ١٦٨ **فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ** : يَا سُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ **اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ** فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا **فَالنَّارُ** أَوْلَى بِهِ " .

অর্থ : ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একদা এ আয়াতটি তিলাওয়াত করা হল। "হে মানবম−লী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর"। তখন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদি'আল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লহর কাছে দু'আ করুন যেন আমার দু'আ কবুল হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে সা'দ, তোমার পানাহারকে হালাল কর, তবে তোমার দু'আ

---

৪৬. ইমাম ইবনে মাজাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুদ দু'আ, পরিচ্ছেদ : বাবু ফাদলিদ দু'আ, প্রাগুক্ত, হা. নং ৩৮২৮

কবুল হবে”।[৪৭] হালাল খাদ্য গ্রহণ ব্যতীত আলণ্ঢাহ বান্দার কোন দু‘আ কবুল করবেন না। এ সম্পর্কে আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আলণ্ঢাহ পবিত্র, তিনি একমাত্র পবিত্র বস্তুকেই কবুল করেন। আলণ্ঢাহ রাসূলগণকে যে আদেশ করেছেন, মুমিনগণকেও সেই আদেশ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, “হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ কর এবং সৎ আমল কর”। তিনি আরো বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার দেওয়া হালাল পবিত্র রিযিক হতে খাও”। অতঃপর রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উলেণ্টখ করেন, “কোন ব্যক্তি দূর-দূরান্ডে় সফর করছে, তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধুলা-বালি লেগে আছে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি উভয় হাত আসমানের দিকে তুলে কাতর স্বরে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে ডাকছে। অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং সে হারামই খেয়ে থাকে। এই ব্যক্তির দু‘আ কিভাবে কবুল হবে”?[৪৮]

২.১.৬ সুদের মূলোৎপাটন

সমাজ হতে দুর্নীতির অবসান ও জুলুমতন্ত্রের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যে মোক্ষম আঘাতটি হানা প্রয়োজন তা হচ্ছে সুদের উচ্ছেদ। পবিত্র কুরআনে সুদ ও সুদভিত্তিক সমস্ড় কারবার ও লেনদেন চিরকালের জন্যে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় যাবতীয় অসৎ কাজের মধ্যে সুদকে সবচেয়ে পাপের জিনিস বলে গণ্য করা হয়েছে। সুদী অর্থব্যবস্থা অর্থনীতিকে ধ্বংস করে এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করে। কেননা সুদ হচ্ছে শোষণের শক্তিশালী হাতিয়ার। সুদের কারণেই সমাজের দরিদ্র শ্রেণি আরও দরিদ্র হয় এবং বণিক শ্রেণি আরও ধনবান হয়। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ মানুষ প্রয়োজনের সময়

---

৪৭. ইমাম তাবারানী, Avj-gÖRvgj AvIlmvZ, অধ্যায় : বাবুল মীম, অনুচ্ছেদ : মান ইসমুহু মুহাম্মাদ, খ. ৬, পৃ. ৩১০, হা. নং ৬৬৬৯

৪৮. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু কবুলিস সদাকাতি মিনাল কাসবিত তয়্যিবি ওয়া তারয়িাতুহা, প্রাগুক্ত, হা. নং ১০১৫

সাহায্যের কোন পথ খোলা না পেয়ে সুদে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়।[৪৯] সুদের নিন্দায় সর্বপ্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয় মক্কী যুগে হাবশায় হিজরতকালীন সময়ে নাজিলকৃত সূরা রুমে। সেখানে বলা হয়েছে-

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

অর্থ : "আর তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলতঃ আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত"।[৫০] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ, তোমরা সুদ খাবে না বহুগুণ বৃদ্ধি করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও"।[৫১] সুদ হারাম, সুদি কারবার হারাম, এতে লিপ্ত ব্যক্তি নিজের উপর অভিসম্পাতের দ্বার উন্মুক্ত করল। অচিরেই নিঃশেষ করে দেয়া হবে তার সুদের প্রবৃদ্ধি ও বরকত। সে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তার উপর আল্লাহর লা'নত, তার জন্য দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতে শাস্তি অবধারিত। সূরা আল-বাকারায় বলা হয়েছে-

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

অর্থ : "যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোন কুফরকারী পাপীকে ভালবাসেন না। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং সালাত কায়েম করে, আর

---

৪৯. মুহাম্মাদ শরীফ হোসাইন, m'-mgyR-A_bxZ, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্স ব্যুরো, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ১৯

৫০. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯

৫১. আল-কুরআন, ০৩ : ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও"।[৫২]

সুদের ভয়াবহ ও জঘন্য কুফল থেকে মানবজাতিকে রক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সুদকে নিষিদ্ধ করে বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।[৫৩] সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে অর্থবন্টন ব্যবস্থায় সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়। মদীনায় সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সুদজনিত মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, মন্দা ও অস্থিতিশীলতা থেকে অর্থব্যবস্থা রক্ষা পায় এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে। সুদ বন্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটে। বন্ধ হয়ে যায় দারিদ্র বৃদ্ধির পথ। আব্দুল্লাহ বিন হানজালা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً" .

অর্থ : "জেনে-শোনে কোন ব্যক্তির এক দিরহাম সুদ ভক্ষণ করা, ছত্রিশবার যেনার চেয়েও ভয়াবহ"।[৫৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন-

الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه.

অর্থ : "সুদের তেয়াত্তুরটি শাখা রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে নিম্নের শাখা হচ্ছে ব্যক্তি তার মাকে বিবাহ করা"।[৫৫] অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا".

অর্থ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আজ রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, দু'ব্যক্তি আমার

---

৫২. আল-কুরআন, ০২ : ২৭৫-২৭৮

৫৩. মুফতি মুহাম্মদ শফী, Bmj\‡gi A_eÈb e¨e¯\', (ফরীদ উদ্দীন মাসউদ অনূদিত), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি., পৃ. ২৪

৫৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, Avj-gmbv', অধ্যায় : মুসনাদুল আশারাতিল মুবাশ্বারাতি বিলজান্নাতি, মুসনাদুল আনসার, পরিচ্ছেদ : হাদীসু আব্দিল্লাহ বিন হানযালা আর-রাহিব রা., প্রাগুক্ত, খ. ৫, হা. নং ২১৯৫৭

৫৫. আবু আব্দিল্লাহ হাকিম আন-নিশাপুরী, Avj-gmZv'iiK Avjvm-mnxnvBwb, অধায় : বুয়ু, অনুচ্ছেদ : ওয়া ইন্না আরবার রিবা ইরদুর রজুলিল মুসলিমি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩০৬

Dhaka University Institutional Repository

নিকট আগমন করে আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেল। আমরা চলতে চলতে এক রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম। নদীর মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং আরেক ব্যক্তি নদীর তীরে তার সামনে পাথর পড়ে রয়েছে। নদীর মাঝখানে লোকটি যখন বের হয়ে আসতে চায় তখন তীরের লোকটি তার মুখে পাথর খ নিক্ষেপ করে তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এভাবে যতবার সে বেরিয়ে আসতে চায় ততবারই তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করছে আর সে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম এ ব্যক্তি কে? সে বলল, যাকে আপনি রক্তের নদীতে দেখেছেন, সে হল সুদখোর।[৫৬] সুদের টাকা ফেরত দেয়ার বাধ্য বাধকতার কারণে ঋণ গ্রহীতাকে অনেক সময় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে ঋণগ্রহীতা পরনির্ভরশীল ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম আবির্ভাবকালীন সময় আরব সমাজে এ ধরনের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের প্রচলন ছিল। সুদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আলণ্ঢাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

أحل البيع وحرم الربا.

অর্থ : ‘‘তিনি (আল্লাহ) ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম”।[৫৭] রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কার্যাদির মাঝে যাবতীয় অসৎ কাজের ভেতর সুদকে সবচেয়ে গুরু তর পাপ হিসেবে গণ্য করেছেন। মূলত সুদের মতো সমাজ বিধ্বংসী অর্থনৈতিক হাতিয়ার আর নেই। রাসূলুল্লাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম সুদের ব্যাপারে এতই কঠোর ছিলেন যে তিনি বলেন-

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

অর্থ : “আলণ্ঢাহর রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, হিসাবকারী এবং সাক্ষী সকলের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন এবং তিনি বলেন তারা সকলেই সমান” ।[৫৮] একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। এরা হচ্ছে সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জন ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবনযাপন করে। সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকা এদের কোন অবদান থাকে না। সুতরাং দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি সফল করতে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বন্ধের বিকল্প নেই।

৫৬. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : বাবু আকিলির রিবা ওয়া শাহিদিহী ওয়া কাতিবিহী, প্রাগুক্ত, হা. নং ২০৮৫

৫৭. আল-কুরআন, ০২ : ২৭৫

৫৮. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, অনুচ্ছেদ : বাইয়ুত ত্ব'আম মাছালান বিমছালিন, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৫৯৫/১৫৯৮

 Dhaka University Institutional Repository

২.১.৭ মজুদদারী নিষিদ্ধকরণ

বর্তমানে বাংলাদেশসহ পুরো পৃথিবীতে বাজারসমূহে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ অসৎ ব্যবসায়ীদের ঘৃণ্য মজুদদারী। উৎপাদন মওসূমে চাহিদামত সরবরাহ বন্ধ করে উৎপাদন মওসূম ও পরবর্তী সময়ে চড়া মূল্যে বিক্রয় করাই মজুদদারী। এতে ধনী-গরীব সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মজুদদারী নিষিদ্ধ করে ইসলাম দারিদ্র বিমোচনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। কুরআন মাজীদে এসেছে-

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.

অর্থ : "যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়; আর গোপন করে তা, যা আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন। আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর আযাব"।[৫৯] অপরদিকে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

مَن احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً رِئَ مِنَ اللَّهِ ، وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ـمَّةَ اللَّهِ، تَعَالَى.

অর্থ : "মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যদি কেউ ৪০ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য মজুদ রাখে, তবে সে আল্লাহ থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে যায় এবং আল্লাহও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন"।[৬০] শোষণ ও জুলুমের একটি বড় হাতিয়ার মজুদদারী, রাসূলুল্লাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম মজুদদারকে অভিশপ্ত ঘোষণা করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.

অর্থ : হযরত ওমর ইবনুল খত্তাব রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমদানিকারক রিযিকপ্রাপ্ত, মজুদদার অভিশপ্ত।[৬১]

২.১.৮ সম্পদের সুষম আবর্তন নিশ্চিতকরণ

দারিদ্র বিমোচনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসৃত অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এক স্থানে বা গুটি কয়েক ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে সমাজের সকলের মধ্যে সুষম আবর্তন। পূঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি হলো সম্পদ আবর্তনের পথ

---

৫৯. আল-কুরআন, ০৪ : ৩৭

৬০. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, A¨j-gmbv', অধ্যায় : মুসনাদুল মুকছিরীনা মিনাস-সাহাবাহ, পরিচ্ছেদ : মুসনাদু আব্দিল্লাহ ইবনে উমারিবনিল খাত্তাব (রা.), প্রাগুক্ত, হা. নং ৪৮৮০

৬১. ইমাম ইবনে মাজাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুত তিজারাহ, পরিচ্ছেদ : বাবুল হাকরাতি ওয়াল জালাবি, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ২১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

রুদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং স্বল্প লোকের মাঝে তা কেন্দ্রীভূত হওয়া। ফলে ধন-সম্পদ বণ্টন ও বিস্তারে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আল-কুরআনুল কারীমে এ প্রসঙ্গে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যেমন মহাগ্রন্থ আল-কুরঅনে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ.

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই প‌ন্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অনেকেই মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আর তারা আল্লাহর পথে বাঁধা দেয় এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর"। [৬২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থার অবসানকল্পে সমাজের সর্বস্তরের লোকদের মাঝে সম্পদের সুষম আবর্তনের ব্যবস্থা করেন। এজন্য তিনি যাকাত, সাদাকাতুল ফিতর, উশর, মিরাসী আইন, দান, করযে হাসানা, হিবা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার ফলে সম্পদ শুধু ধনীদের কাছে পুঞ্জীভূত না থেকে সমাজের দরিদ্র-জনগোষ্ঠীর কাছেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার কারণ সমাজের গুটিকয়েক লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকা। এর ফলে ধন-সম্পদের আবর্তন বন্ধ হয়ে যায় এবং ধন-সম্পদ বণ্টন ও বিস্তারে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। যদ্দরুন পুঁজিপতি শ্রেণি আরও ধনবান এবং দারিদ্র শ্রেণি নিঃস্ব ও পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ অবস্থার অবসানকল্পে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের সর্বস্তরের লোকের মাঝে সম্পদের সুষম আবর্তনের ব্যবস্থা করেন।[৬৩] আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

ذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

অর্থ : যারা স্বর্ণ রোপ্য পুঞ্জিভূত করে রাখে আর তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দাও।[৬৪] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন- "তোমাদের মাঝে যারা বিত্তবান কেবল

---

৬২. আল-কুরআন, ০৯ : ৩৪-৩৫

৬৩. আবুল খালেক, 'বিশ্বনবী (সা.) এর কর্মসূচীতে অর্থনীতির রূপ', AMc‖_K, ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.

৬৪. আল-কুরআন, ০৯ : ৩৪

তাদের মাঝেই যেন সম্পদ আবর্তন না করে”।[৬৫] মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদের সুষম আবর্তনের জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি এ জন্য যাকাত, ফিতরা, উশর, মিরাসী আ’ঈন, দান, করযে হাসানা, হিবা, ওসিয়ত ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে ভারসাম্য অর্থব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

২.১.৯ শ্রমিকের মর্যাদা প্রদান ও উৎপাদনের মুনাফায় তাকে অংশীদার বানানো

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণির মর্যাদা ও উৎপাদনের মুনাফায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজের দরিদ্র জনগণই সাধারণত শ্রমিকের কাজ করে। ধনীদের দ্বারা তারা হয় শোষিত ও নির্যাতিত। শ্রমিক শ্রেণিকে দারিদ্রের কষাঘাত এবং শোষণ-নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিক মালিক সবাইকে ভাই-ভাই বলে ঘোষণা করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে-

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ ْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ هُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ ".

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ওরা (গোলাম/ শ্রমিক) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা’আলা ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। আল্লাহ যে ব্যক্তির অধীনে তার ভাইকে দিয়ে দেন, সে যা খায় তাকেও যেন তা খাওয়ায়, সে যা পরে তাকেও যেন তা পরায় এবং এমন কাজের চাপ যেন তার ওপর না দেয়, যা তার সাধ্যাতীত। আর যদি তার কাজের চাপ দেয়, তবে সে কাজে নিজেও যেন তার সাহায্য করে”।[৬৬] শ্রমিকদের শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি ঘোষণা করেন-

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُه.

অর্থ : “শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরী পরিশোধ কর”।[৬৭] শ্রমিক শ্রেণির দারিদ্র দূরীকরণ ও তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর্যুক্ত ঘোষণা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নবগঠিত মদীনা রাষ্ট্রে তাঁর বাণীসমূহের বাস্তব প্রয়োগ থাকায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই তথাকার শ্রমিক সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটে। রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম শ্রমজীবি মানুষের

---

৬৫. আল- কুরআন, ৫৯ : ০৭

৬৬. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল আদাব, অনুচ্ছেদ : মা ইউনহা মিনাস সিবাবি ওয়াল লা’আন, প্রাগুক্ত, হা. নং ৬০৫০

৬৭. ইমাম ইবনে মাজাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আর-রুহুন, পরিচ্ছেদ : আজরুল উজারা, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৪৪৩

অর্থনৈতিক দৈন্যতা দূরীকরণ ও স্বনির্ভর করে তোলার জন্য মুনাফায় শ্রমিকের অধিকারের ঘোষণা দিয়ে এক যুগান্ড়কারী ইতিহাস সৃষ্টি করেন। তাঁর প্রবর্তিত নীতি অনুযায়ী শ্রমিকের খাওয়া, পরা বা বাসস্থান কিছুতেই মালিকের জীবনযাত্রার মান নিচে নামতে পারবে না। হাদীস শরীফে এসেছে,

عن أبى هريرة أنه قال أعينوا العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب يعنى الخادم.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদি'আল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বলেছেন, "শ্রমিকগণকে তাদের উৎপাদিত পণ্য থেকে অংশ প্রদান কর। কারণ আলণ্ঢাহর বান্দা এ শ্রমিকদেরকে কিছুতেই বঞ্চিত করা যাবে না"।[৬৮] হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ .

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন-তিনজন, আমি তাদের বিপক্ষে থাকব কিয়ামতের দিন, তন্মধ্যে একজন হচ্ছেন, যাকে আমার জন্য প্রদান করার পর সে তার সাথে গাদ্দারী করেছে, আর একজন হচ্ছেন, যে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার অর্থ খেয়েছে। আর একজন হচ্ছে, সে ব্যক্তি যে কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করার পর তার থেকে তার কাজ বুঝে নিয়েছে অথচ সে তাকে তার প্রাপ্য দেয় নি"।[৬৯] অন্যত্র রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিকদের সম্পর্কে বলেছেন, শ্রমিককে এমন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, যা তাদেরকে অক্ষম ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেবে।[৭০] শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র বিমোচন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে মহানবী সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম এর ঘোষণা এক যুগান্ড়কারী পদক্ষেপ।

২.১.১০ অল্প ধন-সম্পদে তুষ্ট থাকা

মুমিন মাত্রই করণীয় হচ্ছে অল্পে তুষ্ট থাকা। আল্লাহ প্রদত্ত হালাল রূযী যত অল্পই হোক না কেন তাতে সন্তোষ প্রকাশ করতঃ শুকরিয়া আদায় করলে দুনিয়ার ধন-সম্পদের মোহ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। অল্পে তুষ্ট থাকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هُدِىَ إِلَى الإِسْلاَمِ وَرُزِقَ الْكَفَافَ وَقَنِعَ بِهِ .

---

৬৮. ইমাম বুখারী, Avj-Av'vej gdiv', অনুচ্ছেদ : বাবু হাল ইউয়িনু আবদাহু, মিশর : মাকতাবাতুল খানজী, ১৪২৩ হি./ ২০০৩ খ্রি., খ. ২, হা. নং ১৯১

৬৯. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : বাবু ইছমু মান বা'আ হুর্রান, প্রাগুক্ত, খ. ২, হা. নং ৭৭৬

৭০. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফিল-ইহসানি ইলাল খদাম, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৯৪৫

অর্থ : "সফলকাম হয়েছে সেই ব্যক্তি, যাকে ইসলামের দিকে হিদায়াত দেয়া হয়েছে, প্রয়োজন মাফিক রিযিক দান করা হয়েছে এবং তাতেই সে পরিতুষ্ট থাকে"।[৭১] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِى جَسَدِهِ آمِنًا فِى سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا .

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুস্থ দেহে পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয় এবং তার নিকটে যদি সারা দিনের খোরাকী থাকে, তাহ'লে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়া একত্রিত করা হল"।[৭২] এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময়ই প্রয়োজন মাফিক রিযিকের প্রার্থনা করতেন এভাবে- "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য কেবল জীবন ধারণোপযোগী রিযিকের ব্যবস্থা কর"।[৭৩] উল্লেখ্য যে, নিম্ন অবস্থানের দিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখলে নিজের অবস্থার জন্য সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যাবে। আর উপরের দিকে তাকালে নিজের দৈন্যদশার জন্য কেবল আফসোস বাড়বে এবং নিজেকে হতভাগ্য মনে হবে। পরিণামে মনের অজান্তেই আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যা মুমিনকে ব্যর্থতার অতলে ডুবিয়ে দিতে পারে। তাই আমাদের উচিত অল্পে তুষ্ট থাকা, আল্লাহর বণ্টনকৃত রিযিকে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা, কারণ সন্তুষ্টি ও শোকর স্বচ্ছলতা ও অধিক নি'আমতের লাভের উপায়। হাদীসে এসেছে-

كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.

অর্থ : "তুমি তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তুমি অধিক ইবাদতকারী হয়ে যাবে, অল্পে তুষ্টি থাক তাহলে সবচেয়ে শোকর আদায়কারী হয়ে যাবে, আর তোমার নিজের জন্য যা পছন্দ কর, মানুষের জন্য তাই পছন্দ কর, তাহলে তুমি পরিপূর্ণ মুমিন হবে, আর তোমার যে প্রতিবেশী হয় তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার কর, তাহলে তুমি পরিপূর্ণ মুসলিম হবে। আর হাসা কমিয়ে দাও, কারণ অধিক হাসি অন্তর নির্জীব করে দেয়"।[৭৪] রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন-

إن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه، فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه، ووسعه، وإن لم يرض لم يبارك له، ولم يزد على ما كتب له.

অর্থ : "আল্লাহ তার বান্দাদেরকে প্রদত্ত নিয়ামত দ্বারা পরীক্ষা করেন, যে আল্লাহর বণ্টনকৃত রিযিকে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তাতে তার জন্য বরকত দেয়া হয় ও প্রশস্ততা দান করা হয়, আর যে

---

৭১. ইমাম ইবনে মাজাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি, পরিচ্ছেদ : বাবুল ক্বনা'আহ, প্রাগুক্ত, হা. নং ৪১৩৮

৭২. ইমাম ইবনে মাজাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আর-রুহুন, পরিচ্ছেদ : আজরুল উজারা, প্রাগুক্ত, হা. নং ৪১৪১

৭৩. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুর রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : বাবু কাইফা কানা আইশুন নাবিয়্যি (সা.) ওয়াআসহাবুহু ওয়া তাখলিহিম মিনাদ দুনইয়া, প্রাগুক্ত, হা. নং ৬০৯৫

৭৪. ইমাম ইবনে মাজাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি, পরিচ্ছেদ : বাবুল ও'আরায়ি ওয়াত-তাকওয়া, প্রাগুক্ত, হা. নং ৪২১৭, আল-বানি হাদিসটি হাসান বলেছেন

Dhaka University Institutional Repository

অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য তাতে বরকত প্রদান করা হয় না এবং তাকে নির্ধারিত রিযকের বেশিও দেয়া হয় না"।[৭৫] প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য আল্লাহর বণ্টনকৃত রিযিকে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

وَارْضَ بِمَاقَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ.

অর্থ : "আল্লাহ তোমার জন্য যে রিয্ক বরাদ্ধ করেছেন, তার প্রতি তুমি সন্তুষ্টি প্রকাশ কর, তাহলে তুমিই সবচেয়ে ধনী হয়ে যাবে"।[৭৬] অন্য হাদীসে এসেছে-

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলেছেন, "সে ব্যক্তিই সফলকাম, যাকে ইসলামের হিদায়াত ও পরিমাণমত রিযিক প্রদান করা হয়েছে, আর সে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে"।[৭৭]

২.১.১১ শিক্ষার্জন

দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম সকল নাগরিকের শিক্ষার্জন করা। ইসলাম যেহেতু স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর, উন্নত জাতি হতে অনুপ্রেরণা যোগায়, তাই ইসলামের সর্বপ্রথম নির্দেশ হল, **اِقْرَأْ** 'পড়'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

অর্থ : "শিক্ষার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয"।[৭৮] বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থাকে মূল অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে গড়ে তোলা হয়েছে বিশ্বজুড়ে। শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনীতির যন্ত্রটাকে সচল রাখার জন্য প্রশিক্ষিত কর্মচারী গোষ্ঠী তৈরি করা। শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি লক্ষ্য হওয়া উচিত একজন তরুণের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে দেয়া যে, মানুষের মধ্যে সীমাহীন শক্তি আছে। তার মাঝেও সে শক্তি সুপ্ত আছে। সে সুপ্ত শক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে

---

৭৫. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, Avj-gmbv', অধ্যায় : মুসনাদুল মুকছিরীনা মিনাস-সাহাবাহ, পরিচ্ছেদ : মুসনাদু আব্দিল্লাহ ইবনে উমারিবনিল খাত্তাব (রা.), প্রাগুক্ত, সহিহ জামে গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী ও আলবানি হাদীসটি সহিহ বলেছেন।

৭৬. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : মানিত্তাকাল মাহারিমা ফাহুয়া আ'বুদুন নাসি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩০৫, তিনি হাদিসটি গরীব বলেছেন

৭৭. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু ফীল-কিফাফি ওয়াল কুনায়াতি, প্রাগুক্ত, হা. নং ১০৫৪

৭৮. ইমাম ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দামাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল উলামায়ি ওয়াল হাছ্ছু আলা তলাবিল ইলমি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

দেয়াই হলো শিক্ষার সবচেয়ে বড় কাজ। অতীতে যা কিছু ভালো কাজ হয়েছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে প্রস্তুত করা। শিক্ষা হলো তার প্রস্তুতি। এটা তার জন্য বোঝা নয়, এটা তার সম্পদ। তাকে বুঝিয়ে দেয়া যে, তার সামনে একটি নয়, দু'টি পথ খোলা। সে যেন বিশ্বাস করে যে, আমি চাকরি প্রার্থী নই, আমি চাকরিদাতা। চাকরিদাতা হিসেবে সে যেন প্রস্তুতি নিতে থাকে। তার বিদ্যায়তনের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা যারা চাকরিদাতা হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেয়া। তাকে বুঝতে দেয়া যে, সকল মানুষই উদ্যোক্তা। এটা তার সহজাত ক্ষমতা। সাময়িকভাবে সে চাকরি করতে পারে কিন্তু এটা তার কপালের লিখন মনে করার কোনো কারণ নেই। একবার কর্মচারী হলে, একবার শ্রমিক হলে তাকে সারাজীবন কর্মচারী বা শ্রমিক হিসেবে কাটাতে হবে এমন কোনো ধারণা যেন তাকে দেয়া না হয়। তাকে নিজের শক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটা কাজ হলো প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পৃথিবী গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করা। তাকে বুঝিয়ে দেয়া যে বর্তমান পৃথিবীটা হচ্ছে অতীতে যারা ছিল এবং বর্তমানে যারা আছে তাদের হাতে গড়া একটা বাস্তবতা। এ বাস্তবতায় যা যা দোষত্রুটি আছে সেগুলো উঠতি প্রজন্মকে সংশোধন করতে হবে এবং তা সংশোধনের জন্য তাদের প্রস্তুতি নেয়ার সময়টাই হলো শিক্ষাকালীন সময়। এ সময়ের মধ্যে তাদের নতুনভাবে আরেকটা পৃথিবী গড়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। নতুন গড়ার ক্ষমতা তাদেরই হাতে। কিন্তু তাদের প্রস্তুত হতে হবে কোন ধরনের পৃথিবী তারা গড়তে চায় তার রূপরেখা তৈরি করার জন্য। শিক্ষা সমাপনের আগেই আগামী পৃথিবীর একটা ছবি তার মাথার মধ্যে যেন স্থান করে নিতে পারে। একবার এ ধারণাটা মাথায় স্থান করে নিলে ভবিষ্যৎ জীবনে তার কাজের মধ্যেও এটা প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করবে এবং দারিদ্র বিমোচনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে ইনশা'আল্লাহ।

২.১.১২ রাষ্ট্রের দায়িত্ব

দারিদ্র বিমোচনে রাষ্ট্রকে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করতে হয়। রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো সংকটাপন্ন নাগরিকদের আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকায় সাহায্য করা। উন্নত বিশ্বে এ দায়িত্ব পালন করা হয় আয়হীন এবং স্বল্প আয়ের মানুষকে মাসিক ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে। পাশাপাশি রাষ্ট্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো প্রত্যেক নাগরিকের জন্য তার শক্তি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। এ সুযোগ সৃষ্টির ব্যাপারে যদি রাষ্ট্র দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হয় এবং সফল হয়, তবে কোনো নাগরিককে স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকার প্রয়োজন হবে না। বর্তমানে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে কিছু নাগরিক যে সারাজীবন কাটিয়ে দিচ্ছে রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীলতার মধ্যে, শুধু তাই নয়, বংশানুক্রমে এই নির্ভরশীলতা থেকে বের হতে পারছে না

বা চাচ্ছে না। এর কারণ রাষ্ট্র এদের নির্ভরশীলতার আওতায় আনতে অতিশয় তৎপর বটে; কিন্তু এদের নির্ভরশীলতার আওতা থেকে বের করে আনতে তার কোনো উৎসাহ দেখা যায় না। বেকারত্বের মতো এটাও মানুষের তৈরি একটা কৃত্রিম সমস্যা। বেকারত্ব থেকে মানুষকে বের করার পদ্ধতি বের করতে পারলেই একই পদ্ধতিতে ভাগ্যহীন মানুষের জন্য নতুন ভাগ্য সৃষ্টি করে তাদের রাষ্ট্র নির্ভরশীলতার আওতা থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ দেয়া যায়। রাষ্ট্রনির্ভরশীল একজন মানুষের জন্য রাষ্ট্রকে ওই ব্যক্তির পেছনে তার সারাজীবনে যে ব্যয় করতে হয় তার একটি ভগ্নাংশ তাকে পুঁজি হিসেবে দিলেই সে কিন্তু স্থায়ীভাবে শুধু নির্ভরশীলতা থেকে বের হয়েই আসবে না, সে আরও মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, তার পরবর্তী বংশধরকে রাষ্ট্রের নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত রাখবে এবং সে নিজে করদাতা হিসেবে রাষ্ট্রের কোষাগারে অর্থ জোগান দেবে।

২.১.১৩ সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে

রিযক অর্থাৎ পার্থিব সহায় সম্বল ও সচ্ছলতা এ জগতের এক অপরিহার্য বস্ড়ু ও বিষয়। এ রিযক ব্যতীত পার্থিব জীবন অচল, অস্পূর্ণ বরং অসম্ভব। কম বেশি সবারই রিয্ক প্রয়োজন। সবাই এ রিযক অন্বেষণ করে। কেউ বৈধ পন্থায় কেউ বৈধ-অবৈধ উভয় পন্থায়ই রিযকের পিছনে দৌড়ে। জীবনের জন্যই রিযক, কিন্তু এ রিযকের জন্য অনেকের জীবন পর্যন্ড় চলে যায়। সবার রিয্ক সমান নয়, সবাই সমান রিযক উপার্জন করতে পারে না। আলণ্ঢাহর হিকমতের দাবিও তাই, কারণ সবার রিযক যদি সমান হয়, সবাই যদি সমান অর্থ-সম্পদের মালিক হয়, তাহলে দুনিয়ার আবাদ ও বিশ্ব পরিচালনা ব্যাহত বরং ভংগুর ও স্থবির হয়ে পড়বে। তাই এর বণ্টন আলণ্ঢাহ নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, তিনি নিজ হিকমত ও প্রজ্ঞানুযায়ী সবার মাঝে তা বণ্টন করেন। এটা কোন সম্মান বা মর্যাদার মাপকাঠি নয়, আবার হতভাগা বা অশুভ লক্ষণের আলামতও নয়। কী অনুগত কী অবাধ্য, কী মুমিন কী কাফের সকলকেই জোয়ার-বাটার ন্যায় প্রাচুর্য ও অভাব, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা স্পর্শ করে। এর মাধ্যমে আলণ্ঢাহ অবাধ্য ও কাফেরকে অবকাশ দেন, অনুগত ও মুমিনের পরীক্ষা নেন। প্রাচুর্য ও সচ্ছলতার সময় একজন মুমিন যাকাত-সাদাকা প্রদান করে আলণ্ঢাহ শোকর আদায় করবে, অভাব ও অসচ্ছলতার সময় ঈমান ও ধৈর্যের পরিচয় দেবে। অভাব বা প্রাচুর্য উভয় মুমিনের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলজনক। রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বলেছেন-

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَراءُشكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক, তার প্রত্যেকটি বিষয় কল্যাণকর, এটা মুমিন ব্যতীত অন্য কারো ভাগ্যে নেই, যদি তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, আলণ্ঢাহর শোকর আদায় করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর, আর যদি তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, ধৈর্যধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর"।[৭৯]

অতএব একজন মুমিনের উচিত অভাব-অসচ্ছলতার সময় আলণ্ঢাহর ফয়সালাকে মেনে নেয়া, তার উপর তাওয়াক্কুল করা এবং সর্বাবস্থায় তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। দু'আ ও আনুগত্যসহ তার দিকেই মনোনিবেশ করা। বৈধ ও হালাল পন্থায় রিযক অন্বেষণের আসবাব গ্রহণ করা এবং আলণ্ঢাহর উপর দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস পোষণ করা। কারণ আলণ্ঢাহর অবাধ্য হয়ে তার নি'আমত ভোগ করা সম্ভব নয়। অভাবের সময় অনেকে অধৈর্য ও ভেঙ্গে পড়ে, নানা অভিযোগ উত্থাপন করে, কখনো আলণ্ঢাহ সম্পর্কে আবার কখনো নিজের সম্পর্কে অযাচিত কথা মুখ থেকে বের করে, তার উপর আলণ্ঢাহর অন্যান্য নি'আমত ভুলে যায়, যা আদৌ কোন মুমিনের জন্য উচিত নয়। রিযকের বৃদ্ধি-হ্রাস আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। প্রত্যেকের রিযক আল্লাহর কুদরত ও ফয়সালা দ্বারাই নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ.

অর্থ : "আর প্রতিটি বস্তুরই ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে আমার কাছে এবং আমি তা অবতীর্ণ করি কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণে"।[৮০] তিনি আরো বলেন,

للَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِن للَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

অর্থ : "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা করেন রিয্ক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত"।[৮১] তিনি আরো বলেন:

مْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

অর্থ : "তারা কি জানে না, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন রিয্ক প্রশস্ত করে দেন আর সঙ্কুচিত করে দেন? নিশ্চয় এতে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে"।[৮২] সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি মানুষের হাতে নয়; বরং তা আল্লাহর হাতে। এজন্য দেখা যায় প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও অনেকে সাবলম্বী হতে পারে না। পক্ষান্তরে স্বল্প পরিশ্রমে আল্লাহর অনুগ্রহে অনেকেই অল্প সময়ে সচ্ছল হয়, স্বাবলম্বী হয়। আল্লাহ বলেন, "এরা কি তোমাদের প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নত

---

৭৯. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি ওয়ার-রক্বায়িক, অনুচ্ছেদ : আল-মুউমিনু আমরুহু কুল্লুহু খাইর, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৯৯৯

৮০. আল-কুরআন, ১৫ : ২১

৮১. আল-কুরআন, ২৯ : ৬২

৮২. আল-কুরআন, ৩৯ : ৫২

Dhaka University Institutional Repository

করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে এবং তারা যা জমা করে তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর" ।[৮৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

، بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فَضِّلَواْ بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ مَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ -

অর্থ : "আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্ত দাস-দাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ হতে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে" ।[৮৪] তিনি আরো বলেন,

تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

অর্থ : "তুমি রাত্রিকে দিবসে পরিণত কর এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর এবং মৃত হতে জীবিতকে নির্গত কর এবং জীবিত হতে মৃতকে বহির্গত কর এবং তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করে থাক" ।[৮৫]

২.১.১৪ তাওবা ও ইসতেগফার

দারিদ্র বিমোচনের জন্য অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে আল্লাহর কাছে তওবা করা ও ক্ষমা চাওয়া। বান্দা আল্লাহর কাছে যতবেশি ক্ষমা চাইবে, ততবেশি তিনি তাদেরকে ধন-সম্পদে প্রাচুর্য দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً- يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً- وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً -

অর্থ : "আমি বললাম, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা" ।[৮৬]

---

৮৩. আল-কুরআন, ৪৩ : ৩২

৮৪. আল-কুরআন, ১৬ : ৭১

৮৫. আল-কুরআন, ০৩ : ২৭

৮৬. আল-কুরআন, ৭১ : ১০-১২

Dhaka University Institutional Repository

পার্থিব ধন-দৌলত আল্লাহর এক মহান নি‘আমত, এ নি‘আমত নাফরমানি করে অর্জন করা যায় না। কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত পাপ সকল অনিষ্টের মূল। এ কারণেই মানুষ নানা ধরণের মুসিবতে পতিত হয়, যদি সে তাওবা না করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ.

অর্থ : “আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর অনেক কিছুই তিনি মাফ করে দেন”।[৮৭] অন্যত্র তিনি বলেন,

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

অর্থ : “আর অবশ্যই আমি তাদেরকে গুরুতর আযাবের পূর্বে লঘু আযাব আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে”।[৮৮] প্রত্যেক মুমিনের উচিত সর্বদা তাওবা করা এবং বেশি বেশি নেক আমল করা ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য তলব করা। কারণ গুনাই সবচেয়ে বড় সমস্যা, সবচেয়ে বড় মুসিবত। বান্দা যখন তাওবা করে, আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন এবং তাকে নিশ্চিত সফলতা দান করেন। তিনি বলেন-

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থ : “হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার”।[৮৯] তিনি অন্যত্র বলেন-

اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

অর্থ : “নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জন -কারীদেরকে”।[৯০] আর আল্লাহ যাকে ভালবাসেন, তিনি তার মনোবাসনা পুরো করেন এবং ভয় থেকে তাকে তিনি নিরাপত্তা দান করেন। হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

عن أبي هريرةقل قال رسول الله ﷺ إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, আমার বান্দার সাথে যে বিদ্বেষ পোষণ করে, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেই। আমি আমার বান্দার উপর যা কিছু ফরজ করেছি, তা ব্যতীত অন্য

৮৭. আল-কুরআন, ৪২ : ৩০

৮৮. আল-কুরআন, ৩২ : ২১

৮৯. আল-কুরআন, ২৪ : ৩১

৯০. আল-কুরআন, ০২ : ২২২

 Dhaka University Institutional Repository

কোন জিনিসের মাধ্যমে সে আমার অধিক নৈকট্য লাভ করতে পারে না। আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, এক সময় আমি তাকে মহব্বত করি। আমি যখন তাকে মহব্বত করি, তখন আমি তার কর্ণে পরিণত হই, যে কান দিয়ে সে শোনে, আমি তার চোখে পরিণত হই, যে চোখ দিয়ে সে দেখে, আমি তার হাতে পরিণত হই, যে হাত দিয়ে সে ধরে, আমি তার পায়ে পরিণত হই, যে পা দিয়ে সে চলে, সে যদি আমার কাছে প্রার্থনা করে, আমি তাকে দান করি, আর সে যদি আমার কাছে পানাহ চায়, আমি তাকে পানাহ দেই”।[৯১] পাপ ও আল্লাহর অবাধ্যতা মানুষকে রিয্‌ক থেকে বঞ্চিত করে দেয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.

অর্থ : “বান্দা তার কৃত পাপের কারণে রিয্‌ক থেকে মাহরূম হয়”।[৯২] তাওবার অর্থ হচ্ছে পাপকে ঘৃণিত কর্মজ্ঞান করে বর্জন করা। নিজ ভুলের জন্য লজ্জিত হওয়া, ভবিষ্যতে তা না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা এবং পুনরায় যথাসম্ভব নেক কার্যাবলীর মাধ্যমে পূর্বের ক্ষতিপূরণ করে নেয়া। ইমাম নববী (র.) এ বিষয়ে উল্লেখ করেন, আলেমগণ বলেন, যাবতীয় পাপ থেকে তওবা করা ওয়াজিব। পাপ যদি আল্লাহ ও তাঁর বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং কোন মানুষের সাথে সম্পৃক্ত না হয়, যেমন কোন মানুষের হক মারা ইত্যাদি। তাহলে এর তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা- (১) পাপ বর্জন করা (২) পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া (৩) পুনরায় পাপে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে কোন একটি বাদ পড়ে গেলে তাওবা সঠিক হবে না। আর পাপ যদি মানুষের (হক্বের) মধ্যে সম্পৃক্ত হয় তাহলে তার চারটি শর্ত রয়েছে। উল্লিখিত তিনটি শর্তের সঙ্গে চতুর্থ শর্ত হচ্ছে যে, হক্বদারের হক্ব আদায় করা। তা যদি সম্পদ হয় অথবা এরূপ কোন বস্তু হয় তাহলে মালিকের কাছে তা ফিরিয়ে দেয়া। যদি শরী‘আতের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য এমন কিছু বলে থাকে তাহলে যাকে কথার দ্বারা আঘাত দেয়া হয়েছে তাকে এমন সুযোগ দেয়া যাতে সে শাস্তি দিতে পারে। অথবা সে তার কাছে ক্ষমার আবেদন করবে। যদি তা গীবত হয় তাহলে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।[৯৩] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِيْنَ -

অর্থ : “হে আমার কওম! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই দিকে নিবিষ্ট হও। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তিকে

---

৯১. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুর রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : বাবু আততাওয়াদুয়ু, প্রাগুক্ত, হা. নং ৬১৩৭

৯২. ইমাম ইবনে মাজাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল ফিতান, পরিচ্ছেদ : বাবুল উকূবাতি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৪০২২

৯৩. ইমাম নববী, weqvhQ Qv‡jnxb, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১

বর্ধিত করে দিবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না"।[৯৪] আল্লাহ আদ জাতির উপর পাপের কারণে তাদের তিন বছর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করেছিলেন। তারপর তাদেরকে ক্ষমার মাধ্যমে বৃষ্টি ও রিয্কের জন্যে দু'আ করতে নির্দেশ দেয়া হয়।[৯৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ -

অর্থ : "আর এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তৎপর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাক, তিনি তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ দান করবেন নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অধিক আমলকারীকে অধিক সওয়াব দিবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরাতেই থাক, তবে আমি তোমাদের জন্য কঠিন দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি"।[৯৬]

২.১.১৫ অভাব ও মুসিবতে ধৈর্যধারণ

আল্লাহর কুদরত অসীম, তিনি বান্দাদের বিভিন্ন মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, যাতে রয়েছে অনেক হিকমত, যা একমাত্র তিনিই জানেন, এর মাধ্যমে তিনি বান্দাদের সত্যিকার তাওবা পরীক্ষা করেন, তাদের পাপ মোচন করেন ইত্যাদি। মুমিনদের কর্তব্য এ ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা ও আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। আর এ মুসিবতের মধ্যেও আল্লাহর অনুগ্রহ দেখা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.

অর্থ : "বড় মুসিবতের সাথে প্রতিদান বড়ই প্রদান করা হয়। আর আল্লাহ যখন কোন কওমকে ভালবাসেন, তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তার জন্য সন্তুষ্টি, আর যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তার জন্য অসন্তুষ্টি"।[৯৭] আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

অর্থ : "প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর ভাল ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে"।[৯৮] তিনি আরো বলেছেন,

---

৯৪. আল-কুরআন, ১১ : ৫২

৯৫. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক্ক বিন গালিব বিন আতিয়্যা আল-আন্দালুসী, Avj-gnviiviæj IqvRxh dx Zvdmxwij wKZvwej Avhxh, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ১৮০

৯৬. আল-কুরআন, ১১ : ০৩

৯৭. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফিস-সবরি আলাল বালায়ি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩৯৬, তিনি হাদীসটি হাসান গরীব বলেছেন

Dhaka University Institutional Repository

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

অর্থ : "আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান, মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী"।[৯৯] তিনি আরো বলেছেন,

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ نَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.

অর্থ : "মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী"।[১০০] অতএব, আমাদের উচিত ভাল-মন্দ আল্লাহর তাকদীরের উপর ধৈর্যধারণ করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। অধিকন্তু এটা ঈমানের ছয়টি রুকনেরও অন্তর্ভুক্ত। যেমন হাদীসে জিবরিলে এসেছে, ঈমান হচ্ছে-

أَنْ تُؤْمِنَ بِا لله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

অর্থ : "তোমার বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর, তার রাসূলদের উপর, কিয়ামত দিবসের উপর এবং বিশ্বাস স্থাপন করা ভাল-মন্দ তাকদীরের উপর"।[১০১]

২.১.১৬ সচ্ছলতা কখনো পরীক্ষার বস্তু

নেককার লোকের অভাব ও পাপী ব্যক্তির সচ্ছলতা দুঃখিত, হতাশাগ্রস্ত ও সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ নেই, আল্লাহ কখনো পাপীকে অবকাশ প্রদানের জন্য সচ্ছলতা প্রদান করেন। যেমন হাদীসে রয়েছে -

إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا رسول الله : فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ.

---

৯৮. আল-কুরআন, ২১ : ৩৫

৯৯. আল-কুরআন, ০২: ১৫৫-১৫৬

১০০. আল-কুরআন, ২৯ : ৩-২

১০১. ইমাম মুসলিম, Awm-mnxn, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : বাবু বায়ানিল ঈমান ওয়াল ইসলাম ওয়াল ইহসান ওয়াল ঈমান বিল ক্বদরি, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ০৮

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : “যখন দেখ যে, কোন বান্দা পাপে লিপ্ত, তবুও আল্লাহ পার্থিব জগতে তাকে তার পছন্দনীয় বস্তু প্রদান করছেন, এটা নিশ্চিত ঢিল দেয়া ও অবকাশ প্রদান করা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন : অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, আমি তাদের উপর সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম। অবশেষে যখন তাদেরকে যা প্রদান করা হয়েছিল তার কারণে তারা উৎফুল্ল হল, আমি হঠাৎ তাদের পাকড়াও করলাম, ফলে তখন তারা হতাশ হয়ে গেল”।[১০২]

২.১.১৭ রিযিকের আসবাব গ্রহণ

কোন মানুষের সাধ্য নেই, আল্লাহ যে রিযক নির্ধারণ করেছেন, তাতে সামান্য রদবদল বা পরিবর্তন করা। কিন্তু এটা ঠিক যে, আল্লাহ যার জন্য যে পরিমাণ রিযকের আসবাব নির্ধারণ করেছেন, তাকে সে পরিমাণই তিনি রিযক প্রদান করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

অর্থ : “তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিয্ক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান”।[১০৩]

তিনি অন্যত্র বলেন -

عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّ   تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ
زْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

অর্থ : “তোমরা তো আলণ্ঢাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোর পূজা করছ এবং মিথ্যা বানাচ্ছ। নিশ্চয়ই তোমরা আলণ্ঢাহ ছাড়া যাদের উপাসনা কর তারা তোমাদের জন্য রিয্ক-এর মালিক নয়। তাই আলণ্ঢাহর কাছে রিয্ক তালাশ কর, তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে”।[১০৪] রিয্কের জন্য আসবাব গ্রহণ বা তার জন্য চেষ্টা-তদবির করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযক নির্ধারিত না হওয়া প্রমাণ করে না। এ পার্থিব জগতের সাধারণ নিয়মে আল্লাহ কাউকে সরাসরি রিয্ক প্রদান করেন না, এ দুনিয়া

---

১০২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, gmbv‡‘ Avng¨‘, অধ্যায় : মুসনাদুশ শামিয়্যিন, অনুচ্ছেদ : হাদীসু উকবা বিন আমের আল-জুহানী (রা.), প্রাগুক্ত, হা. নং ১৬৮৬০; আল-কুরআন, ০৬ : ৪৪

১০৩. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫

১০৪. আল-কুরআন, ২৯ : ১৭

Dhaka University Institutional Repository

দারুল আসবাব বা উপায় অবলম্বনের জগত, সবাইকে তিনি রিয্কের জন্য উপায় অবলম্বনের নির্দেশ দেন, যেমন মারইয়াম 'আলাইহাস সালামকে দিয়েছেন -

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.

অর্থ : "আর তুমি খেজুর গাছের কা- ধরে তোমার দিকে নাড়া দাও, তাহলে তা তোমার উপর তাজা পাকা খেজুর ফেলবে"।[১০৫] আল্লাহ চাইলে নাড়া ব্যতীতই তার নিকট খেজুর পড়ত, কিন্তু তিনি তাকে আসবাব গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সকলের কর্তব্য রিযিকের আসবাব গ্রহণ করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা।

২.১.১৮ তাকওয়া অবলম্বন

তাক্বওয়া ইসলামী শরী'আতের একটি পরিচিত শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বেঁচে থাকা, ভয় করা।[১০৬] ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় তাক্বওয়া অর্থ হল আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে দূরে থেকে ইসলাম নির্ধারিত পথে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা। অথবা যে কাজ করার কারণে মানুষকে আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা হচ্ছে তাক্বওয়া। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত করুণা, ভালবাসা, দয়া ও অনুগ্রহ হারানোর ভয় অন্তরে সদা জাগ্রত থাকার নাম তাক্বওয়া।[১০৭] হাদীস শরীফে এসেছে-

سأل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أبيّ ابن كعب فقال له: ما التقوى؟ فقال أبيّ: يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقاً فيه شوك؟! فقال: نعم، قال: فماذا فعلت؟ قال عمر: أُشمّر عن ساقي و أنظر الى مواضع قدماي و أقدم قدماً وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكه، فقال أبيّ ابن كعب: تلك هي التقوى."

অর্থ : ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) একবার উবাই ইবনু কা'ব (রা.)- কে বললেন, আপনি তাক্বওয়া সম্পর্কে আমাকে বলুন। জবাবে তিনি বললেন, আপনি কি কখনো কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে চলেছেন? ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ। কা'ব (রা.) বললেন, সেখানে আপনি কিভাবে চলেছেন? ওমর (রা.) বললেন, কাপড়-চোপড় গুটিয়ে অত্যন্ত সাবধানে চলেছি। কা'ব (রা.) বললেন, ওটাই তো

---

১০৫. আল-কুরআন, ১৯ : ২৫

১০৬. কাযী নাছিরুদ্দীন আল-বায়যাবী, AvbIqviæZ Zvbhxj Iqv AvmiviæZ Zvexj, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল আসাফিয়াহ, তা. বি., পৃ. ১৬; ইমাম মুহাম্মদ বিন আবু বাকর আর-রাযী, gLZviæm wmnvn, বৈরুত : মাকতাবু লিবানন, ১৯৮৯ খ্রি., পৃ. ৬৪৭; ড. ইবরাহীম মাদকূর, Avj-gÖRvgj IqvmxZ, দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসাইনিয়াহ, তা. বি., পৃ. ১০৫২

১০৭. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত, Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি., খ. ১২, পৃ. ১০৭

তাক্বওয়া।[১০৮] রিয্কের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা এবং হালাল রিয্কের উপায় অবলম্বন করা ও হারাম থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তার ইচ্ছা ও হিকমতের দাবি অনুসারে প্রত্যেককে রিযক প্রদান করেন। অতএব যার জন্য আল্লাহ যে পরিমাণ রিযক নির্ধারণ করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا . زُقهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
ءَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

অর্থ : "যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন"।[১০৯] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ.

অর্থ : "আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তার কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম"।[১১০] ইসলামের সার্বভৌম অধিকার সংরক্ষণের নিমিত্তে যাবতীয় হারাম কার্যাবলী থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রেখে হালাল পন্থায় যে জীবিকা নির্বাহ করতে ইসলাম নির্দেশ দেয় এমন তাক্বওয়ার দীপ্ত সজীবতায় বদ্ধমূল মানবগোষ্ঠীকে আল্লাহ স্বীয় মহিমায় সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লামা কাযী আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক আন্দালুসী (মৃ. ৫৪৬ হি.) এ বিষয়ে বলেন, আল্লাহ তাক্বওয়া অবলম্বনকারীর দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদসমূহ দূরীভূত করেন।[১১১] এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অভাব দুনিয়ার অন্যতম বিপদ, যা আল্লাহ তাক্বওয়ার মাধ্যমে মোচন করেন।

২.১.১৯ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দু'আ করা

১০৮. আলাউদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ আলী বাগদাদী, jevZZ Zvex j dx gvÔAwbZ Zvbhxj, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৮

১০৯. আল-কুরআন, ৬৫ : ০৩-০২

১১০. আল-কুরআন, ০৭ : ৯৬

১১১. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক্ক বিন গালিব বিন আতিয়্যা আল-আন্দালুসী, Av j-gnv iivi æj IqvRxh dx Zvdmxwi j wKZwe j Avhxh, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩২৪

সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দু'আর কোন বিকল্প নেই। যে কোন প্রয়োজনে আল্লাহর নিকট দু'আ করা, কখনো আল্লাহর রহমত ও দু'আ কবুলের আশা থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদি'আল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বলেছেন, "প্রত্যেক বান্দার দু'আ কবুল করা হয়, যদি গুনাহের অথবা আত্মীয়তা ছিন্নের দু'আ করা না হয় এবং যে পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করা না হয়"।[১১২] মুসিবত দুর করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার দু'আ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر.

অর্থ : "দু'আই একমাত্র তাকদীর পরিবর্তন করতে পারে এবং নেকিই শুধু মানুষের বয়স বৃদ্ধি করতে সক্ষম"।[১১৩] অন্য হাদীসে এসেছে,

عن سعد قال قال رسول دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.

অর্থ : হযরত সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জিন্নুন (ইউনুস আলাইহিস সালাম) এর দু'আ, যার মাধ্যমে তিনি মাছের পেটে আল্লাহকে আহ্বান করেছেন, তা হচ্ছে -

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

কোন মুসলিম মুসিবতে এ দু'আ পড়লে, অবশ্যই আল্লাহ তার দু'আ কবুল করবেন"।[১১৪] অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে,

عن أنس: "أنّهُ كَانَ مع رَسُولِ اللهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلّي، ثُمّ دَعَا :اللّهُمّ إنّي أَسْأَلُكَ بِأَنّ لَكَ الْحَمْد، لا إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ المنّان بَدِيعُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ يَا حَيّ يَا قَيّومُ . فَقَالَ النّبِيّ: لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ العَظِيمِ الّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى."

---

১১২. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দু'আয়ি ওয়াত-তওবাতি ওয়াল ইসতিগফারি, অনুচ্ছেদ : বাবু বায়ানি আন্নাহু ইউসতাজাবু লিদ-দায়ী মা লাম ইউয়াজ্জিল ফা-ইয়কুলু দাওয়াওতু ফা-লাম ইয়াসতাজিব লী, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ২৭৩৫

১১৩. ইমাম তিরমিযী, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল ক্বদরি আন রাসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : মা জা'আ লা ইউরাদ্দুল ক্বদরু ইল্লাদ দু'আ, প্রাগুক্ত, হা. নং ২২২৫, আল্লামা নাসীরুদ্দী আলবানী (র.) হাদিসটি হাসান বলেছেন

১১৪. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুদ দাওয়াত আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফী আক্বদিত তাসবীহি বিল-ইয়াদি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৩৫০৫

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি সালাত আদায় করল এবং দু'আ করল, সে তার দু'আয় বলল-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لك الْمَنَّانُ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ.

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে আল্লাহর ইসমে আজমের মাধ্যমে দু'আ করেছে, যার মাধ্যমে দু'আ করলে, দু'আ কবুল হয় এবং যার মাধ্যমে প্রার্থনা করলে মনোবাসনা পূর্ণ হয়"।[১১৫] অতএব প্রত্যেকের উচিত ইউনুস আলাইহিস সালামের দু'আ ও ইসমে আজমের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। এছাড়াও রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দু'আ করা, সেজদায় দু'আ করা। হাদীসে এসেছে,

الَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ. "

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন রাতের অর্ধেক অথবা দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়, আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, অতঃপর বলেন-আছে কেউ প্রশ্নকারী, যাকে দেয়া হবে? আছে কেউ দু'আকারী, যার দু'আ কবুল করা হবে? আছে কেউ ইস্তেগফারকারী, যার গুনাহ ক্ষমা করা হবে? এভাবেই ফজর উদিত হয়"।[১১৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় দু'আ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন,

فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.

অর্থ : "তোমরা সেজদায় খুব দু'আ কর, কারণ সেখানে দু'আ কবুল করা হয়"।[১১৭] আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

অর্থ : "যখন ইবরাহীম (আ.) বলেছেন, হে আমার প্রতিপালক! এ স্থানকে আপনি নিরাপদ শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছে,

---

১১৫. ইমাম আবু দাউদ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুস সালাত, অনুচ্ছেদ : বাবুদ দু'আ, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৪৯৫, আল-বানি হাদীসটি সহিহ বলেছেন

১১৬. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা ওয়া ক্বসরিহা, অনুচ্ছেদ : বাবুত তারগীবি ফীদ দু'আয়ি ওয়য যিকরি ফী আখিরিল লাইলি ওয়াল ইজাবাতি ফীহি, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১২৬৯

১১৭. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আস-সলাত, অনুচ্ছেদ : বাবুন নাহি আন ক্বিরা'আতিল কুরআনি ফীর-রুকুয়ি ওয়াস সুজুদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ৪৭৯

 Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে জীবিকার জন্য ফল শস্য প্রদান করুন। তিনি বলেন, যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে আমি অল্প দিন শাস্তি দান করব, তৎপরে তাদেরকে অগ্নির শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব, ঐ গন্তব্য স্থান নিকৃষ্টময়"।[১১৮] আল্লাহ ইবরাহীম (আ.)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেন এভাবে-

رَّبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوْا الصلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ -

অর্থ : "হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে নিয়ে বসবাস করলাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকটে। হে আমাদের প্রতিপালক! এই জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে; সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলাদি দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করুন; যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে"।[১১৯] অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ -

অর্থ : "ঈসা ইবনে মারইয়াম দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমাদের প্রতি আকাশ হ'তে খাদ্য অবতীর্ণ করুন, যেন ওটা আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে এবং যারা পরে, সকলের একটা আনন্দের বিষয় হয় এবং আপনার পক্ষ হতে এক নিদর্শন হয়ে থাকে। আর আমাদেরকে খাদ্য প্রদান করুন। বস্তুতঃ আপনি তো সর্বোত্তম খাদ্য প্রদানকারী"।[১২০]

২.১.২০ তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা

দারিদ্র বিমোচনের বিষয়ে ইসলামের অন্যতম দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এর ওপর সন্তুষ্ট থাকা। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি মূলনীতি হচ্ছে-

এক. নিচের লোকের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تُزْدِرُوْا نِعْمَةَ عَلَيْكُمْ. _

অর্থ : "তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন অবস্থার লোকের দিকে তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে তাকাবে না, যে তোমাদের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের। যদি এ নীতি অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ

১১৮. আল-কুরআন, ০২ : ১২৬

১১৯. আল-কুরআন, ১৪ : ৩৭

১২০. আল-কুরআন, ০৫ : ১১৪

তোমাকে যে নি'আমত দান করেছেন, তাকে তুমি ক্ষুদ্র বা হীন মনে করবে না"।[১২১] এ হাদীসে সব ধরনের কল্যাণের কথা রয়েছে, কারণ মানুষ যখন দুনিয়ার দিক থেকে তার উপরে তাকায়, তখন সে তার ন্যায় নি'আমত প্রত্যাশা করে। আর তার নিকট রক্ষিত আল্লাহর নি'আমত সে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে, আরো অধিক কামনা করে তার সমকক্ষ বা নিকটবর্তী হওয়ার জন্য, এটাই মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। আর যদি দুনিয়াবী বিষয়ে তার নিচের দিকে তাকায়, তখন তার সামনে আল্লাহর নি'আমত বিকশিত হবে, ফলে সে আল্লাহর শোকর আদায় করবে, বিনয়ী হবে ও কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবে।

দুই. অন্তর থেকে এ ধারণা দূরীভূত করা যে, সচ্ছলতা সম্মানের প্রতীক আর অসচ্ছলতা অসম্মানের প্রতীক। আল্লাহ তা'আলা এ ধারণা খণ্ডন করে দিয়েছেন। তিনি বলেন-

فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ.

অর্থ : "আর মানুষ তো এমন যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মান দান করেন এবং অনুগ্রহ প্রদান করেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার উপর তার রিয্ককে সঙ্কুচিত করে দেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন"।[১২২]

তিন. এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ মানুষের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই কম দেন বা বেশি দেন। তিনি বলেন -

لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ.

অর্থ : "আর আল্লাহ যদি তার বান্দাদের জন্য রিয্ক প্রশস্ত করে দিতেন, তাহলে তারা যমীনে অবশ্যই বিদ্রোহ করত। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণে যা ইচ্ছা নাযিল করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত, সম্যক দ্রষ্টা"।[১২৩] ইবনে কাসির (র.) বলেছেনঃ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে সে পরিমাণ রিযক প্রদান করেন, যাতে তার কল্যাণ নিহিত। এ ব্যাপারে তিনিই বেশি জানেন। অতএব যে সম্পদের উপযুক্ত তাকে তিনি সম্পদ দান করেন। আর যে অভাবের উপযুক্ত তাকে তিনি অভাবে রাখেন। এর দলিল হিসেবে ইমাম ইবনে কাসির উল্লেখ করেন -

১২১. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আয যুহদু ওয়ার-রক্বায়িক, অনুচ্ছেদ :..., প্রাগুক্ত, হা. নং ২৯৬৩; শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, wgkKvZ j gvmvexn, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল ফুকারায়ি ওমা কানা মিন আইশিন নবিয়্যি (সা.), প্রাগুক্ত, হা. নং ৫২৪২

১২২. আল-কুরআন, ৮৯ : ১৫-১৬

১২৩. আল-কুরআন, ৪২ : ২৭

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " **أَتَانِي** جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، رَبُّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ ، وَيَقُولُ : إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلا بِالْغِنَى وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَكَفَرَ ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلا بِالْقِلَّةِ وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَكَفَرَ ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلا بِالسَّقَمِ وَلَوْ أَصْحَحْتُهُ لَكَفَرَ ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلا بِالصِّحَّةِ وَلَوْ أَسْقَمْتُهُ لَكَفَرَ . "

অর্থ : হযরত ওমর বিন খত্তাব রাদি‘আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার কাছে জিবরাঈল (আ.) এসে বলেন: হে মুহাম্মদ, তোমার রব তোমার কাছে সালাম প্রেরণ করেছেন এবং তিনি বলেছেন: আমার কিছু বান্দা রয়েছে, সচ্ছলতা ব্যতীত যার ঈমান ঠিক থাকবে না, আমি যদি তাকে অভাব দেই, তাহলে সে কুফরি করবে। আবার আমার কিছু বান্দা রয়েছে, অভাব ব্যতীত যার ঈমান ঠিক থাকবে না, আমি যদি তাকে সচ্ছলতা দেই, তাহলে সে কুফরি করবে। আবার আমার কিছু বান্দা রয়েছে অসুস্থতা ব্যতীত যার ঈমান ঠিক থাকবে না, আমি যদি তাকে সুস্থ করি তাহলে সে কুফরি করবে। আবার আমার কিছু বান্দা রয়েছে সুস্থতা ব্যতীত যার ঈমান ঠিক থাকবে না, আমি যদি তাকে অসুস্থ করি, তাহলে সে কুফরি করবে।[১২৪] এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, রিযকের প্রশস্ততা বা সচ্ছলতা দ্বারা সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য আল্লাহ তা‘আলার বরকত, বান্দাকে দেয়া তার সুখ ও শান্তি। অল্প সম্পদে যদি আল্লাহ কাউকে এসব নি‘আমত দান করেন, তাহলে তিনি প্রকৃত সচ্ছলতা ও প্রশস্ততা দান করেছেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে এটাই প্রমাণিত হয়।

চার. এ জগতে যদি মানুষ রিযক ও সামর্থের ব্যাপারে সমান হয়ে যেত, তাহলে এ পার্থিব জগত অচল হয়ে যেত, অনেক কর্মই বিনষ্ট হতো। এ দিকেই ইশারা করে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন-

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

অর্থ : “তারা কি তোমার রবের রহমত ভাগ বণ্টন করে? আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরকে অধিনস্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আর তারা যা সঞ্চয় করে তোমার রবের রহমত তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট”।[১২৫]

---

১২৪. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনে জাওজি, Avj-Bjvjj gZbwnqv dxj-Avnv‘xwmj Iqwnqvn, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : বাবু তাদবীরিল খলকি বিমা ইউসলিহুল ঈমানা, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./ ১৯৮৩ খ্রি., খ. ১, হা. নং ২৬

১২৫. আল-কুরআন, ৪৩ : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. প্রত্যেক মুসলিমের এ বিশ্বাস রাখা যে, রিযিক আল্লাহর তাকদির, তার ইচ্ছা ও ইলমের উপর নির্ভরশীল। অতএব আমাদের উচিত আল্লাহর বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকা এবং তার তাকওয়া অবলম্বন করা। যেমন তিনি বলেছেন-

ن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا . ْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
، اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

অর্থ : "যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন"।[১২৬]দারিদ্র এবং ধনাঢ্যতা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য একটি পরীক্ষা। এর মাধ্যমে তিনি কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী যাচাই করেন। ধনী ব্যক্তির উচিত তার উপর আল্লাহর নি'আমতের শোকর আদায় করা এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী দান-সাদাকা করা। আর ফকীর ব্যক্তির উচিত ধৈর্য ধরা ও আল্লাহর প্রশংসা করা।

২.১.২১ তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা

কেবল আল্লাহর উপর আন্তরিক নির্ভরতার নাম ভরসা। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদি'আল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا .

অর্থ : "তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযথ ভরসা কর তাহলে তোমাদের জীবিকা দেয়া হবে ঐভাবে যেভাবে পাখি রিযক প্রাপ্ত হয়। পাখি সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং পেট পূরণ করে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে"।[১২৭] ইমাম আহমাদ আরো বলেন,

وكان الصحابة يتجرون ويعملون فى نخيلهم والقدوة فيهم -

অর্থ : "সাহাবাগণ ব্যবসা করতেন এবং নিজ খেজুরের বাগানে কাজ করতেন। তাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম নমুনা"।[১২৮] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْراً .

---

১২৬. আল-কুরআন, ৬৫ : ০৩-০২

১২৭. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি আন রসুলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু ফিত-তাওয়াক্কুলি আলাল্লাহি, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯৬, হা. নং ২৩৪৪, তিনি হাদিসটি হাসান সহীহ বলেছেন

১২৮. ইবনু হাজার আসক্বালানী, dvZûj evix, মিসর : আল-মাতবা'আতুল খইরিয়্যাহ, খ. ১১, পৃ. ৩০৫-৩০৬

অর্থ : “তুমি নির্ভর কর তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত”।[১২৯] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন-

مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

অর্থ : “আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা”।[১৩০] আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَوْ أَن ضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُوْلَهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِيْنَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُوْلُهُ إِنا لَى اللهِ رَاغِبُوْنَ -

অর্থ : “কতই না ভাল হত, যদি তারা সন্তুষ্ট হত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদের দিবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রাসূলও। আমরা শুধু আল্লাহকেই কামনা করি”।[১৩১]

২.১.২২ যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদাত পালন

দারিদ্র বিমোচনের জন্য অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা। বান্দা যতবেশি আল্লাহর ইবাদাত করবে, ততবেশি তিনি তাদেরকে ধন-সম্পদে প্রাচুর্য দান করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوْا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُواْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ -

অর্থ : “আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তাদের প্রভুর পক্ষ হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার যথারীতি আমলকারী হত, তবে তারা উপর (অর্থাৎ আকাশ) হতে এবং পায়ের নিম্ন (অর্থাৎ যমীন) হতে প্রাচুর্যের সাথে ভক্ষণ করত। তাদের একদল তো সরল পথের পথিক; আর তাদের অধিকাংশই এরূপ যে, তাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য”।[১৩২] হাদীসে এসেছে,

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِى أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ.

১২৯. আল-কুরআন, ২৫ : ৫৮

১৩০. আল-কুরআন, ৬৫ : ০৩

১৩১. আল-কুরআন, ০৯ : ৫৯

১৩২. আল-কুরআন, ০৫ : ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদাতের জন্য আত্মনিয়োগ কর। আমি তোমার অন্তরকে ধনে পূর্ণ করে দেব এবং তোমার দারিদ্র মোচন করে দেব। আর যদি তুমি তা না কর তাহলে আমি তোমার অন্তরকে ব্যস্ততায় পূর্ণ করব, তোমার অভাবকে মোচন করব না”।[১৩৩]

২.১.২৩ আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ ও তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন

দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে বেশি বেশি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। কারণ বান্দা যতবেশি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে, আল্লাহ তা‘আলা ততবেশি তার রিযিক বাড়িয়ে দিবেন। তিনি বলেন,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ -

অর্থ : “যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর”।[১৩৪] যারা আল্লাহর বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, মূলতঃ তারাই দারিদ্র ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়। এ প্রসঙ্গে রব্বুল আলামীনের বাণী,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكاً .

অর্থ : “যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা হবে সংকুচিত”।[১৩৫]

৩.১.২৪ বিবাহ করা

বিবাহ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। বিবাহ করার কারণে আল্লাহ সম্পদ বাড়িয়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَ ءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ : “তোমাদের মধ্যে যারা ‘আইয়িম’ (বিপত্নিক পুরুষ বা বিধবা স্ত্রী) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও; তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ”।[১৩৬] এ আয়াত প্রমাণ

---

১৩৩. ইমাম ইবনে মাজাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আয-যুহুদ, পরিচ্ছেদ : বাবুল হাম্মি বিদ-দুনিয়া, প্রাগুক্ত, হা. নং ৪১০৭

১৩৪. আল-কুরআন, ১৪ : ০৭

১৩৫. আল-কুরআন, ২০ : ১২৪

১৩৬. আল-কুরআন, ২৪ : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

করে আনুগত্যশীল যুবক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিবাহ করলে আল্লাহ তাকে ধনী করবেন।[১৩৭] এর তাফসীরে আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, **التمسوا الغنى فى النكاح** "বিবাহর মাধ্যমে সম্পদ অন্বেষণ কর"।[১৩৮]

২.১.২৫ হজ্জ ও ওমরা সম্পাদন

হজ্জ ও ওমরা সম্পাদন করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, ফলে সমাজ থেকে দারিদ্র দূর হয়। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلا الْجَنَةَ -

অর্থ : আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রাদি'আল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হজ্জ ও ওমরা পরস্পর আদায় কর। কেননা সে দু'টি অভাব ও পাপকে মিটিয়ে দেয়, যেমন হাপর সোনা, চাঁদি এবং লোহার জংকে মিটিয়ে দেয়। আর কবুল হজ্জের সওয়াব হল জান্নাত"।[১৩৯] এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, হজ্জ ও ওমরা করার ফল হচ্ছে দারিদ্র ও পাপ বিমোচন।

২.১.২৬ আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সম্পদ বৃদ্ধির উপায়। আত্মীয় হল যাদের আপসে বংশীয় সম্পর্ক আছে, তাতে তারা একে অপরের ওয়ারিশ হোক অথবা না হোক, তাদের আপসে বিবাহ বৈধ হোক বা না হোক। এ মর্মে হাদীসে এসেছে-

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ يقول: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهِ وَ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِىْ أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

---

১৩৭. শায়খ মুহাম্মদ আমীন আশ-শানকীতী, AvhIqvDj evqvb dx Bhvwnj KiAvb wej KiAvb, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি., খ. ৭, পৃ. ১৪৯

১৩৮. আবু জাফর আত-তাবারী, RvwgDj evqvb, (তাহক্বীক : শায়খ খলীলুর রহমান), বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি., খ. ১০, পৃ. ১৫১

১৩৯. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল হাজ্জ আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা'আ ফী ফাদায়িলিল হাজ্জি ওয়াল ওমরাতি, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ৮১৫, তিনি হাদিসটি হাসান সহীহ বলেছেন

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে তার জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন তার আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে”।[১৪০] অন্য হাদীসে এসেছে-

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر .

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদি‘আল্লাহু তা‘আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা তোমাদের বংশ পরিচয় অর্জন কর যাতে তোমাদের আত্মীয়ের সাথে মায়ার বন্ধন স্থাপন করতে পার। কেননা আত্মীয়তার বন্ধনে পরিবার বা বংশ প্রীতি, সম্পদ এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়”।[১৪১]

২.১.২৭ দ্বীনী ইল্‌ম অর্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা

যে ব্যক্তি দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করে তার জন্যে খরচ করা জীবিকার চাবিকাঠির অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে এসেছে-

عن انس رضى الله عنه قال: كَانَ اَخَوَان عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله ﷺ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِى النَّبِىَّ صلى عليه وسلم وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلى النَّبِىّ صلى عليه وسلم فقال: لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ .

অর্থ : আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে দু’ভাই ছিল। তাদের মধ্যে একজন (ইল্‌ম শিক্ষার জন্যে) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসত। অপর ভাই জীবিকার সন্ধানে যেত। জীবিকা সন্ধানকারী ভাই জ্ঞানার্জনকারী ভাইয়ের বিরুদ্ধে রাসূলের নিকট (জীবিকা সন্ধান না করার) অভিযোগ আনে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হতে পারে ভাইয়ের কারণে তোমাকে জীবিকা দেয়া হচ্ছে”।[১৪২]

২.১.২৮ গরীবদের সহায়তা করা

১৪০. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু মান বাসাতা ফীর-রিযকি বিসিলাতির রিহমি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৮৫, হা. নং ৫৬৩৯

১৪১. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়স সিলাহ আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা‘আ ফী তা‘লীমিন নাসাব, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১৯৭৯, তিনি হাদিসটি গরীব বলেছেন

১৪২. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু ফিত-তাওয়াক্কুলি আলাল্লাহি, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯৬, হা. নং ২৩৪৫, তিনি হাদিসটি হাসান সহীহ বলেছেন

Dhaka University Institutional Repository

অসহায় ও গরীবদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম। গরীবদের সহায়তা করলে রিযিকও বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ رَأَى سَعْدٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ.

অর্থ : মুছ‘আব বিন সা‘দ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা‘দ মনে করতেন যে, গরীব ও দুর্বলদের উপর তাঁর মর্যাদা আছে। সেজন্যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা সাহায্য ও রিযক প্রাপ্ত হয়ে থাক তোমাদের মধ্যে যারা আর্থিকভাবে দুর্বল তাদের কারণে”।[১৪৩]

২.১.২৯ জুলুম-শোষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা

দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে শোষণ ও জুলুম বড় অন্তরায়। ইসলাম অর্থনৈতিকভাবে শোষণের হাত থেকে মানবতাকে রক্ষার জন্য সুদ ছাড়াও শোষণের অন্যান্য পথ ও পন্থা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যেমন আলণ্ডাহ তা‘আলা জুয়া, লটারী নিষিদ্ধ করে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থ : “হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপুজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর। ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ওজনে কম দেয়া এক প্রকার জুলুম”।[১৪৪] এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ.

অর্থ : “মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না”।[১৪৫] এছাড়াও ইসলাম ঘুষ, রিশওয়াহ, অশণ্টীল দ্রব্যের ব্যবসা ও মানুষ শোষণ ও জুলুমের শিকার হয় এমন সর্বপ্রকার কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। রাসূল সালণ্ডালণ্ডাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ডাম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন যে, এসব উপায়ে আর্থিক লেনদেনের ফলে সমাজের একদল লোক অন্যায়ভাবে জাতীয় অর্থের বিরাট অংশ লুটে নিচ্ছে আর ব্যাপক জনগোষ্ঠী নির্মমভাবে শোষিত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সালণ্ডালণ্ডাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ডাম এ সবের মাধ্যমে সৃষ্ট শোষণ ও জুলুমের সকল পন্থা বন্ধ করেছেন।

২.১.৩০ বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি

---

১৪৩. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সীর, অনুচ্ছেদ : বাবু মান ইস্তা‘আনা বিদ-দু‘আফায়ি ওয়াস সলিহীনা ফীল-হারবি, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ২৭২৯

১৪৪. আল-কুরআন, ০৫ : ৯০

১৪৫. আল-কুরআন, ২৬ : ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্ড়রায় বেকারত্ব। কোন সমাজে বেকারত্ব থাকাবস্থায় দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয়। এ কারণে রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম সকল মানুষের কর্মসংস্থানের অধিকারের কেবল স্বীকৃতি দেননি বরং তা নিশ্চিতও করেছেন। বস্তুত অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান অংশীদার এবং এটি একটি মানবাধিকারও বটে। কোন মানুষকেই তার এ জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এ ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে একজন অন্যজনের উপর প্রাধান্যও পেতে পারে না। মদিনা রাষ্ট্রে রাসূলুল্লাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম এ অধিকার লাভের সুযোগ সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত করেছিলেন। এর ফলে সকল মানুষই নিজের দক্ষতায় অর্থ উপার্জন করে বিত্তবান হতে পারত। অবশ্য নিজের অক্ষমতার কারণেও অনেকে সচ্ছলতা হারাত, কিন্তু তাই বলে কোন লোককেই তার মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হতে হত না। স্বীয় দক্ষতার পরীক্ষায় কেউ ব্যর্থ হলে সে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থাদি পাকাপোক্ত দেখতে পেত। ফলে কাউকেও অপরের দ্বারস্থ হতে হত না। বস্তুত রাসূলুল্লাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম প্রবর্তিত অর্থব্যবস্থা সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র বিমোচনের একটি অনন্য দৃষ্টান্ড়।

২.১.৩১ পুঁজি ও মূলধনের ব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম সুদসহ মূলধন লাভের অবৈধ পন্থাগুলো নিষিদ্ধ করে মূলধন লাভে ইচ্ছুকদেরকে বৈধপন্থায় তাদের মুলধন লাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যারা চাষাবাদে উৎসাহী তিনি তাদের মাঝে পতিত জমি বণ্টন করেছিলেন। এভাবে রাষ্ট্রাধীন অনাবাদী জমিসমূহ আবাদী জমিতে পরিণত করেছিল। ব্যবসা ও বাণিজ্যপ্রবণ লোককে নগদ মূলধন যোগাড় করে দেন, তাছাড়া ধনাঢ্য সাহাবীগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে টাকা বিনোয়োগ করতেন অথবা সাময়িক ঋণ দিতেন। এতে সমস্যার সমাধান না হলে রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বায়তুল মাল থেকে ঋণের ব্যবস্থা করতেন। ফলে যেমন বেকার জনগোষ্ঠী অর্থোপার্জন করার সুযোগ পেয়েছিল, তেমনি অলস মূলধন উৎপাদন খাতে ব্যয়ের ফলে দারিদ্র বিমোচনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

২.১.৩২ অপচয়-অপব্যয় না করা

মানুষ তার হালাল অর্জন অর্থাৎ সৎভাবে উপার্জিত অর্থ কেবলমাত্র বৈধ পন্থাতেই ব্যয় করতে পারবে। এমনকি ইসরাফ (অপচয়) ও তাবযীর (অপব্যয়) তার জন্য নিষিদ্ধ। অপব্যয়কারীকে ইসলামে শয়তানের ভাই হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইসলামী সমাজে মানুষ তার বৈধ আয়ও এমনভাবে ব্যয় করতে পারবে না যা তার নিজের চরিত্রের ও সমাজের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ বৈধ পন্থায় আয়ও অবৈধ পন্থায় ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই। এছাড়া অপরিমিত সম্পদ ব্যয় পরনির্ভশীলতার অন্যতম প্রধান কারণ। রাসূলুল্লাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম তাই সম্পদ ব্যয়ে মিতাচারী হবার নির্দেশ দিয়েছেন। আলণ্ঢাহ তা‘আলা অপব্যয় করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.

অর্থ : “আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদেরকে তাদের প্রাপ্য দেবে কিন্তু কিছুতেই অপব্যয় করবে না” ।[১৪৬] আলণ্ঢাহ তা‘আলা আরও বলেন-

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

অর্থ : “অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই”।[১৪৭] ব্যয়ের ক্ষেত্রে আলণ্ঢাহ তা‘আলা মধ্যম পন্থাবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

অর্থ : “আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়” ।[১৪৮] অতএব বলা যায় দারিদ্র বিমোচনের জন্য অপব্যয় না করা ও মিতব্যয়ী হওয়া অত্যন্ড়ু প্রয়োজন।

২.১.৩৩ নিয়ন্ত্রিত ভোগ-লিপ্সা

রাসূলুল্লাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান কমানোর লক্ষ্যে সম্পদ অর্জনে মানুষের অতিরিক্ত লিপ্সাকে নিয়ন্ত্রণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি ইহকালের পরিবর্তে পরকালকেই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য বলে বর্ণনা করে পার্থিব জীবনকে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পরকালীন সাফল্যের এ চেতনাবোধ মানুষকে সংযমী হবার প্রেরণা যোগায়। ফলে সবধরনের অনৈতিকতা ও লালসার যন্ত্রণা হতে মানুষ মুক্তি পায়। এ চেতনা তাকে আত্মনিয়ন্ত্রিত হতে গভীরভাবে সাহায্য করে। তখন সে অন্যের বৈভব-আত্মসাৎকারী না হয়ে বরং কল্যাণকামীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। জাগতিক স্বার্থচিন্ড়া ও পরস্বহরণ মানসিকতা আর থাকে না। পবিত্র কুরআনে এ উদ্দীপক চেতনাবোধের দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ হয়েছে-

ﻍ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا
تَبْ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

---

১৪৬. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬

১৪৭. আল-কুরআন, ১৭ : ২৭

১৪৮. আল-কুরআন, ২৫ : ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "তোমাকে আলণ্ঢাহ যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের বাসস্থান অনুসন্ধান কর"।[১৪৯] এ চিন্তা-ধারা সমাজে বিকশিত হলে সম্পাদার্জনের প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। বেড়ে যায় সাহায্য ও সহযোগিতার পরিমাণ, কমে যায় পরনির্ভরশীলতা ও দরিদ্রতা।

২.১.৩৪ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়

দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ও অর্থ ব্যয় করা। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে আল্লাহ সম্পদ বাড়িয়ে দেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْ ہِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّئَة حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

অর্থ : "যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন-একটি শস্য বীজ, তা হতে উৎপন্ন হল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে উৎপন্ন হল শত শস্য এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন বিপুলদাতা, মহাজ্ঞানী"।[১৫০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ -

অর্থ : "বল, আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রিযক বর্ধিত করেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা"।[১৫১] হাফেয ইবনু কাছীর (র.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে বস্তু বৈধ করেছেন ও খরচ করতে আদেশ দিয়েছেন তা তোমরা যখনই খরচ কর না কেন তিনি দুনিয়াতে তার প্রতিফল দিবেন এবং আখিরাতেও প্রতিদান দিবেন। যেমন হাদীসে এসেছে-

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ وَمَلَكَان يَنْزِلاَن فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمْ : أَللَّهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الآخَرُ اللَّهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) বলেছেন, "বান্দাগণ যখন প্রভাত করে তখন দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তার মধ্যে একজন বলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার পথে ব্যয় করে তাকে উত্তম প্রতিদান দাও। অপরজন বলেন, কৃপণের মাল ধ্বংস কর"।[১৫২] নিজস্ব

১৪৯. আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭

১৫০. আল-কুরআন, ০২ : ২৬১

১৫১. আল-কুরআন, ৩৪ : ৩৯

১৫২. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু কওলিল্লাহি তা'আলা ফা-আম্মা মান অ'তা ওয়ত্তাকা ওয়া সদ্দাকা বিল-হুসনা....., প্রাগুক্ত, হা. নং ১৪৪২

Dhaka University Institutional Repository

ও পারিবারিক খরচ মিটিয়ে ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগের পরেও যদি উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে তবে তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করাই উত্তম। অন্য আরেকটি হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) বলেছেন, "হে আদম সন্ড়ান! তুমি যদি তোমার উদ্বৃত্ত সম্পদ আল্লাহর ওয়াস্ড়ে ব্যয় কর তবে তা তোমার জন্যে উত্তম"।[১৫৩] মুসলমান হিসেবে এভাবেই আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্টি অর্জন এবং দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখা সম্ভব ইনশা'আল্লাহ।

২.১.৩৫ সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ সৃষ্টিকারীদের দমন

দারিদ্র বিমোচনের জন্য আবশ্যক সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ সৃষ্টিকারীদের কঠোর হস্তে দমন করা। শুধুমাত্র জুয়ায় হার-জিতের কারণেই মানুষের মধ্যে কলহ ফাসাদ, মারামারি এবং শেষ পর্যন্ড় খুন-জখম সংগঠিত হচ্ছে এ রকম নজীর ভুরি ভুরি। আমাদর দেশেও বড় বড় শহরে লঞ্চ বা রেল ষ্টেশনের ধারেই দেখা যাবে নানান ধরনের জুয়ার ফাঁদ পেতে বসে রয়েছে এক শ্রেণির লোক। শহরগামী গ্রামের নিরীহ মানুষ এদের ফাঁদে পা দিয়ে সমস্ড় টাকা-কড়ি খুইয়ে বসে। জুয়ার আড্ডা হতে ফাঁসির মঞ্চে পৌঁছে গেছে এমন দৃষ্টান্ড় শুধু বিদেশে নয়, আমাদের দেশেও অভাব নেই। বিদ্বেষ, মারামারি, নৈরাজ্য ইত্যাদি সামাজিক অনাচার সৃষ্টি করার বা উস্কে দেবার বিশেষ গুণ রয়েছে জুয়ার। জুয়ার মাধ্যমে মুষ্টিমেয় লোক বহু লোককে প্রতারণা করে বিনাশ্রমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে। অথচ যাবতীয় অবৈধ উপায়ে আয় ইসলামে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। জুয়ার মাধ্যমে উপার্জনও তাই নিষিদ্ধ। জুয়ার দ্বারা কৌশলে অল্প সময়ে বিনা আয়াসে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সম্ভব বলে একদল লোক যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও হালালভাবে আয়ের চেষ্টা করে না। উপরোন্ড় জুয়ার মাধ্যমে তারা সামাজিক দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এজন্য মদ্যপান, জুয়া-বাজী-লটারী, নৈতিকতাবিরোধী বিলাস-ব্যসন, সোনা-রূপার তৈজসপত্র ব্যবহার সবই নিষিদ্ধ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মদ জুয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ইরশাদ করেন- "হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও"।[১৫৪] এসব নিষিদ্ধ পথ পরিত্যাগ

---

১৫৩. ইমাম বুখারী, Awm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুন নাফাক্বাতি, অনুচ্ছেদ : বাবু ফাদলিন নাফাক্বাতি আলাল আহলি....., প্রাগুক্ত, হা. নং ৫০৩৭

১৫৪. আল-কুরআন, ০৫ : ৯০

করে নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্যে স্বাভাবিক ব্যয় নির্বাহ ও মধ্যম ধরনের জীবনযাপন করার জন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাগিদ দিয়েছেন।

২.১.৩৬ সামাজিক কল্যাণ সাধন

দারিদ্র বিমোচনের জন্য সরকারি - বেসরকারি সকল পর্যায় থেকে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন হতে পারে এমন সব কাজে ‘বায়তুলমাল’ তথা সরকারি কোষাগার হতেই অর্থ ব্যয় করার বিধান ছিল। জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে এ অর্থ কাজে লাগানো হতো। সরাইখানা নির্মাণ, শিক্ষাবিস্তার, পানির নহর খনন প্রভৃতি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার বিস্তার, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ পদ্ধতির ব্যাপক সম্প্রসারণ, পথিকদের সুবিধার ব্যবস্থা সবই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিনামূল্যে নির্দিষ্ট একটা স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদান, রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট ও সেতু নির্মাণ, দিঘী-পুকুর খনন সবই সমাজকল্যাণের আওতাভুক্ত। মুসাফিরখানা স্থাপন, ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ, গরমৌসূমে কাজের বিনিময়ে খাদ্যের যোগান, পুষ্টিহীনতা দূর, শ্রমিক কল্যাণ প্রভৃতিও সরকারের দায়িত্ব। এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে বায়তুল মালের অর্থ ও সম্পদ হবে সবচেয়ে বড় সহায়ক। কোন নাগরিক যখন দারিদ্র হয়ে পড়বে, বৃদ্ধ হয়ে উপার্জন ক্ষমতা হারাবে তখন তার যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রের উপর নাগরিকদের এ অধিকার ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খুলাফায়ে রাশেদীনরাও (রাদি‘আল্লাহু তা‘আলা আনহুম) এ দাবী পূরণে যত্নবান ছিলেন।

২.১.৩৭ মালিকানার ধারণার পরিবর্তন সাধন

সম্পদের ওপর মানুষের একচ্ছত্র মালিকানা তাদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা ও লাগামহীনতার জন্ম দেয়।[১৫৫] এ স্বেচ্ছাচারী মানসিকতাই হচ্ছে শোষণের মূল, যা সমাজের দরিদ্রতা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদের ওপর মানুষের একচ্ছত্র মালিকানার ধারণা রহিত করে সূচনাতেই শোষণবাদী মানসিকতার মূলোৎপাটন করেন। এ লক্ষ্যে তিনি দু’টি যুগান্তকারী মূলনীতি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে জানিয়ে দেন। প্রথমটি

১৫৫. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ‘রহমাতুল্লিল ‘আলামীনের অর্থদর্শনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য’, AMc_K, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে 'সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা শুধু আল্লাহর'।[১৫৬] সৃষ্টিজগতের যে কোন বস্তু তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন মানুষ তার মূল মালিক নয়।[১৫৭] আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء.

অর্থ : "আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন"।[১৫৮] আরও ইরশাদ করেন-

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَ تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ مَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

অর্থ : "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহরই"।[১৫৯]

দ্বিতীয়তঃ মালিকানার ব্যাপারে মানুষ আল্লাহর বিধান পুরাপুরি মেনে চলবে এবং আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীতে সে একটি কর্পদকও আয় ব্যয় করবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ.

অর্থ : "তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্দারা জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন"।[১৬০] আরও ইরশাদ হচ্ছে-

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ : "তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে তো রয়েছে নির্দশন"।[১৬১] অতএব আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের সমস্ত কল্যাণ লাভ করার ও ভোগ ব্যবহারে সমস্ত মানুষ অভিন্ন ও সমান অধিকার সম্পন্ন। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব কিছুকে সকল মানুষের আয়ত্তাধীন হওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন।[১৬২] এতে বিশেষ কোন ব্যক্তি বংশ বা শ্রেণি বা বর্ণের লোকদের সম্বোধন করা

---

১৫৬. আল-কুরআন, ০৭ : ৫৪; ০২ : ১০৭; ২৫ : ০২; ৬৭ : ০১; ৯৫ : ০৮; ৪৩ : ৮৪; ১১ : ১০৭; ৮৫ : ১৬; ০৫ ; ০১

১৫৭. ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, Bmjv‡g gwjKvbvi iæc‡iLv, (মাওলানা সেকান্দার মমতাজী অনূদিত), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ০৭

১৫৮. আল-কুরআন, ২৬ : ৪২

১৫৯. আল-কুরআন, ২: ২৮৪

১৬০. আল-কুরআন, ১৪: ৩২

১৬১. আল-কুরআন, ৪৫: ১৩

১৬২. Professor Raihan Sharif, *Islamic Economics : Principles and Applications,* Dhaka : I F B, 1985, P. 226

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। এগুলোর উপর কারো একক কর্তৃত্বের অধিকার দেয় হয়নি। অতএব যে ব্যক্তি সম্পদ অর্জনে চেষ্টা করবে সম্পদ তার অধীনে যাবে। সুতারং সকলকে নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং দারিদ্র বিমোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

২.২ 'খাদ্য নিরাপত্তায়' ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

মানব সন্তান না খেলেও পাথরের মূর্তিকে দুধ পানের কি ব্যর্থ প্রয়াস। খাদ্য নিরাপত্তায় এ অপসংস্কৃতি রোধ সময়ের দাবী। খাদ্য ও পানীয় সংকটজনিত যাতনা কত কষ্টকর হতে পারে, তা বোঝা যায় রমজান মাসে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সিয়াম সাধনা ফরজ করার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে গরীব, দুঃখী, মেহনতী মানুষের ক্ষুধার যাতনা অনুধাবন করা। পাশাপাশি সিয়ামের সাথে সাথে যাকাতের বিধান দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সামর্থবান মানুষের ক্ষুধার কষ্ট উপলব্ধির পর একটি প্রায়োগিক প্রতিবিধান হচ্ছে যাকাত প্রদান। যাকাত হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ বা সম্পত্তিতে অন্যের হক্ব বা অধিকার। এ বিষয়টি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জীবন ও সংস্কৃতির সাথে অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয়। এ জন্য দারিদ্র একটি ইসলামী সমাজে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান তৈরি করলেও তা সে সমাজে চিরস্থায়ী আসন লাভ করতে পারে না। ইতিহাসে এর ঢের উদাহরণ আছে এবং তাত্ত্বিক রূপকল্পের বাইরে আছে বাস্তবতার ভিত্তি। এটি বাস্তবায়নযোগ্য একটি আহকাম, যা অতীতে যেমন প্রায়োগিক সাফল্য লাভ করেছে, বর্তমান যুগেও তা সাফল্য লাভ করতে পারে অনায়াসে। বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান চর্চায় অত্যুচ্চে অবস্থান করছে এমন দাবী করলেও এ মহেন্দ্রক্ষণেও মানুষ কঙ্কালসার হয়ে ধুকে ধুকে মরছে অথবা কাঙ্খিত পরিমাণ খাদ্য না পেয়ে পুষ্টিহীনতার শিকার হচ্ছে। এ জন্য বিভিন্ন দেশের পরিকল্পনামন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ব্যাংকার এবং অর্থনীতিবিদগণ নানা পরিকল্পনা নিচ্ছেন, তবু মাপকাঠিতে খুব অল্প অগ্রগতি, যা সমস্যার পুরোপুরি সমাধান কোনভাবেই করতে পারছে না। এর জন্য কিছু মানুষের সীমাহীন লোভ, চৌর্যবৃত্তিকে দায়ী করা হয়। কিন্তু বিশ্ব-সমাজে প্রচলিত দু'টি রীতি নিয়ে আলোচনা করা দরকার, যা খুব কমই আমলে নেয়া হয়। বর্তমান সভ্যতায় যুক্ত হয়েছে ভ্রান্ত রীতি নীতি নির্ভর অপচয় সংস্কৃতি, যা দারিদ্রের অন্যতম কারণ। বিশ্ব্যব্যাংকের এক হিসেব মতে, ২০১২ সালে বাংলাদেশে এক ডলারের নিচে কম আয় করেছে ২৯% আর ২ ডলারের চেয়ে কম আয় করেছে ৭৬.৫৪%। একই সময়ে ভারতে ১ ডলারের চেয়ে কম আয় করেছে ৩২.৬৭% এবং ২ ডলারের চেয়ে কম আয় করেছে ৬৮.৭২%। এদিকে ২০১০ সালে ১ ডলারের নিচে কম আয় ২৪.৮২% এবং ২ ডলারের নিচে আয় ৫৭.২৫%। ২০০৮ সালের এক হিসেবে পাকিস্তানে ১ ডলারের নিচে আয় করেছে ২১.৪% এবং ২ ডলারের নিচে আয় ৬০.১৯%। যুক্তরাজ্যে দারিদ্রের একটি হিসেবে পাওয়া গেছে ২০০৬ সালের সিআইএ'র একটি সূত্র থেকে। উক্ত উপাত্ত হতে দেখা যায় যে, সেখানে দারিদ্রের হার ১৪%। একই সংস্থার প্রদত্ত তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

মোতাবেক ২০১০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্রের হার ১৫.১%।[১৬৩] অর্থাৎ দারিদ্র আছেই। বর্তমান বিশ্বে উন্নত কি অনুন্নত সকল দেশেই দারিদ্র বাসা বেঁধেছে, আর দারিদ্রের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ খাদ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চনা। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, সম্পদের সুষম বণ্টন যেমন হচ্ছে না, তেমনি সম্পদ অপচয় হচ্ছে।

ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আরও বলা হচ্ছে যে অপচয় করে সে দরিদ্র হয়। আলণ্ডাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন-

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

অর্থ : "তোমরা ইসরাফ (অপব্যয় অর্থাৎ খরচের ক্ষেত্রে ইসলামের সীমা অতিক্রম করে ফেলা) করো না। তিনি ইসরাফকারীদের পছন্দ করেন না"।[১৬৪] তাই দারিদ্র ও মানুষের অমানবিক আচরণের উৎস হচ্ছে খাদ্য সংস্কৃতির এ স্বল্প আলোচিত বিষয়টি। মানুষকে বাঁচানোর একটি মহৎ প্রতিদ্বন্দিতা থাকা দরকার। খাদ্য সংকট দূরীকরণে এবং মানুষের মধ্যে আত্মকলহ রোধকল্পে প্রয়োজন অপসংস্কৃতির লাগাম টানা। যত তাড়াতাড়ি করবো, ততই মঙ্গল।

২.২.১ রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ

খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সকলকে একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, বান্দার রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সকলের রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকেন। অতএব বান্দাকে এটা বিশ্বাস রেখেই আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُون. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ . وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ .وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ.

অর্থ : "আমি পৃথিবীকে বিস্ড়ৃত করেছি এবং এতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং আমি পৃথিবীতে প্রতিটি বস্ড়ু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি এবং তোমরা যাদের রিজিকদাতা নও, তাদের জন্যও। প্রতিটি বস্ড়ুর ভা ার আমার কাছে আছে এবং আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ থেকে বারিধারা বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করতে দিই, বস্ড়ুত এর

১৬৩. কাজী সাহাউদ্দীন, বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা : একটি পর্যালোচনা, evsjv‡`k Dbqb mgxÿv, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ইং, খ. ৩০, পৃ. ১৭

১৬৪. আল-কুরআন, ০৭ : ৩১

ভাণ্ডার তোমাদের কাছে নেই”।[১৬৫] পৃথিবীতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ প্রাকৃতিক উপায়ে খাদ্যশস্য ও মৌসুমি ফলমূল উৎপাদনের যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করে, বৃক্ষরোপণ তন্মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় কাজ। আলণ্ঢাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করে ভূপৃষ্ঠের প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ হিসেবে ফলবান বৃক্ষরাজি ও সবুজ-শ্যামল বনভূমির দ্বারা একে সুশোভিত ও অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। গাছপালা দ্বারা ভূমণ্ডল ও পরিবেশ-প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে তাই ঘোষণা এসেছে-

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ .وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ.

অর্থ : “আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি ও তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে নয়নাভিরাম সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্গাত করেছি। আর আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টিবর্ষণ করি এবং এর দ্বারা উদ্যান ও পরিপক্ব শস্যরাজি উদ্গাত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয়”।[১৬৬] ইসলামে হালাল জীবিকা উপার্জন ও জনকল্যাণমূলক বিষয় হিসেবে কৃষিকাজ তথা ফলবান বৃক্ষরোপণ ও শস্যবীজ বপনের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে। আলণ্ঢাহ তা'আলা মানুষকে প্রকৃতির যতগুলো নি'আমত দান করেছেন, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে বৃক্ষরাজি। সৃষ্টিকুলের জীবন-জীবিকা ও বৃহৎ কল্যাণের জন্য গাছপালা, বৃক্ষলতা এবং মৌসুমি ফল-ফসলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মহান আলণ্ঢাহর সৃষ্টি বৃক্ষরাজি যে কত বড় নি'আমত পবিত্র কুরআনে একাধিক আয়াত থেকে তার প্রমাণ প্রতীয়মান। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে-

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ.

অর্থ : “তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি উষর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উদগত করি শস্য, যা থেকে তাদের গবাদি পশু এবং তারা নিজেরা আহার গ্রহণ করে”।[১৬৭] মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ, পুষ্টিকর ফলমূল, খাদ্যদ্রব্যের উপকারিতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে ইসলামে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মানবদেহের জন্য খাদ্য হিসেবে বৃক্ষের ফলমূল বিশেষ উপকারী, তাই আলণ্ঢাহ এটিকে সৃষ্টির প্রতি বিশেষ নি'আমত হিসেবে উলেণ্ঢখ করেছেন। এ ব্যাপারে ঘোষণা এসেছে-

يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

---

১৬৫. আল-কুরআন, ১৫ : ১৯-২২

১৬৬. আল-কুরআন, ৫০ : ০৭-০৯

১৬৭. আল-কুরআন, ৩২ : ২৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : “তিনি তোমাদের জন্য বৃষ্টির দ্বারা উৎপাদন করেন ফসল, জয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফলমূল। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে নিদর্শন”।[১৬৮]

২.২.২ ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করা

দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় খাদ্যমান পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি নিয়ম রয়েছে যে, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে বাজারে যাবে পণ্য। কিন্তু জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষায় ও খাদ্যনিরাপত্তায় অন্যতম ভূমিকা পালনকারী এ প্রতিষ্ঠানটি খাদ্যমানের লাইসেন্স দিয়ে থাকে অনেকটা বিআরটিএ’র ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতোই বাণিজ্যিক(!)ভাবে (অর্থাৎ টাকা বিনিময়ে ‘ঠিক আছে’র লাইসেন্স পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, আমাদের দেশের বাজারে ম্যাগি নুডলসের চাহিদা ও বিপণন ছিলো রমরমা। এর চাহিদা কখনো কমেনি বরং দিনের পর দিন বেড়েছে। অথচ এই ম্যাগিতেই যখন ভারতের উত্তরপ্রদেশে ম্যাগিতে অতিরিক্ত সিসা ও অন্যান্য ক্ষতিকারক দ্রব্যের অস্তিত্ব পাওয়া গেল, তখন প্রকাশ হলো প্রথমবারের মতো বিএসটিআই এই নুডুলস পরীক্ষার নামে প্রহসন করেছে অর্থাৎ এর আগে বহুজাতিক কোম্পানী নেসলের এই নুডুলসটি কোনো পরীক্ষা ছাড়াই দেশীয় বাজারে একচেটিয়া দাপটের সাথে ব্যবসা করে আসছিলো। এ থেকেই বোঝা যায় তাদের কাছে আগে থেকে ম্যাগি নুডুলস সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য ছিল না। খাদ্য ও পুষ্টিবিদদের মতে, যেকোনো খাবার বাজারজাত করার আগে অবশ্যই তার গুণগতমান নির্ণয় যথাযথভাবে হওয়া উচিত। এমনকি নিয়মিত রুটিন করে বাজারের খাবার মাঝে মধ্যেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা দরকার। একবার কোনো মতে দায়সারা পরীক্ষার পর দিনের পর দিন বাজারে পণ্য বিক্রি হচ্ছে, অথচ সরকারি কর্তৃপক্ষ জানেনই না বাজারে কে কী বিক্রি করছে। ইসলামী মূল্যবোধবিহীন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। কেননা, সংশিণ্টষ্ট মহল দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, তাদের ভেতর না আছে তাক্বওয়া বা খোদা ভীতি, না আছে পরহেজগারী, না আছে ধর্মীয় মূল্যবোধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন -

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ.

অর্থ : “আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তার কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম”।[১৬৯]

---

১৬৮. আল-কুরআন, ১৬ : ১১

১৬৯. আল-কুরআন, ০৭ : ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৩ খাদ্যে ভেজাল প্রয়োগ বন্ধ করা

মহান স্রষ্টা আলণ্ঢাহ তা'আলা মানুষসহ সকল মাখলুককে সৃষ্টি করে তাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন অন্ন-বস্ত্র বাসস্থানসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু। বিশুদ্ধতা ও নির্মলতায় সমৃদ্ধ করে বিশ্ব-প্রকৃতিতে তিনি সৃষ্টি করেছেন হাজারো নি'আমত। নির্ভেজাল খাদ্য তন্মধ্যে অন্যতম। কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে-

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا .

অর্থ : "আর আকাশ থেকে আমি বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি"।[১৭০] আরো ইরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

অর্থ : "হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্ড়ু আছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্র"।[১৭১] কিন্তু অত্যন্ড় পরিতাপের বিষয় হলো মানুষের কৃতকর্মের কারণেই মানুষ আজ ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্য থেকে বঞ্চিত। এর দায় মানুষের। এর দায় আমাদের। আলণ্ঢাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ.

অর্থ : "মানুষের কৃতকর্মের কারণেই স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে"।[১৭২] সুতরাং দেশবাসী ও জাতির নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত খাদ্যের যোগান নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে ভেজাল প্রয়োগের মানবতাবিরোধী ও শরীয়ত গর্হিত এ প্রবণতা দূরীকরণে সর্বস্ড়রের ভোক্তা ও বিক্রেতার মাঝে সচেতনতা তৈরি করা আবশ্যক। পাশাপাশি খাদ্যে ভেজালের গতি-প্রকৃতি, ভয়াবহ পরিণতি এবং এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে গণসচেতনতা তৈরি করা অপরিহার্য।

২.২.৩.১ অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম নিষিদ্ধকরণ

কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর অপতৎপরতার কারণে মানুষ আজ চরম খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার শিকার। খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন ক্যামিকেল আর বিষাক্ত দ্রব্যের অতিরঞ্জিত ব্যবহারে নির্ভেজাল খাদ্যের আজ বড়ই সংকট। এ ভেজাল খাদ্যের প্রভাবে ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস এবং কিডনি অকেজো হওয়ার মত অন্যান্য ক্রনিক রোগসমূহ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলমূল, মাছ, গোস্ড় থেকে শুর“ করে শাক-সবজি, দুধ ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্যসহ সর্বত্র আজ ভেজালের ছড়াছড়ি। নির্বোধ মূক প্রাণীকুলও একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর অর্থ লিপ্সা আর নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। খাদ্যে

১৭০. আল-কুরআন, ২৫ : ৪৮

১৭১. আল-কুরআন, ০২ : ১৬৮

১৭২. আল-কুরআন, ৩০ : ৪১

Dhaka University Institutional Repository

ভেজালেরও রয়েছে নানান অপকৌশল। এসকল জঘন্য তৎপরতার শিকার ভোক্তা-ক্রেতাগণই শুধু নন বরং স্বয়ং এর হোতারাও শিকার হচ্ছে সমান হারে, কিন্তু তারপরেও নৈতিকতার অভাব এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে এ পাগলা ঘোড়া আজ লাগাম ছাড়া। জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগারে ২০১০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ড় তিনটি অর্থবছরে ঢাকাসহ সারাদেশের ২১ হাজার ৮৬০ টি খাদ্যের নমুনা পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ খাদ্যে ভেজাল পাওয়া যায় এবং বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৪৫ লাখ লোক খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ড় হয়।[১৭৩] বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে এদেশে ক্যান্সার, কিডনি ব্যর্থতা, লিভার সিরোসিসসহ অন্যান্য জটিল ব্যাধিসমূহ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধির জন্য ভেজাল, নকল ও বিষাক্ত খাদ্যসামগ্রী দায়ী। সুতরাং অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম নিষিদ্ধকরণ এবং তাদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া জরুরি।

২.২.৩.২ মাছ, গোশ্‌ত, শাক-সবজি ও ফলমূলে ক্যামিকেল নিষিদ্ধকরণ

মাছ, গোশ্‌ত, শাক-সবজি ও ফলমূলের দ্রুতপচনরোধে অসাধু ব্যবসায়ীরা ফরমালিনসহ বিভিন্ন পাওয়ারফুল ক্যামিকেল ব্যবহার করে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে ব্যবসায়ীরা সহনীয় মাত্রার চেয়ে ২০ গুণ বা তার চেয়েও বেশি মাত্রায় সে সকল বিষাক্ত ক্যামিকেল ব্যবহার করে থাকে। টমেটো, মাল্টা ও লিচুতে সবচেয়ে বিপদজনক মাত্রায় এর ব্যবহার হয়ে থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ঝুকিপূর্ণ বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন। গরু, ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশুকে মোটা-তাজা করতে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী বিভিন্ন ক্যামিকেল ও সারজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার করে যা উক্ত পশুসহ এর গোশ্‌ত আহারকারীদের স্বাস্থ্যের জন্যও মারাত্মক হুমকি তৈরি করছে। সুতরাং মাছ, গোশ্‌ত, শাক-সবজি ও ফলমূলে ক্যামিকেল নিষিদ্ধকরণ আইন বাস্তবায়নে সরকারকে আরো কঠোর হওয়া প্রয়োজন।

২.২.৩.৩ ফাস্টফুড ও হোটেল-রেস্তোরায় খাদ্যের ভেজাল বন্ধ করা

হোটেল রেস্তোরায় বিক্রি হওয়া সুস্বাদু গ্রিল, কাবাব, শর্মা, রোস্ট, চিকেন স্যুপ ইত্যাদিও ভেজাল মুক্ত নয়। পত্রিকায় এসেছে, রাজধানীর তেজগাঁও রেলস্টেশন সংলগ্ন মুরগির আড়তে অভিযান চালিয়ে ১২০ টি মৃত মুরগি হোটেলের জন্য প্রক্রিয়াজাত করা অবস্থায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন র‌্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত। ৬-৭ জনের অন্য একটি চক্র এ সকল মৃত মুরগি ৪০-৫০ টাকায় কিনে তা হোটেলে সস্তায় বেঁচে দেয়। আর অধিক মুনাফালোভী মালিকরা জেনে-শুনে তা

---

১৭৩. ˆ`wbK Kv‡j i KÉ, ঢাকা : ২১ মার্চ ২০১৪ ইং

খদ্দরদের পরিবেশন করে থাকে।[১৭৪] এ ছাড়াও বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন কোম্পানীর তৈরি পোলট্রি ফিডে ক্রোমিয়ামের মত ভয়াবহ ক্যামিকেল পেয়েছেন। যা আগুনে জ্বললেও তার ক্ষয় নেই, মাটিও তা হজম করতে পারে না। বিভিন্ন কোল্ড ড্রিংস এবং পানীয়ও রয়েছে ভেজালের এ তালিকায় এবং সমানভাবে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে নীরবভাবে।

২.২.৩.৪ ঔষধের ভেজাল বন্ধ করা

ভেজালের এ তালিকা থেকে সুস্থতার নিয়ামক ঔষধও মুক্ত নয়। গত ২৪ শে মার্চ, ২০১৪ ইং র‌্যাব ১ এর মোবাইল কোর্ট "হেলথ ভিশন বাংলাদশ" এর এক চিকিৎসককে হেপাটাইটিস বি এর ভ্যাকসিনের নামে রোগীর শরীরে শুধুই পানি পুশকরা অবস্থায় গ্রেফতার করে।[১৭৫] তেমনিভাবে মিডফোর্ডের ঔষধের পাইকারী মার্কেটে নকল স্যালাইন কারখানার সন্ধান পায় র‌্যাবের একটি বিশেষ টিম।[১৭৬] এছাড়াও বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানীর ভেজাল ঔষধ সেবনে র—গীর মৃত্যুর সংবাদ পত্রিকার হেডলাইন হওয়ার ঘটনাও কম নয়।

২.২.৩.৫ শিশু খাদ্যকে নিরাপদ করা

ভেজালের সয়লাবে শিশুখাদ্যও নিরাপদ নয়। দুধ, চকলেট ইত্যাদিতেও বিষাক্ত ক্যামিকেল ও ক্ষতিকর বিভিন্ন রং এর ব্যবহার তো দিন দিন বেড়েই চলছে। তেমনিভাবে মসলাজাত দ্রব্যে ইটের গুড়াসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর বস্ড়ু মিশিয়েও ভেজাল তৈরি করা হয়।

২.২.৩.৬ কৃষক পর্যায়ে সচেতনতা বাড়ানো

কীটনাশক ব্যবহার করার পর ফল বা শাক-সবজির নিরাপত্তার জন্যে ১৫ দিন পরে উঠানোর নিয়ম থাকলেও তা মানছে না অনেক কৃষক। খবরে প্রকাশ-কীটনাশকযুক্ত লিচু খেয়ে দিনাজপুরে ১৪ শিশুর মৃত্যু ঘটে।[১৭৭]

২.২.৩.৭ খাদ্যে ভেজাল বিস্ড়ারের কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া

২০১৩ থেকে ২০১৪ মার্চ পর্যন্ড় খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে টি, আই, বি, কর্তৃক পরিচালিত এক জারিপে খাদ্যে ভেজালের কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, ফরমালিন আমদানি তদারকি সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের অভাব, খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা, সংশিণ্টষ্টদের মাঝে

---

১৭৪. ˆ`wbK Avgv‡`i mgq, ঢাকা : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ইং

১৭৫. ˆ`wbK B‡ËdvK, ঢাকা : ২৫ মার্চ ২০১৪ ইং

১৭৬. ˆ`wbK BbwKjve, ঢাকা : ২০ মার্চ ২০১৪ ইং

১৭৭. cv¸³, ১৫ মে ২০১৪ ইং

পারস্পরিক সমন্বয়হীনতা, দুর্নীতি এবং মামলা পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি খাদ্যে ভেজাল বিস্তারের অন্যতম কারণ। মূলত নৈতিকতার অভাব, অধিক মুনাফার লোভ, দুর্নীতি, সংশ্লিষ্ট আইন বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা সর্বোপরি মানবতাবোধের অভাব এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব খাদ্যে ভেজাল প্রয়োগের অন্যতম কারণ।

২.২.৩.৮ খাদ্যে ভেজাল সমস্যা থেকে উত্তোরণের উপায় সম্পর্কে জানা

এ সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রাণ পেতে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষার ব্যাপক প্রচার প্রসার ও সচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। পাশাপাশি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ এবং সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনসমূহকেও এ অপতৎপরতা বন্ধে সক্রিয় ও সচেষ্ট থাকতে হবে।

২.২.4 খাদ্য ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি নিষিদ্ধকরণ

ইসলাম মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তার শিক্ষা দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- **المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده** অর্থাৎ : “প্রকৃত মুসলামন তো সেই যার হাত ও মুখের অনিষ্টতা থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে”।[১৭৮] ক্রয়-বিক্রয় এবং লেনদেনের ক্ষেত্রেও অসদুপায় অবলম্বন এবং ধোকা প্রবঞ্চণাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

অর্থ : “হে মুমিনগণ অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ কর না কেবল পরস্পরের সম্মতিক্রমে বৈধ উপায়ে ব্যবসা কর”।[১৭৯] হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منا .

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বাজারে খাদ্যশস্যের একটি স্তুপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য সে স্তুপে হাত ঢুকিয়ে ভিতরের শস্য বের করে দেখতে পান উপরের গুলো শুকনো হলেও ভিতরের গুলো ভিজা, তখন তিনি বলেন- “যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়”।[১৮০]

---

১৭৮. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : বাবু আল-মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহী ওয়া ইয়াদিহী, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১০

১৭৯. আল-কুরআন, ০৪ : ২৯

১৮০. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল বুয়ু আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : মা জা‘আ ফি-কারাহিয়্যাতিল গশশি ফীল বুয়ু, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১৩১৫

তেমনিভাবে মাপে যারা কম দেয় তাদের ব্যাপারে জাহান্নামের হুশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে সূরা মুতাফফিফীনে। আলণ্ঢাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.

অর্থ : "ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি দৃঢ় বিশ্বাস করে না যে, নিশ্চয় তারা পুনর‍ুত্থিত হবে, এক মহা দিবসে"?[১৮১] হযরত শুয়াইব (আ.) তার সম্প্রদায়ের অসৎ ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করে বলেন-

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ.

অর্থ : "হে আমার স্বজাতি! ন্যায় নিষ্ঠার সাথে সঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও, লোকদের জিনিসপত্রের কোন রূপ ক্ষতি কর না"।[১৮২] অসৎ ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقي وبر وصدق.

অর্থ : "ব্যবসায়ীদের কিয়ামতের দিন পাপাচারীদের সাথে উঠানো হবে। তবে সে সকল ব্যবসায়ী ছাড়া যারা লেনদেনে আলণ্ঢাহর ভয়কে জাগর‍ুক রাখে, সৎপন্থা অবলম্বন করে এবং সত্য বলে"।[১৮৩] তেমনিভাবে মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে-

لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ .

অর্থ : "যার মাঝে আমানতদারী নেই সে পূর্ণ মুমিন নয়"।[১৮৪] রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন-

المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له.

অর্থ : "এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। অতএব কোন মুসলমান তার ভাইয়ের নিকট কিছু বিক্রি করার সময় তাতে যদি কোন দোষ-ত্রুটি থাকে তা যেন স্পষ্টভাবে বলে দেয়"।[১৮৫] কেননা দোষ- ত্রুটি গোপন রাখা কোন মুসলমান ব্যবসায়ীর জন্য হালাল নয়।

---

১৮১. আল-কুরআন, ৮৩ : ০১-০৫

১৮২. আল-কুরআন, ১১ : ৮৫

১৮৩. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল বুয়ু আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফিত-তুজ্জার ওয়া তাসমিয়াতিন নবিয়্যি (সা.) ইয়্যাহুম, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১২১০

১৮৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, Avj-gmbv', অধ্যায় : মুসনাদুল মুকছিরীনা মিনাস-সাহাবাহ, পরিচ্ছেদ : মুসনাদু আনাস বিন মালিক রা., প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৪, হা. নং ১২৫৮৯

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৫ আমানতদার সৎ ব্যবসায়ীদের জন্য সুসংবাদ ঘোষণা প্রদান

ব্যবসা করা নবীর সুন্নাত। হালাল উপার্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম ব্যবসা। আলণ্ঢাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, أحل ، البيع و حرم الربا অর্থাৎ : "আলণ্ঢাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন"।[১৮৬] সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবসায়ীর জন্য সুসংবাদ ঘোষণা করেছেন রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ, عَنِ النبِىّ قَلَ :التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيّينَ وَالصِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ (রা.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা নবী-সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে (কিয়ামতের দিন) থাকবে"।[১৮৭] উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে পরিষ্কার হয়ে যায় ব্যবসার অসদুপায়ের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রন শরী'আতের দৃষ্টিতে মারাত্মক গুনাহ, ঈমান বিধ্বংসী কাজ এবং মানবতাবিরোধী একটি অপরাধ। সুতরাং মহান আলণ্ঢাহর দরবারে জবাবদিহিতার ভয়কে সর্বদা মনে জাগর—ক রেখে সৃষ্টির অকল্যাণ ও খাদ্যে ভেজাল থেকে বাঁচা ঈমানী দায়িত্ব। মানবতার দাবী।

২.২.৬ কৃষকদের প্রাপ্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো

খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি নিশ্চিত করার পূর্বে সর্বাগ্রে কৃষকদের নিরাপত্তা এবং সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ কৃষকরাইতো সকল ধরনের খাদ্য ও ফসল উৎপাদন করে থাকে। এক্ষেত্রে তারা যত সুবিধা পাবে ততই অধিক পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী ও ফল-মূল উৎপাদনে সচেষ্ট হবে। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হয় আমাদের দেশের কৃষকরা এক্ষেত্রে যথাযথ ন্যায্যমূল্য পায়না। অনেক সময় তারা উৎপাদন খরচ পর্যন্ত ওঠাতে পারে না। সর্বক্ষেত্রে তারা বাজার সিন্ডিকেটের কবলে বন্দী থাকে। কৃষক থেকে ভোক্তা-গ্রাহক পর্যায়ে আসা পর্যন্ত দামের ক্ষেত্রে দেখা যায় আকাশ-পাতাল ব্যবধান। অবশ্য অনেকে এক্ষেত্রে পদে পদে চাঁদাবাজি ও পরিবহন সমস্যাকে অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করেন। ইসলাম এ সমস্ত কার্যকলাপকে জুলুম ও প্রতারণা হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। বাজার সিন্ডিকেট, চাঁদাবাজি, অপরকে ফাঁকি দেয়া, অপরের অধিকার

---

১৮৫. ইমাম ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুত তিজারাহ, অনুচ্ছেদ : বাবু মান বা'আ আইবান ফাল ইউবায়্যিনুহু, প্রাগুক্ত, হা. নং ২২৪৬

১৮৬. আল-কুরআন, ০২ : ২৭৫

১৮৭. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফিততুজ্জার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭২, হা. নং ১২০৯

Dhaka University Institutional Repository

হরণ ইত্যাদি ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ইসলাম মানুষের উপকার করার শিক্ষা দেয়। কারো ক্ষতি যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। হাদীসে এসেছে,

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

অর্থ : "রাসূলুলণ্ডাহ (সা.) সিদ্ধান্ত দেন যে, নিজে ক্ষতিগ্রস্ড় হওয়া এবং অন্যের ক্ষতি করা কোনোটিই উচিত নয়"।[১৮৮] সুতরাং এ ধরনের অপকর্ম ইসলামে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত।

২.২.৭ হালাল ও পবিত্র খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ

ইসলামের বিধিবদ্ধ ইবাদত তথা নামাজ, রোযা, হাজ্জ, যাকাত প্রভৃতি কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো- সৎ পথে আয়-উপার্জন। সুতরাং ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম উপাদান হলো হালাল ও পবিত্র খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

অর্থ : ''হে মানুষ! পৃথিবীতে হালাল ও তাইয়্যেব যা রয়েছে তা থেকে আহার কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"।[১৮৯] উপরোক্ত আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, শুধুমাত্র হালাল হলেই চলবে না; বরং তা অবশ্যই তাইয়্যিব (পবিত্র ও উত্তম) হতে হবে। এখানে তাইয়্যিব বলতে ভেজালমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যা মূলগতভাবেই নির্ভেজাল, খাঁটি ও পবিত্র। অবশ্য অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ আয়াতে হালাল শব্দ দ্বারা মূলগত বৈধতার এবং তাইয়্যিব দ্বারা পদ্ধতিগত বৈধতার অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং এ দু'শব্দ দিয়ে দু'টি মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অন্য আয়াতে এসেছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রূযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আলাহর, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাক"।[১৯০] সুতরাং সকলকে সম্পূর্ণ বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ দিয়ে ভেজালমুক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে শুরু করে সবকিছুতে নিজেদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে, তা না হলে ঈমান-আমলের পরিপূর্ণতা হবে না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে না। সকলে যেন খাদ্যদ্রব্যসহ যাবতীয় আয়-ব্যয়, খরচাদি সৎ ও বৈধ পথে অর্জিত অর্থ দ্বারা জীবনযাপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। নিজেদের পার্থিব জীবন নির্বাহ সম্পূর্ণ হালাল উপার্জিত অর্থ দ্বারা পরিচালিত করা প্রত্যেক

---

১৮৮. ইমাম ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল আহকাম, অনুচ্ছেদ : বাবু মান বানা ফী হাক্কীহি মা ইয়াদুর্‌রু বিজারিহী, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩৪০

১৮৯. আল-কুরআন, ০২ : ১৬৮

১৯০. আল-কুরআন, ০২: ১৭২

মুমিনের অবশ্য করণীয়। মুসলমান ব্যক্তি কখনোই অবৈধ অর্থে কোনো প্রকার খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে কামনা করবেন না, অথচ কিছুসংখ্যক ভেজাল ব্যবসায়ীর মধ্যে মানুষকে ঠকিয়ে অনৈতিকভাবে অধিক মুনাফা অর্জনের চিন্তা তাদের নেক আমল বরবাদ করে ফেলে। এদের স্বরূপ উন্মোচন করে নবী কারীম (সা.) বলেছেন,

إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به .

অর্থ : "যে শরীর হারাম খাদ্য দিয়ে স্বাস্থ্য লাভ করে সে শরীর জান্নাতে যাবে না, তার জন্য জাহান্নাম উপযুক্ত স্থান"।[১৯১] সৎভাবে মানুষের জীবন পরিচালনা করার জন্য অবশ্যই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও জীবিকার প্রয়োজন। জীবন বাঁচানোর তাগিদে চাই পর্যাপ্ত জীবনোপকরণ, যার পরিশ্রমলব্ধ প্রাপ্তি মানুষকে করে উপভোগ্য ও ছন্দময়।

ইসলামের দিকনির্দেশনা হলো একজন মুসলমান হালাল রিজিক অর্জনের জন্য যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবেন, তেমনি হারাম বর্জনের জন্যও তিনি সদা সতর্ক থাকবেন। ইসলামে জীবিকা অন্বেষণের জন্য সৎ পথে প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের জোরালো তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিকুলের জীবিকা প্রদান করেন, তবে অক্লান্ত পরিশ্রম, অনেক কষ্ট ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বান্দাকে হালালভাবে বৈধ রুজিরোজগার অর্জন করতে হয়, এটাই ইসলামের বিধান। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় জীবনোপকরণ অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাকে ফরজ ইবাদত হিসেবে গণ্য করতে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছেন। হালাল উপার্জন তথা জীবিকা নির্বাহের মূলধারাকে ইসলাম সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে দিয়েছে, যাতে আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রে মানুষ জীবন আর জীবিকার আবর্তে তার মানবিক গুণাবলি বিসর্জন দিয়ে অমানুষে পরিণত না হয়। যদিও নৈতিক অবক্ষয় ও ইসলামি মূল্যবোধ বিবর্জিত ভোগলিপ্সা মুসলমানদের চরম দুনিয়ামুখী করে তুলেছে। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদি'আল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে, যখন ব্যক্তি কোন উৎস থেকে সম্পদ আহরণ করছে, তা হালাল না হারাম, সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করবে না"।[১৯২]

---

১৯১. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আলহাকিম আননিশাপুরী, Avj-gmZv'ivK Avjvm mnxnvBwb, অধ্যায় : কিতাবুল আত'অিমাহ, অনুচ্ছেদ : লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা লাহমুন নাবাতা মিন সুহতিন, প্রাগুক্ত, হা. নং ৭২৪৫

১৯২. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : বাবু মান লাম ইউবালি মিন হাইছু কাসাবাল মালা, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৯৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং একজন মুসলিম সমাজে কোনো ধরনের হারাম উপার্জন বা অবৈধ লেনদেন করবেন না, কাউকে প্রতারণা করবেন না, কারও ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধনের চিন্ড়াও করবেন না বরং সর্বদা পরোপকারে লিপ্ত থাকবেন এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক হালাল জীবিকা অর্জন করে জান্নাত লাভের পথ সুগম করবেন। বুজুর্গ আলেমদের অভিমত হলো, হালাল খাদ্যদ্রব্য আহার করলে দেহ-মন সজীব হয়ে ওঠে এবং আত্মিক প্রশান্ড়ি পাওয়া যায়। কোনো মানুষ অসৎ পথে অর্জিত অর্থ দ্বারা সুস্বাদু খাবার এবং মূল্যবান জিনিসপত্র ক্রয় ও ব্যবহার করে মানসিক তৃপ্তি পায় না। জাগতিক অর্থ-সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা ও অতিরিক্ত মোহ মানুষকে ঘুষ-দুর্নীতির দিকে ঠেলে দেয়। হারামভাবে আহরিত সম্পদে আলাহর বরকত থাকে না। অতএব, সকলকে বৈধভাবে আয়-উপার্জন, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধান যথাযথ মান্য করে চলা এবং অবৈধ পন্থায় হারাম উপার্জন, সর্বপ্রকার অবৈধ লেনদেন ও অনৈতিক কাজ-কারবার থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকা উচিত।

২.২.৮ হারাম ও নিষিদ্ধ খাদ্যসামগ্রী বর্জন

কোন্ ধরনের খাদ্যদ্রব্য ভোগ করা যাবে এবং কোনগুলো যাবেনা সে ব্যাপারে ইসলাম বিস্ড়ারিত নিয়ম বর্ণনা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে খাদ্য হচ্ছে উদ্ভিদ এবং প্রাণী। ইসলাম কিছু স্থলজ এবং কিছু জলজ প্রাণীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। নিষিদ্ধ ধরনসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে সেই ধরনের প্রাণী যেগুলো সবসময়ই হারাম এবং অন্যধরনের মধ্যে আছে সেগুলো, যেগুলো কিছু শর্তের উপস্থিতিতে হারাম হয়। এরকম দশ ধরনের হারামের ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত রয়েছে-

يْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ.

অর্থ : "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশ্ত এবং যা আলণ্ডাহ ভিন্ন কারো নামে যবেহ করা হয়েছে; গলা চিপে মারা জন্তু, প্রহারে মরা জন্তু, উঁচু থেকে পড়ে মরা জন্তু অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে মরা জন্তু এবং যে জন্তুকে হিংস্র প্রাণী খেয়েছে- তবে যা তোমরা যবেহ করে নিয়েছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূঁজার বেদিতে বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর দ্বারা বণ্টন করা হয়, এগুলো গুনাহ"।[১৯৩] এ আয়াত থেকে যে নিয়মটি বের হয়, সেটি হচ্ছে সবধরনের খাদ্যই জায়েয যতক্ষণ না নির্দিষ্ট দলীলের মাধ্যমে কোন কিছু হারাম সাব্যস্ড় হবে। এ আয়াতের মাধ্যমে কোন ফল বা সবজিকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি বলে সেসবই খাওয়া জায়েয।

১৯৩. আল-কুরআন, ০৫ : ০৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম পশুদের সাথে দয়ার্দ্র হতে এবং তাদেরকে অপব্যবহার করতে নিষেধ করে। অন্যসব সৃষ্ট জীবের মত প্রাণীরাও আল্লাহর প্রশংসা করে। কুরআনে প্রাণীদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত দু'শতাধিক আয়াত আছে এবং ছয়টি সূরার নামকরণ হয়েছে বিভিন্ন প্রাণীর নামে। কিছু ব্যতিক্রম যেমন শুকর ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর গোস্ড় খাওয়ার স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছে কুরআন। যে সমস্ড় প্রাণীর গোশ্ত হালাল সেগুলোকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যবেহ করতে হয়; প্রথমে অস্ত্রকে ধারালো করতে হবে এবং তারপর ধারালো ছুরি দিয়ে দ্রুত গলা এমনভাবে কাটতে হবে যাতে জুগুলার শিরা এবং ক্যারোটিড ধমনী কেটে যায় কিন্তু স্পাইনাল কর্ড অক্ষত থাকে। এর ফলে মৃত্যুযন্ত্রণা কম হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সঠিকভাবে রক্ত প্রবাহিত হয়ে যায়। এ পদ্ধতি অনুসরণের ফলে গোশতে রক্ত থাকার আশঙ্কা থাকেনা, যা ভোগ করা ইসলামে হালাল। এছাড়াও যারা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করবে তাদের খাদ্যও হারাম, তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " : **لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ**. "

অর্থ : কাব ইবনে উজরাহ (রা.) রাসূলে কারীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, ''যে শরীর হারাম পেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট হয়েছে, তা জান্নাতে যাবে না"। অন্য হাদীসে এসেছে-

عنْ ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال:"من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به".

অর্থ : ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন, ''আর যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে উঠে তার জন্য দোযখের আগুনই উত্তম"।[১৯৪]

দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের উপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহ মানুষের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি উভয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যারা তাঁর অনুগত বান্দা তারাই পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। যেহেতু অবৈধ উপায়ে উপার্জনকারী ব্যক্তি তার অবাধ্য ও দুশমন তাই তাদের জন্যও শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। অতএব এ পন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তি জাহান্নামী।

১৯৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, gmb\‡' Avngv', অধ্যায় : মুসনাদুশ শামিয়্যিন, অনুচ্ছেদ : হাদীসু হাবশি বিন জানাদা আস-সুলুলী (রা.), প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯, হা. নং ১৬৮৫৫

তৃতীয় অধ্যায়
দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তায় ইসলামী উপাদানসমূহ

৩.১ 'দারিদ্র বিমোচনে' ইসলাম সমর্থিত উপাদানসমূহ

ইসলাম দারিদ্রকে ঈমান, নৈতিকতা, চরিত্র, নিরাপত্তা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি মনে করে। আর এ জন্যই ইসলাম দারিদ্র বিমোচনের কাজকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং দারিদ্র সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য সকল উপায় বর্ণনা করে সমাজের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আর ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্যও হচ্ছে, সকল মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা, ধনী-দরিদ্রের মাঝে বিদ্যমান ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং সম্পদকে মানবতার কল্যাণে ব্যয় করা। ইসলামের মূল বক্তব্যই যেহেতু মানবকল্যাণ তাই অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ইসলাম ব্যাপক ও বহুমুখী উপায় ও পন্থা গ্রহণ করেছে।

অর্থনীতি সমাজকাঠামো ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার অন্যতম মৌলভিত্তি। যুগে যুগে বিশ্বের নানা অঞ্চলে যেসব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তাদের প্রত্যেকেরই অর্থনৈতিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সমসাময়িক যুগে ছিল অবিশ্বাস্য। ঐসব সভ্যতার ক্ষমতাগর্বী শাসকগোষ্ঠী আল্লাহ ও তাঁর নবী-রাসূলদের শিক্ষা ভুলে সমাজে যে ভয়াবহ শোষণ ও নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছিল তাও ইতিহাসের অংশ হয়ে রয়েছে। মিসরীয় সভ্যতা, রোমান সভ্যতা শ্রমশোষণ ও বিপুল জনগোষ্ঠীর অধিকার হরণেরও ইতিহাস। কালস্রোতে সেসব সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু সে সবের প্রভাব ও আচরিত প্রথা বিলুপ্ত হয় নি। ফলে সমাজে অনাচার আর অত্যাচারে সয়লাব বয়ে গেছে। তাই নির্যাতিত মানবতা মুক্তির প্রহর গুনছে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কবে তাদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও হতাশা দূর হবে। শোষণের যাঁতাকল হতে কবে তারা নিষ্কৃতি পাবে?

রাজা বাদশাহ ও জমিদারের বিলাসিতার কড়ি যোগাতে না পারায় অগণিত বনি আদম বন্দিশালার হিমশীতল মেঝেতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। সুদের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাওয়া মানুষ ভিটেমাটি হতে উচ্ছেদ হয়েছে। যুগের পর যুগ নারীরা রয়ে গেছে সম্পত্তির অধিকার বঞ্চিত। ইয়াতীমরা হয়েছে সম্পত্তি হতে বিতাড়িত। সর্বনাশা জুয়ার খপ্পরে পড়ে অগণিত মানুষ হয়েছে সহায় সম্বলহীন। ব্যবসায়িক অসাধুতার কারণে জনসাধারণের জীবনে উঠেছে নাভিশ্বাস, আর হারাম উপার্জনের জৌলুসের কাছে পরাস্ড় হয়েছে মেহনতী কর্মচারীর পূত পবিত্র অনাড়ম্বর জীবন। অমানিশার এই গাঢ় অন্ধকার দূর করতে আল-কুরআনের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবুয়তপূর্ব যুগের চল্লিশ বছরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম খুব ঘনিষ্ঠভাবে আরব ভূখণ্ডের জনগণের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সমাজে বিরাজমান শোষণ নির্যাতন তাঁকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। মুক্তির পথ খুঁজতে তিনি তাই হেরা গুহায় নিবিষ্ট মনে চিন্তা করেছেন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। তারপর এক শুভক্ষণে মহান রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশ নিয়ে আবির্ভূত হলেন জিবরাঈল ফেরেশতা। শুরু হলো মানব ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। মানবতার মুক্তির সনদ এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে। কিন্তু তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়ার পরিবর্তে প্রচণ্ড বিরোধিতা করল মক্কার নেতারা, ক্ষমতার মসনদে আসীনরা। তাদের বিত্তবৈভবে এতটুকু ভাটা পড়ুক, দাসদের মুক্তি প্রদানের ফলে আয়েশী জীবনের ইতি ঘটুক, ইয়াতীমদের সম্পদ কুক্ষিগত করে ধনের পাহাড় গড়া বন্ধ হোক, সুদ প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে বিনাশ্রমে অর্থাগমনের পথ রুদ্ধ হোক এ তারা এতটুকুও বরদাশত করতে রাজি ছিল না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্মপ্রয়াস ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে এল। তাঁর জীবনের পরেও হুমকি এল। দীর্ঘ তের বছর পরে রাসূল সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন নতুন এক গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ইয়াসরিবে, আজকের মদীনা মুনাওয়ারায়।

মদীনায় তিনি একটি সুদৃঢ় ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার প্রয়াস চালান একেবারে শুরু হতেই। একই সময়ে সমাজদেহ হতে সকল অনাচার ও পংকিলতা দূর করারও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেহেতু একটি রাষ্ট্রের স্থায়ীত্ব ও সমৃদ্ধির বুনিয়াদ তাই এক্ষেত্রেও তিনি আল-কুরআনের আলোকে ঘোষণা করলেন দশ দফা কর্মসূচি।[1] ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মাত্র দশ বছরের মধ্যে শিশু ইসলামী রাষ্ট্রে যে বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটাতে শুরু করেছিল তা ছিল সমকালীন বিশ্বের বিস্ময়। এরপর দীর্ঘ নয়শত বছর ধরে সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা দাপটের সাথে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। একই সংগে তাঁর ব্যতিক্রমী অর্থনৈতিক কর্মসূচির কল্যাণ স্পর্শে সমগ্র মানবজাতি নতুন এক সভ্যতার ইতিহাসের শতজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের শীর্ষতম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান অর্থনীতির কর্মপদ্ধতি, নীতি ও ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন এবং বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর অনুসৃত দশ দফা কর্মসূচির বদৌলতেই সুদূর স্পেন হতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল মুসলিম বিশ্বে শোষণমুক্ত ও কল্যাণধর্মী নতুন এক

---

১. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দশ দফা কর্মসূচি হচ্ছে- ১. হালাল উপায়ে উপার্জন ও হারাম পথ বর্জন; ২. সুদ উচ্ছেদ; ৩. ব্যবসায়িক অসাধুতা উচ্ছেদ; ৪. যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন; ৫. বায়তুলমালের প্রতিষ্ঠা; ৬. মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন; ৭. ওশরের প্রবর্তন ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ইসলামীকরণ; ৮. উত্তরাধিকার ব্যবস্থার যৌক্তিক রূপদান; ৯. ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধান; এবং ১০. সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন। সূত্র : https://www. islamhouse.com/orthonitite_rasul(s.)_er_dosh_dofa./20/05/2015

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত: মনে রাখা দরকার, দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে আল-কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্যে এক ঐশী গাইডবুক এবং মানবতার বন্ধু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাস্ড়ব রূপকার।[২] আল্লাহ তা’আলা বলেছেন-

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.

অর্থ : “আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা তো কেবল ওহী, যা তাঁর প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়”।[৩] তাই অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাঁকে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তিনি সে সবই বাস্তবায়নের জন্যে কর্মকৌশল উদ্ভাবন করেছেন, প্রয়োজনে রাষ্ট্রশক্তি পর্যন্ড় প্রয়োগ করেছেন। প্রচলিত অর্থনীতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন করেছিলেন। এসব কর্মসূচির মাধ্যমেই তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাধারে সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির মূলোৎপাটন করেছিলেন। নিম্নে কতিপয় উল্লেখযোগ্য পন্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

৩.১.১ যাকাত

যাকাত দারিদ্র বিমোচনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। ইসলাম প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে নিজের ও তার পরিবার-পরিজনকে অভাবমুক্ত রাখা এবং আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। যে ব্যক্তি অসচ্ছল এবং যার মীরাসসূত্রে প্রাপ্ত অর্থকড়ি নেই-যা দিয়ে সে তার চাহিদা মেটাতে পারে, সে তার সচ্ছল-স্বজনের তত্ত্বাবধানে থাকবে। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করার মতো সচ্ছল আত্মীয়স্বজন নাও থাকতে পারে-এমতাবস্থায় সেই অসহায় লোকটির অবস্থা কী হবে সে ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে। এ শ্রেণির লোকদের জন্য রয়েছে ধনীদের সম্পদে সুনির্দিষ্ট হক আর তা হচ্ছে ‘যাকাত’। আর যাকাত প্রদানের লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। ফকীর ও মিসকীন হলো যাকাতের অর্থ ব্যয়ের প্রধান খাত। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন ক্ষেত্রে এ দুটোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ প্রথমত এটিই উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু’আয রাদি‘আল্লাহু আনহু-কে ইয়ামানে প্রেরণকালে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা উল্লেখ করা যায়। তিনি তাঁকে বলেছিলেন-

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

---

২. https://www. islamhouse.com/orthonitite_rasul(s.)_er_dosh_dofa./20/05/2015.

৩. আল-কুরআন, ৫৩ : ০৩-০৪

 Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "তুমি ধনীদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করবে"।[৪] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দরিদ্র ও মিসকীনের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। যাকাত অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে সম্পদ ক্রোক ও আর্থিক দ ছাড়াও রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে যুদ্ধ করতে পারে। খলিফা আবু বকর রাদি'আল্লাহু আনহু বলেছিলেন-

اللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،فَإِن الزكلةَ حَق المَل.

অর্থ : "আল্লাহর শপথ! আমি তাদের (যাকাত অস্বীকারকারী) বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করবো যারা নামাজ ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, অথচ যাকাত মালের হক"।[৫] উপরোক্ত বর্ণনা থেকে যাকাত আদায়ের অপরিহার্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। যাকাত আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয বিধায় তা ব্যক্তির মর্জির ওপর ছেড়ে দেয়া হয় নি যে, সে ইচ্ছা হলে আদায় করবে অন্যথায় আদায় করবে না। যাকাত প্রদান অনুকম্পার বিষয়ও নয় বরং একটি অবশ্য পালনীয় বিধান। যাদের ওপর যাকাত ফরয তাদের থেকে তা আদায় করা হবে এবং যাদের প্রাপ্য তাদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। এ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ.

অর্থ : "তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে"।[৬] মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অন্য আয়াতে এসেছে-

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

অর্থ : "যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে"।[৭] এ সকল বক্তব্য দ্বারা শুধু প্রেরণাই দান করা হয় নি বরং ধন-সম্পদ বণ্টনের বাস্তব কর্মপন্থা উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্রকে অবাঞ্ছিত (কুফরী সমতুল্য) মনে করতেন বলেই দারিদ্র বিমোচনের চেষ্টাকে মুমিনের জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করেছেন। ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়ে ইসলাম দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ম্যাকানিজম নির্দেশ করেছে।[৮]

---

৪. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আয যাকাত, অনুচ্ছেদ : ওয়াজুবুয যাকাত, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., খ. ১, পৃ. ১০৯, হা. নং ১৩৯৫

৫. cv¸ ³, পৃ. ১১০, হা. নং ১৪০২

৬. আল-কুরআন, ২২ : ৪১

৭. আল-কুরআন, ৫৯ : ০৭

৮. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, Avj-KiAv‡b A_bxwZ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ৫৯৮

Dhaka University Institutional Repository

এসব ম্যাকানিজমের মধ্যে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা অন্যতম। কেননা কুরআন মাজীদে যাকাতের যে আটটি খাত [৯] বর্ণিত হয়েছে তা যদি কার্যকর রাখা যায় তবে এর মাধ্যমে দরিদ্র, অক্ষম ও অভাবগ্রস্থ লোকদের পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা যায়। ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় সালাতের গুরুত্ব যেমন অপরিহার্য তেমনি যাকাতের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। যাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুখী সমৃদ্ধিশালী প্রগতিশীল কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আল্লাহর বাণী-

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ.

অর্থ : "তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও"।[১০] উনিশ শতকে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার সূচনা হলেও মূলত বিশ শতকে পাশ্চাত্যে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজ কল্যাণ নীতির উদ্ভব ঘটে। একবিংশ শতকে কল্যাণ রাষ্ট্র বলতে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা উন্নয়নকেই বুঝায়। যে রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাই কল্যাণ রাষ্ট্র। আর সামাজিক নিরাপত্তা বলতে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের নূন্যতম অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তাকেই বুঝায়। কল্যাণ রাষ্ট্র এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা যেখানে নাগরিকের একটি সাধারণ জীবনযাত্রার মানের নিশ্চয়তা থাকে। দারিদ্রপূর্ণ সমাজে মানবতাবোধ লোপ পায়। মানুষ যে কোন নিষ্ঠুর আচরণে জড়িয়ে পড়ে দারিদ্রের কারণে, মানুষ আক্বিদা-বিশ্বাস মোটকথা ধর্মকেও বিসর্জন দিতে পারে। আমাদের দেশসহ পৃথিবীর বহু দেশের অসংখ্য মানুষ শুধু দারিদ্রের কারণে এনজিওদের প্রলোভনে পড়ে ধর্ম ত্যাগ করছে। মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে বলেছেন "এটি অত্যন্ত সংগত কথা যে দারিদ্র মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়"।[১১] শুধু এ কারণে মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্রতা ও কুফরী হতে একসাথে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেছেন-

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ".

৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

অর্থ : "নিশ্চয় সাদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বন্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়"।

১০. আল-কুরআন, ০২ : ৪৩

11. ছিকাতুল ইসলাম আল-কালিনী, Dmjj Kvdx, বৈরুত : দারুল মুরতাদা লিত-তবা'আহ ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি'য়ি, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কুফরী ও দারিদ্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।[১২]

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী এ ব্যাপারে বলেন, ''ইসলাম ধনাঢ্যতাকে আল্লাহর নি'আমাত মনে করে যার শোকর আদায় করা উচিত। আর দারিদ্রকে মনে করে মুছিবাত যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা আবশ্যক''।[১৩] আশ্চর্যের বিষয় হলো দারিদ্রের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকলেও বিশ্বের মোট সম্পদের পরিমাণ মোট জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় কিন্তু কম নয় বরং অনেক বেশি। আসলে মূল সমস্যা হলো বণ্টন ব্যবস্থায়। যে সমস্যার সমাধানে ইসলামের যাকাত ব্যবস্থার কার্যকারিতা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। যাকাতভিত্তিক সমাজে কারো পক্ষে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার কোন সুযোগ নেই। আবার কারো পক্ষে গরীব থাকার সম্ভাবনাও নেই। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান। আর ইসলামের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো যাকাত। আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের ভাষায় যাকাতকে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধান বলা যায়। বলতে দ্বিধা নেই, যখন পাশ্চাত্যে বিশ্ব শতকের মাঝামাঝি সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়, তখন সাত শতকে ইসলাম সামাজিক নিরাপত্তা বিধান তথা সমাজকল্যাণ নীতির ফলপ্রসূ প্রয়োগ করে যথার্থ কল্যাণ রাষ্ট্রের মডেল বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছে, যখন এ পৃথিবীতে সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার নাম নিশানাও ছিল না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম নির্দেশিত যাকাত ব্যবস্থা অনিবার্য ফলশুধারায় এ বাস্তবতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।

৩.১.১.১ যাকাতের আভিধানিক অর্থ

যাকাত একটি ব্যাপক প্রত্যয়। এটি আরবী শব্দ **زكوة** থেকে গৃহীত। যার অর্থ পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা, অতিরিক্ত, পরিবর্ধন (Growth), শুচিতা, শুদ্ধি ও বৃদ্ধি পাওয়া।[১৪] যাকাতের আরেক অর্থ বর্ধিত হওয়া, আশীর্বাদ (Blessing) এবং প্রশংসা অর্থেও ব্যবহৃত হয়, কুরআন ও হাদিসে যাকাতের এ সব তাৎপর্য নিহিত। আল্লামা জুরযানী বলেন- **الزكاة فى اللغة الزيادة** অর্থাৎ যাকাতের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত।[১৫] আল্লামা শাওকানী বলেন-

---

১২. ইমাম নাসায়ী, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল-ইস্তি'আযাহ, অনুচ্ছেদ : বাবুল ইস্তি'আযাতি মিনাল ফাকরি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ৫৪৮২

১৩. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, Bmjv‡g 'wi' we‡gvPb, (মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ অনুদিত), ঢাকা : সেন্টাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ২৫

১৪. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি., খ. ২১, পৃ. ৪৭৫

১৫. আল্লামা আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল জুরযানী, AvZ-Zv©ixdvZ, করাচী : কাদিমী কুতুবখানা, তা. বি., পৃ. ৮৩

الزكاة مأخوذة من الزكاء وهو النماء. زكا الشيئ اذا نما وزاد رجل زكا أي زائد الخير. وسمى جزء منى المال زكوة أى زيادة مع أنه نقص منه لأنها تكثر بركته بذلك أو تكثر أجر صاحبه.

অর্থ : "যাকাত শব্দটি মূল **زكاء** এর অর্থ প্রবৃদ্ধি, বর্ধিত হওয়া। কোন জিনিস বৃদ্ধি পেলে এই শব্দ বলা হয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। খুব বেশী কল্যাণময় হলে তা **زكى** বলা হয়। আর ধন সম্পদের একটা অংশ বের করে দিলে তাকে যাকাত বা প্রবৃদ্ধি পাওয়া বলা হয়, অথচ তাতে কমে। তা বলা হয় এ জন্য যে যাকাত দিলে তাতে বরকত বেড়ে যায় বা যাকাতদাতা অধিক সওয়াবের অধিকারী হয়।[১৬] ইবনুল মানযুর বলেন, যাকাত শব্দের অর্থ হলো পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি ও আধিক্য।[১৭] সাদী আবু জীব বলেন, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে সম্পদ কমলেও প্রকারান্তে এর পরিবর্ধন ঘটে। এছাড়া এর মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে সমাজ হয় মুক্ত ও পবিত্র।[১৮] আবুল হাসান বলেন, যাকাতের অর্থ, **الطهارة والنماء والبركة والمدح** অর্থ : পবিত্রতা, বৃদ্ধি, বরকত ও প্রশংসা।[১৯] আল মুজামুল অসীতে আছে, আভিধানিক অর্থ **زكا** যে জিনিস ক্রমশ বৃদ্ধি পায় ও পরিমাণে বেশী হয়। **زكافلان** অমুক ব্যক্তি যাকাত দিয়েছে অর্থ-সুস্থ ও সুসংবদ্ধ হয়েছে। অতএব, যাকাত হচ্ছে বরকত, পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা-সুসংবদ্ধতা।[২০]

৩.১.১.২ যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের পর সম্পদে পূর্ণ এক বছরকাল অতিক্রম করলে ঐ সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বলেন, শরীয়াতের দৃষ্টিতে যাকাত শব্দটি ধন-মালে সুনির্দিষ্ট ও ফরযকৃত অংশ বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন যাকাত পাওয়ার যোগ্য অধিকারী লোকদের নির্দিষ্ট অংশের ধন-মাল দেয়াকে যাকাত বলা হয়।[২১] মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী বলেন, প্রত্যেক সাহিবে নিসাব মুসলমান তার মাল থেকে শরীয়তের নির্ধারিত পরিমাণ মাল ঐসব

---

১৬. মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী, Zvdmxiæ dvZwnj K'xi, করাচী : আল মাকতাবাতুল হাবীবিয়্যাহ, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৬২

১৭. ইবনুল মানযুর আল আফরিকী, wjmvbj Avive, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি., খ. ১৪, পৃ. ৩৫৮

১৮. ড. সাদী আবু জীব, Avj-°gmj wdKnx, করাচী : ইদারাতুল কুরআন, তা. বি., পৃ. ১৫৯

১৯. আবুল হাসান, ZvbRxgj AvkZvZ, দেওবন্দ : জিয়া বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫ খ্রি., খ. ২, পৃ. ২

২০. ইব্রাহীম মাদকুর, Avj-gÔRvgj IqwmZ, কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭২ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৩৯৬

২১. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, Bmjv‡gi hvKvZ weavb, (মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত), ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি., পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

লোকদের জন্য বের করবে শরীয়াত অনুযায়ী যাকাত নেয়ার যারা হকদার।[২২] ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ কিতাবে বলা হয়েছে, ধন-সম্পদের যে নির্ধারিত অংশ শরীয়ার বিধান মোতাবেক আল্লাহর পথে ব্যয় করা মানুষের ওপর ফরয করা হয়েছে, তাকেই যাকাত বলে।[২৩] মোটকথা, নিজের অর্থ-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ অভাবী মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়াকে যাকাত বলে। এটাকে যাকাত বলার কারণ হল এভাবে যাকাত দাতার অর্থ সম্পদ এবং তার নিজের আত্মা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শরিয়ত নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ কুরআনে বর্ণিত আট প্রকারের কোন এক প্রকার লোক অথবা প্রত্যেককে দান করে মালিক বানিয়ে দেয়াকে যাকাত বলে।

৩.১.১.৩ যাকাতের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামের ৫টি স্তম্ভ বা ভিত্তির একটি যাকাত। ঈমান ও নামাযের পরেই যাকাতের স্থান। আল্লাহর কালাম আল কুরআনে যাকাতের ব্যাপারে বারবার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল-কুরআনের নামায কায়েমের কথা বলার সাথে সাথে অনেক স্থানে যাকাত আদায়ের প্রসঙ্গটিও এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ .

অর্থ : “মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র, যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, যারা যাকাত দান করে থাকে”।[২৪] স্মর্তব্য যে, যাকাত ব্যবস্থা শুধু উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর নয় বরং অতীতের সকল নবীদের উম্মতের ওপরও অপরিহার্য পালনীয় ও প্রচলিত ছিল। তবে সম্পদের পরিমাণ এবং ব্যয়ের খাত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছিল। আল কুরআনুল কারীমে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে। যেমন সাইয়্যেদুনা ইবরাহীম (আ.) এবং তার বংশের নবীদের কথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ.

---

২২. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী, Avmvb †dKvn, (আব্বাস আলী খান অনূদিত), ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০১০ খ্রি., খ. ২, পৃ. ২৩

২৩. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi cÂ¯Í¤¢, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৪ খ্রি., ৩য় সং, পৃ. ৪৭৫

২৪. আল-কুরআন, ২৩ : ০১-০৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো। তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে"।[২৫] ইসমাঈল (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

অর্থ : "সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত"।[২৬] মূসা (আ.) এর প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ.

অর্থ : "আর আমি আমার দয়া তা-তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যপ্ত। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে"।[২৭] ঈসা 'আলাইহিস সালাম এর সময়কার অবস্থা বর্ণনায় রাব্বুল আলামীন-

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.

অর্থ : "যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে"।[২৮]

মোটকথা, সে প্রাচীন যামানা থেকেই সকল নবী-রাসূলদের উম্মতের ওপর নামাজ ও যাকাত ফরয হিসেবে পালনীয় ছিলো। কোন নবীর সময়কালেই দ্বীন ইসলাম দুটো ফরয থেকে মুক্ত ছিল না। তবে উম্মতে মুসলিমার বর্তমান পর্যায়ে ধনীদের সম্পদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসেব করত প্রতিবছর যাকাত আদায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যাকাত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের মধ্যে আল্লাহ নির্ধারিত অবশ্য কর্তব্য ও বাধ্যতামূলক প্রদেয় হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যাকাত ছাড়া দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করে না। আল্লাহর বাণী-

والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.

অর্থ : "আর যাদের ধন সম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক এবং বঞ্চিতদের জন্য নির্দিষ্ট অধিকার"।[২৯] ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নামায এবং রোযার সম্পর্ক মানুষের দৈহিক পরিশ্রম ও মনের সাথে সম্পৃক্ত, পক্ষান্তরে যাকাত ও হজ্বের সম্পর্ক অর্থের সাথেও রয়েছে। বিশেষভাবে যাকাত ধনী বা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ওপরই ফরয হয়ে থাকে।

---

২৫. আল-কুরআন, ২১ : ৭৩

২৬. আল-কুরআন, ১৯ : ৫৫

২৭. আল-কুরআন, ০৭ : ১৫৬

২৮. আল-কুরআন, ১৯ : ৩১

২৯. আল-কুরআন, ২৫ : ২৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। একজনের হাতে বিপুল অর্থ-সম্পদ জমা হওয়াকে ইসলাম পছন্দ করে না। ইসলাম চায় ধনী-গরিব সবাই স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করুক। তাই দরিদ্রের প্রতি লক্ষ্য করে যাকাতের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله ﷺ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

অর্থ : জারির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদি'আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন-"আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করি নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনার ওপর"।[৩০] অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

نْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي صُهَيْبٌ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ أَبِي سَعِيدٍ يَقُولاَنِ خَطَبَنَا رَسُولُ ، ﷺ يَوْمًا فَقَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ". ثَلاَثَ مَرَاتٍ ثُمَّ أَكَبَّ فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي لاَ نَدْرِي عَلَى مَاذَا حَلَفَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فِي وَجْهِهِ الْبُشْرَى فَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ثُمَّ قَالَ " مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلاَّ فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ ادْخُلْ بِسَلاَمٍ " .

অর্থ : আবু সায়ীদ রাদি'আল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নসিহত করছিলেন। তিনবার শপথ করে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমযানের রোযা রাখবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সব ধরনের কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য অবশ্যই বেহেশতের দরজা খুলে দিয়ে বলবেন, "তোমরা নিরাপদে তাতে প্রবেশ কর"।[৩১] আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول : "حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء".

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "তোমরা নিজেদের মালের যাকাত প্রদান করে তা হিফাজত কর আর সদকা দিয়ে রোগীদের রোগ আরোগ্য কর"।[৩২] যারা যাকাত আদায় করে না তাদের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির সংবাদ এসেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما ا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير.

---

৩০. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : বাবু কওলির রসূলি (সা.) আদ-দ্বীনু আন-নসীহাতু লিল্লাহি ওয়া লি-রসূলীহি ওয়া লি-আম্মাতিল মুসলিমীন ওয়া আম্মাতিহীম, প্রাগুক্ত, হা. নং ৫৭

৩১. ইমাম নাসায়ী, Avm-mbvb, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু ওয়াজুবিয যাকাত, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৪৫০

৩২. আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমাদ আত-তবারানী, Avj-gÕRvgj Kvexi, রিয়াদ : মাকাতাবায়ে ইবনে তাইমিয়াহ, হা. নং ৪৩৩৬

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত"।[৩৩] হাদীসে এসেছে,

عن أبي هريرة أن رسول قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না। সে কিয়ামতের দিন একটি অগ্নিখ¨ নিয়ে আসবে যদ্বারা তার কপালে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে"।[৩৪] যাকাত গরিবের প্রতি কোন করুণা নয় বরং তার হক-যা ধনী ব্যক্তিকে অবশ্যই আদায় করতে হবে।

৩.১.১.৪ যাকাত ফরজ হওয়ার হিকমত

যাকাত ফরজ হওয়ার পেছনে অসংখ্য হিকমত রয়েছে। যেমন- সম্পদ উপার্জনের যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে অনেক তারতম্য রয়েছে। আর এ তারতম্য কমিয়ে ধনী-গরিবের মাঝে ভারসাম্য আনার জন্য মহান আল্লাহ যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ দেখা যায় কিছু মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ছে, অর্থ-কড়ি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত আছে এবং প্রাচুর্যের চূড়ান্ত শিখরে অবস্থান করছে আর কিছু লোক দারিদ্র সীমার একেবারে নীচে অবস্থান করছে। মানবেতর জীবনযাপন করছে। আল্লাহ এ ব্যবধান দূর করার জন্যই তাদের সম্পত্তিতে যাকাত ফরজ করেছেন। যাতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কমে যায় এবং ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর হয়। অন্যথায় দেশে বা সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, ফিতনা-ফাসাদ ও হত্যা-লুণ্ঠন ছড়িয়ে পড়বে। বিঘ্নিত হবে সামাজিক শৃংখলা ও স্থিতি। এছাড়া যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো, যাকাত মানুষকে কৃপণতা থেকে বিরত রাখে। মানুষকে পরোপকারী, অন্যের ব্যথায় সমব্যথী, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহমর্মী হতে সাহায্য করে। অধিকাংশ দেশেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় যাকাত দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সহায়তা করে দারিদ্র দূর করতে। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। ভাবমর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে এবং আত্মমার্যাদা ও সম্মানবোধ বৃদ্ধি পায়। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে দূরত্ব

---

৩৩. আল-কুরআন, ০৩ : ১৮০

৩৪. ইমাম আবু দাউদ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু ফী হুকুকিল মাল, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ১৬৫৮

Dhaka University Institutional Repository

কমে আসে। তাদের মাঝে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের সেতুবন্ধন রচিত হয়। দূর হয় পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ। কারণ গরিবরা যখন ধনীদের সম্পদ দ্বারা উপকৃত হয় এবং তাদের সহানুভূতি লাভ করে, তখন তাদের সহযোগিতা করে এবং তাদের স্বার্থ ও সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট হয়। যাকাত আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ এবং ধন-সম্পদের বরকত বাড়িয়ে দেন। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقُوا.

অর্থ : "সদকা করার কারণে কখনো সম্পদ কমে না, অতএব তোমরা সদকা কর"।[৩৫] দান-খয়রাত করলে সম্পদের পরিমাণ কমলেও সম্পদের বরকত কমে না। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পদকে তার ভবিষ্যতের জন্য বরকতময় করে দেন এবং তার দান খয়রাতের কারণে তাকে এর চেয়ে উত্তম সম্পত্তি দান করেন। যাকাত একটি সমাজ বা দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও গতিশীলতাকে স্বাভাবিক রাখার নিশ্চয়তা বিধান করে। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থাই বর্তমান অর্থব্যবস্থার সব প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নানাবিধ সমস্যার যুৎসই সমাধান। যাকাত মানবাত্মাকে কৃপণতা থেকে মুক্ত করে। যাকাত নামক এ ইবাদতে মালি বা অর্থনৈতিক ইবাদত আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর অনুগ্রহ ও রহমতকে ত্বরান্বিত করে। যাকাত আদায় করা আল্লাহর সাহায্য লাভের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز, الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة.

অর্থ : "আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে"।[৩৬] ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং দ্বীনি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় যাকাতের কোন বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.

অর্থ : "অতএব যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে দীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই। আর আমি আয়াতসমূহ যথাযথভাবে বর্ণনা করি এমন কওমের

---

৩৫. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, gmbv‡' Avngv', অধ্যায় : মুসনাদুল আশারাতিল মুবাশ্বারাতি বিল জান্নাতি, অনুচ্ছেদ : হাদীছু হাবশি বিন জানাদা আস-সুলুলী (রা.), রিয়াদ : বায়তুল আকবার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৮ খ্রি., হা. নং : ১৬৭৭

৩৬. আল-কুরআন, ২২ : ৪০-৪১

Dhaka University Institutional Repository

জন্য যারা জানে" ।[৩৭] যাকাত আদায় করা মুমিনদের বিশেষ গুণ। যে ব্যাপারে আল্লাহ প্রশংসা করে বলেন–

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

অর্থ : "আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" ।[৩৮] যাকাত আদায় করা আল্লাহর ঘর আবাদকারীদের বিশেষ গুণ। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে তাদের সম্পর্কে বলেন-

ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.

অর্থ : "একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যারা আলাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আলাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, ওরা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে" ।[৩৯]

৩.১.১.৫ যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

যাকাত বণ্টনের ব্যাপারে আল-কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

অর্থ : "সাদাকাহ (যাকাত) তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্থ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান" ।[৪০] মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আলোকে যাকাত ব্যয়ের খাত ৮টি। যেমন-নিঃস্ব ফকীর (**الفقير**), অভাবগ্রস্থ মিসকীন (**المسكين**), যাকাত বিভাগের কর্মচারী (**العامل**), যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য (**مؤلفة القلوب**), দাসমুক্তির জন্য (**الرقاب**), ঋণভারাক্রান্তদের জন্য (**الغارمون**), আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য।

৩.১.১.৬ যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার প্রবর্তন

---

৩৭. আল-কুরআন, ০৯ : ১১

৩৮. আল-কুরআন, ০৯ : ৭১

৩৯. আল-কুরআন, ০৯ : ১৮

৪০. আল-কুরআন, ০৯ : ৬০

Dhaka University Institutional Repository

যাকাতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র দূর করা। এতে শুধু ব্যক্তি বা সমাজই নয় রাষ্ট্রও সমানভাবে উপকৃত হয়। দারিদ্র মানবতার এক নম্বর শত্রু। যে কোন দেশের ও সমাজের জন্য এটা একটি জটিল সমস্যা। দারিদ্রের ফলে সমাজে হতাশা ও বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। পরিণামে দেখা দেয় মারাত্মক সামাজিক সংঘাত। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধ ঘটে দারিদ্রের জন্য। এ সকল সমস্যার সমাধানকল্পে রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে যাকাতের বিধান প্রাপ্ত হন। যাকাত আলণ্ঢাহ তা‘আলার হুকুম এবং অন্যতম মৌলিক ফরয। ইসলামের পাঁচটি স্ড়ম্ভের অন্যতম। যাকাত ইসলামী অর্থনীতির মূল স্ড়ম্ভ ও ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্বের অন্যতম উৎস। এটি একটি সমাজকল্যাণমূলক বিধান। আলণ্ঢাহর সন্ড়েষ লাভের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার কোন নির্দিষ্ট মালের নির্ধারিত অংশের স্বত্ব অর্পন করাকে যাকাত বলা হয়। পবিত্র কুরআনে বিরাশি স্থানে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। সাধারণত মানুষের ধারণা যাকাত প্রদান করলে সম্পদ কমে যায় অথচ আলণ্ঢাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

ا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آ م مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

অর্থ : “মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক, আলণ্ঢাহর দৃষ্টিতে তাহা ধন সম্পদ বৃদ্ধি করে না, কিন্তু আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তা বৃদ্ধি পায়, উহারাই (যাকাত সাদকা প্রদানকারী) সমৃদ্ধিশালী”।[৪১] যাকাত আদায় ও তার যথাযথ ব্যবহার সমাজে আয় ও সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বণ্টনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বলিষ্ঠ ও গুর্ত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে বণ্টিত ও ব্যবহৃত হয় যাদের প্রকৃতই বিত্তহীন শ্রেণিভূক্ত। এদের মধ্য রয়েছে গরীব, মিসকীন, ঋণগ্রস্থ, মুসাফির এবং ক্ষেত্র বিশেষে নও মুসলিম। কিন্তু বাংলাদেশে এখন রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় করা হয় না এবং তা বিলি বণ্টনেরও ব্যবস্থাও নেয়া হয় নি।

৩.১.১.৭ যাকাত আদায় করার দায়িত্ব

যাকাত আদায় করার দায়িত্ব সরকার বা রাষ্ট্রের। কিন্তু সমকালীন দুনিয়ায় ইসলামী অনুশাসন না থাকায় কোথাও যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালু নেই। যার কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবে তো বটেই ব্যক্তি পর্যায়েও যাকাত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীনতা দেয়া যায়। কিয়ামতের কঠিন বিপদের দিনে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে হলে যাকাত আদায় করতে হবে অবশ্যই। এ ক্ষেত্রে কোনো অজুহাত আল্লাহ তা‘আলার কাছে গৃহীত হবে না। প্রতাপশালী বিচারকের সামনে জবাবদিহিতা

৪১. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯

নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। যেভাবে হোক না কেন যাকাত দিতেই হবে-রাষ্ট্র বা সরকার যাকাত আদায় করতে আসুক বা না আসুক। মসজিদে ইমাম নেই বলে যেমন নামাজ থেকে মাফ পাওয়া যায় না যাকাত উসুলকারী রাষ্ট্র বা লোক নেই বলে যাকাত আদায়ের কঠিন ফরজ থেকেও পলায়নের সুযোগ নেই। ব্যক্তিগত উদ্যোগে হলেও যাকাত দিতে হবে। অন্যথায় যাকাত অনাদায়ের যে শাস্তি নির্ধারিত আছে তার অবধারিত কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই।

৩.১.১.৮ যাকাত না দেয়ার কঠোর শাস্তি

যারা যাকাত দিবে না কিংবা যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করবে তাদেরকে কঠোর ও ভয়াবহ শাস্তির ভয় প্রদর্শন করার বিষয়ে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। এখানে ভয় প্রদর্শনের মূলে চেতনাহীন মন মানসে চেতনা সৃষ্টি এবং লোভী ও স্বার্থপর মানুষকে দানশীল বানানোর উদ্দেশ্যে নিহিত আছে। মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত দানে উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে লোকদেরকে কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যাকাত প্রদান না করলে তার ভয়াবহ শাস্তি বর্ণনায় কুরআনের ভাষ্য-

ﹻنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ.

অর্থ : “আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যে দিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে, সেদিন বলা হবে এটাই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর”।[৪২] অন্য আয়াতে এসেছে-

ﹻينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا.

অর্থ : “যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহর নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে, আর আমি আখিরাতে কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি”।[৪৩] এ ব্যাপারে শাস্তির ভয়াবহতা হাদীসে বর্ণিত আছে-

---

৪২. আল-কুরআন, ০৯ : ৩৪-৩৫

৪৩. আল-কুরআন, ০৪ : ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ . ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: (لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) " الآيَةَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ যাকে ধন-মাল দিয়েছেন, সে যদি তার যাকাত আদায় না করে, তা হলে কিয়ামতের দিন তা একটি বিষধর অজগরের রূপ ধারণ করবে, যার দু’চোখের উপর দু’টো কালো চিহ্ন রয়েছে। বলবে, আমিই তোমার ধন-মাল, আমিই তোমার সঞ্চয়। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য এটা মঙ্গল, এটা যেন তারা মনে না করে। না এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলায় বেড়ী হবে। আসমান ও জমিনের স্বত্বাধিকারী একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত আছেন”।[৪৪] সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

অর্থ : “আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “স্বর্ণ ও রৌপ্যের যে মালিকই তার উপর ধার্য হক আদায় করে দেবে না, কিয়ামতের দিন সেগুলোকে তার পার্শ্বে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেয়া হবে। পরে তার উপর জাহান্নামের আগুনে তাপ দেয়া হবে, সে উত্তপ্ত বস্তু দ্বারা তার পার্শ্ব, ললাট ও পৃষ্ঠে দাগ দেয়া হবে; সে দিন যার সময়কাল ৫০ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ। শেষ পর্যন্ত লোকদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে। পরে তাকে তার পথ দেখানো হবে। হয় জান্নাতের দিকে নতুবা জাহান্নামের দিকে। গরু বা ছাগলের মালিকও যদি তার উপর ধার্য হক আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে আসা হবে, সেগুলো নিজেদের

---

৪৪. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু ইছমি মানিয়িয-যাকাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository

দু'ভাবে বিভক্ত পায়ের খুর দিয়ে মালিককে লাথি মারবে এবং তার শিং দ্বারা তাকে গুঁতোবে যখনই তার উপর অপরটি এসে যাবে, প্রথমটি প্রত্যাহার করা হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বান্দাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন, যে দিনের সময়কাল তোমাদের গণনামতে ৫০ হাজার বছরের সমান। পরে তাকে তার পথ দেখানো হবে, হয় জান্নাতের দিকে নতুবা জাহান্নামের দিকে"।[৪৫] যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের জন্য শরীয়াতসম্মত শাস্তির কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রশাসক এ শাস্তি কার্যকর করবেন। আবু বকর (রা.) রাষ্ট্রপ্রধান থাকা অবস্থায় যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

ـ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ
قَلَ: لا إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، **فَقَلَ:** اللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ
بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى
سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: **فَوَ** مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ
قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

অর্থ : "রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর সাক্ষ্য দিবে। তারা যদি তা করে তাহলে তাদের রক্ত তথা জান ও মাল আমার নিকট নিরাপত্তা পেয়ে গেল। তবে ইসলামের অধিকার আদায়ের জন্য কিছু করার প্রয়োজন হলে তা তাদের উপর বর্তাবে। হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে বলেন, অবশ্যই আমি যুদ্ধ-লড়াই করবো যদি কেউ সালাত ও যাকাতের ব্যাপারে পার্থক্য সৃষ্টি করে। কেননা যাকাত মালের হক। আল্লাহর কসম, যদি কেউ একটি ছাগল ছানা দিতে অস্বীকৃতি জানায় যা তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় দিত, তাহলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়াই করবো"।[৪৬]

৩.১.১.৯ দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা

দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। মহান রাববুল আলামীন, মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদীনসহ সকল ইমাম ও ইসলামী চিন্তাবিদ যাকাতের ব্যাপারে বারবার তাগিদ দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে বলা যেতে পারে, যাকাত আদায় করা আমাদের জন্য অপরিহার্য করণীয় কাজ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের

৪৫. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু ইছমি মানিয়িয-যাকাত, আল কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., খ. ১, হা. নং ৯৮৭

৪৬. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু ওয়াজুবিয-যাকাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১৩৩৫

Dhaka University Institutional Repository

চালিকাশক্তি যাকাত। যে ব্যাপারে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অর্থ ক্ষুধা-দারিদ্র্, সন্ত্রাস-নৈরাজ্য, চাঁদাবাজী, দুর্নীতি, হতাশা, শ্রেণি-বৈষম্য, অসহনশীলতা, অনৈক্য, দুশ্চিন্তামুক্ত, পারস্পরিক সহযোগিতা সহমর্মিতা এবং কল্যাণ কামনার বুনিয়াদে সকল সামাজিক শ্রেণি বৈষম্য দূর হয়ে সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব কল্যাণময়তা বিরাজ করে। পরস্পর এগিয়ে আসে একে অপরের দুঃখ দুর্দশা মোচন করবে। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে ভ্রাতৃত্ব ও ভারসাম্যমূলক এই সামাজিক ব্যবস্থার নাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। যে সমাজ আমাদের কাছে স্বপ্নের সোনার হরিণ, আজকের আধুনিক ধনতান্ত্রিক বিশ্ব যে সমাজের কথা কল্পনাও করতে পারে না, সে সমাজ উপহার দিয়েছে ইসলাম, এখন থেকে আরো প্রায় পনের শত বছর আগে। খুন, রাহাজানি, হত্যা-কলহ, সূদ, ক্ষুধা, দারিদ্র্, অন্যায়-অবিচার, অনৈতিকতা, শ্রেণি-বৈষম্য, যিনা-ব্যাভিচার, হত্যা ধর্ষণসহ সব অন্যায় অসামাজিক কাজ ছিল যে সমাজের অলংকার, সে শতধাবিভক্ত সমাজকে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নের সোনালী সমাজে পরিণত করেছিলেন ইসলাম নামক শান্তির নির্ঝরণীয় মাধ্যমে। যাকাত ছিল যে সমাজের সকল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের রূপকার।

৩.১.১.৯.১ দুশ্চিন্তামুক্ত সমাজ গঠন

এ কথা অবিসংবাদিত সত্য যে, যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতি সম্পূর্ণরূপে দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারে। একটি সুখী, সুন্দর ও উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিত্তশালী মুসলিমদের অবশ্যই তাদের সম্পদের একটি অংশ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের দুর্দশা মোচনের জন্য ব্যয় করতে হবে। এর ফলে যে শুধু অসহায় এবং দুঃস্থ মানবতারই কল্যাণ হবে তা নয়, সমাজে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য অনেকখানি হ্রাস পাবে। কোন ব্যক্তির কাছে অর্থ-সম্পদ নেই; যাকাত তাকে অর্থের যোগান দেবে, মৃত্যুর পরে তার পরিবার পরিজন ও সন্তানদের লালন-পালন করবে, বেকার, অক্ষম, বিকলাঙ্গ, রুগ্ন ও বিধবাদের সম্মানজনক জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দেবে। এর সহজ সরল সমীকরণ এ যে, আজ এক ব্যক্তি বিত্তবান আছে বিধায় সে অন্যদেরকে সাহায্য করবে। কারণ কাল সে যদি অভাবী হয়ে পড়ে, তখন অন্যরা তাকে সহযোগিতা করবে। মারা গেলে স্ত্রী, সন্তান, সন্ততির অবস্থা কি হবে সে চিন্তারও কোন দরকার নেই। কারণ তার দায়িত্বও যাকাত ব্যবস্থার সফরে টাকা শেষ হয়ে গেলে কি হবে? এ চিন্তা থেকেও মুক্তি দেবে যাকাত। এক্ষেত্রে সমাজের একজন সদস্যের দায়িত্ব হলো সে তার সম্পদের অতিরিক্ত অংশ হতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত ফান্ডে দিয়ে রাখবে যাতে এ অর্থ তার দুঃসময়ে রক্ষা করতে পারে। এভাবে যদি কোন ব্যক্তির জীবনে অর্থ চিন্তা না থাকে, ক্ষুধার চিন্তা না থাকে, তার স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতির দারিদ্রের ভয় না থাকে, তাহলে সম্পূর্ণরুপে হতাশামুক্ত সমাজ গঠিত হবে। আর যে সমাজে অর্থ চিন্তা থাকে না, সে সমাজে চুরি, ডাকাতি,

Dhaka University Institutional Repository

হত্যা, লুণ্ঠন, চাঁদাবাজি, আত্মসাৎ, জবরদখল, সুদ-ঘুষসহ সব অনৈতিক কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৩.১.১.৯.২ যাকাত ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণে সেতুবন্ধন

প্রকৃতপক্ষে যাকাত ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ইসলামী নৈতিকতা ও অর্থনৈতিক বিধান মেনে চললে সমাজে কখনও ধনী দরিদ্রের আকাশ চুম্বি পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে না। বর্তমানে শ্রেণিবিভক্ত, বৈষম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার কারণে এক শ্রেণির লোক সব সময় অবহেলিত। একমাত্র যাকাত ব্যবস্থাই পারে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। প্রকৃতপক্ষে যাকাত, সাদকা দান উপঢৌকন, আপ্যায়ন, খাদ্য বিতরণ, সালাম বিনিময় এ সকলের মাধ্যমে সম্প্রীতি, ঐক্যবোধ পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এবং কল্যাণ কামনার বুনিয়াদের সকল বৈষম্য দুর হয়ে সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বভিত্তিক কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ইসলামে সামাজিক বৈষম্য দূর করে সাম্য মৈত্রীর সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাকাত বিধান এক বিস্ময়কার ব্যবস্থার নাম।

৩.১.১.৯.৩ যাকাত ব্যবস্থায় ধনীদের সম্পদে দরিদ্রের অধিকার

যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনীদের সম্পদে গরীবদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের ব্যবস্থা করেছেন। যাকাত দুঃস্থ দরিদ্রের প্রতি ধনীদের দয়া বা অনুকম্পা নয় বরং অধিকার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

অর্থ : “এবং তাদের সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতদের হক”।[৪৭] অন্যত্র বলা হয়েছে, ধনীদের যা প্রদান করতে বলা হয়েছে তা বদান্যতা নয়, বরং গরীবদের অধিকার **حق** অধিকার হিসেবেই তা গরীবদের নিকট ফেরত আসা উচিত। বস্তুত গরীবরাই তাদের শ্রম দ্বারা জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করে।

৩.১.১.৯.৪ অভাব, দুর্দশা, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ গঠনে যাকাত

যাকাতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার দারিদ্র বিমোচন, যা সামাজিক নিরাপত্তার মূল চালিকা শক্তি। যাকাত বণ্টনের ৮টি খাতের মধ্যে ৪টি খাতই (ফকির, মিসকিন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্থ) সর্বহারা, অসহায়, অভাবগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য নিবেদিত। এছাড়া নও মুসলিমের খাতটাও বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে এর মধ্যে আসতে পারে। ওমর (রা.) মিসকিনের খাতটিকেও সম্প্রসারিত করে বেকার বা কর্ম-

৪৭. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থানহীনদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেন। অথচ এর ১২০০ বছর পরে উইলিয়াম বেভারিজ এটাকে কল্যাণ নীতির অন্তর্ভূক্ত করেন। এছাড়া অষ্টম খাতটিও সামাজিক অভাবে পতিতদের জন্য। এর দ্বারা বুঝা যায় দারিদ্র দূর করাই যাকাতের মূল লক্ষ্য। যাকাত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুঃখ কষ্ট নিবারণ করে। এটি অভাবীদের জন্য স্বস্তি ও ভাগ্যোন্নয়নের শ্রেষ্ঠ উপায়। দুঃস্থ, অভাবগ্রস্থ, মানুষের সমাধানে যাকাতই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। যাকাত অভাবগ্রস্থকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে হবে যাতে সে আর অবভাগ্রস্থ না থাকে। কোন কোন ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, যাকাত গ্রহীতাকে এক বছরের প্রয়োজন পূরণ করে দিতে হবে। কেউ কেউ আবার সারা জীবনের প্রয়োজন পূরণ করে দেয়ার কথাও বলেছেন। ওমর (রা.) বলেছেন যখন দিবেই তখন স্বচ্ছল বানিয়ে দাও। দারিদ্র মানুষের পয়লা নম্বরের দুশমন। যে কোন সমাজ ও দেশের জন্য এটা জটিল ও তীব্র সমস্যা। সমাজের হতাশা ও বঞ্চনার অনুভূতির সৃষ্টি হয় দারিদ্রের মাধ্যমে। পরিণামে দেখা দেয় মারাত্মক সামাজিক সংঘাত। এ সমস্যা সমাধানের জন্য যাকাত ইসলামের অন্যতম মূখ্য হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে ইসলামের সোনালী যুগ থেকে।

৩.১.১.৯.৫ যাকাত সম্পদ পবিত্র করে এবং সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপন করে

মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে যাকাত দেয় তা তার নিজের জন্য পবিত্রকারী। এ কাজটিকে যাকাত বলার কারণ হলো এভাবে যাকাতদাতার অর্থসম্পদ এবং তার নিজের আত্মা পবিত্র ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া অর্থ সম্পদ থেকে আল্লাহর বান্দাদের অধিকার বের করে দেয় না, তার অন্তরে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা নেই। সে সাথে তার আত্মা থেকে যায় অপবিত্র। কেননা আল্লাহ যে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এ জন্য তার অন্তরে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা নেই। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে এসেছে-

نْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

অর্থ : "তাদের সম্পদ হতে যাকাত (সাদাকা) গ্রহণ করবে, যা দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে"।[৪৮] যাকাত ধনী ব্যক্তিদের সম্পদকে পবিত্র করে। যে পরিমাণ অর্থ সম্পদ যাকাত হিসেবে ধনীদের উপর ফরয হয় তাতে দাতার কোন নৈতিক ও আইনগত অধিকার থাকে না। এ অর্থ সম্পদ গ্রহীতার অধিকার হিসেবেই চিহ্নিত হয়। দাতা যাকাত দিতে ব্যর্থ হলে তার অর্থ এ দাঁড়ায় যে তিনি অন্যের সম্পদ বেআইনী ভোগ দখল করছেন। এ বেআইনী সম্পদকে ভোগ দখল করার কারণে তার সব সম্পদ অপবিত্র হয়ে যায়। যাকাত কেবল দাতার সম্পদকে পবিত্র করে না বরং তার হৃদয়কে সুনির্মল ও প্রসারিত করে। তার মন-মানস আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা

৪৮. আল-কুরআন, ০৯ : ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

চেতনামূলক হয়ে সমাজ কেন্দ্রিক সঞ্জিবীত হয়। সাথে সাথে সম্পদ লিপ্সা ও স্বার্থপরতা ইত্যাদি দূর হয়। যাকাত প্রাপ্তির ফলে গ্রহীতার মন থেকে ধনীদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ-সংঘাত, শত্রুতা ও ঘৃণার মানসিকতা দূর হয়ে যায়। যার কারণে সমাজের সর্বস্তরে সম্প্রীতি বিরাজ করে সহমর্মিতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৩.১.১.৯.৬ যাকাত মজুদদারী বন্ধ করে এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করে

যাকাত অর্থ সম্পদ দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে বণ্টন করার মাধ্যমে শুধু সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় না বরং অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। দরিদ্র মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে বাজারে কার্যকর চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গতিশীল হয় অর্থনীতি। আমরা যে সমাজে বসবাস করি তার কল্যাণ ও উন্নতির সাথেই আমাদের কল্যাণ ও উন্নতি জড়িত। এ কথা সত্য যে, আপনি যদি আপনার অর্থ সম্পদ হতে আপনার অপরাপর ভাইদের সাহায্য করেন তবে তা আবর্তিত হয়ে বহু কল্যাণ সাথে নিয়ে আপনার কাছেই ফিরে আসবে। কিন্তু, যদি সংকীর্ণ দৃষ্টির বশবর্তী হয়ে তা নিজের কাছেই জমা করে রাখেন কিংবা কেবল নিজের ব্যক্তি স্বার্থে ব্যয় করেন তবে শেষ পর্যন্ত তা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে বাধ্য। আবার মজুদদারিকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। মজুদদারীর কারণে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয় এবং দ্রব্যমূল্য হু হু করে বেড়ে যায়। ইসলাম মজুদ সম্পদের ওপর যাকাত ধার্য করার কারণে অর্থ সম্পদ মজুদ করাকে নিরুৎসাহিত করেছে। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন-

حَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ .

অর্থ : “আলণ্ডাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আলণ্ডাহ কোন অতি কুফরকারী পাপীকে ভালবাসেন না” ।[৪৯]

৩.১.১.৯.৭ যাকাত ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা

প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তি যদি তার অর্থ সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়, ঋণগ্রস্থ হয়ে যায় তাহলে যাকাত তার ঋণ পরিশোধ করবে, তার হারানো ব্যবসা বা অর্থ সম্পদ ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথ সহযোগিতা করবে। এখানে বলা দরকার যে, তারা এমন ঋণগ্রস্থ যে, নিজের অর্থ সম্পদ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করলে আর নিসাব পরিমাণ অর্থ নিজের কাছে থাকে না। এমন ব্যক্তি উপার্জনশীল হোক, ফকীর বলে পরিচিত হোক কিংবা ধনী হোক সর্বাবস্থায় তাকে যাকাত থেকে সাহায্য করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থার কারণ হলো ইসলাম কখনও কোন ব্যক্তির ওপর যুলুম করে না। ব্যক্তি যখন ধনী ছিল তখন তার অর্থ থেকে রাষ্ট্র উপকৃত হয়েছে আর

৪৯. আল-কুরআন, ০২ : ২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সে যখন দরিদ্র হয়ে গেছে তখন তাকে ইসলাম ফেলে দেবে? কখনো নয় বরং তার হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য যাকাত তার দয়ার ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দেবে। যাকাত আদায়ের আটটি খাতের মধ্যে ঋণমুক্তি তাইতো একটি অন্যতম খাত। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

অর্থ : "সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্থ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণভারাক্রান্তদের আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"।[৫০]

৩.১.১.৯.৮ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যাকাতের ভূমিকা

জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য যাকাতের অর্থ দিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব। যাকাতের অর্থ দিয়ে গরীব অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের বই পুস্তক, খোরাক, পোশাক, শিক্ষা উপকরণসহ লিল্লাহ বোর্ডিং এ উন্নততর ও গুণগত শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গরীব অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া যাবে।

৩.১.১.৯.৯ উৎপাদন বৃদ্ধিতে যাকাতের ভূমিকা

আল্লাহ প্রদত্ত ও নির্দেশিত যাকাত ব্যবস্থায় অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যাকাত নিঃস্ব ব্যক্তিদের ভিক্ষার হাতকে কর্মের হাতে রূপান্তরিত করে। যে কোন উৎপাদন কাজে শ্রমের সাথে পূঁজির সংযোজন অনস্বীকার্য। মানুষ তার শ্রমের মাধ্যমে বিস্ময়কর উন্নয়ন ঘটাতে পারে, কাজে লাগাতে পারে অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদকে, পারে মরুভূমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করতে। তবে এর জন্য প্রয়োজন যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার যা অর্থনীতির ভাষায় পুঁজি দ্রব্য বলা হয়ে থাকে। পুঁজির অভাবে বহু কর্মক্ষম দরিদ্র জনগোষ্ঠী বেকারত্ব জীবন যাপন করছে। যাকাতের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করে এই সকল দরিদ্র জনশক্তিকে উৎপাদন কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

৩.১.১.৯.১০ দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের আরো কতিপয় পদক্ষেপ

এদেশের তথা সারা পৃথিবীতে অসংখ্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নিজ পরিবারে গলগ্রহ হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার কারণে পাশ্চাত্য পরিবার প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার কারণে

---

৫০. আল-কুরআন, ০৯ : ৬০

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধ বয়সে সেখানকার নারী পুরুষেরা তাদের সন্তান-সন্ততি হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সরকারের করুণায় বেঁচে থাকে। অথচ যাকাত দিতে পারে তাদের সুন্দর স্বপ্নীল জীবনের নিরাপত্তা। নিম্নে দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের আরো কতিপয় পদক্ষেপ তুলে ধরা হল-

১. কন্যা দায়গ্রস্থ পিতা অর্থের অভাবে কন্যা বিবাহ দিতে পারে না। এ সমস্ত অক্ষম পিতার কন্যার বিয়েতে যাকাত তার নিজস্ব ফান্ড থেকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দিয়ে দিবে।
২. মুসাফিরদের সাহায্য প্রদান, দরিদ্র শিশুদের পুষ্টি সাহায্য, ইয়াতীম প্রতিপালনে ব্যবস্থা গ্রহণ, শীত বস্ত্র বিতরণ, স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার, নও-মুসলিম পুনর্বাসন, ইউনিয়ন মেডিকেল সেন্টার স্থাপন, অসহায় মায়েদের প্রসবকালীন সাহায্য প্রদান, ঋণগ্রস্থ কৃষকদের ঋণ পরিশোধে সহায়তাসহ নানামুখী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে যাকাত তার সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী শান্তির সমাজ কায়েমে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।
৩. এছাড়া দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে সহযোগিতা, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত ভাতা প্রদান, দুঃস্থ পরিবারের জন্য গরু-ছাগলসহ অন্যান্য পশু কিনতে সাহায্য দান, গৃহহীনদের গৃহ তৈরী করে দেয়া, অসহায় গরীব মানুষের গৃহস্থালী আসবাবপত্র ক্রয় করতে সহযোগিতা করাসহ সব প্রকার উন্নয়ন কর্মসূচিতে যাকাতের সরব উপস্থিতিই সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ, জাতি, ডিজিটাল সমাজ গড়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে।
৪. যাকাতের মূল উদ্দেশ্যই তো (ক) গরীবের প্রয়োজন পূরণ, (খ) ধনীরা তাদের কষ্টোপার্জিত সম্পদকে বিলিয়ে দেয়ার চেতনা ও (গ) আল্লাহর নৈকট্য লাভ এ টার্গেট পুরণ করার নিমিত্তেই আর্থ-সামাজিক বহুবিধ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

অতএব বলা যেতে পারে, একমাত্র যাকাত ব্যবস্থাই বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে কাঙ্খিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম ইনশা'আল্লাহ।

৩.১.২ উশর

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্ড়বায়নে পূর্ব পর্যন্ড় আরব ভূখন্ডে ভূমি রাজস্বের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন। সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের জন্যে তিনি একটি নির্দিষ্ট হারে উশর নির্ধারণ করেছিলেন। কৃষি কাজের উপযুক্ততার দিক থেকে জমির দুটি শ্রেণি রয়েছে-সেচবিহীন ও সেচযুক্ত। প্রথমোক্ত ভূমি আল্লাহর অফুরন্ড় রহমত বৃষ্টির পানিতেই সিক্ত হয়। অন্যটিতে মানুষ কায়িক শ্রম, পশুশ্রম বা যন্ত্রের সাহায্যে জলসেচ করে কৃষি কাজের জন্য উপযুক্ত করে নেয়। এই উভয় ধরনের জমির উশরের

ব্যাপারে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ড় ঘোষণা করেন তা নিন্মরূপ-

فيما سقت السماء والأنهار والعيو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر.

অর্থ : "মুসলমানদের নিকট থেকে উশর (এক-দশমাংশ) আদায় করবে। এই পরিমাণ ফসল ঐসব জমি হতে গ্রহণ করা হবে যা বৃষ্টি বা ঝর্ণার (স্বাভাবিক) পানিতে সিক্ত হয়। কিন্তু যেসব জমিতে স্বতন্ত্রভাবে পানি সেচ করতে হয় সেসব হতে এক-বিংশতি অংশ (নিসফে উশর) আদায় করতে হবে"।[৫১] এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে, প্রতিটি মুসলিম তার জমিতে বছরে যা কিছু উৎপন্ন হোক না কেন তা থেকে উশর অর্থাৎ এক-দশমাংশ এবং ক্ষেত্র বিশেষ উশরের অর্ধেক অর্থাৎ এক বিংশতি অংশ বায়তুল মালে জমা দেবে। অবশ্য নিসাব পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হলে তবেই উশর আদায় করতে হবে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজ ও জাতি বঞ্চিত; সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মানুষ শুধু বঞ্চিত হয়, বরং শোষিত ও নিপীড়িত। এ অবস্থা যেন আদৌ সৃষ্টি না হয় সেজন্য চৌদ্দশত বছর পূর্বেই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিস্বত্ব নীতি ঘোষণা করেছিলেন। আব্বাসীয় খিলাফত পর্যন্ড় সে নীতি অনুসারে ভূমির বিলি-বণ্টন ও মালিকানা নির্ধারিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চূড়ান্ড় ফায়সালা করে দিয়েছেন, জমি জায়গা সব কিছুই আল্লাহর। মানুষ তাঁরই দাস। অতএব যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি চাষ উপযোগী ও উৎপাদনক্ষম করে তুলবে তার মালিকানা লাভে সেই-ই অগ্রাধিকার পাবে।[৫২]

অনাবাদি, অনুর্বর, মালিকহীন ও উত্তরাধীকারহীন জমি-জায়গা এবং যে জমিতে কেউ চাষাবাদ ও ফসল ফলানোর কাজ করে না তা ইসলামী রাষ্ট্রের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ ব্যাপারে সকল মুসলমানদের সাধারণ ও নির্বিশেষে অধিকার স্বীকার ও সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনই নীতি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।[৫৩] ইসলামে মাত্র এক প্রকার ভূমিস্বত্বই স্বীকৃত-রাষ্ট্রের সঙ্গে ভূমি মালিকের সরাসরি সম্পর্ক। জমিদার, তালুকদার, মানবদার প্রমুখ মধ্যস্বত্বভোগীর কোন স্থান ইসলামে নেই। সে কারণে শোষণও নেই। উপরন্ড় উশর (ক্ষেত্র বিশেষে উশরের অর্ধেক) ও খারাজ দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় জমির মালিক বা কৃষকদের উপর ইনসাফ ও ইহসান করা হয়েছে। জমি পতিত রাখাকে ইসলাম সমর্থন করে নি, সে জমি রাষ্ট্রের

৫১. ইমাম আবু দাউদ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আয যাকাত, অনুচ্ছেদ : সাদাকাতুয যার'আ, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৫৯৬

৫২. cÖv¸³, হা. নং ১৫৯৭

৫৩. ইমাম আবু ইউসুফ, wKZvej LvivR, বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ২৫৬

হোক আর ব্যক্তিরই হোক। জমির মালিক যদি বৃদ্ধ, পঙ্গু, শিশু বা স্ত্রীলোক হয় অথবা চাষাবাদ করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হয় তবে অন্যের দ্বারা জমি চাষ করাতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে-

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه.

অর্থ : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার অতিরিক্ত জমি রয়েছে সে তা হয় নিজে চাষ করবে, অন্যথায় তার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাবে অথবা তাকে চাষ করতে হবে"।[৫৪] অন্য এক হাদীসে রাসূলুলাহ সাল্লাল্ল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- সে জমি নিজেরা চাষ কর কিংবা অন্যদের চাষ করাও।[৫৫] উপরে বর্ণিত হাদীস দু'টির আলোকেই ওমর ফারূক (রা.) হযরত বিলাল ইবনুল হারেস (রা.) এর নিকট হতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত জমির যে পরিমাণ তাঁর চাষের সাধ্যাতীত ছিল তা ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং মুসলিম কৃষকদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করে দিয়েছিলেন।

৩.১.২.১ উশরের পরিচয়

عشر শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো **جزء واحد من العشرة** বা এক দশমাংশ।[৫৬] পরিভাষায় **عشر** বলা হয়-

احد اجزاء العشرة او نصفه يؤخذ من الارض العشرية.

অর্থ : উশরী জমিনে উৎপাদিত শস্যের এক দশমাংশ বা তার অর্ধেক গ্রহণ করাকে **عشر** বলা হয় [৫৭]। যদি আলণ্ঢাহর দেয়া প্রাকৃতিক পানি দ্বারা জমি আবাদ করে, তাহলে এক দশমাংশ, আর যদি নিজস্ব পানি দ্বারা আবাদ করে, তাহলে নিসফে উশর তথা বিশ ভাগের একভাগ দান করবে। ইসলামী পরিভাষায় জমির ফসলের যাকাতকে উশর বলা হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

---

৫৪. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : বাবু কিরায়িল আরদি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৩৯৯৮

৫৫. cÖv¸³, হা. নং ৪০০১

৫৬. আব্দুল হাই লাখনবি রহ, nwkqv‡q wn'vqv, দিল্লী : আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি., খ. ২, পৃ. ২৭০

৫৭. মুফতি আমীমুল ইহসান, KvIqwq' j wdKvn, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ২৪৩

অর্থ : "হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত"।[৫৮] জমি থেকে উৎপন্ন সব ধরণের ফসলের ওপর উশর ফরজ। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় উশর আদায়ের কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হত। এদেরকে 'সাহিবুল উশর' বলা হতো।[৫৯] বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় উশর আদায়ের ব্যবস্থা না থাকলেও দীনদার লোকজন তা আদায়ের উদ্যোগ নিতে পারেন। একজন বৃহৎ জমিদার যেমন যান্ত্রিক উপকরণ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে একদিকে সময় ও শ্রমের সাশ্রয় এবং অপরদিকে বিপুল বাড়তি ফসল উৎপাদন করে, তেমনি একজন ক্ষুদ্র কৃষক নিজের হাত, পা ও গবাদী পশু ব্যবহার করে উভয়ের মধ্যে বৈষম্য করার কোন যৌক্তিকতা বা শরীয়তসম্মত ভিত্তি নেই। তবে সরকারী খাজনা তথা ভূমিকর (সেচের নয়) উশরের আগে পরিশোধ করা নতুন ও প্রাচীন বহু ফিকাহবিদই অনুমোদন করেছেন। এর সপক্ষে তাদের প্রমাণ হলো, খাজনা সরাসরি ভূমি উন্নয়ন, অধিক ফসল ফলানো বা কৃষি ব্যয়ের সাথে জড়িত নয়। তাই উশরের হিসাব করার আগে এটিকে উৎপাদন থেকে বাদ দেয়াতে কোন আপত্তি নেই।

৩.১.২.২ উশর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য

যাকাত অর্থ যে জিনিস ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং পরিমাণে বেশী হয়। অতএব যাকাত হচ্ছে বরকত। যা পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়।[৬০] যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ "পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা"।[৬১] সাদকা শব্দটির কুরআনের মাদানী সুরাগুলোতে **১২** বার ব্যবহৃত হয়েছে। সাদকা ও যাকাত কুরআন-সুন্নাহতে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

---

৫৮. আল-কুরআন, ০২ : ২৬৭

৫৯. ড. ইয়াসিন মাযহার সিদ্দিকী, ivmj mjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg-Gi miKvi KvVv‡gv, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ১৪১

৬০. আরবী ভাষা সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক সংকলিত, Avj-gÔRvgj ImxZ, কায়রো : মাকতাবাতুশ শুরুক আদ-দাওলিয়্যাহ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৩৯৮

৬১. ইবনে মানজুর, †jmvbb Avie, বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৩৬৮

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا.

অর্থ : "তাদের ধন-মাল থেকে সাদাকা গ্রহণ কর। তুমি তার দ্বারা তাদের পবিত্র করবে ও পরিচ্ছন্ন করবে"।[৬২]মিসকিনকে খাবার দেয়া ঈমানের অঙ্গ। তাদেরকে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হবে। কুরআনে ভিখারী, মিসকিন, বঞ্চিত ও নিঃস্বপথিকদের অধিকার আদায়ের কথা বলা হয়েছে। যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। যাকাত অমান্যকারী কাফের। হারাম সম্পদের যাকাত হয় না। যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য আহলে নেছাব ও ১ বছর সময় অতিক্রম করা শর্ত। যেসব জিনিসে উশর ও যাকাত আদায় করতে হয়-মধু, রেশম, দুধ, পূঁজি, মাটির নীচের সম্পদ, ফ্লাট বাড়ী, শিল্প-কারখানা, মৎস সম্পদ, ভাড়া বাড়ী, শস্য ফল, শেয়ার ও বন্ড, উট, গরু ছাগল, দুম্বা। উশর জমির যাকাত বটে, কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত থেকে স্বতন্ত্র। তাই ইসলামে উশরকে যাকাত থেকে ভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়ে উশর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে-

১. উশর দেয়ার জন্য ফসলের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। জমির ফসল বাড়ীতে এনে পরিমাণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সফলের উপর উশর দেয়া ফরজ হয়ে যায়। কিন্তু যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। এই পার্থক্যের কারণে বছরের বিভিন্ন মৌসুমে যে কয়টি ফসল পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটির উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে উশর ফরজ হয়।
২. উশর ফরজ হওয়ার জন্য ঋণ মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। যাকাতের ব্যাপারে ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ বাকী থাকলে তার উপর যাকাত ফরজ হয়। কিন্তু উশর আগে বের করার পর ঋণ পরিশোধ করতে হবে।
৩. উশর ফরজ হওয়ার জন্য সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক (আকেল ও বালেগ) হওয়া শর্ত নয়। নাবালেগ ও পাগল ব্যক্তির ফসলেও উশর ফরজ হয়। কিন্তু তাদের সম্পদে যাকাত ফরজ হয় না।
৪. উশর ফরজ হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়াও শর্ত নয়, শুধু ফসলের মালিক হওয়া শর্ত। যদি কোন মুসলিম অন্য কোন কারও জমি বর্গা অথবা ইজারা নিয়ে ফসল হাসিল করে, অথবা ওয়াকফকৃত জমি চাষ করে ফসল পায় তবে তাতে উশর ফরজ হয়। কিন্তু যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত।

৩.১.২.৩ উশর-যাকাত রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে

ইসলামে সমস্ত কাজেই দলগত ও সমষ্টিগতভাবে সম্পন্ন করতে হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যমূলক বিচ্ছিন্নতা ইসলাম সমর্থন করে না। মসজিদ হতে দূরে অবস্থানরত কোন মুসলমান যদি একাকী নামায পড়ে তবে নামায হবে বটে-কিন্তু ইসলামী শরিয়তে জামা'আতের সাথে নামায পড়ার নির্দেশ

৬২. আল-কুরআন, ০৯ : ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হয়েছে। মুসলমান জামা'আতের সাথে নামায আদায় করুক ইহাই শরিয়তের কাম্য। কালামে পাকে এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মুসলমানদের নিকট হতে মাল (উশর-যাকাত) উসুল করতে আদেশ দিয়েছেন।[৬৩] মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগতভাবে আদায় করতে বলা হয় নি। উপরন্তু যাকাত আদায়ের কর্মচারী খাত দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে যাকাত রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ হতে আদায় করা হবে ও সমষ্টিগতভাবে তা খরচ করবে।

৩.১.৩ খারাজ

'খারাজ' শব্দটি ফার্সী, আরবী ভাষায় বলা হয় (**طسق**) তাসক। 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে বলা হয়েছে-**وعلى أرضهم الطسق** 'তাদের (অমুসলিমদের) ভূমির ওপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে'। এ আরবি **طسق**কেই ইংরেজিতে Task কিংবা Tax বলা হয়।[৬৪] পরিভাষায় ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মালিকানা ও ভোগাধিকৃত জমি হতে যে রাজস্ব আদায় করা হয়, তাকে খারাজ বলা হয়।[৬৫] অমুসলিমদের জমিতে উশর নেই, আছে খারাজ। উশর ইবাদাত হলেও খারাজ শুধু নিছক ভূমি কর। এটা অমুসলিমদের জমির সাথেই নির্দিষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট। খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। ইসলামী রাষ্ট্রকে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিশেষ সতর্কতার সাথে জমির জরিপ ও গুণাগুণ নির্ণয় করে খারাজ নির্ধারণ করতে হয়। খারাজের অর্থ ব্যয় করা যা সৈন্য ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইত্যাদিতে এবং রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যয় ও জনকল্যাণমূলক কাজে।[৬৬] ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কিতাবুল খারাজ'-এ বলা হয়েছে-'খারাজ সমগ্র মুসলিমের-ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সম্মিলিত সম্পদ'।[৬৭] কাজেই খারাজ দারিদ্র বিমোচনে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের কাছে খারাজ উসুল করে দেয়া ওয়াজিব। ইসলামী আইন অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র ছাড়া কোনো রাষ্ট্রে খারাজের বিধান কার্যকর হবে না। কারণ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান খারাজ উসূল করে বায়তুল মালে জমা করে। এবং এর দ্বারা **اعلاء كلمة** এর জন্যে। এ কাজ মুসলিম আইনে পরিচালিত রাষ্ট্র ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং সঙ্গত কারণেই এটা উসূল করার আবশ্যকতা থাকে না।

---

৬৩. আল-কুরআন, ০৯ : ১০৩

৬৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, Bmj¨v‡gi A_©bxwZ, ঢাকা : খয়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ২২৬

৬৫. cÖ¸³

৬৬. ড. ইফসুফ আল-কারযাভী, Bmj¨v‡gi hvKvZ weavb, (মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৪৪৩

৬৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, Bmj¨v‡gi A_©bxwZ, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৪ জিযয়াহ কর

ইসলামের দারিদ্র দূরীকরণের সহায়ক আর একটি উৎস হলো 'জিযয়াহ' কর। 'জিযয়াহ' অর্থ 'বিনিময়'; রাষ্ট্র প্রজা-সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের যে দায়িত্ব গ্রহণ করে, তদেরকে যে নিরাপত্তা দান করে তারই বিনিময়ে প্রয়োজন পরিমাণে কর আদায় করার অধিকার লাভ করে থাকে। ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় 'জিযইয়া' বলা হয়-ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম নাগরিকদের নিকট হতে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে একটি বিশেষ কর গ্রহণ করা।[৬৮] এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এসেছে,

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

অর্থ : "যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অধীনতা ও রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে জিযইয়া দিতে প্রস্তুত হবে"।[৬৯] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন অমুসলিম প্রজাদের প্রধানত দু'টি কর্তব্য রয়েছে। প্রথমত রাষ্ট্রের পূর্ণ আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা এবং দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনায় আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সাধ্যানুযায়ী অর্থ দান করা।[৭০]

৩.১.৫ আল-ফাই

মুসলমানগণ যুদ্ধ ব্যতীত যে সম্পদ লাভ করে বা যা মুসলমানগণের দখলে আসে এবং বিজিত দেশসমূহের যে ভূ-সম্পত্তি তাদের অধিকারভূক্ত হয় তাই 'ফাই'। আল-কুরআনুল কারীম ফাই ব্যয়ের ক্ষেত্রে দারিদ্র দূরীকরণকে প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ . وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ اتَّقُوا اللَّهَ. ۖ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

অর্থ : "আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফাই হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও মুসাফিরদের এটি এ জন্য যে, যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে। রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও

---

৬৮. C\/¸ ³, পৃ. ২৩৭

৬৯. আল-কুরআন, ৯ : ২৯

৭০. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, Bmj\/‡gi A_b\©Z, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর”।[৭১] দারিদ্র বিমোচনে এ প্রকার সম্পদও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যয় করতেন। সুতরাং আল-ফাই দারিদ্র দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

৩.১.৬ সাদাকাতুল ফিতর

রমাদানের সওম পালন করার পর ঈদুল ফিতরের দিন প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি গরীবদের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে যে শস্য কিংবা তার মূল্য রোযার ফিতরা বাবদ বণ্টন করেন-একে ‘সাদাকাতুল ফিতর’ বলা হয়। সাদাকাতুল ফিতর ফরয। এ সদাকাহ প্রত্যেক বিত্তশালী তার নিজের, পরিবার-পরিজনের ও পোষ্যদের পক্ষ থেকে আদায় করতে বাধ্য। এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عَنْ بْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ** تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদি‘আল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের প্রত্যেক গোলাম, স্বাধীন ব্যক্তি, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের ওপর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন”।[৭২] যাকাতের তুলনায় সাদাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত। সাদাকাতুল ফিতর ব্যক্তিগত দান হলেও মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে তা আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হতো। ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে একেও রাষ্ট্রীয় আয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. লিখেছেন, ইসলামী খেলাফতের যুগে এ সাদাকাহ বায়তুলমালে জমা করা হতো এবং তথা হতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী এলাকার গরীবদের মধ্যে তা বণ্টন করা হত।[৭৩] এমনিভাবে সাদাকাতুল ফিতর দারিদ্র বিমোচনে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ এক ‘সা’, দেশের প্রচলিত খাদ্য থেকে তা পরিশোধ করতে হবে। আবু সায়িদ খুদরি রাদি‘আল্লাহু আনহু বলেন-

كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم صاعًا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.

---

৭১. আল-কুরআন, ৫৯ : ০৭

৭২. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আয যাকাত, অনুচ্ছেদ : মান তাহিল্লু লাহুল মাসআলাহ, দিল্লী : আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি., খ. ২, হা. নং ১৬৩৬

৭৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, Bmjv‡gi A_bxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "আমরা ঈদুল ফিতরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক 'সা' খাদ্য প্রদান করতাম, তখন আমাদের খাদ্য ছিল গম, কিশমিশ, পনির ও খেজুর"।[৭৪] অতএব টাকা, বিছানা, পোশাক ও জীব জন্তুর খাদ্য দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় হবে না, কারণ এটা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিপরীত। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.

অর্থ : "যে এমন আমল করল, যার উপর আমাদের আদর্শ নেই তা পরিত্যক্ত"।[৭৫] এক 'সা' এর পরিমাণ হচ্ছে, দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম ভালো গম। এটা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সা', যার দ্বারা তিনি সাদাকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেছেন। ঈদের সালাতের আগে সাদাকাতুল ফিতর বের করা ওয়াজিব, তবে উত্তম হচ্ছে ঈদের দিন সালাতের পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা। ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বেও আদায় করা বৈধ। সালাতের পরে দিলে আদায় হবে না। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

فَرَضَ رَسُولُ ـِ زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَن أَدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ .

অর্থ : "নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহুদা ও অশ্লীলতা থেকে সওমকে পবিত্র করা ও মিসকিনদের খাদ্য স্বরূপ সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন। যে তা সালাতের পূর্বে আদায় করল, সেটাই গ্রহণযোগ্য সদকা, আর যে তা সালাতের পরে আদায় করল, সেটা অন্যান্য সাদাকার ন্যায় সাধারণ সাদাকা"।[৭৬] আর যদি কেউ ঈদের সালাত শেষ হয়ে যাওয়ার পর ঈদ সম্পর্কে জানতে পারে, অথবা সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় মরুভূমিতে থাকে, অথবা এমন জায়গায় থাকে যেখানে সদকা গ্রহণ করার কেউ নেই, তাহলে সুযোগ মত আদায় করলেই হবে। আল্লাহ ভাল জানেন।

৩.১.৭ কাফ্ফারা

কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে তা মোচনের জন্য যে কাজ সম্পাদন করতে হয় তাকে কাফ্ফারা বলে। যেমন শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা আদায় করতে হয়। কাফ্ফারা আর্থিকভাবে

---

৭৪. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আবওয়াবু সদাকাতিল ফিতর, অনুচ্ছেদ : বাবু সদাকাতিল ফিতরি সা'উন মিন ত্ব'আমিন, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১৪৩৫

৭৫. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল আক্বদিয়াহ, অনুচ্ছেদ : বাবু নাকদিল আহকামিল বাতিলাহ ওয়া রাদ্দি মুহদাছাতিল উমুর, প্রাগুক্ত, খ. ২, হা. নং ১৭১৮

৭৬. ইমাম আবু দাউদ, Avm mbvb, অধ্যায় : আয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু যাকাতিল ফিতরি, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৬১১

Dhaka University Institutional Repository

আদায় করলে তা দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হতে পারে। কাফ্‌ফারার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ.

অর্থ : "সুতরাং এর কাফফারা হল দশ জন মিসকীনকে খাবার দান করা, মধ্যম ধরনের খাবার, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদের বস্ত্র দান, কিংবা একজন দাস-দাসী মুক্ত করা। অতঃপর যে সামর্থ্য রাখে না তবে তিন দিন সিয়াম পালন করা। এটা তোমাদের কসমের কাফ্‌ফারা, যদি তোমরা কসম কর, আর তোমরা তোমাদের কসম হেফাযত কর"।[৭৭] বাংলাদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে কাফ্‌ফারা আদায়ের নযীর আছে, তবে তা আরো ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন।

৩.১.৮ নফল দান-সাদাকা

صدقةٌ সাদাকাতুন, আরবি শব্দ। যার বাংলা অর্থ হচ্ছে : দান। দারিদ্র বিমোচনে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্যোগ হলো দান-সাদাকা। আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে ধনী ও সম্পদশালী বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। আসলে বিত্তশালীরা বিত্তহীনদের সাথে কেমন আচরণ করে আল্লাহ তা'আলা তা দেখতে চান। বাস্তবতার আলোকে বলতে হয় আজ বিশ্বের মুসলিমরা আল্লাহর কোনো বিধানই যথার্থভাবে পালন করছে না। মুসলিম সমাজ যদি যাকাত, সাদাকা প্রদানে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করত তবে সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজ আজকের মত দারিদ্রের যাতাকলে পিষ্ট হত না। এছাড়াও হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য দানশীলতা ইসলামের অন্যতম শর্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ.

অর্থ : "আর আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। তবে সে বন্ধুর গিরিপথটি অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয় নি। আর কিসে তোমাকে জানাবে, বন্ধুর গিরিপথটি কি? তা হচ্ছে, দাস মুক্তকরণ। অথবা খাদ্য দান করা দুর্ভিক্ষের দিনে। ইয়াতীম আত্মীয়-স্বজনকে। অথবা ধূলি-মলিন মিসকীনকে"।[৭৮] অন্যত্র বলা হয়েছে,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.

---

৭৭. আল-কুরআন, ০৫ : ৮৯

৭৮. আল-কুরআন, ৯০ : ১০-১৬

 Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "সুতরাং যে দান করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সুগম করে দেব"।[৭৯] আয়াতগুলোতে আল্লাহ এ কথাই বলেছেন যে, মায়া-দয়া বর্জিত লোকেরা হেদায়াত পায় না। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় তাঁর সাহাবীগণ রাদি'আল্লাহু আনহুম দানশীলতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার দারিদ্র দূরীকরণে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। মূলত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম দানশীলতাকে প্রতিষ্ঠা করতে যথার্থই সক্ষম হয়েছিলেন।

৩.১.৮.১ দান-সাদাকায় উৎসাহ দান

দারিদ্র বিমোচনে দানশীলতার সুদুরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। এ কারণে রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম দানশীলতা বিকাশে উৎসাহ প্রদান করেছেন। মানুষের চরিত্রের একটা বড় দিক হল সে সবকিছু নিজের কাছে রাখতে চায়। কৃপণতার কারণে ক্রমেই সে সঙ্কুচিত হতে থাকে। রাসুল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম কৃপণতাকে নিকৃষ্ট মানসিক রোগ বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রয়োজনাতিরিক্ত সবকিছু দান করে দেয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। পবিত্র আল-কুরআনে এ দিকে ইঙ্গিত করে আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন-

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ.

অর্থ : "লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি ব্যয় করবে? বলে দাও উদ্ধৃত্ত সবকিছু"।[৮০] রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম এর সাহাবীরা দানশীলতার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার দারিদ্র দূরীকরণে দৃষ্টান্ড় স্থাপন করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

ْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ قَالَ جَ ٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطَئُوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ - قَالَ - ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ .

অর্থ : জারীর বিন আব্দুল্লাহ রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কিছুসংখ্যক বেদুইন কম্বল পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দুরাবস্থা দেখলেন। তারা ভীষণ অভাবগ্রস্থ ছিল। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে সদকার জন্য উৎসাহিত করলেন। এতে করে সবাই তাদের জন্য ছুটে আসেন; কেউ খাদ্য, কেউ বা কাপড় নিয়ে আসেন। আর একজন আনসারী বেশ বড় মাপের অর্থ

৭৯. আল-কুরআন, ৯২ : ০৫-০৭

৮০. আল-কুরআন, ০২ : ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

দান করেন। এতে করে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারায় আনন্দ লক্ষ্য করা গেছে।[৮১] একটি ঘটনার কথাতো সুবিদিত যে, বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে মুসলমানরাই উদারতার সঙ্গে খাদ্য ও বস্ত্র দান করেছিলেন। একইভাবে মুসলমানগণ হুনায়ন ও তায়েফ যুদ্ধের পর হাওয়াজিন গোত্রের ৬০০০ যুদ্ধবন্দীকে পরিধানের কাপড় দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মদীনার আনসারগণ কর্তৃক সর্বস্বত্যাগী মুহাজিরগণকে নিজেদের জায়গা, জমি, বাগিচা, ঘর ও অর্থ সম্পদ দান করার কথা উলেণ্টখযোগ্য। সুতারং দানশীলতার মাধ্যমে পরনির্ভরশীল, নিঃস্ব ও অভাবী মানুষ স্বনির্ভরতা অর্জনের অবলম্বন পেতে পারে।

৩.১.৮.২ দান-সাদাকার ফযীলত

ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা’আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা উহা প্রদান করে থাকেন। এজন্য এ সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলা আবশ্যক। সৎ পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও সৎ পথে উহা ব্যয় করা হলেই তার হিসাব প্রদান করা সহজ হবে। কিয়ামতের দিন যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোন মানুষ সামনে যেতে পারবে না, তম্মধ্যে দু’টি প্রশ্নই ধন-সম্পদ বিষয়ক। প্রশ্ন করা হবে, কোন পথে সম্পদ উপার্জন করেছ এবং কোন পথে উহা ব্যয় করেছ। সন্দেহ নেই ধন-সম্পদ নিজের আরাম-আয়েশ এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে ব্যয় করার অনুমতি ইসলামে আছে এবং অনাগত সন্তানদের জন্য সঞ্চিত করে রাখাও পাপের কিছু নয়। কিন্তু পাপ ও অন্যায় হচ্ছে, সম্পদে গরীব-দুঃখীর হক আদায় না করা। অভাবী মানুষের দুঃখ দূর করার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। অথচ আল্লাহ বলেন-

وَالذِينَ فِي أموَالِهِمْ حَقٌّ معلومٌ، للسائل وَالمحرُوم.

অর্থ : “এবং তাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক রয়েছে। ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত (অভাবী অথচ লজ্জায় কারো কাছে হাত পাতে না) সকলের হক রয়েছে”।[৮২] অধিকাংশ মানুষ দান-খয়রাত করতে চায় না। মনে করে এতে সম্পদ কমে যাবে। তাই সম্পদ সঞ্চিত করে রাখতেই সর্বদা সচেষ্ট থাকে, এমনকি নিজের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও খরচ করতে কৃপণতা করে। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلمَ، قَالَ : يَقُولُ الْعَبْدُ : مَالِي مَالِي، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.

৮১. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সাইয়্যেয়াতান ওয়ামান দা‘আ ইলা হুদা আও দলালাতিন, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ১০১৭

৮২. আল-কুরআন, ৭০ : ২৪-২৫

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদি‘আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- “মানুষ বলে আমার সম্পদ আমার সম্পদ অথচ তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পদই শুধু তার। যা খেয়ে শেষ করেছে, যা পরিধান করে নষ্ট করেছে এবং যা দান করে জমা করেছে- তাই শুধু তার। আর অবশিষ্ট সম্পদ সে ছেড়ে যাবে, মানুষ তা নিয়ে যাবে”।[৮৩] নিম্নে দান-সদকার কয়েকটি ফজীলাত উল্লেখ করা হল-

১. দান-সাদাকা করলে সম্পদ কমে না। আবু কাবশা আল আনমারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি শুনেছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ.

অর্থ : “সাদাকা করলে কোন মানুষের সম্পদ কমে না”।[৮৪] অন্য হাদীসে এসেছে-

الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.

অর্থ : “দান-সাদাকা গুনাহ মিটিয়ে ফেলে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে”।[৮৫]

২. দান সম্পদকে বৃদ্ধি করে দেয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

অর্থ : “যারা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে তার উদাহরণ হচ্ছে সেই বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। আর প্রতিটি শীষে একশতটি করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অতিরিক্ত দান করেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত সুবিজ্ঞ”।[৮৬] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ أَنفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ بِسَبعِ مِائَةِ ضِعْفٍ.

অর্থ : “যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন কিছু ব্যয় করবে তাকে সাতশত গুন সওয়াব প্রদান করা হবে”।[৮৭] হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.

---

৮৩. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি ওয়ার-রক্বায়িক, অনুচ্ছেদ : ...., প্রাগুক্ত, হা. নং ২৯৫৯

৮৪. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি আন রাসূলিল্লাহ (সা.), অনুচ্ছেদ : মা জা‘আ মিছলুদ দুনইয়া মিছলু আরব‘আতা নাফারিন, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ২৩২৫

৮৫. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল ঈমান, অনুচ্ছেদ : মা জা‘আ ফি-হুরমাতিস সলাহ, প্রাগুক্ত, হা.নং ২৬১৬

৮৬. আল-কুরআন, ০২ : ২৬১

৮৭. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, Avj-gmbv‘, অধ্যায় : মুসনাদুল আশারাতিল মুবাশ্বারাতি বিলজান্নাতি, পরিচ্ছেদ : মুসনাদুল বাক্বিয়িল আশারাতিল মুবাশ্বারাতি বিলজান্নাত, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৩৮৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদি‘আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- “যে ব্যক্তি নিজের হালাল কামাই থেকে - আল্লাহ হালাল কামাই ছাড়া দান কবুল করেন না- একটি খেজুর সাদাকা করে, আল্লাহ উহা ডান হাতে কবুল করেন অতঃপর তা বৃদ্ধি করতে থাকেন-যেমন তোমরা ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করে থাক-এমনকি তা একটি পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায়”।[৮৮]

৩. দানকারীর জন্য ফেরেশতা দু‘আ করে। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا .

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- “প্রতিদিন সকালে দু’জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন দানকারীর জন্য দু’আ করে বল, ‘হে আল্লাহ দানকারীর মালে বিনিময় দান কর। (বিনিময় সম্পদ বৃদ্ধি কর)’। আর দ্বিতীয়জন কৃপণের জন্য বদ দু’আ করে বলেন, হে আল্লাহ কৃপণের মালে ধ্বংস দাও”।[৮৯]

৪. দানকারীর দুনিয়া আখিরাতের সকল বিষয় সহজ করে দেয়া হয়। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- “যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করবে, আল্লাহ তার দু’নিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয় সহজ করে দিবেন”।[৯০]

৫. গোপনে দান করার ফযীলত অনেক বেশি। তবে, গোপন-প্রকাশ্যে যে কোনভাবে দান করা যায়। সকল দানেই সওয়াব রয়েছে। আল্লাহ বলেন-

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ.

---

৮৮. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবুস সদাকাতি মিন কাসবিন তয়্যিবিন, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১৩৪৪

৮৯. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবুন ফীল মুনফিকী ওয়াল মুমসিকি, প্রাগুক্ত, হা. নং ১০১০

৯০. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দু‘আ ওয়াত তওবাহ ওয়াল ইসতিগফারি, অনুচ্ছেদ : বাবু ফাদলিল ইজতিমায়ি আলা তিলাওয়াতিল কুরআনি ওয়া আলায যিকরি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৬৯৯

 Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে ফকীর-মিসকিনকে দান করে দাও, তবে এটা বেশী উত্তম। আর তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন"।[৯১]

৬. গোপনে দানকারী কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া লাভ করবে। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত দিবসে সাত শ্রেণির মানুষ আরশের নীচে ছায়া লাভ করবে। তম্মধ্যে এক শ্রেণি হচ্ছে-

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ .

অর্থ : "এক ব্যক্তি এত গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করে বাম হাত জানতেই পারে না"।[৯২]

৭. দান-সাদাকা গুনাহ মাফ করে ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن كعب بن عجرة قال قال لي رسول يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.

অর্থ : কা'ব বিন উজরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন- "হে কা'ব বিন উজরা! সালাত (আল্লাহর) নৈকট্য দানকারী, সিয়াম ঢাল স্বরূপ এবং দান-সাদাকা গুনাহ মিটিয়ে ফেলে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে"।[৯৩] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

অর্থ : "খেজুরের একটি অংশ দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা কর"।[৯৪]

৮. মানুষ কিয়ামতে দান-সাদাকার ছায়াতলে থাকবে। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ , وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ.

অর্থ : উক্ববা বিন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় দান-সাদাকা দানকারী থেকে কবরের গরম নিভিয়ে দিবে। আর মু'মিন কিয়ামত

---

৯১. আল-কুরআন, ০২ : ২৭১

৯২. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবুস সদাকাতি বিল- ইয়ামিন, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১৩৫৭

৯৩. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আবওয়াবুস সাফার, অনুচ্ছেদ : বাবু মা যুকিরা ফী ফাদলিস সালাত, প্রাগুক্ত, হা. নং ৬১৪

৯৪. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুর রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : বাবু সিফাতিল জান্নাতি ওয়ান নারি, প্রাগুক্ত, খ. ২, হা. নং ৬১৯৫

দিবসে নিজের সাদাকার ছায়াতলে অবস্থান করবে”।[৯৫] লোক দেখানোর জন্য দান কিন্তু বর্তমান যুগে অনেক মানুষ এমন আছে, যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করে এবং তা মানুষকে দেখানোর জন্য। মানুষের ভালবাসা নেয়ার জন্য। মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য। মানুষের মাঝে গর্ব অহংকার প্রকাশ করার জন্য। অনেকে দুনিয়াবি স্বার্থ সিদ্ধির জন্যও দান করে থাকে। কিন্তু দান যদি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না হয় তা দ্বারা হয়ত দুনিয়াবি কিছু স্বার্থ হাসিল হতে পারে কিন্তু আখিরাতে তার কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে না। হাদীসে কুদসীতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন-

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

অর্থ : “আমি শিরককারীদের শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমল করে তাতে আমার সাথে অন্যকে শরীক করবে, তাকে এবং তার শিরকী আমলকে আমি পরিত্যাগ করব”।[৯৬] বরং যারা মানুষের প্রশংসা নেয়ার উদ্দেশ্যে দান করবে, তাদের দ্বারাই জাহান্নামের আগুনকে সর্বপ্রথম প্রজ্বলিত করা হবে। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ....... وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ .

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- “সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তিকে দিয়ে জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্বলিত করা হবে। তন্মধ্যে (সর্বপ্রথম বিচার করা হবে) সেই ব্যক্তির, আল্লাহ যাকে প্রশস্ততা দান করেছিলেন, দান করেছিলেন বিভিন্ন ধরনের অর্থ-সম্পদ। তাকে সম্মুখে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর (আল্লাহ) তাকে প্রদত্ত নেয়ামত রাজীর পরিচয় করাবেন। সে তা চিনতে পারবে। তখন তিনি প্রশ্ন করবেন, কি কাজ করেছ এই নি‘আমতসমূহ দ্বারা? সে জবাব দিবে, যে পথে অর্থ ব্যয় করলে আপনি খুশি হবেন এ ধরনের সকল পথে আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছি। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এরূপ করেছ এই উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে বলা হবে, সে দানবীর। আর তা তো

---

৯৫. ইমাম আল-বায়হাকী, ïÔAvej Cgvb, অধ্যায় :........, হায়দারাবাদ : মাজলিসু দায়িরাতুল মা‘আরিফ আন-নিযামিয়া, ১৩৪৪ হি., খ. ৭, হা. নং ৩৩৪৭

৯৬. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি ওয়ার রক্বায়িক, অনুচ্ছেদ : বাবু মান আশরাকা ফী আমালিহী গয়রুল্লাহি, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ২৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

বলাই হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে। তখন তাকে মুখের উপর উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে”।[৯৭]

৯. আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে দ্বিগুন সওয়াব পাওয়া যাবে। সালমান বিন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثِنْتَان: صدقة وصلة.

অর্থ : “মিসকিনকে দান করলে তা শুধু একটি দান হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু গরীব নিকটাত্মীয়কে দান করলে তাতে দ্বিগুন সওয়াব হয়। একটি সাদাকার; অন্যটি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার”।[৯৮] অন্য হাদীসে এসেছে-

عن أبي هريرة عن النبي قال بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد لم تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন এক ব্যক্তি বৃক্ষ ও পানি শূন্য প্রান্তরে ছিল। অতঃপর সে মেঘের কাছ থেকে শব্দ শ্রবণ করে যে, অমুকের উদ্যানকে পানি প্রদান কর। মেঘ কালো পাথরের পানে যায় ও পানি বর্ষণ করে। পানির একটি নালায় ঐ বর্ষিত পানি প্রবেশ করে এবং প্রবাহিত হতে থাকে। অতঃপর সে পানির পিছনে পিছনে যেতে আরম্ভ করে। সেখানে গিয়ে দেখে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কোদাল দ্বারা নিজ বাগানে পানি ঘুরিয়ে দিচ্ছে। অতঃপর সে বাগান মালিককে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার কি নাম? উত্তরে সে বলল, অমুক। এটি সেই নামই ছিল যা সে মেঘের কাছে শ্রবণ করেছিল। বাগানের মালিক তখন আগন্তুক ব্যক্তিকে বলল, যে মেঘ এ পানি বর্ষণ করেছে তার কাছে এই শব্দ শুনেছি অমুকের উদ্যানে পানি বর্ষণ কর, আর সেটি হচ্ছে তোমার নাম। তুমি ঐ বাগানে কি কর? সে বলল, তুমি যখন জিজ্ঞেস করছ তখন বলি, বাগানে যা হয় তা আমি হিসাব করে দেখি এবং

৯৭. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল ইমারাহ, অনুচ্ছেদ : বাবু মান কৃতালা লিররিয়া ওয়াস সুম‘আতি ইসতাহাক্কান নারা, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১৯০৫

৯৮. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : মা জা‘আ ফিস সাদাকাতি আলা যিল করাবাহ, প্রাগুক্ত, হা. নং ৬৫৮

Dhaka University Institutional Repository

তিন ভাগ করি, এক তৃতীয়াংশ দান করি, এক তৃতীয়াংশ নিজে খাই, বাচ্চাদের খাওয়াই, আর এক তৃতীয়াংশ বাগানের জন্য খরচ করি"।[৯৯]

১০. দান-সাদাকা করে খোঁটা দেয়া ঠিক নয়। কারণ দান-সাদাকা করে খোঁটা দেয়া ইসলামে জায়েয নেই। কুরআন-হাদীসে এ ব্যাপারে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى.

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খায়রাতকে বরবাদ করে দিও না"।[১০০] হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبي ذر عن النبي ﷺ قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله ﷺ ثلاث مرارا قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب .

অর্থ : আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামত দিবসে আল্লাহ পাক তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। আবু যার (রা.) বললেন, ওরা ধ্বংস হোক ক্ষতিগ্রস্ত হোক- তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে যে কাপড় পরিধান করে, দান করে যে খোঁটা দেয় এবং মিথ্যা শপথ করে যে ব্যবসায়ী পণ্য বিক্রয় করে"।[১০১]

১১. দানের ক্ষেত্রে হিংসাও করা যায়। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে-

قال رسول الله ﷺ لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار.

অর্থ : নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দু'জন লোক ছাড়া কারো প্রতি হিংসা পোষণ করা যায় না। একজন হচ্ছে সেই লোক যাকে আল্লাহ ধন সম্পদ দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার যোগ্যতাও দিয়েছেন অপরজন যাকে আল্লাহ জ্ঞান ও বিচার শক্তি দিয়েছেন যার সাহায্যে ফায়সালা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়"।[১০২] এখানে অন্যের সুখ সমৃদ্ধ ধ্বংস হয়ে যাক

---

৯৯. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি ওয়ার রক্বায়িক, অনুচ্ছেদ : বাবুস সদাকাতি ফীল মাসাকিনি, প্রাগুক্ত, খ. ২, হা. নং ২৯৮৪

১০০. আল-কুরআন, ০২ : ২৬৪

১০১. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : বাবু তাহরীমি ইসবালিল ইযার, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১০৬

১০২. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফিল হাসাদ, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৯৩৬

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ কামনা করা অর্থে হিংসা ব্যবহৃত হয় নাই। বরং অন্যের সুখ সমৃদ্ধ ধ্বংস কামনা না করে তার মত আমারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক-এখানে এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে।

৩.১.৮.৪ কৃপণের পরিণতি

কৃপণতা একটি নিকৃষ্ট বিষয়। কৃপণতা থেকে মনের মাঝে হিংসা সৃষ্টি হয়। এ কারণে মানুষ লোভী হয়। ফলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং সম্পদের লোভে যে কোন ধরনের অন্যায় ও অবৈধ কাজে পা বাড়ায়। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلوا مَحَارِمَهُمْ.

অর্থ : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা কৃপণতা ও লোভ থেকে সাবধান। কেননা পূর্ব যুগে এই কারণে মানুষ রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, মানুষকে খুন করেছে এবং নানা প্রকার পাপাচার ও হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছে"।[১০৩] এজন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৃপণতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি দ'আয় বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ.

অর্থ : "হে আল্লাহ, তোমার কাছে কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।[১০৪]

৩.১.৯ ফিদিয়া

যেসব লোক বার্ধক্যজনিত কারণে কিংবা দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে, এহেন অবস্থায় তাদের রোযা না রেখে ফিদিয়া আদায়ের সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ : "নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদিয়া– একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে।

---

১০৩. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু তাহরীমিয জুলমি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৫৭৮

১০৪. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুদ দাওয়াত, অনুচ্ছেদ : বাবুত তাওয়ায়ুযি মিনাল বুখলি, প্রাগুক্ত, খ. ২, হা. নং ৬৩৭০

Dhaka University Institutional Repository

আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান"।[১০৫] ফিদিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দারিদ্র বিমোচনের কাজে ব্যয় হতে পারে। এ ফিদিয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যয়িত হতে পারে।

৩.১.১০ দেনমোহর

দেনমোহর এমন সম্পদ যা বিবাহের সময় স্বামী তার স্ত্রীকে প্রদান করে থাকে। ইসলামী আইনে এই সম্পদ স্বামীর পক্ষ থেকে প্রদান করা ফরয। দেনমোহর স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

অর্থ : "আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও"।[১০৬] উল্লেখ্য যে, দেনমোহরের অর্থ ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণির নারীর আর্থিক নিরাপত্তা এবং কখনো কখনো তা দারিদ্র বিমোচনে বড় ধরনের অবদান রাখতে পারে।

৩.১.১১ ঈদ-উল-আযহা বা কোরবানীর ঈদ

উদহিয়া অর্থ হচ্ছে কোরবানী। প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই কোরবানী করা আবশ্যক। এ কোরবানীর গোশতের একটি অংশ আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে তাদের সাহায্য করা হয়। এভাবে কোরবানীর গোশত প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়, তার গুরুত্বও অপরিসীম। কোরবানীর দ্বারা অভাবক্লিষ্ট মানুষকে আর্থিক সাহায্যের আর একটি পথ হলো কুরবানীর পশুর চামড়ার অর্থ প্রদান। কোরবানীর পশুর বিক্রিত চামড়ার মূল্য বা অর্থের পরিমাণও বিপুল। তবে এদেশে ইসলামী শাসন পদ্ধতি না থাকায় যাকাতের মতো চামড়া বিক্রি খাতের টাকাও ব্যক্তিগতভাবে বিলি বণ্টন করা হয়। এমনিভাবে যদি ব্যক্তিগতভাবে বিলি-বণ্টন না করে পরিকল্পিত উপায়ে আদায় ও বণ্টন করা হয় তাহলে দারিদ্র বিমোচনে কোরবানী বিরাট ভূমিকা পালন করবে।[১০৭]

দারিদ্র বিমোচনের সঙ্গে ধর্মীয় ইবাদতেরও আকারে কোরবানীর বিরাট সম্পর্ক রয়েছে। আলণ্ঢাহর এ বিধানকে আলণ্ঢাহর ওয়াস্ড়ের কাজ বলে অবহেলা করলে গুনাহগারের কাতারে শামিল হতে হবে। কেননা একদিকে কোরবানির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে,

---

১০৫. আল-কুরআন, ০২ : ১৮৪

১০৬. আল-কুরআন, ০৪ : ০৪

১০৭. আফতাব চৌধুরী, 'দারিদ্র বিমোচনে ঈদুল আযহা', ˆ'wbK bqv w'MšÍ, ক্রোড়পত্র-অবকাশ, ২২ নভেম্বর, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ৯

অপরদিকে মানব কল্যাণের ও দারিদ্র দূরীকরণের ব্যবস্থাও আলণ্ঢাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল তাতে রেখেছেন। কিন্তু মুসলিম সরকারগুলো দারিদ্র বিমোচনে ইসলামের কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার যেমন কোনও তোয়াক্কাই করছে না, তেমনি কোরবানী থেকে লব্ধ এ সুযোগটিরও সদ্ব্যবহার তাদের দ্বারা হচ্ছে না। দরিদ্রতাও দূর হচ্ছে না। কাজেই, আলণ্ঢাহ তা'আলার কৃত কর্মসূচি কোরবানীর মাধ্যমে দারিদ্র লাঘবের যে সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে কাজে লাগাতে হবে।

পৃথিবীর এমন কোনও জাতি খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, তাদের জীবনে, আনন্দ উৎসব নেই। যে রকমই হোক না কেন, কোনও না কোনও ক্ষেত্রে ছোট কিংবা বড়, কম হোক কি বেশি প্রত্যেকেই আনন্দ উৎসব করে থাকে। এসবের পিছনে যার যেই উদ্দেশ্যই থাক না কেন, এসব আনন্দ উৎসব পালন করতে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এমনকি অর্থের একটা অংশ এর জন্য নির্ধারিত করা হয়। ফলে জাতীয় আয়ের একটা সিংহভাগ অর্থনৈতিক ব্যয়ে পরিণত হয়। এদিক থেকে মুসলমানদের জীবনেও আনন্দ উৎসবের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট রয়েছে। মুসলিম সমাজে দুটি বড় আনন্দ-উৎসব ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা-যেগুলোর অর্থ ব্যয় কেবল খরচের খাতাতেই লেখা হয় না। তা মহান আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক কল্যাণ ও দারিদ্র বিমোচনেও বিরাট ভূমিকা রাখে। অন্যদের জাতীয় উৎসব আর মুসলমানদের জাতীয় উৎসবে এটাই পার্থক্য। ঈদ-উল-আযহা মুসলমানদের সে ধরনেরই একটি জাতীয় উৎসব যার মূল উৎস হচ্ছে নবী ইব্রাহীমের এক মহাত্যাগ। আলণ্ঢাহ সে দিকেই ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন-

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ.

অর্থ : "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ড় প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ড় না আমার পথে তোমাদের প্রিয় বস্ড়ু ব্যয় করবে"।[১০৮] এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আলণ্ঢাহর পথে প্রিয় বস্তুর সব কিছুই নিজের ইচ্ছামত পরিহার করে ত্যাগ করে দিতে হবে। তবেই হবে প্রিয় বস্তুর কোরবানী। তাতেই অপরের জন্য প্রিয় বস্ড়ুর কোরবানী দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। নিজের যা পছন্দ হবে অপরের জন্য তা পছন্দ করতে পারবে। এটাই হচ্ছে কোরবানীর সার্থকতা।

কোরবানীর গোশত-এর একটা অংশ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে তাদের সাহায্য করার জন্যও নির্দেশ রয়েছে। আলণ্ঢাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.

অর্থ : "অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ-দরিদ্রকে খেতে দাও"।[১০৯] নিজেদের খাওয়া মুস্তাহাব এজন্য যে জাহেলিয়াতে যুগে লোকেরা নিজেদের জন্য কোরবানীর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ

১০৮. আল-কুরআন, ০৩ : ৯২

১০৯. আল-কুরআন, ২২ : ২৮

Dhaka University Institutional Repository

মনে করত। আর খাওয়ানো মুস্তাহাব এজন্য যে, এর ফলে দরিদ্রদের সাহায্য হয়ে যায়। যাদের অনেকেই হয়ত অর্থের অভাবে সারা বছরে দু'একবার গোশতের মুখ দেখে না। আলণ্ঢাহ তা'আলা সে দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ.

অর্থ : "সুতরাং তা থেকে খাও। যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়-তাদেরকে খেতে দাও"।[১১০] অতএব কোরবানী দ্বারা সমাজের গরিব-দুঃখীদের সাহায্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট। উলিণ্ঢখিত লোকদের মাঝে কোরবানীর গোশত প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়, তার গুর‍ুত্বও অপরিসীম। কোরবানীর দ্বারা অভাব ক্লিষ্ট মানুষদেরকে আর্থিক আনন্দ দানের আরেকটি পথও খোলা হয়, সেটা হল, কোরবানীর পশুর চামড়া বিক্রির অর্থ কোরবানি দাতাদের ভোগ করার বিধান নেই-গরিবদেরকেই তা দিয়ে দিতে হয়।

৩.১.১২ নযর বা মান্নত

নযর অর্থ মানত। মনোবাসনা পূরণে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানত করা হয়। মানতকারীর মনোবাসনা পূর্ণ হলে তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। মানতের আদায়কৃত অর্থ দ্বারা দরিদ্র লোকজন উপকৃত হয়। মানত কখনো টাকায় আবার কখনো পশুর মাধ্যমেও আদায় করা হয়।

৩.১.১৩ হিবা

হিবা দানের অন্যতম একটি প্রক্রিয়া। হিবা দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যে একটি ভালো উপায়। শরীয়তে হিবা একটি অনুমোদিত বিষয় এবং তা মানুষের ইহ-পরলৌকিক জীবন কল্যাণ সাধনেও অবদান রাখতে পারে। কোন বিনিময় মূল্য বা প্রতিদান ব্যতিরেকে কাউকে নিজের সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর বা দান করা এবং যার অনুকুলে হস্তান্তর বা দান করা হয় সে ব্যক্তি কর্তৃক তা গ্রহণ করাকে হিবা বলা হয়। হিবার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ সম্পদ হালাল।

৩.১.১৪ ওয়াক্ফ

'ওয়াক্ফ' আরবি শব্দ। কোন সম্পত্তি আল্লাহর নামে নির্দিষ্ট করে দেয়াকে ওয়াক্ফ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোন মুসলিম ব্যক্তির বৈধ উপায়ে উপার্জিত স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পদের থেকে মুসলিম উম্মাহ'র কল্যাণের জন্য স্বত্বত্যাগ পূর্বক দান করাকে 'ওয়াক্ফ' বুঝায়। এটি একটি নফল ইবাদত, যার জন্য মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। ওয়াক্ফ করা সদকায়ে জারিয়া (অনন্তকালের জন্য দান বা প্রীতি)। কেননা এ

---

১১০. আল-কুরআন, ২২ : ৩৬

ক্ষণস্থায়ী জীবনে সৎভাবে উপার্জন করে কোন সম্পত্তি মুসলিম জাতির জন্য দান করে গেলে তা মানুষের কল্যাণ বহন করে এবং সদকায়ে জারিয়া হিসেবে বহাল থাকে। যতদিন মানুষ এর ফলে উপকার পেতে থাকবে ততদিন সদকাকারী এর সওয়াব বা পুরস্কার পেতে থাকবে।[১১১]

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ওয়াক্ফ সম্পত্তি একাধারে জনকল্যাণে সহায়ক ও সরকারী ভূমি প্রশাসনেও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। নিঃস্ব ও দরিদ্র মানুষের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণে সহায়তার উদ্দেশ্যে ধনাঢ্য মুসলিম ব্যক্তিবর্গ তাঁদের সম্পত্তি ওয়াকফ করে যান। এক সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে বিপুল সংখ্যক লোকের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো ওয়াকফ সম্পত্তির আয় হতেই। ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় গরীব, মিসকীন, মুসাফির, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ও ইয়াতীমদের জন্য বণ্টন করা হবে।[১১২] বাংলাদেশেও প্রচুর ওয়াক্ফ সম্পত্তি রয়েছে। হাজী মুহাম্মদ মহসিন ওয়াক্ফ এস্টেট, নবাব ফয়জুন্নেসা ওয়াক্ফ এস্টেট এবং নবাব সলিমুল্লাহ ওয়াক্ফ এস্টেট- এর কথা অনেকেরই জানা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সব সম্পত্তির সুষ্ঠু তদারকি ও ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বস্তুত যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত ব্যবহার হলে এ উৎস হতেই যেমন আরো বেশি আয় হতে পারতো, তেমনি বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে অধিকতর কল্যাণমুখী তথা কর্মসংস্থান উৎপাদনক্ষম ও আয়বর্ধনমূলক কাজ করাও সম্ভব হতো। এছাড়া ইতোমধ্যে যেসব ওয়াক্ফ সম্পত্তির পুরো অংশ বা অংশবিশেষ বেদখল হয়ে গেছে সেগুলোর উদ্ধার ও যথাযথ ব্যবহারে সরকার যথার্থ তৎপর হলে দরিদ্র ও অভাবী মানুষের মৌলিক চাহিদার অনেকটাই মিটানো সম্ভব হতে পারে। এভাবে এ সম্পদ দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে বড় ধরণের অবদান রাখতে পারে।

৩.১.১৫ পরিশ্রম করা এবং অলসতা না করা

দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে, সমাজের প্রত্যেক সক্ষম মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করা ও কোনভাবেই অলসতা না করা। কারণ অলস জাতি কখনো উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। ইসলামের দাবি হচ্ছে, সমাজের প্রতিটি সকল মানুষ কাজ করবে এবং অলস জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে না। তাই রিযকের অন্বেষণে ইসলাম প্রত্যেককে পৃথিবী চষে বেড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ

১১১. ড. ইফসুফ আল কারযাভী, Bmjv‡g ‘wi‘ we‡gvPb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

১১২. ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, Av_-mvgwRK mgm¨v mgvav‡b Avj-nv‘x‡mi Ae‘vb : †cwÿZ evsjv‡‘k, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৮৯

হতে আহার্য গ্রহণ করো এবং তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন”।[১১৩] অপর এক আয়াতে এসেছে, আল্লাহ তা’আলা বলেছেন- “নামায শেষ হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও”। [১১৪] উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে, পরিশ্রমই দারিদ্র বিমোচন এবং সম্পদ উপার্জনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাই ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষেত্রে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের জন্য ক্ষতিকর কর্ম ছাড়া ইসলাম কোন পেশা গ্রহণে বাধা প্রদান করে না বরং অনুপ্রেরণা যোগায়। শ্রমবিমুখতাকে ইসলাম ঘৃণা করে। ইসলামে প্রতিটি হালাল উপার্জনই সম্মানজনক মহৎ কাজ। হাদীসে এসেছে-

قَلَ رَسُولُ ـهِ ﷺ "لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ".

অর্থ : রসুলূল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কাঠের বোঝা পিঠে বহন করে বিক্রির নিমিত্তে নিয়ে আসবে। এরপর আল্লাহ তোমার আহার্যের ব্যবস্থা করবেন-এটি মানুষের নিকট হাত পাতার চেয়ে উত্তম”। [১১৫] মহানবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত তাত্ত্বিক বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি বরং মানুষের নিকট নিজের এবং পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেছেন-

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

অর্থ : “নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কখনো আহার করে নি। আল্লাহর নবী দাউদ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ করতেন”। [১১৬] অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قل ما بعث نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদি‘আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠান নি, যিনি ছাগল চরান নি। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, আপনিও কি তাই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি কয়েকটি ক্বিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের

---

১১৩. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫

১১৪. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

১১৫. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : কাসবুর রজুলি ওয়া আমালিহি বি ইয়াদিহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২, হা. নং ২০৭৪

১১৬. c¨, ³, হা. নং ২০৭২

Dhaka University Institutional Repository

ছাগল ভেড়া চরাতাম।[১১৭] বিস্ময়ের কিছু নেই, আমরা ইসলামের ইতিহাসে বহু প্রথিতযশা কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব দেখতে পাই যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন এবং সে কারণে তাদের কারো কারো নামের সাথে আল-জাস্‌সাস (চুন ব্যবসায়ী), আল-খায়রাত (দর্জি), আল-কাত্তান (তুলা ব্যবসায়ী) ইত্যাদি বিশেষণ সংযোজিত হয়েছে। কাজেই ইসলাম 'পরিশ্রম' কে সর্বাধিক মর্যাদা প্রদান করেছে এবং অলসতা ও ভিক্ষাবৃত্তিকে ভীষণভাবে নিরুৎসাহিত করেছে।

পরিশ্রমের মধ্যে অন্যতম একটি পেশা হচ্ছে চাকুরী। চাকুরী জীবিকা নির্বাহে উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত। জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আমাদের দেশে সরকারী আধা-সরকারী, বেসরকারী, ব্যাংক-বীমা, এন.জি.ও. ও ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং স্বায়ত্বশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে। এসব চাকুরীর ক্ষেত্রে ইসলামের মূল দর্শন হলো প্রত্যেক চাকুরে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও স্বচ্ছতার সাথে পালন করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ের মূলনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.

অর্থ : ''তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে"। [১১৮] তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই সকলকে যাবতীয় অনিয়ম, দুর্নীতি যেমন ঘুষ গ্রহণ, স্বজনপ্রীতি অন্যায়ভাবে কাউকে সুযোগ-সুবিধা (undue Facilities) দান, কারো প্রতি জুলুম করা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি-পরায়ণদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।[১১৯] এছাড়াও কর্তব্যে অবহেলা, অনিয়মানুবর্তিতা ও উদাসীনতার দরুন চাকুরীজীবিদের উপার্জন অনেক সময় বৈধতা হারিয়ে ফেলে। পরিশ্রম তথা কাজ করলে সম্পদ বাড়ে। তাছাড়া ব্যক্তি জীবনে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে উৎসাহিত করেছেন যে, ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি নিন্দা করেছেন। হাদীসে এসেছে-

---

১১৭. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল ইজারাহ, অনুচ্ছেদ : বাবু রাইয়িল গনামি আলা ক্বরাবিতা, প্রাগুক্ত, হা. নং ২১৪৩

১১৮. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল ইতকি, অনুচ্ছেদ : বাবুল আবদি রায়িন ফী মালি সায়্যিদিহি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৪১৯

১১৯. ঘুষ গ্রহীতা ও দাতা উভয়ের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

نَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ .

''ঘুষ দাতা ও গ্রহীতাকে আল্লাহ্‌র রাসূল লা'নত করেছেন।" [ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, হা. নং ১৩৩৭; ইমাম আবু দাউদ, Avm-mbvb, হা. নং ৩৫৮০]

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,قَلَ " : لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. "

অর্থ : এ মর্মে যুবাইর ইবনে ‘আউয়াম রাদি‘আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে চলে যাক, পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে এনে বিক্রয় করুক এবং তার চেহারাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখুক এটা তার জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করা, চাই তাকে দান করুক বা না করুক তার চাইতে উত্তম”।[১২০] অতএব উপার্জন করার মনোবৃত্তি ব্যতিরেকে যারা ভিক্ষাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয় তাদের এ ধরনের পেশাকে অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: الَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি‘আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায় সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আগমন করবে যে, তার মুখমণ্ডলে এক টুকরো গোশতও থাকবে না”।[১২১]

৩.১.১৬ আত্মীয়-স্বজনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ

দারিদ্র বিমোচনের জন্য মানুষ শ্রমকে বেছে নিবে ইসলামে এটাই প্রত্যাশিত। তবে যারা কাজ করতে অক্ষম যেমন চির-রোগী, সাময়িক রোগী, প্রতিবন্ধী, নিরুপায়, দুঃস্থ, বেকার তাদের কথা স্বতন্ত্র। ইসলাম তাদেরকে দারিদ্রের তীব্র কষাঘাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। আর তা হচ্ছে, অসচ্ছলের পাশে সচ্ছল আত্মীয়-স্বজন দাঁড়াবে এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করবে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

لُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

অর্থ : “এবং আত্মীয়গণ আল্লাহর বিধানে একে অন্যের চেয়ে অধিক হকদার, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে অধিক জ্ঞানী”।[১২২] ইসলাম আত্মীয়-স্বজনের অধিকারের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআন ও হাদীসে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের হক আদায়ের প্রতি

---

১২০. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবুল ইসতি‘ফাফি আনিল মাস‘আলাহ, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৩৮৪

১২১. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু মান সা‘আলান নাছা তাকাচ্ছুরা, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৪৭৪

১২২. আল-কুরআন, ০৮ : ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ তাকিদ এসেছে। আর যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে কিংবা তাদের হক আদায় করে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে। কুরআন মাজীদে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার বিষয়ে ঘোষিত হয়েছে-

اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى.

অর্থ : "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন"।[১২৩] অপর এক আয়াতে এসেছে-

فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ.

অর্থ : "অতএব তোমরা আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটি উত্তম"। [১২৪] আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الرَّحِمَ سُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ ".

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আত্মীয়তা আল্লাহ রহমানুর রহীমের সাথে জোড়া লাগানো ডালস্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ বলেন, যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখি। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি"।[১২৫] অপর এক হাদীসে আছে-

فمن قطعها حرم الله عليه الجنة".

অর্থ : "যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন"।[১২৬] উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আত্মীয়দের পারস্পরিক হক অন্য লোকের চেয়ে অধিক। এ হক হচ্ছে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন। আত্মীয় মারা গেলে যেহেতু অপর আত্মীয় তার উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে, কাজেই এক আত্মীয় অপর আত্মীয়ের অস্বচ্ছলতার সময় সহযোগিতা করবে এটাই প্রত্যাশিত। আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের অধিকার প্রধানত দু'টি ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়- ক. মীরাসের ভিত্তিতে এবং খ.

---

১২৩. আল-কুরআন, ২৭ : ৯০

১২৪. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৮

১২৫. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল আদাব, অনুচ্ছেদ : মান ওয়াসালা ওয়সালাহুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭, হা. নং ৫৯৮৮

১২৬. নূর উদ্দীন আলী হায়সামী, gvhgvDh hvIqwq' Iqv gvbevDj dvIqwq', অধ্যায় : আল বিররি ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : সিলাতুর রিহমি ওয়া কতয়িহা, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রি., খ. ৮, পৃ. ১৫০, হা. নং ১৩৪৪৫

Dhaka University Institutional Repository

আত্মীয়তার বন্ধনের ভিত্তিতে। প্রথম অধিকারটি সবার জন্য অবধারিত অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন স্বচ্ছল হোক কি অসচ্ছল সর্বাবস্থায় এ হক আদায় করতে হবে। আর দ্বিতীয় অধিকারটি বিশেষত দারিদ্রকালীন সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে-

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ . حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

অর্থ : "আর তোমরা তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে, সচ্ছল তার সাধ্যমত আর অসচ্ছলও তার সামর্থ্যানুযায়ী বিধিমতো খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে"।[১২৭] ফিক্‌হবিদগণ ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয় বিধিবদ্ধ করেছেন : খাদ্য ও পানীয় শীত ও গ্রীষ্মের উপযোগী পোশাক, বাসস্থান ও আনুসঙ্গিক আসবাবপত্র, রোগীর জন্য চিকিৎসা, অক্ষমের জন্য সেবক-সেবিকা, বিয়ের প্রয়োজন রয়েছে এমন নারীকে বিবাহ দেয়া এবং স্ত্রী-পরিজনের ভরণ-পোষণ। তাঁরা আরো বলেন, প্রত্যেক দরিদ্র মুসলিম তার ধনাঢ্য আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ভরণ-পোষণের দাবিতে মামলা দায়েরের অধিকার রাখে। তবে এর জন্য প্রয়োজন ইসলামী শরী'আহ ও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা।[১২৮] কাজেই দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে ধনাঢ্য আত্মীয়-স্বজনের এগিয়ে আসা উচিত।

৩.১.১৭ ওয়াসিয়্যাত

মৃত্যুর পর সমাজ কল্যাণমূলক কাজে বা দরিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে স্বীয় সম্পদের একাংশ দান করার ঘোষণা দেয়ার নাম ওয়াসিয়্যাত। মোট সম্পদের সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়্যাত করা যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-." الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ " অর্থ : "এক তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়্যাত কর। কেননা এক তৃতীয়াংশ অনেক বেশি অথবা বড়"।[১২৯]

৩.১.১৮ 'আল-কার্‌যুল হাসান' বা করযে হাসানা

যে ঋণ বিনা সুদে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে প্রদান করা হয় তাকে 'করযে হাসানা' বলা হয়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়কাল হতে মুসলিম সমাজে 'আল-কার্‌যুল হাসান' পদ্ধতি চালু হয়ে আসছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ সমাজের দরিদ্র ও অভাবী মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের শর্তে 'আল-কার্‌যুল হাসান' প্রদান করতেন। পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, প্রীতি, ভালবাসা ও সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য দরিদ্র, অসহায়, নিঃস্ব ও অভাবী লোকদের নিঃস্বার্থভাবে

---

১২৭. আল-কুরআন, ০২ : ২৩৬

১২৮. ড. ইফসুফ আল কারযাভী, Bmjv‡g 'wi' we‡gvPb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

১২৯. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল ওয়াসা'আ, অনুচ্ছেদ : আল-ওয়াসিয়্যাতু বিস্‌সুলুসি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০, হা. নং ২৭৪৩

ঋণ প্রদান করা স্বাবলম্বীদের কর্তব্য। এর মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের আর্থিক অসচ্ছলতা দূরীকরণে সহায়তা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা সমাজের বিত্তশালীদের বিনা সুদে ঋণদানে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

ذا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً . لَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

অর্থ : "কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুনে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে"।[১৩০] অন্য আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে-

نْ ذا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ.

অর্থ : "এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম করয দিবে? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুনে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান"।[১৩১] অন্য আয়াতে সালাত ও যাকাতের সাথে আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দান প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে-

يمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ ندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا . اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. ۚ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

অর্থ : "আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।[১৩২] 'আল-কার্‌যুল হাসান'-এর এ বিধান সমাজে প্রয়োজন পূরণের জন্য অর্থ লেন-দেন এবং ব্যবসায়িক কার্যাবলি সচল রাখার পথ তৈরি করে দিয়েছে।

সুতরাং এর ফলে সমাজে যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, তেমনি নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা স্থির রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব 'আল-কার্‌যুল হাসান'-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বিধিমালা তৈরি এবং সে সাথে ধনী ব্যক্তিদের এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। সরকার যদি প্রকৃত 'কার্‌যুল হাসান' প্রদানকারীদের 'কার্‌যুল হাসান'-এর উপর আয়কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান করেন, তাহলে এ উদ্যোগ অনেকটাই সফলতা লাভ করবে। বর্তমানে ইসলামের এ সুমহান শিক্ষা প্রতিপালিত হচ্ছে না বিধায় সুদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে আর অর্থনীতির চাকা স্থবির হচ্ছে। পরিণামে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

---

১৩০. আল-কুরআন, ০২ : ২৪৫

১৩১. আল-কুরআন, ৫৭ : ১১

১৩২. আল-কুরআন, ৭৩ : ২০

 Dhaka University Institutional Repository

নষ্ট হচ্ছে সামাজিক ভারসাম্য। সুতরাং দারিদ্র দূরীকরণে ইসলামের এ পদ্ধতির বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ .

অর্থ : "দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুন বেশী এবং তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার"।[১৩৩] আল্লাহ আরো বলেন,

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ .

অর্থ : "যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তবে তিনি তোমাদের জন্যে এটা বহুগুন বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ কৃতজ্ঞ সহনশীল"।[১৩৪] দরিদ্র ও পরনির্ভরশীল মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য করজে হাসানাহ্ বা সুদ মুক্ত ঋণ দান একটি অতি উত্তম পন্থা। এ কারণে ইসলামী শরিয়ত দরিদ্র অসহায়, নিঃস্ব, অভাবী মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ঋণ প্রদানকে সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিদের উপর ওয়াজিব ঘোষণা করেছে। যাতে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রীতি, ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং দায়িত্বানুভূতি বিকশিত হয়। যদিও বিরাজমান পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সুদমুক্ত ঋণদানকে বোকামী মনে করে। আল্লাহ তা'আলা সমাজের ধনশালীদের ঋণদানে উৎসাহিত করেছেন।

বর্তমানে সারা পৃথিবীর কোথাও ইসলামের এ সুমহান শিক্ষার অনুসরণ করা হচ্ছে না বিধায় সুদের রাজত্ব সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে গোটা বিশ্বব্যাপী, দেশ, অঞ্চল, প্রতিটি জনপদে। অর্থনীতির চাকা সুদ ছাড়া ঘুরছে না। ফলে ধনী আরো ধনী হচ্ছে আর অভাবী দরিদ্র জনগোষ্ঠী দারিদ্রের চূড়ান্ত পর্যায় অসহায় ও পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। ধনী দরিদ্রের ব্যবধান সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। লক্ষ-কোটি বনী আদম মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। অথচ করজে হাসানাহ্ প্রচলিত থাকলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বনিভর্রতা অর্জনের সুযোগ পেত। এতে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান দূর হয়ে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা হতো। আইয়ামে জাহেলিয়াত বা তার পূর্ববর্তী যুগে বিনা প্রতিদানে ঋণ দেবার রীতি চালু ছিল না। বরং সুদই ছিল লেনদেনের ভিত্তি। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রীতির মূলোচ্ছেদ করেন এবং বিনা সুদে ঋণ বা করযে হাসানা দেবার রীতি চালু করেন। বিশ্বে প্রচলিত আর কোনও ধরনের অর্থনীতিতে এ ব্যবস্থা পূর্বেও ছিল না, আজও নেই।

৩.১.১৯ হাদী (হজ্জ বা উমরা পালনকারীর কোরবানীর জন্তু)

---

১৩৩. আল-কুরআন, ৫৭ : ১৮

১৩৪. আল-কুরআন, ৬৪ : ১৭

Dhaka University Institutional Repository

হজ্জ বা উমরা পালনকারী ইহরামের সময় ঘটে যাওয়া কোন নিষিদ্ধ কাজের কাফ্‌ফারা স্বরূপ বা হজ্জে ক্বিরান বা হজ্জে তামাত্তু করার জন্য যে উট, গরু, বকরী ও অন্যান্য পশু কা'বা শরীফে নিয়ে যায় তাকে 'হাদী' বলে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا وقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ مَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ . اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ .

অর্থ : "হে মুমিনগণ, ইহরামে থাকা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না এবং যে তোমাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করবে তার বিনিময় হল যা হত্যা করেছে, তার অনুরূপ গৃহপালিত পশু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক-কোরবানীর জন্তু হিসেবে কা'বায় পৌঁছাতে হবে। অথবা মিসকীনকে খাবার দানের কাফ্‌ফারা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন, যাতে সে নিজ কর্মের শাস্তি আস্বাদন করে। যা গত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। যে পুনরায় করবে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী"।[১৩৫] আল্লাহ তা'আলা অভাবী লোকদের গোশত খাওয়ানোর জন্য এ কোরবানী বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। অপর একটি আয়াতে এর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। আয়াতখানা হচ্ছে-

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم نْعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

অর্থ : "আর কোরবানীর উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি; তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর যখন সেগুলি কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে খাও। যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়-তাদেরকে খেতে দাও। এভাবেই আমি ওগুলিকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"।[১৩৬]

৩.১.২০ প্রতিবেশির অধিকার আদায়

১৩৫. আল-কুরআন, ০৫ : ৯৫

১৩৬. আল-কুরআন, ২২ : ৩৬

প্রতিবেশীর অধিকার আদায় বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে বিশেষ তাকীদ সহকারে স্থান পেয়েছে। এমনকি প্রতিবেশির অধিকার আদায়ের ব্যাপারে অবহেলা করা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

عْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا كَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا.

অর্থ : "তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়-প্রতিবেশি, অনাত্মীয়-প্রতিবেশি, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী"।[১৩৭] মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশির অধিকার সম্পর্কে বলেছেন-

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :سمعت رسول - يقول : ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه .

অর্থ : "সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে তৃপ্তি সহকারে আহার করে আর তার পাশেই তার প্রতিবেশি অভুক্ত থাকে"।[১৩৮] কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করলে যেমন সকল প্রতিবেশির সাথে সম্পর্ক নিবিড় হয় অপরদিকে বিশেষত দরিদ্র প্রতিবেশী তার দারিদ্র বিমোচনের খানিকটা সুযোগ লাভ করে।

৩.১.২১ ফসলের হক আদায়

কোন কৃষক তথা মালিক যখন তার ক্ষেতের ফসল তোলাতে যায় তখন কোন যাচনাকারী উপস্থিত থাকলে তাকে দান করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন-

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

অর্থ : "আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন এমন বাগানসমূহ যার কিছু মাচায় তোলা হয় আর কিছু তোলা হয় না [১৩৯] এবং খেজুর গাছ ও শস্য, যার স্বাদ বিভিন্ন রকম, যায়তুন ও আনার যার কিছু দেখতে

---

১৩৭. আল-কুরআন, ০৪ : ৩৬

১৩৮. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, wgkKvZj gvmvexn, অধ্যায় : আল আদাব, অনচ্ছেদ : আশ-শাফাকাতু ওয়ার রহমাতু আলাল খাল্ক, আল কাহেরা, তা. বি., পৃ. ৩১৯, হা. নং ২১৪৩

১৩৯. **معروشات** এর অর্থ ঐ সমস্ত লতাগুল্ম, যেগুলোকে পরিচর্যার উদ্দেশ্যে মাচায় উঠিয়ে দেয়া হয়। আর **غيرمعروشات** এর অর্থ হচ্ছে যে গাছ মাচায় উঠানোর প্রয়োজন হয় না; বরং স্বীয় কান্ডের উপর তা বেড়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

একরকম, আর কিছু ভিন্ন রকম। তোমরা তার ফল থেকে আহার কর, যখন তা ফলদান করে এবং ফল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও। আর অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না"।[১৪০] ইবনে কাসীর (র.) বলেন, 'যারা ফল-ফলাদি কাটার সময় দান-খয়রাত করে না আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন'। যেমন সূরা-কালামে বর্ণিত আছে-

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ .

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি এদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে। যখন তারা কসম করেছিল যে, অবশ্যই তারা সকাল বেলা বাগানের ফল আহরণ করবে"। [১৪১] কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দান-খয়রাত দ্বারা ক্ষেত-খামার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পায় এবং অসচ্ছল লোকদের অভাব কিছুটা হলেও দূর হয়। উপরোক্ত উপায়সমূহ কার্যকর করার মাধ্যমে ইসলামী সমাজে বিভিন্ন পর্যায়ের অসচ্ছল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মাঝে সম্পদ বণ্টিত হতে পারে। ফলে দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ সম্পদের মালিক হয়ে এক পর্যায়ে সাহিবে নিসাবও হতে পারে।

৩.১.২২ ব্যবসা-বাণিজ্য

ইসলাম ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে নদী, সাগর ও মহাসাগরের নৌযানের মাধ্যমে মালামাল পরিবহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন-

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

অর্থ : "আর তিনিই সে সত্তা, যিনি সমুদ্রকে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা (মাছের) গোশ্ত খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার অলংকারাদি, যা তোমরা পরিধান কর। আর তুমি তাতে নৌযান দেখবে তা পানি চিরে চলছে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর"। [১৪২] মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বিপুল সংখ্যক সাহাবী ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। তিনি বলেছেন-

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

---

১৪০. আল-কুরআন, ০৬ : ১৪১

১৪১. আল-কুরআন, ৬৮ : ১৭, সূত্র : Be‡b Kvmxi, খ. ২, পৃ. ১৮১-১৮২

১৪২. আল-কুরআন, ১৬ : ১৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা নবী-সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে (কিয়ামতের দিন) থাকবে"। [১৪৩] ব্যবসা-বাণিজ্য করার মাধ্যমে মানুষ দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। উপার্জনের ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য সবচেয়ে বড় সেক্টর। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি মহৎ পেশা। সমাজ জীবনে যার ক্রিয়াশীলতা ও প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদুর প্রসারী। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যকে শুধু বৈধ বলেই ক্ষান্ত হয় নি; বরং এ ব্যাপারে সবিশেষ উৎসাহ ও গুরুত্ব প্রদান করেছে। যেন মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীর বুকে একটি শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন-

أحل البيع وحرم الربا.

অর্থ : "তিনি (আল্লাহ) ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম"।[১৪৪] আয়াতের মর্ম উপলব্দিতে প্রতীয়মান হয় যে, সুদভিত্তিক লেন-দেনের মাধ্যমে যারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করছে তাদের মুকাবিলায় মহান আল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব অবৈধ পন্থা হতে বাঁচার এবং প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি লাভের এটি অনেক বড় অবলম্বন। এছাড়াও জীবিকার একটি বৃহৎ অংশ রয়েছে এ ব্যবস্থাপনায়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য কর। কারণ তাতেই নিহিত রয়েছে নয়-দশমাংশ জীবিকা"।[১৪৫] তাছাড়া সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, ধোঁকামুক্ত, কল্যাণমুখী মানসিকতাসম্পন্ন ব্যবসায়ীদের প্রশংসায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক হাদীস বিদ্যমান। এ ধরনের ব্যবসায়ীকে তিনি নবীগণ, ছিদ্দিক ও শহীদদের সমমর্যাদাপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলাম যেসব মূলনীতি দিয়েছে, তাহলো: ধোঁকা ও প্রতারণামুক্ত, মিথ্যার আশ্রয়বিহীন, পণ্যের দোষ-গুণ স্পষ্ট থাকা, ভাল পণ্যের সাথে খারাপ পণ্যের মিশ্রণ না করা, মুনাফাখোরী মনোবৃত্তি পরিহার করে কল্যাণমুখী মানসিকতা পোষণ, মজুদদারি চিন্তা-চেতনা পোষণ না করা, ওজনে হের-ফের না করা, সর্বোপরি যাবতীয় শঠতা ও জুলুম থেকে বিরত থাকা। দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। পবিত্র কুরআন শুধু বৈধতাই ঘোষণা করে নি বরং ব্যবসার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছে। ইরশাদ হচ্ছে- "সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও"।[১৪৬] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন-

---

১৪৩. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফিততুজ্জার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭২, হা. নং ১২০৯

১৪৪. আল-কুরআন, ০২ : ২৭৫

১৪৫. ইমাম গাযালী, BnBqvD DjgÏxb, মাকতাবাতুল মুস্তফা আল বাবী ওয়াল হালবী, খ. ২, পৃ. ৬৪, ইমাম 'ইরাকী বলেন : হাদীসটি মুরসাল

১৪৬. আল-কুরআন, ৬২: ১০

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না, কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ"।[১৪৭] মহানবী নিজে ব্যবসা করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতার কথাও জানা যায়। তিনি একবার খাদিজা (রা.) এর পণ্য সামগ্রী সমেত সিরিয়া যান এবং প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করেন। ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকার্জনে তিনি প্রচুর উৎসাহব্যঞ্জক বাণী প্রদান করেছেন।

সুতারং বলা যায় দারিদ্র বিমোচনে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুদূর প্রসারী ভূমিকা রয়েছে। ব্যবসায়ের সব অবৈধ ও অন্যায় পথ এবং প্রতারণামূলক কাজ নিষিদ্ধ করাই শুধু ইসলামী সরকারের দায়িত্ব নয় বরং তা যথাযথ বাস্ড়বায়ন হচ্ছে কি না তাও দেখা কর্তব্য। ইহতিকার অর্থাৎ অধিক লাভের আশায় পণ্য মজুদ রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। ওজনে কারচুপিও তাই। এ সমস্ড়ই প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। না হলে জনসাধারণ ক্রমাগত ঠকতে থাকবে। এর প্রতিবিধানের জন্যে হিসবাহ নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়েছিল। এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় সমাজকে তথা মানব চরিত্রকে কত গভীরভাবে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

3.1.2৩ বায়তুলমাল

'বায়তুলমাল' শব্দটি সাধারণত 'রাষ্ট্রীয় কোষাগার' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বায়তুলমাল বলতে সরকারের অর্থ বিভাগীয় কর্মকা—কে বুঝায় না, পুঞ্জীভূত ধন-সম্পদকেই বলা হয় বায়তুলমাল।[১৪৮] অন্যভাবে বলা যায়, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের নিমিত্ত মদীনা রাষ্ট্রের জন্য সরকারী যে অর্থভা—ার গড়ে তুলেছিলেন, তাই হলো বায়তুলমাল। বায়তুলমালে ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অধিকার স্বীকৃত। এ কথাই ঘোষিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ বাণীতে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ أَنَاقَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ ".

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদেরকে দানও করি না, বঞ্চিতও করি না। আমি তো বণ্টনকারী মাত্র। আমাকে যেরূপ আদেশ করা হয়েছে, আমি সেভাবেই জাতীয় সম্পদ বণ্টন করে

১৪৭. আল-কুরআন, ৪: ২৯

১৪৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, Bmj¨‡gi A_bxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

Dhaka University Institutional Repository

থাকি”।[১৪৯] মূলত বায়তুলমাল সেসব নাগরিকের শেষ আশ্রয়স্থল, যারা নিজ নিজ চেষ্টা-সাধনা ও শ্রমব্যয়ের সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছেও তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। [১৫০] বায়তুলমালের অর্থ দিয়ে লা-ওয়ারিশ শিশু, মীরাস বঞ্চিত সন্তান-সন্তুতি, ইয়াতিম এবং বিধবাগণকেও সাহায্য করা হত। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুলমালের অর্থের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বায়তুলমালের আয়ের প্রধান উৎস ছিল-যাকাত, উশর, সাদাকাতুল ফিতর, আওকাফ, দান, মালে গনীমাহ, খুমুস, ফাই, মুক্তিপণ, ক্বার্য, উপহার সামগ্রী, জিযিয়া, খারাজ ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বায়তুল মালও প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বায়তুলমাল জনকল্যাণ এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ সংক্রান্ড় কাজ করত। যা দারিদ্র বিমোচন করে স্বনির্ভরতা অর্জনে সুদুর প্রসারী ভূমিকা রাখে।

বর্তমান বিরাজিত অর্থব্যবস্থা যখন মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে নানা নামে ও চটকদার শেণ্ঢাগানে গড়ে উঠেছে এন. জি. ও বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সংস্থা। যারা দুঃস্থ, অভাবী, অসহায় মানুষকে সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে সুদের উপর ঋণ প্রদান করছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বনিভর্রতা অর্জনের পরিবর্তে পরনির্ভরশীলতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ ইসলাম স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে যে বাস্তব শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে, যা অনুসরণ ও বাস্ড়বায়ন করলে দরিদ্র অভাবী ও অসহায় মানুষ অতি সহজে স্বনির্ভর জীবনযাপন করতে পারে। মূলত ইসলাম রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রনাধীন ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠা, সূদ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রহিতকরণ, যাকাতব্যবস্থা বাধ্যতামূলক, মীরাসী আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করছে। পুঁজিকে উৎপাদন ক্ষেত্রে কাজে না লাগিয়ে অলস ফেলে রাখা, কর্মক্ষম ব্যক্তি কর্মহীন সময় কাটানোর বিরোধিতা করছে, অপব্যয় নিষেধ ও মিতব্যয়ী হতে উৎসাহ দান, পতিত জমি আবাদের ব্যবস্থা, দানশীলতা, ভিক্ষুকের হাতকে কর্মের হাতে পরিণত করার মধ্যে দিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জনের দিক নির্দেশনা প্রদান করছে। এ ক্ষেত্রে জাতিগত স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য সর্বস্ড়রের মানুষের এ সংক্রান্ড় ইসলামী শিক্ষা একান্ড় প্রয়োজন।

৩.১.২৪ আল্লাহর জন্য হিজরত

---

১৪৯. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-খুমুস, অনুচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তা’আলা “ফা-আন্না লিল্লাহি খুমুসাহু ওয়ালির রসূলি”, বৈরুত : দারু ইবনে কাছীর, ১৪০৭ হি./ ১৯৮৭ খ্রি., হা. নং ২৯৪৯

১৫০. সাইয়্যেদ হাসান মুসান্না নদভী, Bmjvgx mgvR e¨e¯'v, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খ্রি., পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র বিমোচনের আরেকটি উপাদান হলো আল্লাহর জন্যে হিজরত করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَنْ يُّ رْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يَجِدْ فِيْ الْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيْراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً
، اللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُوْراً رَّحِيْماً -

অর্থ : “যে কেউ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়”।[১৫১] এ আয়াতে আল্লাহ স্বীকার করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে দু’টি পুরস্কার পাবে। একটি হচ্ছেঃ ‘মুরাগামান কাছীরান’, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ‘সা‘আতান’। ইমাম রাযী মুরাগামানের অর্থ সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বা তাঁর পথে অন্য দেশে হিজরত করবে সে ঐ দেশে কল্যাণ এবং অনুদান পাবে। আর তার নিজ দেশের শত্রুদের জন্য লজ্জা ও অসম্মানের কারণ হবে। কেননা স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে আগমনকারীর অবস্থা সেখানে যদি সুদৃঢ় হয় এবং ঐ সংবাদ স্বদেশের লোকদের কাছে পৌঁছে, তাহলে তারা তার সঙ্গে পূর্বকৃত দুর্ব্যবহার স্মরণ করে লজ্জিত এবং লাঞ্ছিত হবে। ‘সা‘আতান’-এর অর্থ ইবনে আব্বাস, রাবী, যাহহাক, আতা এবং জমহূর আলেমগণ জীবিকার সচ্ছলতা বলেছেন। কাতাদাহ ‘সা‘আতান’-এর অর্থ বলেন, গোমরাহী ও সংকীর্ণতার পরিবর্তে হিদায়াতের প্রশস্ততা এবং অভাবের পরিবর্তে সচ্ছলতা।[১৫২] সারকথা হচ্ছে, মানব জাতিকে যেন বলা হয়েছে বিদেশে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে, কেবল এই ভয়ে যদি তোমরা দেশ ত্যাগ করতে চাও, তাহলে তোমরা ভয় কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিজরতের জন্য তোমাদেরকে বৃহৎ অবদান দিবেন এবং সম্মান প্রদান করবেন, যা তোমাদের শত্রুদের লজ্জা ও তোমাদের জীবিকার সচ্ছলতার কারণ হবে।

৩.১.২৫ কৃষি ও শিল্পকর্ম

কৃষিকর্ম জীবিকা নির্বাহে অন্যতম উপার্জন মাধ্যম। ইসলাম এটিকে মহৎ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কৃষিকার্যের সূচনা হয়েছে আদি পিতা আদম ‘আলাইহিস সালাম থেকেই তাঁকে কৃষিকার্য, আগুনের ব্যবহার, কুটির ও শিল্প শিক্ষা দেয়া হয়েছিল।[১৫৩] পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণে এ ব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করেছেন।[১৫৪]

---

১৫১. আল-কুরআন, ০৪ : ১০০

১৫২. ইমাম কুরতুবী, Avj-RwgD wjAvnKwgj KiAvb, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবী, ২য় সংস্করণ, ১৪২১ হি., খ. ৫, পৃ. ৩৩০-৩৩১

১৫৩. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত, Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা : ইফাবা, তা. বি., খ. ১, পৃ. ২৪৩; ইবন খালদুন, gKvÏgv, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৭-৮

১৫৪. আল্লাহ তা’আলা বলেন-

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষি নির্ভর জীবিকা নির্বাহ করে। অথচ ইসলামের কৃষিনীতি সম্পর্কে অবগত হয়ে যদি কেউ তাঁর এ ব্যবস্থাপনায় ইসলামী নীতি অনুসরণ করে তবেই তা হালাল উপার্জন হবে। আর সেগুলো হলো-

১. ভূমির মালিক নিজেই চাষ করবে। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا.

অর্থ : ‘‘যার জমি রয়েছে সে নিজেই চাষাবাদ করবে’’।[১৫৫] তবে এক্ষেত্রে কারো জমি অন্যায়ভাবে অধিকারে আনে কিংবা উত্তরাধিকারকে অংশ না দিয়ে চাষ করলে গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।[১৫৬] অথবা, মজুরের দ্বারা নিজের তত্ত্বাবধানে চাষ করবে অথবা কোন ভূমিহীনকে চাষাবাদ ও ভোগদখল করতে দিবে।

২. উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার শর্তে কাউকে চাষ করতে দেয়া।

৩. প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকার বিনিময়ে কাউকে এক বছরের জন্য তার ভোগাধিকার দান করা।[১৫৭]

৪. জমিতে হারাম দ্রব্য উৎপাদন না করা, যাতে ক্ষতিকর কোন উপাদান রয়েছে, যেমন : আফিম, গাঁজা, চারস বা অনুরূপ মাদক দ্রব্য।[১৫৮]

৫. অংশীদারিত্ব চাষাবাদ যাবতীয় প্রতারণা, ধোঁকা, ঠকবাজি, ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত থেকে ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফভিত্তিক নীতির লালন করতে হবে। আল্লামা মাওয়ারদী উল্লেখ

[فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا . فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ)

সূরা আবাসা : ২৪-৩২]

১৫৫. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল মুযারা‘আহ, অনুচ্ছেদ : বাবু মা কানা মিন আসহাবিন নবিয়্যি (সা.) ইউয়াসি বা‘অদহুম বা‘দান ফীয যিরা‘আতি ওয়াছ ছামারতি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২২১৬

১৫৬. কেউ এক খন্ড জমি অন্যায়ভাবে অধিকারে নিলে কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত স্তবক পর্যন্ত তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। নবী (সা.) বলেছেন, তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেন। তাদের একজন হলো যে জমির আইল বা সীমানা পরিবর্তন করে ফেলে। [ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, Av j -gmbv‘, মিসর : মুয়াসসাতুল কুরতবা, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ১০৩]

১৫৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, Bmjv‡gi A_bxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-১৫৯

১৫৮. রাসূল (সা.) বলেছেন, মাদক দ্রব্য উৎপাদনকারী, যে উৎপাদন করার, মদ্যপায়ী, বহনকারী, যার কাছে বহন কলে নেয়া হয়, যে পান করায়-পরিবেশনকারী, বিক্রয়কারী, মূল্য গ্রহণ ও ভক্ষণকারী এবং যার জন্য তা ক্রয় করা হয়। এ সকলের উপরই অভিশাপ। [ইমাম আবু দাউদ, Avm-mbvb, (সম্পাদনা : মহিউদ্দীন আব্দুল হামিদ), বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ২৪৪]

 Dhaka University Institutional Repository

করেছেন যে, উৎপাদনের মূল উপাদান দু'টি, এক. কৃষি, দুই. ব্যবসা-বাণিজ্য। তবে এদুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম হলো কৃষি।[১৫৯]

কৃষির স্বার্থে বর্গাচাষের শর্ত ও পদ্ধতির কারণে কৃষক যেন অত্যাচারিত না হয় সে বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবিশেষ সতর্ক থাকতে বলেছেন। উপরন্তু জমি যেন অনাবাদী ও পতিত পড়ে না থাকে সে ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। জমির উৎপাদন ক্ষমতা, পরিমাণ ও গুণাগুণের ভিত্তিতে খারাজ নির্ধারণ করা হবে। ট্যাক্স জনগণের জন্যে দুর্বিষহ ভারের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা তাও যাচাই করে দেখতে হবে সরকারকেই। কৃষির প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে কৃষককে সাহায্য করা দরকার। কৃষিপণ্যের বাজার, মূল্য ও সরবরাহের উপরও সরকারের নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে তেমনি কৃষকও তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায়সঙ্গত দাম হতে বঞ্চিত হবে। তাছাড়া মূল্য বেড়ে গিয়ে জনগণের ও অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে।

কৃষিকাজের পাশাপাশি শিল্পকর্মের মাধ্যমেও মানুষ অর্থ সম্পদ উপার্জন করতে পারে। সে সঙ্গে মেধা ও যোগ্যতার সমন্বয়ে মানুষ অর্থের পাহাড় গড়তে সক্ষম হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'আল্লাহর নিকট ঐ জীবিকাই উত্তম যা মানুষ নিজ হাতে উপার্জন করে'।[১৬০] তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিল্পকর্ম। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি শিল্পকর্মও মানুষের অন্যতম পেশা। এ মহতি পেশায় জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়োজিত রয়েছে। এ কর্মটি সম্পর্কে ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূলগণ শুধু উৎসাহের বাণী প্রদান করেই ক্ষান্ত হন নি; বরং শিল্প ও ব্যবসার ময়দানে তাদের বিশাল অবদান রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ.

অর্থ : ''আমি তাঁকে (দাউদ 'আলাইহিস সালাম) বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে''।[১৬১] শিল্প শিক্ষাকে মহান আল্লাহ নি'আমত হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং এ-জন্য শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর নবীগণ কোন না কোন শিল্পকর্মে নিয়োজিত ছিলেন। উপরোক্ত আয়াতে দাউদ 'আলাইহিস সালাম বর্ম শিল্পে নিয়োজিত ছিলেন বলে আভাস রয়েছে। এছাড়াও তিনি প্রথম জীবনে চাষী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শস্য বপন ও কর্তন করতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

---

১৫৯. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, Bmjvgx A_bxwZi AvawbK iƒcvqY, ঢাকা : কওমী পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./ ২০০১ খ্রি., পৃ. ১৭৯

১৬০. ইমাম আহমাদ, Avj-gmbv', প্রাগুক্ত, হা. নং ১৭২৬৫; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, Avm-wmjwmjvZm mnxnvn, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, হাদীস নং ৬০৭

১৬১. আল-কুরআন, ২১ : ৮০

Dhaka University Institutional Repository

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : مثل الَّذِينَ يَغْزُونَ مِنْ أُمَّتِي وَيَأْخُذُونَ الْجُعْلَ يَتَقَوُّونَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِمْ ، كَمَثَلِ أُمِّ مُوسَى تُرْضِعُ وَلَدَهَا ، وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا. "

অর্থ : "যে জমি মানুষের খিদমতের জন্য কোন কাজ করে তাঁর দৃষ্টান্ত মূসা 'আলাইহিস সালাম জননীর ন্যায়। তিনি নিজে সন্তানকে দুধ পান করিয়েছেন; আবার ফেরাউনের কাছ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন"।[১৬২] এছাড়া মূসা 'আলাইহিস সালাম মাদইয়ানে ৮ বছর চাকরী করছেন, নূহ আলাইহিস সালাম জাহাজ নির্মাণ করেছেন। যাকারিয়া আলাইহিস সালাম কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাল্যকালে ছাগল চরাতেন, যৌবনে ব্যবসা করেছেন, চাকরী করেছেন, খন্দকের যুদ্ধে মাটি কেটেছেন, মাথায় বোঝা বহন করেছেন। কূপ থেকে পানি তুলেছেন, নিজ হাতে জামা ও জুতা সেলাই করেছেন, স্ত্রীকে ঘরে রান্নার কাজে সাহায্য করেছেন, এমনকি দুধ দোহনও করেছেন। এজন্য পেশা ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। নিজে পরিশ্রম করে শ্রমলব্দ আয়ে নিজের পরিবারবর্গের আস্বাদনের জন্য সংগ্রাম করা অতিশয় সম্মান ও পূণ্যের কাজ এবং দারিদ্র বিমোচনের জন্য সহায়ক।

৩.১.২৬ উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি

উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ অর্থ সম্পদ লাভ করে থাকে। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ ইসলামের বিধান অনুযায়ী মৃতের পরিত্যক্ত স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি হতে যে সম্পদ লাভ করে থাকে তা হালাল। শুধু আরব ভূখ‌ে‌ই নয়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বে ভূমির উত্তরাধিকার আইন ছিল অস্বাভাবিক। তখন পর্যন্ড় পুর‌ষানুক্রমে পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্ড়নই সমস্ড় বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব লাভ করতো। বঞ্চিত হতো পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এছাড়া সমাজে যৌথ পরিবার প্রথা চালু ছিল। এ প্রথার মূল বক্তব্য হচ্ছে সম্পত্তি গোটা পরিবারের হাতেই থাকবে। পরিবারের বাইরে তা যাবে না। ফলে মেয়েরা বিয়ের পর পিতার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হতো। উপরন্ড় সম্পত্তির কর্তৃত্ব বা ব্যবস্থাপনার ভার জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্ড়নের হাতেই ন্যস্ড় থাকত। এই দু'টি নীতিই হিন্দু, খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মে অনুসৃত হয়ে আসছিল যুগ যুগ ধরে। সম্পত্তি যেন বিভক্ত না হয় তার প্রতি সব ধর্মের ছিল তীক্ষ্ম নজর। কারণ সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেলে পুঁজির পাহাড় গড়ে উঠবে না, গড়ে উঠবে না বিশেষ একটি ধনিক শ্রেণি যারা অর্থবলেই সমাজের প্রভুত্ব লাভ করে। এরাই নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অত্যাচার, অবিচার, অনাচার ও নানা ধরনের সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে।

---

১৬২. ইমাম আল-বায়হাকী, Avm-mbvbb Keiv, অধ্যায় : কিতাবুস সীর, অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা'আ ফী কারাহিয়্যাতি আখজিল জা'আয়িলি ওয়ামা জা'আ ফীর রুখসাতি ফীহি মিনাস সুলতান, প্রাগুক্ত, খ.৭, হা. নং ১৭২৮৩

 Dhaka University Institutional Repository

সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ একটি জটিল বণ্টন ব্যবস্থা। এ বিষয়টি কুরআনে সামগ্রিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলিম সমাজে বিয়ের পর মেয়েদেরকে স্বামীর সংসারে চলে যেতে হয়। পিতার অবর্তমানে সংসারের সকল দায় দায়িত্ব পড়ে পুত্রের উপর। ইসলাম তাই পৈত্রিক সম্পত্তির উপর ছেলের অংশের পরিমাণ মেয়ের অংশের দ্বিগুন নির্ধারণ করেছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে-

ِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَ رَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا.

অর্থ : “আলণ্ঢাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্ড়ানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্ড়ান থাকে। আর যদি তার সন্ড়ান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্ড়ান-সন্ড়তিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আলণ্ঢাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়” ।[১৬৩] কোন কোন ক্ষেত্রে আবার মেয়েদেরকে সম্পত্তির বেশী অংশ দেয়ার বিধান ও রয়েছে। অপরদিকে নারীকে করা হয়েছে স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার। ইসলামে নারী-পুর ্বষ এই বিবেচনায় সম্পত্তির অংশ নির্ধারণ করা হয় নি। সম্পত্তির অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে পরিবারকে সমৃদ্ধ রেখে দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে সংসারে প্রত্যেকের অধিকারকে সমন্বিত করার জন্য। যেহেতু পরিবারে নারীর কোন আর্থিক দায়িত্ব নেই, সম্পত্তির মূল্যমান তাই নারীর জন্য বিশেষ গুর ্বত্বপূর্ণ নয়। নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার করা হয়েছে বস্ড়ুত: নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণের জন্য। এই অধিকারের বলেই নারী সমাদৃত থাকে সর্বত্র। নারী তার প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রি করে ফেললে পৈত্রিক ভিটা-মাটির উপর তার অধিকার বিনষ্ট হয়ে যায়। এ রকম পরিস্থিতিতে স্বার্থপর স্বামীদের হাতে পড়ে অনেক নারীর জীবন বিপন্ন হতে দেখা যায়। অপরদিকে, পারিবারিক ব্যবস্থাপনায়, ভাই পুর ্বষটি বোনের দ্বিগুন পরিমাণ সম্পত্তির অংশ

১৬৩. আল-কুরআন, ০৪ : ১১

পেলেও বোনকে ঠকানো হয়েছে বলা যায় না। কারণ এই বোন স্বামীর সংসারে গিয়ে পৈত্রিক সম্পত্তিতে স্বামীর প্রাপ্ত দ্বিগুন পরিমাণ সম্পত্তির অংশীদার হয়ে যায়। বিপরীতে অন্য এক নারী ভাইয়ের সংসারে এসে হয়ে যায় গৃহকর্ত্রী। ইসলামের এ বিধান সম্পত্তি বন্টনের একটি নূন্যতম পদ্ধতি মাত্র। সম্পত্তি ইচ্ছামত উইল করাকে ইসলাম নাজায়েজ করেনি। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে-

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

অর্থ : ‘তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে, যদি সে কোন সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ভিত্তিক অসিয়ত করবে। এটি মুত্তাকীদের দায়িত্ব’।[১৬৪] শরীয়া আইন বৈধ হলে অন্ড়ত এইটুকু নিশ্চয়তা থাকে যে, উইল করা না হলেও পিতা মাতার মৃত্যুর পর সন্ড়ানগণ পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় না। সম্পত্তি উইল করা হলে, গতানুগতিক নিয়মে, সম্পত্তির অংশ পাওয়ার জন্য ট্যাক্স দিতে হয়। কিন্তু কুরআনে প্রদত্ত বিধান প্রবর্তনের আর একটি সুবিধা এই যে, ইসলামী বিধান মতে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্ড়ানগণ উত্তরাধিকার সূত্রে পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়। মালিককে নিজে নিজের সম্পত্তি পাওয়ার জন্য ট্যাক্স দিতে হয় না।

সম্পদ যাতে এক জায়গায় কুক্ষিগত না হতে পারে সেজন্য আরও একটি সুন্দর ব্যবস্থা হলো ‘উত্তরাধিকার আইন’। একজনের মৃত্যুর পর তার সম্পদ এক সুন্দর নিয়মে সুষ্ঠুভাবে ন্যায়ের ভিত্তিতে তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে ইসলাম। ইসলামের অর্থনীতির মূল বিষয়গুলোর আলোচনার মাধ্যমে আমরা এটাই পেলাম যে, ইসলামের অর্থনীতির ভিত্তি হলো সরলতা, বিনয়, উদারতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও খোদাভীতি। সেখানে লোভ, লালসা, কুটিলতা, অপচয়, বিলাসিতা, হিংসা-বিদ্বেষের কোন স্থান নেই। মোটকথা ইসলাম মানুষের মানবিক গুণাবলীর উপর তার অর্থনীতির কর্মকান্ড পরিচালনা করে। মানুষের পশুবৃত্তিকে দমন করে মানুষের সমাজকে পশুর সমাজ হওয়া থেকে রক্ষা করতে চায়।

৩.১.২৭ স্বনির্ভরতা অর্জন

আল্লাহ তা‘আলা ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনবিধান ও মনোনীত ধর্ম এবং মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত জাতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পৃথিবীতে মানুষকে স্বীয় প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছেন। সমগ্র মানবতার মাঝে মুসলিমরাই এ খেলাফতের যোগ্য। অথচ মুসলিম জাতিই বর্তমান বিশ্বে

১৬৪. আল-কুরআন, ০২ : ১৮০

অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ ও পরনির্ভরশীল জাতি হিসেবে স্বীকৃত এবং পেশাগত দিক থেকে সর্বনিম্ন পেশা ভিক্ষাবৃত্তি মুসলিম জাতির মাঝেই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও ইসলাম এ পেশাটিকে অসহায়ত্বে সর্বশেষ পর্যায়ে সর্বনিম্ন বৈধ পেশা বলেছে। বাস্তবতায় ইসলাম পরনির্ভরশীলতা ও ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছে। পক্ষান্তরে স্বনির্ভরতা অর্জনে উৎসাহিত করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবতাকে হীনতম অবস্থা থেকে সম্মানজনক অবস্থায় সমাসীন করার লক্ষ্যে ভিক্ষুকের হাতকে কর্মের হাতে পরিণত করার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বহুল প্রসিদ্ধ ঘটনা ভিক্ষুকের শেষ সম্বল কম্বল বিক্রয় করে কুড়াল ক্রয় করে দিয়ে স্বনির্ভরতার দীক্ষা প্রদান করেছেন।[১৬৫] বস্তুত পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে স্বাবলম্বীতা ও স্বনির্ভরতা অর্জনের যথার্থ দিকনির্দেশনা রয়েছে। মুসলিম জাতিকে হীনমানসিকতা ও দুর্দশা থেকে মুক্তির নিমিত্তে এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন বিশেষ প্রয়োজন।

বিশ্ব মানবতা বিরাজমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বহচাপে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, শোষিত ও বঞ্চিত। কেননা মানবরচিত অর্থব্যবস্থা মানব জাতির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। শুধু তাই নয়, যে অর্থব্যবস্থা বর্তমান বিভিন্ন দেশে কার্যকর রয়েছে, তা পুঁজিবাদ হোক বা সমাজতন্ত্র, মানব জীবনে নিত্য নতুন জটিল সমস্যা ও অর্থনেতিক ব্যাধি সৃষ্টি করছে। যা সাধারণ মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে নির্মম কষ্টদায়ক দারিদ্র ও দুঃসহ অভাব অনটনের গভীরতম পংকে। এ অর্থব্যবস্থায় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে পেট ভরে খাবার, লজ্জা ঢাকার বস্ত্র ও রৌদ্র বৃষ্টি হতে রক্ষাকারী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে সম্পূর্ণ অক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। ফলে মানুষ প্রতিনিয়ত পরনির্ভর অসহায় হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় স্বনির্ভরতা অর্জন ইসলামে একটি সময়োপযোগী ও যথার্থ দাবী। এতে দুর্দশাগ্রস্ত নিঃস্ব মানুষকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করবে ইনশা'আল্লাহ।

৩.২ খাদ্য নিরাপত্তায় ইসলামী উপাদানসমূহ

ইসলামী আইনের প্রধান উৎস কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করলে এ বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে বোঝা যায় যে, দারিদ্রপীড়িত ও ক্ষুধাক্লিষ্ট সমাজ ইসলামে কাম্য নয়। কেননা কুরআনে রিজিকপ্রাপ্তি ও ক্ষুধার অভিশাপ থেকে মুক্তি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও নি'আমতস্বরূপ বিবৃত হয়েছে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অসংখ্য দু'আ শিখিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে দারিদ্র ও ক্ষুধা থেকে মুক্তির বিষয়টিও। এছাড়াও কুরআন-সুন্নাহর পর যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধিত হয় তা হলো, ইসলামের ইতিহাস। কুরআন-হাদীস সকল তাত্ত্বিক আলোচনাকে ইতিহাস তার বাস্তবতার দর্পণে মানবসমাজের কাছে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলাম কোন দার্শনিক

---

১৬৫. ইমাম আবু দাউদ, Avm-mb\b, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু মা তাজুযু ফীহিল মাস'আলাহ, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৬৪১

Dhaka University Institutional Repository

আস্ফালনের নাম নয়, এটি একটি বাস্তব আদর্শ। তাই নবুওয়াত ও খেলাফতের যুগে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি উজ্জ্বলতার উদাহরণস্বরূপ ইতিহাসে গৌরবজনকভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোচনা এবং নববি ও খলিফা যুগের পরতে পরতে খাদ্য নিরাপত্তার ব্যাপারটি যেমন দীপ্যমান; তেমনি ইসলামী আইন অর্থাৎ ফিক্‌হের বিধানগত ধারা-উপধারায় খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ। নিম্নে ইসলামের আলোকে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত কতিপয় উপাদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

৩.২.১ কৃষি

কৃষি হচ্ছে মূলত উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে খাদ্য এবং তন্তু উৎপাদনের বা সংগ্রহের সুসংগঠিত পদ্ধতি। মানবসভ্যতার ইতিহাসে কৃষি সবসময়ই একটি গুর ত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, কারণ বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কৃষিব্যবস্থার অগ্রগতি অন্যতম প্রধান নিয়ামক। শিল্পবিপণ্ঢবের আগ পর্যন্ড় পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল। নিত্যনতুন কলাকৌশল উদ্ভাবন এবং প্রয়োগের ফলে কৃষিজ উৎপাদন বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ সমস্ড় কলাকৌশল নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পেছনে ভূমিকা রেখেছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে বৈশ্বিক অর্থনীতির সূচনা হয় মুসলিম ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে; যার ফলে অনেক খাদ্যশস্য এবং কৃষি প্রযুক্তি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে; পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের বাইরে থেকেও অনেক খাদ্যশস্য এবং কৃষিপ্রযুক্তি মুসলিম বিশ্বে আসে। আফ্রিকা, চীন এবং ভারত থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে আনা হতো। এ সময়ে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্যের যে স্থানান্ড়র ঘটে সেটাকে অনেক লেখক খাদ্যশস্যের বিশ্বায়ন বলে অভিহিত করেছেন।

ইসলামের অর্থনৈতিক নীতি তথা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর পূরণ করা এবং যতটুকু সম্ভব তাদের আভিজাত্যপূর্ণ চাহিদাগুলো পূরণে সহায়তা করা। অর্থাৎ শুধুমাত্র বাজারের আন্ড়ক্রিয়ার উপরে চাহিদা পূরণকে ছেড়ে না দিয়ে বরং সবার মৌলিক চাহিদা পূরণের চেষ্টা চালানো হবে ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালার উদ্দেশ্য। এজন্যই দেখা যায় খিলাফতের প্রত্যেক নাগরিকের সবধরনের মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা) সার্বিকভাবে পূরণের বিষয়টিকে ইসলামী শরীয়াহ নিশ্চিত করেছে। এ বিষয়টি অর্জন করা হয় প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে কাজে নিয়োগদানের মাধ্যমে যার ফলে সে তার নিজের ও তার উপর নির্ভরশীলদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়; এ বিষয়টি সেসব প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়েছে যেখানে মুসলিমদেরকে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

আলণ্ঢাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরো বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا غِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

অর্থ : “আলণ্ডাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেওনা। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আলণ্ডাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না”। ১৬৬ ইসলাম চায় প্রত্যেক মানুষ তার নিজের এবং তার উপর নির্ভরশীলদের মৌলিক চাহিদা তথা পর্যাপ্ত খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থান নিশ্চিত কর্ক। এরপর যতটুকু সম্ভব অন্যান্য আভিজাত্যপূর্ণ চাহিদা পূরণ করার স্বাধীনতা ইসলাম দিয়েছে। যদি কেউ এরূপ সংস্থান করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে বাধ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোন মানুষের সবচেয়ে গুর্ত্বপূর্ণ চাহিদা হল খাদ্যের চাহিদা এবং এজন্য লোকজনের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি উন্নয়ন একটি অপরিহার্য বিষয়। যেমন ইসলামের সংবিধান পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً.

অর্থ : “আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিজিক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি”।[১৬৭]

৩.২.২ সকল ধরনের ভূমি আবাদ নিশ্চিত করা

খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র বিমোচন নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম খাস, অনাবাদি, অনুর্বর, মালিকহীন ও উত্তরাধীকারহীন জমি-জায়গা এবং যে জমিতে কেউ চাষাবাদ ও ফসল ফলানোর কাজ করে না সকল ধরণের ভূমি আবাদ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে, পাশাপাশি কোন জমি যেন কোন কারণে অনাবাদী থেকে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছে। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন জমিনেই মানুষের প্রাচুর্য্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

অর্থ : “তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে–প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিয্ক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান”।[১৬৮]

---

১৬৬. আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭

১৬৭. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতিত ভূমি আবাদকরণকেও দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম পথ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন-

نْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যার জমি আছে সে যেন তাতে রোপণ করে অথবা তার ভাইকে দান করে দেয়। যদি সে তা না করে তাহলে সে যেন তার জমি ধরে ফেলে”।[১৬৯] তিনি আরো বলেন,

من أحيى أرضا ميتة فهي له.

অর্থ : “যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি আবাদ ও চাষযোগ্য করে নিবে সে তার মালিক হবে”।[১৭০] এমনিভাবে রসুলূল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা ও বাণীর মাধ্যমে তদানীন্তন মদীনা রাষ্ট্র একটি মডেল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে এবং দারিদ্র দূরীকরণে এসব পদক্ষেপ যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাস ও পতিত জমি আবাদের পদক্ষেপ স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছেন তখন তিনি সেখানকার যে সকল জমিতে পানি পৌঁছাত না এবং পতিত পড়ে থাকত সেগুলো নিজ ইচ্ছামত মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেন।[১৭১] মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতিত ভূমি আবাদের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং এ ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন,

من كا نت له أرض فليزر عها فان لم يزرعها فليمنحها أخاه.

অর্থ : “যার জমি রয়েছে সে তা হয় নিজে চাষ করবে, অন্যথায় তার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাবে অথবা তাকে চাষ করতে দেবে”।[১৭২] মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতিত জমি কেবলমাত্র চাষ করতেই বলেন নি বরং উৎসাহ দেয়ার জন্য পতিত জমিতে চাষকারীর

---

১৬৮. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫

১৬৯. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল মুযারা‘আহ, অনুচ্ছেদ : বাবু মা কানা মিন আসহাবিন নবিয়্যি (সা.) ইউয়াসি বা‘অদহুম বা‘দান ফীয যিরা‘আতি ওয়াছ ছামারতি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩৮৩

১৭০. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মা যুকিরা ফী ইহইয়াই আরদিল মাওয়াত, বৈরুত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবিয়্যি, তা. বি., হা. নং ১৩৭৯; হাদীসটির সনদ সহীহ **(صحيح)**; মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন আল-আলবানী, Avm-mnxn Iqv‘ ‘qxd।

১৭১. গাজী শামছুর রহমান, ‘রাসুল (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় কৃষক’, AMcw_K, ঢাকা : ইফাবা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৪৩

১৭২. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : বাবু কিরায়িল আরদি, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৫৩৬

Dhaka University Institutional Repository

মালিকানারও স্বীকৃতি দিয়েছেন। পতিত জমি আবাদে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি বলেন, ‘‘জমি আবাদ না করলে তিন বছর পর তার কোন অধিকার থাকবে না।[১৭৩] তিনি আরও বলেন, আর যে শুধু তার সীমানা নির্ধারণ করে রেখেছে অথচ তার চাষ করে নি, তিন বছর পর তাতে তার কোন অধিকার নেই।[১৭৪] জীবিকা অর্জন ও মৌলিক খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে শ্রম ও জমির মালিকানা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আইন-কানুনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম বর্গাচাষকেও অনুমোদন দিয়েছে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি জমি সেচ করা, চারা রোপণ এবং ফসল ফলানোর জন্য নিজের জমি অন্যের কাছে হস্তান্তর করে এবং বিনিময় উৎপাদিত পণ্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। হাদীস শরীফে এসেছে-

ن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .

অর্থ : আব্দুলণ্টাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, “রাসুল (সা.) খাইবারের লোকজনের সাথে এই মর্মে চুক্তি করেছিলেন যে তারা উৎপাদিত গাছ বা ফল-ফসলের অর্ধেক দিয়ে দিবে”।[১৭৫] জমিকে অলসভাবে ফেলে না রেখে বরং এর ব্যবহারকে নিশ্চিত করে ইসলাম। সমাজতন্ত্রীদের মত জমির মালিকানাকে ইসলাম সমস্যা হিসেবে দেখে না বরং সামন্তবাদ যার ফলে কৃষিকাজ ব্যাহত হয় এবং জমির ব্যবহার হয় না বলে ইসলাম একে সমস্যা হিসেবে দেখে। কারণ এর ফলে বিপুল পরিমাণ জমি অলস পড়ে থাকে এবং অর্থনীতিতে কোন অবদান তা রাখতে পারে না। জমি ব্যবহার পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। আলণ্টাহ স্পষ্টভাবে জমি ব্যবহারের পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। জমির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য ইসলাম বাধ্য করেছে যার ফলে জমির মালিকেরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বীজ, পশু এবং মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগদানের মাধ্যমে নিজেদের জমিতে চাষাবাদ করতে বাধ্য। এ বিষয়টি নিশ্চিত করতেই ইসলাম জমির অনাবাদী রাখাকে নিষিদ্ধ করেছে এবং আবাদ করাকে অপরিহার্য করেছে।

৩.২.৩ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

গত দেড়শ বছরে মুসলিম বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তেমন কোন অবদান রাখতে পারে নি। পাশ্চাত্যজগৎ একদিকে নিজেদেরকে শিল্পায়িত করেছে এবং অন্যদিকে মুসলিম বিশ্ব ছিল অত্যন্ত পশ্চাদপদ এবং পাশ্চাত্যের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নতি করতে পুরোপুরি ব্যর্থ। মুসলিম বিশ্বের এই

---

১৭৩. ড. মায়েজুর রহমান, Lv'¨ mgm¨v I Bmjvg, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ৩২

১৭৪. আবু ইউছুফ, wKZve j LvivR, পাকিস্তান : দারুল কুরআন ওয়া উলুমুল ইসলামিয়া, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৬৫

১৭৫. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-মুসাকাহ, অনুচ্ছেদ : বাবুল মুসাকাতি ওয়াল মুয়ামালাতি বিজুযয়িন মিনাছ ছামারি ওয়ায যারয়ি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৪০৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ব্যর্থতার কারণ অনেক চিন্তাবিদের মতে ইসলামী শরীয়াহ তখনকার যুগেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যখন অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর এবং আজকের শিল্পযুগে ইসলাম অকার্যকর। তাদের মতে আধুনিক বিশ্বে ইসলামের পক্ষে অবদান রাখা অসম্ভব এবং এর ফলে মুসলিমরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে অতীতে ইসলাম প্রচুর অগ্রগতি লাভ করেছিল এবং প্রায় চার শতাব্দী জুড়ে পৃথিবীতে একক পরাশক্তিরূপে বিদ্যমান ছিল। খিলাফতের প্রসারের ফলে কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়েছিল যা ছিল সেসময় অধিকাংশ অর্থনীতিরই প্রধান ক্ষেত্র। যে বিষয়টা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে ইসলামকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের পথ ধরেই মুসলিমরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল পৃথিবীতে, কিন্তু উসমানীয় খিলাফতকালে ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে মুসলিমদের অধোগতির ফলে মুসলিমরা প্রযুক্তির ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণ করেছিল।

এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম নয় বরং ইসলামের অনুপস্থিতিই সমস্যার সূচনা করেছিল এর, যার ফলে মুসলিমরা পশ্চাৎপদ হতে শুরু করল। ইসলাম আধুনিক উন্নয়নের ধ্যান-ধারণার বিরোধী নয় বরং আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে ধারণ করতে অধিক সক্ষম। সব ধরনের পদার্থ যার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্প প্রভৃতির বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এগুলো নিছকই বাস্তবতা এবং এসমস্ত বাস্তব বিষয়ের জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে কিভাবে মানুষের অবস্থা এবং জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো যায় সেটা নিশ্চিত করা। বিজ্ঞান এবং এর অন্যান্য শাখার ব্যাপারে এটাই ইসলামের মত। ইসলামী শরী'আহ বিষয়টিকে অনেকবার উপস্থাপন করেছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

অর্থ : "তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু যমীনে রয়েছে সে সমস্ত"।[১৭৬] অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন-

وْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ.

অর্থ : "তোমরা কি দেখ না আলণ্ডাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নি'আমতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন"।[১৭৭] কুরআনের আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

---

১৭৬. আল-কুরআন, ০২ : ২৯

১৭৭. আল-কুরআন, ৩১ : ২০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে"।[১৭৮] তিনি আরো ঘোষণা করেছেন-

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ. رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ.

অর্থ : "আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং এর দ্বারা বাগান ও শস্য উদগত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয় এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর, বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এভাবেই উত্থান ঘটবে"।[১৭৯] এ দলীলগুলো পৃথিবীর উপরে এবং অভ্যন্তরে যে সমস্ত বস্তু আছে সেগুলো ব্যবহারের সাধারণ অনুমোদন দেয়। এখান থেকে যে ইসলামী নীতিটি গ্রহণ করা হয় সেটা হলঃ "সমস্ত বস্তুই (things) অনুমোদিত যতক্ষণ না শরীয়াহ দ্বারা সেটা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হচ্ছে।"

ইসলামের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সমস্ত বস্তুই অনুমোদিত যদিও সেগুলোর ব্যবহার সীমাবদ্ধ কারণ প্রত্যেক কাজ (action) এর জন্যই শরীয়া প্রমাণ থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ আন্তঃ মহাদেশীয় ব্যালাস্টিক মিসাইল (ICBM)। ইসলামে অনুমোদিত, কিন্তু এর ব্যবহারের জন্য শরীয়তের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ICBM এর ব্যবহার কেবল তখনই বৈধ বলে অনুমোদিত হবে যখন ইসলাম নিষেধ করেছে এমন নিরীহ লোকজনকে মিসাইল থেকে বাঁচানোর মত প্রতিরোধক ব্যবস্থা থাকবে। চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৌশল, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা যেগুলোর অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে ইন্টারনেট, জলযানবিদ্যা ও ভূগোল প্রভৃতি বিষয়, পাশাপাশি এগুলো থেকে উদ্ভূত যন্ত্রপাতি, ফ্যাক্টরী ও শিল্প তা সামরিক হোক বা বেসামরিক, হালকা বা ভারী শিল্প যেমন ট্যাংক, এরোপ্লেন, রকেট, স্যাটেলাইট, পারমাণবিক প্রযুক্তি, হাইড্রোজেন, ইলেক্ট্রনিক বা কেমিক্যাল বোমা, ট্রাক্টর, ট্রেন এবং বাষ্পচালিত জাহাজ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ এবং এ জ্ঞানকে প্রয়োগ করার অধিকার দিয়েছে ইসলাম। এ সমস্ত জিনিসের মধ্যে সাধারণ ভোক্তাদের জন্য নির্মিত শিল্প কারখানা, হালকা অস্ত্র, ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতির উপাদান, মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস, কৃষি যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কার্পেট এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্য যেমন টিভি, ডিভিডি ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত। এখানে যে বিষয়টা বর্ণিত হয়েছে সেটা হচ্ছে যতক্ষণ না শরীয়াহ প্রমাণাদি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে অমুক বস্তুটা গ্রহণযোগ্য নয় (যদিও এ ধরনের বস্তু সংখ্যায় খুবই কম) ততক্ষণ পর্যন্ত অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের সমস্ত বস্তুই

১৭৮. আল-কুরআন, ০২ : ২২

১৭৯. আল-কুরআন, ৫০ : ৯-১১

অনুমোদিত। প্রকৃত সত্য হচ্ছে বর্তমান যুগে ইসলাম কোনভাবেই অচল নয় বরং যদি পরিপূর্ণভাবে ইসলাম বাস্ড়বায়ন করা হয় তাহলে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা প্রকৃত অর্থেই পরিবর্তিত হবে।

৩.২.৪ খাদ্য ও ফসল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণ

সম্মানজনক ও আত্মতৃপ্তিমূলক জীবিকার জন্য স্বহস্তে উপার্জিত সম্পদের বিকল্প নেই। তাই ইসলাম জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে কর্মে উৎসাহিত করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সব সময় কর্মব্যস্ত থাকতেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) দেরকে কর্মে উৎসাহ প্রদান করতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে অভ্যস্ত ছিলেন। এমনকি কাজ করার কারণে তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে যেত। সে হাত দেখিয়ে তিনি বলতেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরূপ শ্রমাহত হাত খুবই পছন্দ করেন ও ভালবাসেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِن وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ.

অর্থ : আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিজের উপার্জিত আহার সর্বোত্তম। তোমাদের সন্ড়নও নিজ উপার্জনের অন্ড় র্ভূক্ত"।[১৮০] অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

অর্থ : রিফা'আহ বিন রাফি (রা.) হতে বর্ণিত। সাহাবীগণ একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন্ প্রকারের উপার্জন উত্তম? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ব্যক্তির নিজ হাতে কাজের বিনিময় বা সৃষ্ট ব্যবসায় লব্ধ মুনাফা"।[১৮১] শ্রম নিয়োগে উৎসাহ দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন-

نْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا، فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ রশি নিয়ে গিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে স্বীয় পিঠের উপর বহন করে নিয়ে আসল আল্লাহ তাকে সে ভিক্ষাবৃত্তি হতে রক্ষা করবেন যাতে কিছু পাওয়া না পাওয়ার

১৮০. ইমাম ইবনে মাজাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুত তিজারাহ, পরিচ্ছেদ : বাবুল হাচ্ছি আলাল মাকাসিবি, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি., হা. নং ২১৩৭

১৮১. আবু বকর বায্যার, Avj-evnii‡h hLvi‡ we‡gmbw'j evhhvi, অধ্যায় : মুসনাদু আবি বারদাহ বিন নিয়ার (রা.), হা. নং ৩২৩৭

নিশ্চয়তা নেই”।[১৮২] রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ব্যবসা করতেন ও বকরী চরাতেন। বস্তুত শুধু মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নন হযরত আদম ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত দাউদ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত নূহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ সকল নবী রসুলই কাজ করেছেন।[১৮৩] রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অলস বসে না থেকে পরিশ্রমের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের বাস্তব দীক্ষা প্রদান করেছেন। ইসলামে ফলদ বৃক্ষরোপণ ও ফসল ফলানোকে সবিশেষ সওয়ারের কাজ হিসেবে সদকায়ে জারিয়া বা প্রবহমান দানরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা ব্যক্তি যদি একটি বৃক্ষরোপণ ও তাতে পরিচর্যা করেন, তাহলে ওই গাছটি যত দিন বেঁচে থাকবে এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু যত দিন তার ফল বা উপকার ভোগ করতে থাকবে, তত দিন ওই ব্যক্তির আমলনামায় পুণ্যের সওয়াব লেখা হতে থাকবে। সদকায়ে জারিয়ার জন্য ছায়াদানকারী ফলবান বৃক্ষই তুলনামূলক বেশি উপকারী। হাদীস শরীফে এসেছে,

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.

অর্থ : আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি কোনো মুসলমান একটি বৃক্ষরোপণ করে অথবা কোনো শস্য উৎপাদন করে এবং তা থেকে কোনো মানুষ কিংবা পাখি অথবা পশু ভক্ষণ করে, তবে তা উৎপাদনকারীর জন্য সাদাকাহ (দান) স্বরূপ গণ্য হবে”।[১৮৪]

ইসলামী রাষ্ট্র অবশ্যই ব্যক্তির উপার্জনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। উপার্জনের পথ ও পদ্ধতি হালাল বা বৈধ হতে হবে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত সমস্ড় সম্পদ ইসলামী সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে। কেননা সব অবৈধ পন্থাই হচ্ছে হারাম বা মুনকার এবং মুনকার নির্মূল করা ইসলামী সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সরকার সুদ, ঘুষ, জুয়া, কালোবাজারী, মজুদদারী, চোরাকারবারী ইত্যাদি সকল হারাম উপায়ে উপার্জনের পথ র“দ্ধ করে দেবে। সরকার এজন্যে আইনের কঠোর ও ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অপরদিকে যদি অন্যের জমি, সম্পত্তি বা অর্থে কেউ জোর-জবরদস্ড়িমূলকভাবে আত্মসাৎ করে থাকে তবে তা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেবে। তা সম্ভব না হলে ঐ ধন-সম্পদ বায়তুলমালে জমা হবে। এমনকি কোন শাসনকর্তা বা সরকারী কর্মচারী পদের সুযোগ নিয়ে বিত্ত-সম্পত্তি করলে তাও সরকার বাজেয়াপ্ত করতে

১৮২. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবুল ইসতি‘ফাফি আনিল মাস‘আলাহ, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৪৭০

১৮৩. অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ খান, Bmj‡g kgbxZ, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ২৫-২৬

১৮৪. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল মুযারা‘আহ, অনুচ্ছেদ : বাবু ফাদলিয যার‘অি ওয়াল গরসি ইজা উকিলা মিনহু, প্রাগুক্ত, হা. নং ২১৯৫

পারেন। যদি এ কাজ না করা হয়, তবে সমাজে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার অব্যাহত থাকবে। পরিণামে তা রাষ্ট্র ও সমাজের অকল্যাণ ও মারাত্মক দুর্গতি ডেকে আনবে।

 Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচিসমূহ (২০০৪-২০১৩)

৪.১ জাতীয় সমাজ কল্যাণ নীতি (NATIONAL SOCIAL WELFARE POLICY) ডিসেম্বর, ২০০৫ [১]

ভূমিকা

১.০ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এর থেকে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সমাজকল্যাণ মনোবৃত্তি। পারস্পারিক সহমর্মিতা, ধর্মীয় এবং নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক বন্ধন ও দায়িত্ব, পরিবেশগত প্রভাব, দলবদ্ধভাবে আত্মরক্ষা, অনৈতিক কর্মকান্ড প্রতিরোধ, সমাজ সচেতনতা, পরোপকারী মনোবৃত্তি ও আদর্শ সমাজ গঠনের অভিপ্রায় হতে মানুষের মধ্যে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের উৎপত্তি হলেও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজকল্যাণ একটি পৃথক দর্শন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১.১ এ উপমহাদেশের সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে গৌরবময় ঐতিহ্য এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস থাকলেও ভারত বিভক্তির কারণে তদানীন্তন সময়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে ভারত হতে আগত মোহাজেরগণ অভিবাসন গড়ে তোলে। এর ফলে বেশ কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য জাতিসংঘ থেকে প্রেরিত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার ১৯৫৫ সালে Dhaka Urban Development Board গঠন করেন। এ বোর্ডের কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ঢাকার কায়েতটুলিতে ঐ বছরেই পরীক্ষামূলকভাবে Urban community Development Project (UCDP) চালু করা হয়। এ সময়ে ১৯৫৬ সালে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মকে অনুপ্রাণিত ও প্রাতিষ্ঠানিক করণের জন্য গঠিত হয় জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। এ পরিষদ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন সৃষ্টির পাশাপাশি ১৯৫৭ সালে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম প্রবর্তন করে। ১৯৬১ সালে ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে স্থানান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তর থেকে হস্তান্তরিত সরকারী এতিমখানা (State Orphange) এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ডিসেম্বর, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে কাঠামোগতভাবে ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর' সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে উন্নীত হয় এবং ১৯৭৮ সালে সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠনমূলক বিভাগ (Department) হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজসেবা অধিদফতর' নামে নামকরণ করা হয়। ১৯৮৯ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় একক নামে একটি সম্পূর্ণ পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৬ সালে গঠিত জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ১৯৮৪ সালে গঠিত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাষ্ট এবং ২০০০ সালে গঠিত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ হিসেবে ন্যস্ত করা হয়।

১.২ সমাজকর্মের যাত্রালগ্নে এদেশে সমাজকর্মের দুটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটি আনুষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্ম অন্যটি পেশাজীবী সমাজকর্ম। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে সমাজকর্ম শহর এলাকায় পুনর্বাসনমূলক কাজে সীমাবদ্ধ থাকলেও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জনগণের চাহিদা অনুযায়ী দেশব্যাপী উন্নয়নমুখী সমাজকর্মের দিগন্ত বিস্তৃত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানে সমাজকল্যাণের কর্মক্ষেত্রসমূহের দিকনির্দেশনা প্রদানসহ সমাজকল্যাণের কতিপয় ক্ষেত্রে সাংবিধানিক অঙ্গীকার প্রদান করা হয়- যা নিঃসন্দেহে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে গৌরবময় দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে সংবিধানের ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ এবং ১৯ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১.৩ সনাতনী অর্থে সমাজকল্যাণকে সমাজের অবহেলিত, দুঃখ, অসহায়, অক্ষম এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের সেবামূলক কার্যক্রমকে বুঝানো হলেও বর্তমানে তা পেশাদার মনোভাব ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালনা করা হয় যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি ও দলকে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে উন্নতমানের জীবনধারা এবং ব্যক্তিগত সামাজিক সম্পর্ক লাভে সহায়তা করে। বাংলাদেশে অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি বা জনগণের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। অসুবিধাগ্রস্থ শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, এতিম, দুঃস্থ, ভবঘুরে, ভাসমান, পথশিশু, গৃহহীন ও সামাজিক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হওয়ায় তাদের সমস্যা নিরসনে, ক্ষমতায়নে ও উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রচলিত ও বাস্তবায়িত সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনা করলে সমাজসেবা কার্যক্রম সম্পর্কিত কতিপয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং মৌলনীতি লক্ষ্য করা যায়। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

- ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ মর্যাদা, সামাজিক স্বীকৃতি ও গুরুত্ব প্রদান। প্রতিটি ব্যক্তি বা জনসমষ্টির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি প্রদান।
- কোন ব্যক্তি বা সমাজ এর আচার-আচরণ ও পরিবেশকে বিছিন্নতা না দেখে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা। যে কোন সমস্যা সমাধানে সামাজিক অঙ্গীকার ও মূল্যবোধের গুরুত্ব সর্বাধিক বিধায় সামাজিক সম্পদ, শক্তি, মনন ও পরামর্শকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা।
- পরিবারকে সামাজিক বন্ধন এবং উন্নয়নের মৌলিক একক (Basic Unit) হিসেবে গণ্য করে পরিবার উন্নয়নের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা।
- সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়ন, পেশাগত প্রশিক্ষণদান এবং বিভিন্ন পেশাগত সংগঠনকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিতকরণ।
- বেসরকারী পর্যায়ে সমাজকর্মকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংগঠন সৃষ্টি, পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং তাদেরকে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

১.৫ বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত পরিচালিত সমাজকর্মের পরিধি ব্যাপক না হলেও দিন দিন তার দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশকে প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে সঠিক চাহিদা নিরূপণ করে উপযুক্ত পদ্ধতিতে সমাজকল্যাণ কর্মকান্ড পরিচালনা অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন এবং বাংলাদেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে যুগোপযোগী ও সুপরিকল্পিত সমাজকল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আর এ অপরিহার্যতাকে বিবেচনায় রেখে দেশের দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্থ মানুষের কল্যাণ সাধন, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধশালী সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে 'জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি-২০০৬' প্রণয়ন করা হলো।

জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি

২.০ <u>লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য</u>

২.১ জনগণের অংশগ্রহণ ও স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু সর্বাধিক ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;

২.২ সামাজিক প্রতিবন্ধী ও সামাজিকভাবে বিপথগামী অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধন ও পুনর্বাসনপূর্বক সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ;

২.৩ অসহায়, দরিদ্র জনগণের জন্য নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

২.৪ দরিদ্র অসহায় রোগীদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান এবং প্রতিবন্ধী মানুষকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুনর্বাসন;

২.৫ দুঃস্থ, এতিম, পথশিশু, অসুবিধাগ্রস্থ শিশুসহ সকল শিশুর পরিচর্যা, বিকাশ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কল্যাণ, উন্নয়ন ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ;

২.৬ সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সমাজসেবা অধিদফতরসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জনবলের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি;

২.৭ সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান;

২.৮ সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন (সহায়তা প্রদান/ বাস্তবায়ন);

২.৯ প্রকল্প বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসম্পদের ব্যবহার।

৩.০ <u>দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (Programmes on socio economic development and improvement of life standard for the poor)</u> দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী, টেকসই এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩.১ <u>কর্মকৌশল</u>

৩.১.১ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ;

৩.১.২ স্থানীয় সম্পদ আহরণ এবং ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.১.৩ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

৩.১.৪ পরিবার ভিত্তিক দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম পরিচালন;

৩.১.৫ কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ।

৩.২ <u>কার্যক্রম</u>

৩.২.১ দরিদ্র এবং চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরকে সংগঠিত করে গ্রাম ও শহর এলাকায় তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিল/ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠন, বৃত্তিমূলক ও পেশাগত এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের বিষয়ে

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং অর্থকরী লাভজনক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থাকরণসহ কার্যকর পুনর্বাসন। দুঃস্থ, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস এবং মূল্যবোধের বিকাশ সাধন। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের জন্য লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ।

৩.২.২ প্রতিটি পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক শিক্ষা, সাক্ষরজ্ঞান, পুষ্টি উন্নয়ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, কুসংস্কার প্রতিরোধ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।

৩.২.৩ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে বিকশিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ;

৩.২.৪ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীদের সংগঠিত করে সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মানবিক চাহিদা পূরণ ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে উদ্বুদ্ধকরণসহ আকস্মিক দুর্ঘটনা, দুর্যোগ দুর্বিপাক মোকাবেলা। বিবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীভাংগন, দুর্ঘটনা, এসিড নিক্ষেপের শিকার, অসহায় ব্যক্তি/ জনগোষ্ঠির সার্বিক কল্যাণ এবং পুনর্বাসনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ;

৩.২.৫ বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে তৃণমূল পর্যায়ে গঠিত বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক প্রদেয় সেবা ও সুযোগ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংযোগ স্থাপন।

৪.০ শিশু কল্যাণ (PROGRAMMES ON CHILD WELFARE)

সমাজের অবহেলিত, এতিম ও দুস্থ এবং অসহায় শিশুদের লালন পালন, ভরণপোষণ, শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান অপরিহার্য। এ জন্য নিুবর্ণিত কল-কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করা

৪.১ কর্মকৌশল

৪.১.১ শিশুর দৈহিক ও মানসিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪.১.২ চরম দুর্দশাগ্রস্ত এবং বিপন্ন শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং সমাজভিত্তিক সেবা প্রদান;

৪.১.৩ পথ শিশু ও ছিন্নমূল শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;

৪.১.৪ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিশু সন্তানদের উপযুক্ত পরিবেশে লালন-পালন ও শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

৪.১.৫ সরকারী শিশু পরিবারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লালিত পালিত শিশুদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসন;

৪.১.৬ সরকারী শিশু পরিবারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিপালিত মেয়ে শিশুদের বিবাহ ও অন্যান্য উপায়ে পুর্নবাসন;

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৭ বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত এতিম শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

৪.১.৮ শিশু পাচার রোধে জনমত সৃষ্টি এবং পাচারের শিকার এবং অসহায় শিশুদের নিরাপদ হেফাজতের ব্যবস্থাকরণসহ নিজ পরিবারে/ পরিবেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থাকরণ;

৪.১.৯ নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ;

৪.১.১০ সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের সমন্বয়করণ।

৪.২ কার্যক্রম

৪.২.১ বাংলাদেশ পিতৃমাতৃ পরিচয়হীন পরিত্যক্ত (শূন্য হতে পাঁচ বছর বয়সী) শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য ছোটমণি নিবাস/ অনুরূপ সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.২.২ পিতৃহীন অথবা পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ, ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে তাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন, দায়িত্ববোধ ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টিসহ উপযোগী শিক্ষা, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারী/ বেসরকারী পর্যায়ে প্রয়াস;

৪.২.৩ প্রতিষ্ঠনসমূহে অবস্থিত শিশুদের শিশু অধিকারের ভিত্তিতে স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সরকারী চাকুরীর কোটা অনুযায়ী চাকুরী প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান। এ সকল শিশুদের কল্যাণে এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রয়োজনে প্রচলিত আইনের সংস্কার অথবা নতুন আইন/বিধি প্রণয়ন;

৪.২.৪ কর্মকালীন সময়ে কর্মজীবী মহিলাদের অথবা মাতৃহীন শিশুদের দিবাকালীন যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদন, মানসিক ও শারীরিক বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

৪.২.৫ পথ শিশু এবং সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিশু সন্তানদের উপযুক্ত পরিবেশে লালন-পালন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য অভ্যন্তরীণ/ বহিঃসম্পদের এবং কারিগরী সহায়তায় কর্মসূচী/ প্রকল্প গ্রহণ।

৫.০ সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধন ও পুনর্বাসন (Correction and rehabilitation of the deliquents and offenders)

সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এরূপ কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সংশোধন, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের নিমিত্তে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ও সুপরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

৫.১ কর্মকৌশল

৫.১.১ সামাজিক প্রতিবন্ধী, অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি, কিশোর অপরাধী ও নৈতিকভাবে বিপথগামী, ভবঘুরে, নিরাপদ হেফাজতে প্রেরিত মহিলা ও শিশু-কিশোরদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.১.২ অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধনের লক্ষ্যে তাদের প্রতি মানবিক আচরণ ও গুরুত্ব প্রদান;

৫.১.৩ বাদী-বিবাদীর মধ্যে আদালতের সহায়তায় সমঝোতার সৃষ্টির মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তিপূর্বক দ্রুত সংশোধন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.১.৪ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

৫.১.৫ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি সামাজিক বিরূপ মনোভাব দূরীকরণে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৫.১.৬ সংশোধনী কার্যক্রমের আওতাভুক্ত সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট সময় কারাভোগের পর উত্তম আচরণের জন্য প্যারোলে কারামুক্তি এবং সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ; এবং

৫.১.৭ থানা হাজত/কারাগারে অবস্থিত মহিলা ও শিশু কিশোরদের সুস্থ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের ব্যবস্থাকরণ।

৫.২ <u>কার্যক্রম</u>

৫.২.১ শাস্তি নয়, সংশোধন- এ লক্ষ্যে কিশোর সংশোধনী কার্যক্রম, প্রবেশন ও আফটার কেয়ার কার্যক্রম পরিচালনা;

৫.২.২ কিশোরদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে সকল প্রকার কিশোর অপরাধী এবং অপরাধ প্রবণ কিশোরদের কিশোর আদালতে বিচার কার্য পরিচালনা, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে থাকার ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিশোরদের সংশোধনের জন্য খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন, শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টিসহ নানাবিধ যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কিশোরদের কর্মমুখী ও স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান;

৫.২.৩ প্রবেশন ও আফটার কেয়ার কার্যক্রমের অধীন প্রথম বারের মত অপরাধ সংগঠনকারী ব্যক্তিকে সমাজে একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার ও আত্মশুদ্ধির সুযোগ দানের প্রয়োজনে অপরাধের কারণ নির্ণয়পূর্বক সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ। কারাগারের কলুষিত পরিবেশ থেকে রক্ষা করে প্রয়োজনে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অপরাধীর নিজ এলাকার জনগণের মাঝে তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান। সংশোধনমূলক পন্থায় ক্রমবর্ধমান অপরাধীর সংখ্যা কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.২.৪ কারাগার অভ্যন্তরে কয়েদীদের সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষাদান, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত করে অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধে উদ্বুদ্ধকরণসহ দরিদ্র ব্যক্তিদের আত্মপক্ষ সমর্থনে আর্থিক ও আইনী সহায়তা প্রদান;

৫.২.৫ কারাগার অভ্যন্তরে কয়েদীর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আগ্রহকে বিবেচনায় রেখে তাদের এমন সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যাতে করে কারাভোগ শেষে এলাকায় ফিরে স্বকর্মসংস্থানে অসুবিধা না হয়, এ ক্ষেত্রে কারা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যকর উদ্যোগ গহণ;

৫.২.৬ থানা হাজত/ কারাগারে অবস্থানরত মহিলা ও শিশু কিশোরদের কারাগারে না রেখে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা;

৫.২.৭ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান ভবঘুরেদের বিধি অনুযায়ী যথাযথভাবে চিহ্নিত পূর্বক ভবঘুরেদের আশ্রয়, ভরণ পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, চিকিৎসা, বিনোদন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করে ভবঘুরে নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন কার্যক্রম পরিচালনা। ভবঘুরেদের সমাজভিত্তিক পুনর্বাসনের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অধিক সংখ্যক কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিতকরণ;

৫.২.৮ দারিদ্রতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অসৎ প্ররোচনায় কিশোরী ও যুব মহিলাদের যে অংশ অনৈতিক জীবনযাপন বিশেষ করে যৌনকর্ম পেশা অবলম্বন করে, সেসব সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের সার্বিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চিকিৎসা, সংশোধনী কার্যক্রম, রক্ষাণাবেক্ষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, বিবাহ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনাপূর্বক অনৈতিক ও মূল্যবোধহীন কার্যকলাপের বিপক্ষে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.২.৯ সরকারী ও বেসরকারী পর্যায় সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের কল্যাণে বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, কার্যক্রমসমূহের সমন্বয় সাধন এবং সমাজে এদের সম্পর্কে ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টি; এবং

৫.২.১০ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সামাজে পুনর্বাসনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।

৬.০ সামাজিক নিরাপত্তা (SOCIAL SECURITY)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে। অসহায় এবং সামাজিক সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১ কর্মকৌশল

৬.১.১ বয়স্ক এবং অত্যন্ত অসহায় ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

৬.১.২ এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ;

৬.১.৩ দগ্ধজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ।

৬.২ কার্যক্রম

৬.২.১ দেশের বিশেষ অসহায় জনগোষ্ঠী যেমন দরিদ্র বয়স্ক জনগোষ্ঠী, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলা, বিভিন্ন শ্রেণির অসচ্ছল প্রতিবন্ধী, সমাজের বিশেষ অংশ, বেকার, অসচ্ছল জাতীয় বরেণ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে দেশের সার্বিক আর্থিক অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে সকলকে বা বিশেষ অংশকে ভাতা প্রদান, চিকিৎসা প্রদান, আশ্রয়, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা;

৬.২.২ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীকে জোরদার ও বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে বিশেষ গবেষণা সেল, জাতীয় ভিত্তিক কমিটি গঠন এবং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এতদবিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭.০ সেবা ও কল্যাণ (WELFARE AND SERVICES)

দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান এবং প্রতিবন্ধী মানুষকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিবন্ধীদের সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন, এ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সকল মহলকে উৎসাহব্যঞ্জক পরামর্শ এবং সহযোগিতার কর্মকৌশল অনুসরণ।

৭.১ রোগী কল্যাণ (WELFARE AND SERVICES) অসহায়, দুস্থ এবং সমস্যাগ্রস্থ অসুস্থ রোগীদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা সহায়তা, চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি, মানসিক সান্ত্বনা প্রদান ও মনোবল অক্ষুন্ন রাখাসহ পুনর্বাসনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৭.১.১ কর্মকৌশল

৭.১.১.১ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা, বিশেষ করে ডাক্তারের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং চিকিৎসা গ্রহণের জন্য রোগীকে মানসিকভাবে প্রস্তুতকরণ।

৭.১.১.২ দুঃস্থ রোগীদের সাহায্যার্থে স্থানীয় সম্পদ আহরণ;

৭.১.১.৩ সুচিকিৎসা পাওয়ার জন্য রোগীকে সহায়তা প্রদান;

৭.১.১.৪ দরিদ্র রোগীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান; এবং

Dhaka University Institutional Repository

৭.১.১.৫ প্রয়োজনবোধে জটিল রোগগ্রস্থ দরিদ্র রোগীকে সুচিকিৎসার জন্য অন্যত্র প্রেরণের ব্যবস্থাকরণ।

৭.১.২ <u>কার্যক্রমের রূপরেখা</u>

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতাল আগত/অবস্থানরত অসহায়, সমস্যাগ্রস্ত এবং দরিদ্র রোগীদের সেবায় নিম্নরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৭.১.২.১ হাসপাতালে আগত রোগীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনপূর্বক তাদের মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিষয়কে বিবেচনায় এনে রোগীর সুস্থতা বিধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান;

৭.১.২.২ সকল ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের বহির্বিভাগে আগত দরিদ্র, দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের চিহ্নিত করে রোগের ধরণ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পরবর্তী সহায়তা প্রদান;

৭.১.২.৩ হাসপাতালে আগত দরিদ্র রোগীদের সকল প্রকার সেবাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চিকিৎসা সমাজকর্মী, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী এবং দানশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে রোগী কল্যাণ সমিতি। এ সমিতির সকল কার্যক্রমে আইনানুগ সমর্থন, আর্থিক সহায়তা ও নিবন্ধন প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

৭.১.২.৪ দরিদ্র রোগীদেরকে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ, রক্ত, পথ্য, কৃত্রিম অংগ, চশমা ও ক্রাচ সরবরাহসহ চরম দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা পরবর্তী আর্থিক সহায়তাসহ রোগীকে নিজ বাড়ীতে প্রেরণ ও স্থানীয় সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে সামাজিক পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান।

৮.০ <u>প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রম (Welfare programmes for the persons with disabilties)</u>

শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি ও শ্রবণ এবং বাক প্রতিবন্ধীসহ দগ্ধ অথবা এসিড নিক্ষেপের ফলে প্রতিবন্ধীত্ব বরণকারীদের কল্যাণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্ভাব্য সকল প্রকারের সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৮.০ <u>কর্মকৌশল</u>

৮.১.১ প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়নের জন্য সুযোগ সুবিধা ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

৮.১.২ দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধীদেরকে অংশগ্রহণে সম্পৃক্তকরণ এবং এ প্রেক্ষিতে তাদেরকে উপযোগী করে গড়ে তোলা;

৮.১.৩ প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রমে সরকারী বেসরকারী উদ্যোগের সমন্বয় সাধন;

Dhaka University Institutional Repository

৮.১.৪ প্রতিবন্ধীদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানসহ তাদের সহজ চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮.১.৫ সমাজে প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠাকল্পে সমাজের গ্রহণযোগ্যতা আনয়নে সচেতনতা সৃষ্টি; এবং

৮.১.৬ প্রতিবন্ধীদেরকে সমাজের মূলধারায় একীভূতকরণ।

৮.২ <u>কার্যক্রমের রূপরেখা</u>

৮.২.১ শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি, শ্রবণ এবং বাক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ এবং কার্যকর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে জাতীয় এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সেবা কার্যক্রমকে উৎসাহিতকরণ;

৮.২.২ সরকারী পর্যায়ে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহে অবস্থিত নিবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণসহ যথাযথ যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বিকাশ সাধন করে সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮.২.৩ সকল শ্রেণির প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত সকল কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

৮.২.৪ প্রতিবন্ধীদের নিজস্ব প্রয়োজনে প্রতিবন্ধকতা সহায়ক যন্ত্রপাতি। যেমন ঃ শ্রবণ যন্ত্র, হুইল চেয়ার, ব্রেইল প্রেস, কৃত্রিম অংগ, প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদি এবং প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠন কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন সামগ্রী কাঁচামাল আমদানীতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ;

৮.২.৫ এসিড বা অন্য কোন কারণে দগ্ধজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সহায়তার জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.২.৬ সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রণীত আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ। প্রয়োজনে সকল শ্রেণির প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রতিবন্ধী তহবিল গঠনকরণ। সমগ্র দেশব্যাপী প্রতিবন্ধীদের ব্যক্তিগত নিবন্ধন প্রদান নিশ্চিতকরণ; এবং

৮.২.৭ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রকারের নাগরিক সুবিধা গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের আগ্রাধিকার প্রদানে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ।

৯.০ <u>সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম (Programmes on the prevention of immoral activities)</u>

সামাজিক অনাচার, নৈতিক ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, কুসংস্কার সম্বন্ধে জনমত সৃষ্টি, প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কর্মসূচি প্রণয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে যুগোপযোগী কর্মসূচি গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

৯.১ কর্মকৌশল

৯.১.১ সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;

৯.১.২ সামাজিক অনাচার, নৈতিক ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ;

৯.১.৩ সামাজিক অনাচার, নৈতিক ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ।

৯.২ কার্যক্রম

৯.২.১ যৌতুক ও বাল্যবিবাহ বিরোধী জনমত সৃষ্টিকারী কার্যক্রম পরিচালনা;

৯.২.২ অনাচারের কারণে সামাজিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;

৯.২.৩ মাদকাশক্তি, নেশা গ্রহণের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ এবং মাদক ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ ;

৯.২.৪ জুয়া ও গণিকাবৃত্তিসহ নৈতিক অবক্ষয়জনিত কর্মকাণ্ড নিরুৎসাহিত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ।

১০.০ দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Programmes on training and skill development)

সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠনে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং সমাজকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

১০.১ কর্মকৌশল

১০.১.১ দেশের সমাজকল্যাণ/সমাজকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে পেশাগতভাবে আরো সম্পৃক্ত ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও গবেষণা পরিচালনা করা।

১০.২ কার্যক্রমের রূপরেখা

১০.২.১ জাতীয় ভিত্তিক সমাজকল্যাণ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি। সমাজকল্যাণ বিষয়ে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক অগ্রগতিকে বিবেচনায় নিয়ে এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রণীত পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও নতুন কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন;

১০.২.২ দেশের সকল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন এন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার সমাজকল্যাণ বিষয়ক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণসহ সমাজকল্যাণ ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ক ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও নীতিনির্ধারণী আলোচনার আয়োজন;

Dhaka University Institutional Repository

১০.২.৩ দেশের জনগণের মাঝে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা আনয়নের লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা। পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টি.ভি, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটসহ বিবিধ গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে জনগণের মাঝে এতদবিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করণ; এবং

১০.২.৪ দেশের স্বেচ্ছাসেবী ও পেশাজীবী বিশিষ্ট সমাজকর্মীদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় সম্মান প্রদানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।

১১.০ সামাজিক ক্ষমতায়ন (Programmes on community empowerment)

দেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার নিরসনকল্পে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত সামাজসেবা কার্যক্রমের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদনের মাধ্যমে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন, তত্ত্বাবধান, পেশাগত পরামর্শ প্রদান ও পৃষ্ঠপোষকতা, আর্থিক ও প্রকল্প সহায়তা প্রদান এবং এতদসংক্রান্ত আইন ও বিধি সংশোধন ও যুগোপযোগী করণ।

১১.১ কর্মকৌশল

১১.১.১ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম সরকারী কর্মকান্ডের পরিপূরক হিসেবে গড়ে তোলা;

১১.১.২ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রমের উন্নয়ন ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদান।

১১.২ কার্যক্রম

১১.২.১ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১.২.২ নিবন্ধীকৃত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

১১.২.৩ নিবন্ধীকৃত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও জাতিগঠন-মূলক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্তকরণ;

১১.২.৪ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে অনুদান, প্রকল্প এবং পেশাগত সহায়তা প্রদান।

১২.০ উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম (Development programmes/projects)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানকল্পে নিয়মিতভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতঃ তা যথাযথ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবী সমাজকর্মীদের সুচিন্তিত মতামতের আলোকে প্রকল্প নির্ধারণকরণ।

১২.১ কর্মকৌশল

Dhaka University Institutional Repository

১২.১.১ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতর এর কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;

১২.১.২ বেসরকারী সমাজকল্যাণ সংস্থার কার্যক্রম উন্নয়নে গৃহীত কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।

১৩.০ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন কার্যক্রম (Observance of national and international days)

১৩.১ কর্মকৌশল

১৩.১.১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সামাজিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সমাধানের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন।

১৩.২ কার্যক্রমের রূপরেখা

১৩.২.১ সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে বিভিন্ন দিবস পালনের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংহতি বৃদ্ধিকরণ।

১৪.০ উপসংহার

জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি একটি সুশৃংখল, টেকসই এবং জনকল্যাণমুখী সমাজকর্মের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের জন্য প্রণীত। সমাজকর্মকে একটি পৃথক এবং বিশেষায়িত সেবা ও কল্যাণধর্মী পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, নীতির আলোকে সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন, তা বাস্তাবায়নে প্রশাসনিক অঙ্গীকার এবং পেশাজীবী ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীদের সহযোগিতা আবশ্যক। সময়ের বিবর্তন ও প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময় অন্তর জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি মূল্যায়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংশোধনের ব্যবস্থা থাকবে। জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকি, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় কমিটি এবং কমিটির আওতায় প্রয়োজনবোধে উপ-কমিটি গঠন করা যাবে। দেশে স্বচ্ছ কার্যকর এবং জবাবদিহিতামূলক সমাজকল্যাণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি’ বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বরাদ্দ ও বন্টন নীতিমালা, ২০০৯ [২]

০১. প্রেক্ষাপট

শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক শিশু তাদের পরিবারসহ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এ সকল শিশুর মধ্যে পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র পরিবারের শিশুগণ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এবং দুর্দশাগ্রস্ত। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর দরিদ্র পরিবারের এতিম শিশুদের ভরণ-পোষণ ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য দেশে ৮৫ (পঁচাশি)টি সরকারি শিশু পরিবার পরিচালনা করছে। কিন্তু এর বাইরেও বিপুল সংখ্যক এতিম শিশু রয়েছে। এসব শিশুর লালন পালন ও উন্নয়নের জন্য বেসরকারী পর্যায়ে স্থাপিত এতিমখানাসমূহ স্থানীয় সম্পদ আহরণ এবং বিভিন্ন ধরনের দান-অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ ধরণের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও সমাজসেবা অধিদফতর থেকে আর্থিক অনুদান/সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বণ্টন, বরাদ্দ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সমন্বয় সাধনের স্বার্থে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় এ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

০২. এতিমের সংজ্ঞা

১৯৪৪ সালের এতিমখানা ও বিধবা সদন আইনের ধারা-২ এ (৩) অনুযায়ী 'এতিম' বলিতে ১৮ বছরের কম বয়স্ক বালক-বালিকাকে বুঝাইবে, 'যিনি পিতৃহীন, অথবা পিতা-মাতা বা আইনগত অভিভাবক কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন'।

০৩. এতিমখানার শ্রেণিবিন্যাস

বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজসেবা অধিদফতরের সাথে নিবন্ধিত বেসরকারি এতিমখানাসমূহকে (ক) (খ) ও (গ) শ্রেণিবিন্যাস (Category) তে বিভক্ত করা হবে।

৩.১ বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজসেবা অধিদফতরের সাথে নিবন্ধিত যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে এতিমদের আবাসিকভাবে রক্ষণা বেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং সরকার অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসারে মানসম্মত সাধারণ ও আধুনিক

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয়/ইসলামী শিক্ষার সুব্যবস্থা, ২০ জনের অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী কাজ করছে, খেলাধুলার সুবিধার্থে নিজস্ব খেলার মাঠ, বিভিন্ন ট্রেডে যুগোপযুগি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ ২০০ এর অধিক সংখ্যক এতিম নিবাসী লালন-পালন করা হয় এমন প্রতিষ্ঠানকে “ক” শ্রেণির প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হবে।

৩.২ বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজসেবা অধিদফতরের সাথে নিবন্ধিত সেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে এতিমদের আবাসিকভাবে রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসারে মানসম্মত সাধারণ ও আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয়/ইসলামী শিক্ষার সুব্যবস্থা, ১৫ জনের অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী কাজ করছে, খেলাধুলার সুবিধার্থে নিজস্ব খেলার মাঠ, বিভিন্ন ট্রেডে যুগোপযুগি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ ১০০ জনের অধিক সংখ্যক এতিম নিবাসী লালন-পালন করা হয় এমন প্রতিষ্ঠানকে “খ” শ্রেণির প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হবে।

৩.৩ বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজসেবা অধিদফতরের সাথে নিবন্ধিত সেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে এতিমদের আবাসিকভাবে রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য অবকাঠামো এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসারে মানসম্মত সাধারণ ও আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয়/ইসলামী শিক্ষার সুব্যবস্থা, ৫ জনের অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী কাজ করছে, খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা আছে, ১০ জনের অধিক সংখ্যক এতিম নিবাসী লালন-পালন করা হয় এমন প্রতিষ্ঠানকে “গ” শ্রেণির প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হবে।

০৪. ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের সংজ্ঞা

বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজসেবা অধিদফতরের সাথে নিবন্ধিত বেসরকারি এতিমখানায় প্রতিপালিত এতিম শিশুদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে মাথাপিছু যে অনুদান প্রদান করা হয় তা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে গণ্য হবে।

০৫. ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানাসমূহকে এতিম শিশু প্রতিপালনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা।

(খ) বেসরকারি এতিমখানাসমূহকে আর্থিক ও পেশাগত সহায়তা প্রদান।

(গ) এতিম শিশু প্রতিপালনে স্থানীয় সম্পদ আহরণের সুযোগ সৃষ্টি।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) সমগ্র দেশের উপজেলা পর্যায়ে এতিম শিশুদের শিক্ষা, মেধা বিকাশে ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

০৬. ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন এতিমখানার শিশু ভর্তি পদ্ধতি

ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের জন্য আবেদনকারী এতিমখানায় এতিম শিশু ভর্তির জন্য নির্ধারিত ভর্তির আবেদন ফরম থাকতে হবে। ভর্তির জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক ভর্তির নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানকে উপদেষ্টা করে নিম্নবর্ণিত ভর্তি কমিটি থাকবে এবং ভর্তি কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে এতিমখানায় ভর্তি করা হবে।

০৭. সরকারি এবং বেসরকারি এতিমখানায় ভর্তি সুবিধা পেয়ে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টির বিধান (Provision)

উপজেলা এলাকার নিবন্ধনকৃত এবং ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমখানায় প্রতিপালিত মেধাবী শিশুরা মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা শেষে জেলা সদরে অবস্থিত মানসম্মত সরকারি এবং বেসরকারি এতিমখানায় ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক বরাবরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে। জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি এবং বেসরকারি এতিমখানায় ভর্তির জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত মহিলা সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা করে নিম্নবর্ণিত একটি কমিটি থাকবে। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে উপজেলা এলাকার নিবন্ধনকৃত এবং ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমখানায় প্রতিপালিত মেধাবী এতিম শিশুরা জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি এবং বেসরকারি এতিমখানায় আসন শুন্য থাকলে ভর্তি হতে পারবে।

০৮. ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের জন্য আবেদন করার নিয়মাবলি [শুধুমাত্র শিরোনাম উল্লিখিত]

০৯. ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্তির শর্তাবলি

সমাজসেবা অধিদফতর থেকে নিবন্ধিকৃত বেসরকারি এতিমখানাসমূহ নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট এর জন্য আবেদন করতে পারবে-

৯.১ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের জন্য অবশ্যই বেসরকারি এতিমখানাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/ মহাপরিচালক সমাজসেবা অধিদফতর বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে।

৯.২ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের জন্য আবেদনকারী বেসরকারি এতিমখানাকে অবশ্যই সমাজসেবা অধিদফতরের অনুমোদিত গঠনতন্ত্রসহ নিবন্ধনকৃত হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯.৩ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের জন্য আবেদনকারি এতিমখানায় এতিম প্রতিপালনের জন্য নিজস্ব জায়গায় উপযোগী পরিবেশে নির্মিত অবকাঠামো এবং স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তিসহ এতিমদের চিত্ত বিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধারও ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯.৪ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের জন্য আবেদনকারী বেসরকারি এতিমখানাসমূহে একটি ভর্তি রেজিস্টার থাকতে হবে যাতে নিবাসী এতিমদের ছবিসহ সার্বিক তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। ভর্তি রেজিস্টারগুলি উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক এর নিকট থেকে বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রত্যয়ন করতে হবে।

৯.৫ সকল বেসরকারী এতিমখানায় বিধিমোতাবেক জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হবে।

৯.৬ আবশ্যিকভাবে সকল এতিমখানায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে এবং চালুকৃত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে।

৯.৭ সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা অফিসার/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক/ উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সুপারিশ ব্যতিরেকে সরাসরি আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হবে না।

৯.৮ আবেদনকৃত এতিমখানায় এতিমদের সরকার অনুমোদিত মানসম্মত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯.৯ কমপক্ষে ১০ জন এতিম অবস্থান করছে শুধুমাত্র এমন প্রতিষ্ঠান ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের জন্য আবেদন করতে পারবে।

৯.১০ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেসরকারি এতিমখানার গঠনতন্ত্র অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে।

৯.১১ বেসরকারি এতিমখানার অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের আলোকে কার্যকরী পরিষদ অনুমোদন প্রাপ্ত হতে হবে।

১০. ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের জন্য আবেদনের সময়সীমা

ক্যপিটেশন গ্র্যান্টের আবেদন পত্র দাখিলের সময়সীমা নিম্নরূপ ঃ

১০.১ প্রত্যেক অর্থ বছরে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ৩১ শে জুলাই।

১০.২ প্রত্যেক অর্থ বছরে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রেরণের শেষ তারিখ ১০ আগষ্ট।

১০.৩ প্রত্যেক অর্থ বছরে জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণের শেষ তারিখ ২৫ শে আগষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

১০.৪ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক আবেদনপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের শেষ তারিখ প্রতি অর্থ বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর।

১১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বণ্টন কমিটি ও কর্মপরিধি [শুধুমাত্র শিরোনাম উল্লিখিত]

১২. এতিমখানায় মালামাল ক্রয় ও বিতরণ

১২.১ এতিমখানার মালামাল ক্রয়ের জন্য একটি কমিটি থাকবে। এতিমখানার কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত কমিটি গঠন করবেন। তত্ত্বাবধায়ক ক্রয়কৃত মালামালের হিসাব কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন এবং অনুমোদন গ্রহণ করবেন। তিনি (তত্ত্বাবধায়ক) সংশ্লিষ্ট এতিমখানার মালামাল ক্রয়, মওজুদ এবং হিসাব সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন এবং এতদসংক্রান্ত রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করবেন।

১২.২ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বণ্টন এর বিভাজন অনুযায়ী প্রত্যেক উপ-খাতের অনুকূলে অর্থ ব্যয় করতে হবে।

১৩. ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট এর হিসাব সংরক্ষণ ও বিল অনুমোদন পদ্ধতি

১৩.১ এতিমখানার তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খরচের হিসাব এতিমখানার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য উপস্থাপন করতে হবে এবং অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১৩.২ উপজেলা এলাকায় অবস্থিত এতিমখানার তত্ত্বাবধায়ক/সুপারিন্টেন্ডেন্ট কার্যনির্বাহী কর্তৃক অনুমোদন রেজুলেশনসহ খরচের বিল সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের দাখিল করবেন। উপজেলা সমাজসেবা অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত বিলগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনুমোদনের পরে তা সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিসে দাখিল করতে হবে।

১৩.৩ জেলা সদরে অবস্থিত শহর সমাজসেবা কার্যালয় এলাকায়, জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভা এলাকায় এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত ক্যাপিটেশন গ্রান্ডপ্রাপ্ত এতিমখানার তত্ত্বাবধায়ক/ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত রেজুলেশনসহ খরচের বিল সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয় দাখিল করবেন। জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক কতৃর্ক দাখিলকৃত বিলগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমোদনের পরে তা সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিসে দাখিল করতে হবে।

১৩.৪ এতিমখানার তত্ত্বাবধায়ক প্রাপ্ত ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের অর্থের হিসাব এবং ভাউচারসমূহ পরিচালনা কমিটির অনুমোদনসহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৩.৫ সমাজসেবা কার্যালয় হতে বেসরকারী এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্তির জন্য সুপারিশকৃত প্রতিবেদনে (নির্ধারিত ছক-পরিশিষ্ট-৩) কোন তথ্য অসম্পন্ন বা ভুল থাকলে এবং যথাযথভাবে যাছাই বাছাই ছাড়া বিল অনুমোদন করা হলে প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা, সুপারিশকারী কর্মকর্তা এবং বিল অনুমোদনকারী কর্মকর্তা সকলই দায়ী থাকবেন।

১৪. ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট স্থগিত/বাতিলকরণ পদ্ধতি

১৪.১ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠানের ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের অর্থ ব্যবহারে অনিয়ম, তহবিল তসরূপ বা অন্য কোন অভিযোগ সমাজসেবা কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক (জেলা/সদর কার্যালয়), সমাজসেবা অধিদফতর, উপ-পরিচালক (জেলা/সদর কার্যালয়), সমাজসেবা অধিদফতর, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসকের কোন প্রতিনিধি (১ম শ্রেণির কর্মকর্তা) এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা কতৃর্ক তদন্তের পর অভিযোগ প্রমাণিত হলে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বণ্টন ও বরাদ্দ কমিটির সুপারিশক্রমে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বাতিল করা যাবে।

১৪.২ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমখানায় সরকার অনুমোদিত মানসম্মত সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকলে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট স্থগিত অথবা বাতিল করা যাবে। বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারী এতিমখানার গঠনতন্ত্রেও মানসম্মত সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রাখার বিধান আবশ্যিকভাবে সন্নিবেশন করতে হবে।

১৪.৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব এবং সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক ও পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দের এবং জেলা প্রশাসকের পরিদর্শনকালীন কোন অনিয়ম বা অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে স্থায়ীভাবে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বাতিল ঘোষণা করা যাবে।

১৫. ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং অর্থের স্বচ্ছ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং সংরক্ষিত আসনের মাননীয় মহিলা সংসদ সদস্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে থাকবেন। বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রে বিধান রাখতে হবে।

১৬. নীতিমালা সংশোধন

সরকারের অনুসৃত নীতির আলোকে এবং প্রয়োজনবোধে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় যে কোন সময় এই নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০[৩]

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-কৌশল আজ তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের জন্য একটি মডেল। আজকে যে শিশু-কিশোর আগামী দিনে সে-ই হবে এ উন্নয়ন কৌশলের মূল চালিকাশক্তি। তাদের একটি স্বাধীন দেশের এবং আধুনিক সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন এখনো আশাপ্রদ নয়। স্বাধীনতার পর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে প্রবর্তন করা হয় শিশু আইন ১৯৭৪। পরবর্তীতে জাতীয় শিশু নীতি ১৯৯৪ প্রণয়ন করা হয়। শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০০৫-২০১০ গ্রহণসহ বহুবিধ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শিশু বিষয়ক অধিকাংশ সনদ অনুসমর্থনসহ শিশু অধিকার সংক্রান্ত বহু আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক ঘোষণায় বাংলাদেশ অংশীদার। গৃহীত এ সকল পদক্ষেপ এবং সরকার, মালিক, শ্রমিক পক্ষের ঐক্যমত ও আন্তরিকতায় তৈরী পোষাক শিল্প হতে শিশুশ্রম প্রত্যাহার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। কৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম বিদ্যমান। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে শিশুশ্রম সংক্রান্ত এ পরিস্থিতি অনভিপ্রেত। প্রতিনিয়ত বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা সামাজিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তনের তাগিদ দিচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য-নতুন মূল্যবোধের। এ পরিবর্তনে ভারসাম্য রক্ষায় পুরনো আইনের সংস্কারের পাশাপাশি প্রণয়ন করতে হচ্ছে নতুন নীতিমালা ও বিধি-বিধান। সমাজ পরিবর্তনের এ ক্রান্তিকালে সমাজের শাশ্বত মূল্যবোধ যেন হারিয়ে না যায়, আবার পরিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সৃষ্ট মূল্যবোধকেও যেন সাদরে ও সযত্নে স্থান করে নেয়া হয়, তার জন্যে চাই একটি সামাজিক ঐক্যমত। এ সামাজিক ঐক্যমত তথা এ নীতিমালার ভিত্তিতেই মূলতঃ আবর্তিত হতে থাকে সমাজ নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তনের রীতি-নীতি। বাংলাদেশের শিশুশ্রম পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য একটি নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা সরকারি-বেসরকারি পর্যায় তথা আপামর সুধী সমাজ দীর্ঘদিন যাবৎ অনুধাবন করে আসছিলেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবন, সমাজ-সংস্কৃতি এবং সাম্প্রতিককালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনসমূহের আলোকে শিশুশ্রম পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপাদান এ নীতিমালায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। দেশে প্রচলিত শিশু এবং শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি-

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কোষ (শ্রম ৫), বাংলাদেশ গেজেট, ১ম খন্ড [২৬৬-২৭৪], এপ্রিল ৮, ২০১০ খ্রীষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

বিধানগুলো পর্যায়ক্রমে এ নীতিমালার সাথে সমন্বিত হবে এবং ভবিষ্যতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে শিশু এবং শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নকালে এ নীতিমালাই হবে নীতি-নির্ধারক/পথপ্রদর্শক-এ প্রত্যাশায় জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ ঘোষিত হলো।

২। বাংলাদেশের শিশুশ্রম পরিস্থিতি

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রম বিদ্যমান। যে বয়সে একটি শিশুর বই, খাতা, পেন্সিল নিয়ে স্কুলে আসা-যাওয়া, আনন্দচিত্তে সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলা করার কথা সেই বয়সে ঐ শিশুকে নেমে পড়তে হয় জীবিকার সন্ধানে। দারিদ্রের কষাঘাতে একজন পিতা যখন তার পরিবারের ভরণপোষণে ব্যর্থ হয় তখন ঐ পিতার পক্ষে তার সন্তানদের পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখা আর সম্ভব হয়ে উঠে না। আর এভাবে একটি শিশু একবার পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হবার পর সে হারিয়ে যায় অগণিত মানুষের মাঝে। এদের কেউ তখন হোটেল-রেস্তোঁরায়, কেউ ফ্যাক্টরি-ওয়ার্কশপে, কেউবা বাসা-বাড়িতে কাজ নেয়। উল্লিখিত কাজ ছাড়াও শিশুরা বাজারে বোঝা টানা, ভিক্ষাবৃত্তি, রিকসা বহন, ঠেলা গাড়ী টানা, বিড়ি বাঁধা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকে। কোন কাজ না পেয়ে কেউ আবার ছিন্নমূল শিশুতে পরিণত হয়। সকল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় এসকল শিশুর সুকুমার বৃত্তিগুলো আর প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পায় না। ফলে এ শিশুরা সুনাগরিক হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশে শিশুশ্রমের আর একটি অভিশপ্ত দিক হলো, কর্মের প্রলোভন দেখিয়ে এক শ্রেণির প্রতারক একটি শিশুকে ঘর থেকে বের করে গ্রাম থেকে শহরে অবশেষে শহর থেকে বিদেশে পাচার করে। এভাবে পাচার হওয়া মেয়ে শিশুদের পতিতাবৃত্তি ও পর্ণোগ্রাফি এবং ছেলে শিশুদের বিভিন্ন অসামাজিক/অমর্যাদাকর কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩। শিশুশ্রমের কারণ

বাংলাদেশে শিশুশ্রমের প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে ভরণপোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগান দেয়া আর সম্ভব হয় না। ফলে তাদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকেরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ পরিস্থিতিতে, বয়সের কথা বিবেচনা না করে পিতার পেশায় বা অন্য কোনো পেশায় সন্তান নিয়োজিত হয়ে আয়-রোজগার করলে পিতামাতা একে লাভজনক মনে করেন। অন্যদিকে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বা ঝরে পড়া শিশু বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। শিশুদের স্বল্প মূল্যে দীর্ঘক্ষণ কাজে খাটানো যায় বলে নিয়োগকর্তা/ মালিক/ ম্যানেজার/ কর্তৃপক্ষও শিশুদের কাজে নিয়োগ করার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী থাকে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থাও শিশুশ্রমের অন্যতম কারণ। আমাদের

সমাজে পরিবারের প্রধান তথা পিতার যদি মৃত্যু ঘটে তবে ঐ পরিবারের সদস্যদের লেখাপড়া তো দূরের কথা, ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাই দায় হয়ে পড়ে। পারিবারিক ভাঙ্গনে পিতামাতা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তাদের সন্তানদের খবর কেউ রাখে না। এ ছাড়া দরিদ্র পরিবারগুলোতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ না করার কারণে সন্তান-সন্ততির সংখ্যাধিক্য হওয়ায় এদের ভরণপোষণে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলো ভীষণ অর্থকষ্টের সম্মুখীন হয়। গ্রামে কাজের অপ্রতুল সুযোগ, সামাজিক অনিশ্চয়তা, মৌলিক চাহিদা পূরণের অভাব, ইত্যাদি কারণে গ্রাম থেকে মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। নদী ভাঙ্গন, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে অহরহ। এ জাতীয় প্রতিটি ঘটনা-দুর্ঘটনাই প্রতিনিয়ত শিশুদের ঠেলে দিচ্ছে কায়িক শ্রমের দিকে। পিতামাতার স্বল্প শিক্ষা, দারিদ্র এবং অসচেতনতার কারণে তারা শিক্ষাকে একটি অলাভজনক কর্মকান্ড মনে করে। সন্তানদের ১০/১৫ বছর ধরে লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাওয়ার ধৈর্য্য তখন তাদের থাকে না। শিক্ষা উপকরণ ও সুযোগের অভাব এবং শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের অসচেতনতা/উদাসীনতায় শিশুশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহর জীবনে গৃহস্থালির কাজে গৃহকর্মীর উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীলতা, গতানুগতিক সংস্কৃতির কারণে গ্রামে লেখাপড়ায় মগ্ন শিশুটিকেও নিয়ে আসা হয় শহরে বাসার কাজের জন্য।

৪। শিশুশ্রমঃ সাংবিধানিক ও আইনগত অবস্থান

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০ অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগের উপর জোর দেয়া হয়েছে। মৌলিক অধিকার অংশের অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯ ৪০ এবং ৪১-এ মানুষ হিসেবে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষতঃ জবরদস্তিমূলক শ্রম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগতভাবে প্রতিকার পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে।

(খ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশে শিশু এবং শিশু অধিকার সংরক্ষণে প্রবর্তিত হয় শিশু আইন ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৩৯ নং আইন)। এ আইনের শিরোনাম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ আইনে মূলতঃ শিশুদের প্রধান্য দিয়ে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিশুর সংজ্ঞা, শিশুর বয়স, তার অধিকারের পরিধি, নাবালকত্ব, অভিভাবকত্ব, শিশুর সম্পদের হেফাজত, দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে শিশুর রক্ষাকবচ, ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃত পরিমন্ডলে আলোচিত হয়েছে এ আইনে। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ আইন একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)-এ শিশু ও কিশোর এর সংজ্ঞা ও ৩য় অধ্যায়ের ধারা ৩৪-৪৪ এ কিশোর এবং শিশু নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ করা আছে। এ আইনে আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে যে-কোনো শিশুর নিয়োগ রহিত করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে যে, সরকার সময় সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ (hazardous) কাজের তালিকা প্রকাশ করবে এবং এ ধারণের কাজে শিশু/কিশোরদের নিয়োগ দেয়া যাবে না। তবে ক্ষেত্র বিশেষে চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হলে শিশু বা কিশোরকে নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টার জন্য শর্তাধীনে নির্ধারিত হালকা কাজে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

(ঘ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন) শিশু অধিকার সংরক্ষণের জন্য একটি সফল রক্ষাকবচ। এ আইনে শিশুর জন্ম নিবন্ধনের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করে দেয়ায় ভবিষ্যতে বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতার অবসান ঘটবে।

(ঙ) শিশুনীতি ১৯৯৪-এ শিশু অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণ, শিশুর সংজ্ঞা, শিশুর বয়স, তার অধিকারের পরিধি, নাবালকত্ব, অভিভাবকত্ব, শিশুর সম্পদের হেফাজত এবং দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশের উদ্যোগ ও প্রয়াস প্রশংসিত হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (UNCRC), আইএলও কনভেনশন ১৮২-সহ শ্রম সংক্রান্ত তেত্রিশটি কনভেনশন বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থন করেছে। উল্লিখিত আইনগত বিধানের পাশাপাশি এসকল আইনের সুষ্ঠু ও সুশৃংখল প্রায়োগিক বিকাশের নিশ্চয়তা থাকা একান্ত আবশ্যক।

৫। জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এর লক্ষ্যসমূহ

ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমসহ সকল ধরনের শিশুশ্রম হতে শিশুদের প্রত্যাহার করে তাদের জীবনের অর্থপূর্ণ পরিবর্তন সাধনই এ নীতির মূল লক্ষ্য যা নিম্নরূপ:

(১) ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমসহ বিভিন্ন ধরনের শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহার;

(২) শ্রমজীবী শিশুদের দারিদ্রের চক্র হতে বের করে আনার লক্ষ্যে তাদের পিতামাতাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ;

(৩) শ্রমজীবী শিশুদের স্কুলে ফিরিয়া আনার জন্য বৃত্তি ও আনুতোষিক প্রদান;

(৪) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথাঃ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, খরা ও মরুকরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় আনা;

(৫) আদিবাসী সম্প্রদায় ও প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযুক্ত পরিবেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান;

(৬) শ্রমজীবী শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত সকল সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

Dhaka University Institutional Repository

(৭) শিশুশ্রম নিরসনে আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ;
(৮) শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পিতামাতা, সাধারণ জনগণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;
(৯) বাংলাদেশ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৬। শ্রমজীবী শিশুর সংজ্ঞা ও বয়স

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দলিলে, এমন কি বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনি দলিলেও 'শিশু', 'কিশোর' এর সংজ্ঞা একেকভাবে বর্ণিত আছে। শিশু-কিশোরদের সংজ্ঞা নির্ধারণে বয়সের বিষয়টিই মূখ্য বিবেচিত হওয়ায় সরকারি দলিলে শিশু-কিশোরদের একটি অভিন্ন বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব হলে ভাল হত, বিভিন্ন মহল থেকে এমনটি দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের শিশুদের সাথে উন্নত দেশের শিশুদের শারীরিক ও মানসিক গঠন এবং তাদের বহুমাত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে যেয়ে দলিল ভেদে বাংলাদেশের শিশুদের বয়সের এ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)-এ 'শিশু' ও 'কিশোর' এর সংজ্ঞাও বয়সভিত্তিক। এ আইনের ২(৮) নং ধারায় 'চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়াছেন কিন্তু আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই' এমন কোন ব্যক্তি "কিশোর" এবং ২(৬৩) নং ধারায় 'চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই' এমন কোন ব্যক্তিকে "শিশু" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তবে "শিশুশ্রম" বা "শিশুশ্রমিক" এর কোন সংজ্ঞা সরকারি- বেসরকারি কোন দলিলে পরিলক্ষিত হয় না। এমতাবস্থায়, শিশুশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনায় 'শিশু' ও 'কিশোর' এর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)-এ 'শিশু' ও 'কিশোর' এর বয়সভিত্তিক সংজ্ঞাটি অনুসরণীয়। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন শিশু দ্বারা সম্পাদিত শ্রম 'শিশুশ্রম' হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে "শিশুশ্রমিক" বলে কোন ব্যক্তি-শ্রমিক এর অস্তিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। শ্রমে নিয়োজিত শিশুর বিশেষণ হিসেবে "শিশুশ্রমিক"এর স্থলে 'শ্রমে নিয়োজিত শিশু' বা 'শ্রমজীবী শিশু' ইত্যাদি বাক্য/বাক্যসমূহ ব্যবহার করতে হবে।

৪.৪ পল্লী সমাজেসবা কার্যক্রম [বাস্তবায়ন নীতিমালা], ২০১০ (IMPLEMENTATION MANUAL OF RURAL SOCIAL SERVICES PROGRAMME 2010) [8]

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজেসবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১০ খ্রীষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১: কর্মসূচির পটভূমি, উদ্দেশ্য ও ব্যাপ্তি

১.১ পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির যে দৃপ্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তারই ধারাবাহিকতায় সমাজসেবা অধিদফতরের শহরকেন্দ্রিক কর্মকান্ডকে গ্রামীণ এলাকায় সম্প্রসারণ করার মানসে প্রবর্তন করেন পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম, জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) এর ব্যবহার প্রকল্প এবং শহর সমাজসেবা কার্যক্রম জোরদার করা হয়। পরবর্তীকালে এ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয় এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি অর্থাৎ এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রম। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রবর্তিত এ সকল সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সুতিকাগার এবং পথিকৃৎ হিসেবে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সূচনা করে এক নতুন ও বর্ণিল ইতিহাস। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে প্রবর্তিত এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ও সকল সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরবর্তীতে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে দ্রুত প্রসার লাভ করে দেশে বিদেশে বাংলাদেশকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পাদপীঠ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি প্রদার করে। ২০১০ সাল পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদফতরের পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রমের আওতায় উপকৃতের সংখ্যা প্রায় ২৯ লক্ষ। আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বসবাসরত দারিদ্রসীমার নীচের জনগোষ্ঠিক চিহ্নিত ও সংগঠিত করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদফতর ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীন ১৯টি থানায় ‘পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম’ যাত্রা শুরু করে। এর সফলতার আলোকে ১৯৭৭ সালে আরো ২১ টি থানায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে সম্প্রসারিত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ২য় পর্ব (১৯৮০-৮৭) ১০৩টি উপজেলায়, তয় পর্ব (১৯৮৭-৯২) ১২০টি উপজেলায়, ৪র্থ পর্ব (১৯৯২-৯৫) ৮১ টি উপজেলা, ৫ম পর্ব (১৯৯৫-০২) ১১৯টি উপজেলা এবং ৬ষ্ঠ পর্ব (২০০৪-০৭) ৪৭০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়। এ দীর্ঘ সময়ের পথ পরিক্রমায় ইডিএম, ইউনিসেফ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামের ভূমিহীন, বিত্তহীন, বেকার ও অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক ও

সামাজিক উন্নয়নের দৃঢ় প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কর্মসূচির সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে একটি বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং ১৯৯২ সালে সংশোধিত আকারে পুনঃপ্রকাশ করা হয়।

দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে সমস্যা ও চাহিদার ধরন। ফলে প্রয়োজন হচ্ছে সমস্যা সমাধান ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের নবতর কৌশল উদ্ভাবন। এক্ষেত্রে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল নিরূপণ করে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

১.২ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক, বেকার যুবক, যুব-মহিলা, শ্রমিক, দুঃস্থ মহিলা, সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ও সংশোধনোত্তর/সাজামুক্ত ব্যক্তি তথা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।
২. পল্লীর দরিদ্র জনগনের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং তাদের সুসংগঠিত ও একতাবদ্ধভাবে দেশের সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কর্মদল গঠন করা।
৩. দলীয় সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং সঞ্চয় সৃষ্টির মাধ্যমে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব তহবিল গঠন পূর্বক তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করা।
৪. লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশু যত্ন, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, বিশুদ্ধ/নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহার, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক বানায়ন, সাক্ষরতা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন ইত্যাদি কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন।
৫. সুদমুক্ত ক্ষুদ্র পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমূল ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।
৬. বিনোয়েগকৃত ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে প্রাপ্ত সার্ভিসচার্জ দ্বারা কার্যক্রমভূক্ত গ্রামের নিজস্ব পুঁজি/গ্রাম তহবিল গঠন।
৭. সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি দ্বারা কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।
৮. দারিদ্রসীমার উর্দ্ধে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও সামাজিক চেতনার বিকাশ সাধনের জন্য সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা।

Dhaka University Institutional Repository

৯. কারিগরি/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও অদক্ষ জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা।

১০. পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ়করণ, বাল্য বিবাহ নিরুৎসাহিতকরণ, যৌতুক প্রথা রোধকরণ এবং মহিলাদের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নে উদ্বুদ্ধকরণ।

১১. এসিড নিক্ষেপের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তা রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২. শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে তাদের সুষ্ঠু মানসিকতার বিকাশ এবং অপরাধ প্রবণতা রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রতিটি শিশুর জন্মনিবন্ধন করণে উদ্বুদ্ধকরণ।

১৩. নারী ও শিশু পাচার রোধ জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তোলা।

১৪. শিশু ও কিশোর বয়সে শিশু-কিশোরেরা যাতে অনৈতিক ও অসামাজিক কাজে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্য নৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সরকারী/ বেসরকারী আশ্রয় কেন্দ্র হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কিশোর অপরাধীদেরকে পরিবারিক পর্যায়ে সামাজিকভাবে পূনর্বাসনে সহয়তা প্রদান করা।

১৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রেখে ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ।

১৬. প্রবীণ ব্যাক্তিদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শনের বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবার তথা সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করা।

১.৩ কর্মসূচির ব্যাপ্তি

সমাজসেবা অধিদফতর বাংলাদেশের সকল উপজেলায় ‘পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম’ এর আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিটি উপজেলায় কার্যক্রমভূক্ত গ্রামে আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী (দরিদ্র, ভূমিহীন, বিত্তহীন, বেকার, এতিম, বিধবা, প্রতিবন্ধী, সংশোধনোত্তর/সাজামুক্ত ব্যক্তি বিদ্যালয়ে গমন বয়সী শিশু-কিশোর ও প্রবীন ব্যক্তিগণ) চিহ্নিতকরণ, কর্মদল ও গ্রাম কমিটি গঠনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সমস্যা, চাহিদা, সম্পদ ইত্যাদি নিরূপনপূর্বক স্থানীয় চাহিদানুপাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হয়।

অধ্যায়-২: কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল

২.১ পল্লী সমাজসেবা (জঝঝ) কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি উপজেলায় "উপজেলা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি" (ইউপিআইসি) নামে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

২.২ উপজেলা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি (ইউপিআইসি): [শিরোনাম উল্লিখিত]

২.৩ উপজেলা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি (ইউপিআইসি) এর দায়িত্ব:

১. উপজেলায় পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচি প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা।

২. প্রতি ৪ মাসে কমপক্ষে একবার সভার মাধ্যমে কর্মসূচির যাবতীয় দিক পর্যালোচনা এবং উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা।

৩. সমাজসেবা গ্রাম কমিটি হতে প্রাপ্ত স্কীমসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাছাই ও চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান। এ কমিটির অনুমোদন ব্যতীত কোন স্কীম বাস্তবায়ন করা যাবে না।

৪. স্কীম অনুমোদনকালে বাস্তবায়ন নীতিমালায় বর্ণিত আর্থ-সামাজিক স্কীমের জন্য পরিবার বাছাই, স্কীমের বাস্তবতা যাচাই, পুঁজি বিনিয়োগ, কিস্তি পরিশোধ পদ্ধতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পরীক্ষা করা।

৫. প্রস্তাবিত স্কীম চুড়ান্ত অনুমোদনের পর ঋণের অর্থ বিতরণ, আদায় এবং শর্তানুযায়ী অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা।

৬. স্কীম চূড়ান্ত অনুমোদনের ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রহীতাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিকভাবে ঋণের নগদ অর্থ বিতরণ করা।

৭. ঋণের কিস্তি আদায়ে সমস্যা দেখা দিলে অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮. উপজেলা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি (ইউপিআইসি) এর অনুমোদনক্রমে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহযোগীতায় অনাদায়ী ঋণের অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গহণ করা।

৯. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক চূড়ান্ত নোটিশ জারীকরনের মাধ্যমে সমন্বিত উদ্যোগে অনাদায়ী ঋণের অর্থ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ।

১০. সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী গণমিলনায়তন কেন্দ্র (পাকা/আধা পাকা) নির্মাণ এবং মেরামত কাজ তদারকির ব্যাপারে দায়িত্ব পালন। প্রয়োজনবোধে গণমিলনায়তন কেন্দ্র নির্মাণ/ মেরামেত কাজ তদারকির জন্য সাব-কমিটি গঠন এবং গণমিলনায়তনের সঠিক ব্যবহার নিশ্চতকরণ।

১১. সভার সিদ্ধান্তাবলী কার্যবিবরণী বহিতে লিপিবদ্ধকরন ও পরবর্তী সভায় দৃঢ়ীকরণ ও অনুমোদন প্রদানসহ সভাপতির স্বাক্ষরকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১২. পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ, সভা, কর্মশালা পরিচালনা, ভবন মেরামত, সামাজিক সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রকাশনাসহ অন্যান্য সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ খাত হতে আনুপাতিক হারে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা। নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা নিরূপন ও কর্মসূচির মূল্যায়ন করা।

১৩. কার্যক্রমভূক্ত গ্রামের সকল লক্ষ্যভূক্ত পরিবার আর্থ-সামাজিক স্কীমের আওতাভূক্ত হলে অর্জিত সার্ভিস চার্জ ও দলীয় সঞ্চয়ের পরিমান গ্রামের ক্ষুদ্রঋণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিবেচিত হলে আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ/আত্মনির্ভরশীল ঘোষণা করা এবং সার্ভিস চার্জের অর্থে আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনা করা। তবে এ বিষয়ে অধিদফতরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১৪. কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্কীমের তালিকা (রেজুলেশন খাতার অনুরূপ) তে কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন।

১৫. শ্রেষ্ঠ গ্রাম কমিটি, শ্রেষ্ঠ ঋণ গ্রহিতা/ শ্রেষ্ঠ পরিবার এবং শ্রেষ্ঠ কর্মদল নির্বাচনপূর্ব পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা।

১৬. শ্রেষ্ঠ মাঠ কর্মী (ফিল্ড সুপারভাইজার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী ও কারিগরী প্রশিক্ষক) নির্বাচনপূর্বক পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা।

২.৪ কার্যএলাকা নির্বচন পদ্ধতি

ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন পদ্ধতি

১. নিম্নল্লিখিত শর্তবালী পূরণ সাপেক্ষে পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করতে হবে।

২. তুলনামূলকভাবে অনুন্নত ও আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাকে গ্রাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৩. যে সমস্ত গ্রামে সরকারী অথবা বেসরকারী পর্যায়ে কোন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি নেই কিংবা তুলনামূলকভাবে কম ঐ সকল গ্রামকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৪. কার্যক্রমভুক্ত গ্রামসমূহ পাশাপাশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। কার্যক্রমভুক্ত গ্রামে যে সকল লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থার ঋণ বা অন্যান্য সহায়তা পান নি তাদেরকে এ কার্যক্রমের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কার্যক্রমভুক্ত গ্রামে সমাজসেবা অধিদফতরের সাইন বোর্ড স্থান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. সমাজসেবা অধিদফতরের রাজস্ব ও উন্নয়ন এবং অন্যান্য সংস্থার সাহায্যপুষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক গ্রাম নির্বাচন করতে হবে।

৬. ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচনের ব্যাপারে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, ফিল্ড সুপারভাইজার ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমাজকর্মী পর্যবেক্ষণমূলক জরিপ করে প্রাথমিকভাবে ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করবে। অতঃপর উপজেলা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি (ইউপিআইসি) এর সভায় ইউনিয়ন/গ্রাম চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হবে। উদ্ভুত কোন সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান সম্ভব না হলে সিদ্ধান্তের জন্য জেলার উপ-পরিচালকের নিকট প্রেরণ করতে হবে। উপ-পরিচালকের পক্ষে সমস্যা সমাধান সম্ভব না হলে সিদ্ধান্তের জন্য তা অধিদফতরের সদর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

২.৫ লক্ষ্যভূক্ত পরিবার নির্বাচন পদ্ধতি

১. গ্রাম নির্বাচনের পর লক্ষ্যভূক্ত পরিবার চিহ্নিত করার জন্য নির্ধারিত ‘পরিবার জরিপ ফরম’ এ প্রতিটি পরিবার হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে (নমুনা ছক সংযোজিত)

২. প্রতিটি গ্রামের ‘পরিবার জরিপ ফরম’ পৃথক পৃথক ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. পরিবার জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পারিবারের বার্ষিক গড় আয়ের ভিত্তিতে ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে।

৩.১. পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৫০০০০/- টাকা পর্যন্ত (দরিদ্রতম)- ‘ক’ শ্রেণি

৩.২. পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৫০০০১/-টাকা হইতে ৬০০০০/-টাকা পর্যন্ত (দরিদ্র)-‘খ’ শ্রেণি

৩.৩. পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৬০০০১/- টাকার উর্ধ্বে (ধনী/দারিদ্র সীমার উর্দ্ধে)- ‘গ’ শ্রেণি

ভবিষ্যতে মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার কর্তৃক দারিদ্রসীমা পুনঃনির্ধারণ করা যাবে

৪. জরিপের মাধ্যকেম প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে চিহ্নিত ‘ক’, ‘খ’, ও ‘গ’ শ্রেণিভূক্ত পরিবারের পৃথক পৃথক তালিকা সংশ্লিষ্ট ‘গ্রাম জরিপ রেজিষ্টার’ এ লিপিবদ্ধ করতে হবে। কাজের সুবিধার্থে ১টি রেজিষ্টার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমাজকর্মী/কারিগরী প্রশিক্ষকের নিকট এবং অনুরূপ একটি তালিকা উপজেলা সমাজসেবা কার্যলয়ে সংরক্ষিত থাকবে। নতুন জরিপের ক্ষেত্রে গ্রামের নাম, জরিপের তারিখ পরিবারের সংখ্যা, পরিবারের শ্রেণি বিভাগসহ জরিপ কাজ সম্পন্ন হবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন জেলা সমাজসেবা কার্যলয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৫. পরিবার জরিপ ছাড়া কার্যক্রমভূক্ত গ্রামে কোন আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৬. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকতা পরিবার জরিপ কাজ শুরু করার পূর্বে ফিল্ড সুপারভাইজার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী এবং কারিগরী প্রশিক্ষককে জরিপ ফরম পূরণের উপর ১ দিনের ওরিয়েন্টেশন দেবেন। এ ধরণের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে ইউপিআইসি সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

৭. সংশ্লিষ্ট গ্রামে নিয়োজিত ইউনিয়ন সমাজকর্মী/কারিগরী প্রশিক্ষক প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে পরিবার জরিপ ফরম পূরণ করবেন।

৮. জরিপ চলাকালীন ফিল্ড সুপারভাইজার সার্বক্ষণিক জরিপ কাজ তদারকি করবেন এবং তিনি জরিপের সঠিকতা যাচাই করে জরিপ ফরমে প্রতিস্বাক্ষর করবেন। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জরিপকালে ১০% জরিপ কাজ সরেজমিনে যাচাই করে প্রাপ্ত তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করবেন। জরিপে কোন তথ্য ভুল প্রমাণিত হলে তার দায়ভার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমাজকর্মী/কারিগরী প্রশিক্ষক ফিল্ড সুপারভাইজার এবং উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে বহন করতে হবে।

৯. উপজেলা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি (ইউপিআইসি) এর অনুমোদনক্রমে একজন ঋণগ্রহীতা প্রয়োজনে সর্বাধিক ৩ (তিন) বার ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

অতঃপর নির্ধারিত গ্রাম জরিপ ফরমে পুনঃজরিপের মাধ্যমে কতটি পরিবার 'ক' শ্রেণি থেকে 'খ' শ্রেণিতে এবং 'খ' শ্রেণি থেকে 'গ' শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে তা মূল্যায়ন করতে হবে। পুনঃজরিপের মূল্যায়ন তালিকা উপজেলা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি (ইউপিআইসি) এর সভায় অনুমোদন পূর্বক জেলার উপ-পরিচালকের নিকট প্রেরণ করতে হবে। উপ-পরিচালক প্রতি বছর জুলাই মাসে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণ করবেন।

২.৭ লক্ষ্যভূক্ত পরিবার ও তার কার্যাবলী

পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় পরিবার বলতে একান্নভূক্ত (একই সাথে বসবাসকারী স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, মা, বাবা, ভাই- বোন এবং পোষ্য) পরিবারকে বুঝাবে। এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি পরিবার নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করবে-

১. বাড়িঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা;

২. বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সব্জি চাষ;

৩. হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন ও মৎস চাষ;

৪. বাড়ির আঙ্গিনা ও পতিত জমিতে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানো

৫. বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি ব্যবহার;

৬. আয়োডিনযুক্ত লবন ব্যবহার;

Dhaka University Institutional Repository

৭. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার;
৮. স্কুল গমন বয়সী ছেলেমেয়েদের স্কুলে প্রেরন ও ঝরে পড়া রোধ করা;
৯. পরিবারের সদস্য যাতে অসামাজিক কাজে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এবং পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করা;
১০. বয়স্ক নিরক্ষরদের স্বাক্ষর জ্ঞান লাভ করা;
১১. মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহন করা এবং পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিকে সেবা গ্রহণ করা;
১২. এইচ. আই. ভি (এইডস) প্রতিরোধে সচেতন থাকা;
১৩. পরিবেশ দূষণ রোধ করা;
১৪. যথাসময়ে শিশুদের রোগ প্রতিরোধক টিকা দানের ব্যবস্থা;
১৫. গর্ভবতী/প্রসূতি মায়ের টিকাদানসহ যত্ন নেয়া;
১৬. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জন্ম নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহনের মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিবার গঠন করা;
১৭. বাল্য বিবাহ রোধ করা ও বহুবিবাহ নিরুৎসাহিতকরণ;
১৮. যৌতুক গ্রহণ ও প্রদান না করা;
১৯. নারী নির্যাতন রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করা ও এসিড সন্ত্রাস সম্পর্কে সচেতন হওয়া;
২০. এতিম, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের প্রতি যত্নবান হওয়া;
২১. প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও যোগাযোগ রক্ষা করা;
২২. নিয়মিত দলীয় সভায় যোগদান;
২৩. সেবা/উন্নয়নমুলক কাজে নেতৃত্ব সৃষ্টিতে উদ্বদ্ধ করা;
২৪. স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, সন্তান, ভাই-বোন সকলে মিলেমিশে উন্নত পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলা;
২৫. খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ;
২৬. সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং নিয়মিত সঞ্চয় জমা করা;
২৭. পরিবারের প্রতিটি সদস্য কোন না কোন ভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করা;
২৮. শিশু শ্রম বন্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা;
২৯. শিশুর জন্ম নিবন্ধন;
৩০. মাদক মুক্ত পরিবার গঠন।

২.৯ বিভিন্ন কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিতকরণ

Dhaka University Institutional Repository

১. শুধুমাত্র 'ক' ও 'খ' শ্রেণিভূক্ত পরিবারের জন্য আয়বর্ধক কর্মসূচি প্রযোজ্য হবে। অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রম যেমন: পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচিতে ক, খ ও গ শ্রেণির পরিবারকেই সম্পৃক্ত করতে হবে। তবে সকল কার্যক্রমের ক্ষেত্রে 'ক' শ্রেণিভূক্ত পরিবার অগ্রাধিকার পাবে।
২. ছোট পরিবার গঠনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে শুধুমাত্র সক্ষম দপ্ততিদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
৩. শিশু ও মহিলাদের রোগ প্রতিষেধক (ইমিউনাইজেশন) টিকাদানে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য লক্ষ্য স্থির করতে হবে। লক্ষ্যভূক্ত পরিবারের প্রতিটি নবজাত শিশুর জন্মনিবন্ধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
৪. লক্ষভূক্ত পরিবারকে বিশুদ্ধ এবং নিরাপদ পানি ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
৫. লক্ষ্যভূক্ত পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত/জলাবদ্ধ পায়খানা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
৬. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরুৎসাহিত করতে হবে।
৭. নারী নির্যাতন ও এসিড সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
৮. এতিম প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের প্রতি যত্নবান হতে হবে এবং শিশুশ্রম নিরুৎসাহিত করতে হবে।
৯. মাদকমুক্ত পরিবার গঠনে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য কাজ করতে হবে।
১০. প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার মাধ্যমে নিয়মিত দলীয় সঞ্চয়ের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
১১. পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে কোন না কোনভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করতে হবে।
১২. সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে 'ক' ও 'খ' শ্রেণির পরিবারকে যথাক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লক্ষ্যভূক্ত করে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
১৩. উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার আলোকে কর্মদল ও গ্রাম কমিটির সঙ্গে আলোচনাক্রমে উপরিউক্ত কার্যক্রমসমূহের বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

২.১১ দলীয় সদস্যপদ প্রদান ও কর্মদল গঠন

১. গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান এবং লক্ষ্যভুক্ত পরিবারের সংখ্যা দিক বিবেচনায় রেখে প্রতিটি কার্যক্রমভুক্ত গ্রামে 'ক' ও 'খ' শ্রেণিভূক্ত পরিবার হতে প্রতিনিধি নিয়ে কমপক্ষে ১টি মহিলা দলসহ সর্বোচ্চ ১০টি কর্মদল গঠন করা যেতে পারে। মহিলা কর্মদল গঠন ও নেতৃত্ব সৃষ্টির

মাধ্যমে মহিলাদের উৎসাহিত করতে হবে। প্রতিটি কর্মদলের সদস্য সংখ্যা ১০-২০ জন পর্যন্ত হতে পারে।

২. সরকারী বা বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত কোন ব্যক্তি কর্মদলের সদস্য হতে পারবেন না।

৩. লক্ষ্যভূক্ত পরিবারের যে সকল সদস্য কার্যক্রমভূক্ত এলাকায় নিয়মিত বসবাস করেন কেবল তারাই কর্মদলের সদস্য হতে পারবেন।

৪. লক্ষ্যভূক্ত পরিবারের ১৮ বৎসরের উর্ধ্বে যে কোন কর্মক্ষম ব্যক্তি কর্মদলের সদস্য হতে পারবেন।

৫. প্রতিটি কর্মদলের সদস্যগণ একজন দলনেতা ও একজন সহকারী দলনেতা নির্বাচিত/মনোনীত করবেন। দলনেতা ও সহকারী দলনেতা পুরুষ বা মহিলা হতে পারবেন।

২.১৩ কর্মদল গঠনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

কর্মদল গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে লক্ষ্যভূক্ত পরিবারকে একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের সমস্যা, সম্পদ, মর্যাদা, দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করা এবং দায়িত্বশীল ও কর্মক্ষম পরিবার প্রধান/সদস্য হিসাবে গড়ে তোলা। কর্মদল সদস্য স্ব-স্ব পরিবারে নিম্নল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদন করতে হবে-

১. বাধ্যতামূলকভাবে নিয়মিত মাসিক সঞ্চয় জমাদান;
২. নিয়মিত দলীয় সভায় যোগদান (প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে একটি সভা করতে হবে);
৩. মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণে পরিবারের মহিলাদের অংশগ্রহণ;
৪. শিশুদের মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো উদ্বুদ্ধকরণ;
৫. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে ছোট পরিবার গঠন;
৬. শিশু (০-১ বৎসর) ও মায়েদের (১৮-৪৫ বৎসর) টিকাদান;
৭. স্কুল বয়সী শিশুদের স্কুল, মক্তব অথবা মাদ্রাসায় প্রেরণ;
৮. দলীয় সদস্য ও তার পরিবারের সকল সদস্যের বাধ্যতামূলক স্বাক্ষর জ্ঞান অর্জন;
৯. বিশুদ্ধ, নিরাপদ ও আর্সেনিক মুক্ত পানি পান ও ব্যবহার;
১০. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার;
১১. পরিবারের সকলের পরিচ্ছন্ন এবং বাড়ি-ঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;
১২. বাড়ির আঙ্গিনায় নিয়মিত সব্জি বাগানসহ ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানো;
১৩. আয়োডিনযুক্ত লবন ব্যবহার;
১৪. গর্ভবতী মায়েদের যত্ন এবং নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গমন;
১৫. বাল্যবিবাহ রোধ এবং বহুবিবাহ হতে বিরত থাকা;

Dhaka University Institutional Repository

১৬. পরিবারে, এতিম, প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণদের প্রতি যত্নবান হওয়া;
১৭. যৌতুক গ্রহণ এবং প্রদান হতে বিরত থাকা;
১৮. পারস্পারিক যোগাযোগের মাধ্যমে পারিবারিক এবং সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করা;
১৯. আয়বর্ধক কর্মসূচির আওতায় গৃহিত ঘূর্ণায়মান তহবিলের সঠিক ব্যবহার ও নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ এবং দলের সম্মিলিত উদ্যোগে বকেয়া ঋণ পরিশোধ;
২০. নেতৃত্বের বিকাশ সাধন এবং দলীয় বিভিন্ন কার্যক্রমের রেকর্ড পত্র তৈরী ও সংরক্ষণের জন্য হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ।

২.১০ কর্মদলের সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্ব

অধিকার

১. প্রত্যেক সদস্যের নিজ দলের দলনেতা/সহকারী দলনেতা নির্বাচিত হওয়া কিংবা অপরকে নির্বাচিত/মনোনীত করার অধিকার;
২. দলের সদস্য হিসাবে বর্ণিত সামাজিক কার্যাবলী সম্পাদন সাপেক্ষে অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে ঋণ পাওয়ার অধিকার;
৩. দলের সদস্যগণের নিয়মানুযায়ী দলের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকার;

দায়িত্ব

১. কর্মদলের সদস্যদের দলের নিয়ম কানুন মেনে চলা।
২. দলীয় সভায় সকলকে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা।
৩. নিয়মিত দলীয় সঞ্চয় জমাদান।

২.১১ কর্মদলের ভূমিকা

১. দলের লক্ষ্যভূক্ত পরিবার/সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, আত্মসচেতনতা সৃষ্টি ও দলীয় সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন।
২. দলীয় সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সৌহার্দপূর্ন মনোভাব সৃষ্টি করা।
৩. দলীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে দলকে সুসংগঠিত, নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি ও বিকাশে সহায়তা করা।
৪. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দলীয় সদস্যদের মধ্য হতে আর্থ-সামাজিক স্কীমের জন্য প্রাথমিকভাবে পরিবার নির্বাচন পূর্বক ও গ্রাম কমিটির নিকট পেশা করা।
৫. দলের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক লক্ষ্যভূক্ত পরিবারের নিকট পৌছে দেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৬. দলের সদস্যের জন্য আন্তঃ দলীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।

৭. দলীয় সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা/বাস্তবায়নের জন্য দলের সভায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং পরবর্তী সভায় তার অগ্রগতি পর্যালোচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮. ঋণগ্রহীতা যেন নির্ধারিত পাকা রশিদ ব্যতিরেকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ যেন না করে সে বিষয়টি তদারকি করবেন।

৯. কর্মদলের সদস্যগণ গ্রাম কমিটি এবং উপজেলা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবেন।

২.১২ কর্মদল পরিচালনার নিয়মাবলী

১. প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে একটি সভা করতে হবে।

২. দলনেতা দলীয় সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. দলনেতা এবং ইউনিয়ন সমাজকর্মী/কারিগরী প্রশিক্ষক দলের সদস্যদের অনুচ্ছেদ ২.৬ এর বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের বিষয়টি তদারকী ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৪. স্কীম বাস্তবায়নের দলীয় সদস্যদের সহায়তা প্রদান।

৫. ঋণ আদায়ে সমস্যার সৃষ্টি হলে তা আদায়ে সহায়তা প্রদান।

৬. দলের সদস্যদের নিকট হতে দলীয় সঞ্চয় নিয়মিত এবং বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা দিবেন।

৭. কর্মদলের মাসিক করণীয় কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদানের জন্য মাসিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ পূর্বক মাসিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

২.১৩ দলের সদস্যপদ বাতিল এবং নতুন সদস্য পদ প্রদান [শিরোনাম উল্লিখিত]

২.১৪ দলনেতা/সহকারী দলনেতার মেয়াদকাল, কর্তব্য ও ভূমিকা [শিরোনাম উল্লিখিত]

৪.৫ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১[৫]

১. ভূমিকা

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মার্চ ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশে প্রথমবারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ প্রণয়ন করে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে নারী সমাজের নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে এদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে তৎকালীন চার দলীয় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার উক্ত নীতিতে পরিবর্তন ঘটায় ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রণয়ন করে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, কিন্তু তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এ নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পূনর্বহাল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করছে।

২. পটভূমি

নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। গৃহস্থালী কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের আহবান জানিয়ে বলেছিলেন "তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক"। তার এ আহবানে নারীর অধিকার অর্জনের পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ দেশের নারী জাগরণে সাড়া পড়েছিল সাধারণত: শিক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে। এছাড়া ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নারী তার অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। বায়ান্ন-এর ভাষা আন্দোলন ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধিকার আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রাখে। যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও

 Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান এবং স্বামী ও সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়ে আমাদের মায়েরা এক বিশাল দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের নিদর্শন রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে আমাদের লক্ষাধিক মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। মানবাধিকার লংঘনের এই জঘন্য অপরাধ কখনই ভূলবার নয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নারী আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। শিক্ষা গ্রহণ ও কর্মসংস্থানের প্রত্যাশায় নারী সমাজের মাঝে বিপুল সাড়া জাগে। গ্রামে নিরক্ষর নারী সমাজের মাঝেও কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবার আগ্রহ জাগে। জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয় উন্নয়ন পরিকল্পনা। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসন জেঁকে বসে ও দীর্ঘ সময় সুষ্ঠু গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাহত হয়। অবশ্য এ সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী সংগঠনগুলির আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলিও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি নারী সংগঠনগুলিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সচেতন হয়ে ওঠে। এতে করে দেশে নারী উন্নয়নে এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

৩. উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নারী

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত, ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচী গৃহীত হয়। নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য প্রথমবারের মত নারী উন্নয়ন বিষয়টি গুরুত্ব পায় ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশী সাহায্যের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ১৯৭২ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-বাহিনীর হাতে সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ‘বীরাঙ্গনা’ উপাধিতে ভূষিত করেন। যে সব মায়েদের পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা গিয়েছিল তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষতঃ শহীদের স্ত্রী ও কন্যাদের জন্য চাকুরি ও ভাতার ব্যবস্থা করেছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। এই বোর্ডেও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল: (ক) স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারী ও শিশুর সঠিক তথ্য আহরণের জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; (খ) যুদ্ধে নির্যাতিত

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এছাড়াও, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের প্রচেষ্টায় দশজন বীরাঙ্গনা নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করা। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অধিকাংশ মেয়ের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সনে এই বোর্ডকে বৃহত্তর কলেবরে পুনর্গঠিত করে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। ফাউন্ডেশনের বহুবিধ কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিল: (১) দেশের সকল জেলা ও মহকুমায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা; (২) নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; (৩) নারীকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা; (৪) উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত নারীর জন্যে দিবাযত্ন সুবিধা প্রদান করা; (৫) যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের চিকিৎসা প্রদান করা; এবং (৬) মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে বৃত্তিপ্রথা চালু করা যা বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় "দুঃস্থ' মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল" নামে পরিচালিত হচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের অর্থকরী কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (গ্রামীণ মহিলা ক্লাব) চালু করে। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে এই কর্মসূচি বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় নারী সমবায় কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৩ সনে সাভারে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩৩ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত "গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক কর্মসূচির" কাজও শুরু হয়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-১৯৮০) নারী কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) একই কর্মসূচি গৃহীত হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, সেবা ও অন্যান্য খাতে নারীর বর্দ্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত, দারিদ্র দূর করা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, স্ব-কর্মসংস্থান ও ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা, জেন্ডার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নারীর জন্য সহায়ক সুবিধা সম্প্রসারণ যথা, হোষ্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, আইন সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য। ত্রিবার্ষিক আবর্তক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-কর্মসংস্থান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, অনানুষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, নারী সহায়তা কর্মসূচি, কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল স্থাপন, দুঃস্থ নারীর জন্য খাদ্য-সহায়তা কর্মসূচি, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি,

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী অঞ্চলে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের প্রচেষ্টাকেই আরো জোরদার করা হয় এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন, নারী উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। কৃষি এবং পল্লী উন্নয়ন, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, খনিজ, পরিবহন ও যোগাযোগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাইক্রো অধ্যায়গুলোতে জেন্ডার প্রেক্ষিত সম্পৃক্ত করা হয়।

৪. বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সত্তর দশকের প্রথম ভাগ থেকেই তৎকালীন বঙ্গবন্ধু সরকার নারী উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৫ সনে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে দেশের বাইরে নারী উন্নয়নের যে আন্দোলন চলছিল তার মূলধারায় বাংলাদেশ যুক্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে নারী সমাজ উন্নয়নের যে অবস্থানে রয়েছে তার ভিত্তি এই উদ্যোগের ফলে রচিত হয়। জাতিসংঘ নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালকে 'নারীবর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নারী দশকের লক্ষ্য ছিল সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি। ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় নারী সম্মেলন। এতে ১৯৭৬-৮৫ পর্বের নারী দশকের প্রথম পাঁচ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং নারী দশকের লক্ষ্যের আওতায় আরও তিনটি লক্ষ্য- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান চিহ্নিত হয়। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং নারী উন্নয়নের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির ভিত্তিতে অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হয়। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে ১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে জাকার্তা ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ ঘোষণায় বলা হয় ক্ষমতা বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে তীব্র অসমতা বিদ্যমান। এই অসমতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকারসমূহকে উদ্যোগ নিতে তাগিদ দেয়া হয়। কমনওয়েলথ ১৯৯৫ সালে জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সার্ক দেশসমূহও নারী উন্নয়নের জন্যে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং-এর চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিহ্নিত হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হলো- নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র; শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অসম সুযোগ; স্বাস্থ্য সেবার অসম সুযোগ; নারী নির্যাতন; সশস্ত্র সংঘর্ষের শিকার নারী; অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার ; সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতায় অংশগ্রহণে অসমতা; নারী উন্নয়নে অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো; নারীর মানবাধিকার লংঘন; গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক প্রতিফলন এবং অপ্রতুল অংশগ্রহণ; পরিবেশ সংরক্ষণে ও প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার এবং কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য। সকল আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। ১৯৯২ সালে রিও-ডিজেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ১৯৯৩ সালে ভিয়েতনাম মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এবং ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় নারী ও শিশু উন্নয়ন ও তাদের অধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ সকল সনদ ও কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর এবং এগুলোর বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করেছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে গৃহীত শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকৃত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

৪.১ নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ

রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ গৃহীত হয় এবং ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়। নারীর জন্য আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্নিত এ দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদন্ড বলে বিবেচিত। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ চারটি ধারায় [২, ১৩(ক), ১৬(ক) ও (চ)] সংরক্ষণসহ এ সনদ অনুসমর্থন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ধারা ১৩(ক) এবং ১৬.১(চ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হয়। এই সনদে অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশ প্রতি চার বছর অন্তর জাতিসংঘে রিপোর্ট পেশ করে। সর্বশেষ ষষ্ঠ ও সপ্তম পিরিয়ডিক রিপোর্ট ডিসেম্বর, ২০০৯ সালে জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয় ও ২৫ জানুয়ারি ২০১১ তে সিডও কমিটিতে বাংলাদেশ সরকার রিপোর্টটি উপস্থাপন করে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রায় সকল ফোরামে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলসমূহে স্বাক্ষরের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে বিশ্ব ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত মিলেনিয়াম সামিটের অধিবেশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। একই সময় Optional Protocol on CEDAW- তে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে। গুরুত্বপূর্ণ এই সনদে

Dhaka University Institutional Repository

স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারী ও অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র হিসেবে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণে নিজ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

৫. নারীর মানবাধিকার ও সংবিধান

১৯৭২ সনে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় রচিত এ সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"। ২৮(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না"। ২৮(২) অনুচ্ছেদে আছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন"। ২৮(৩)-এ আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না"। ২৮(৪)-এ উল্লেখ আছে যে, "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না"। ২৯(১) এ রয়েছে "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে"। ২৯(২) এ আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারীপুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না"। ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে ৪৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং ৯ অনুচ্ছেদের অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

৬. বর্তমান প্রেক্ষাপট

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী দারিদ্র বিমোচন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার রোধ, কর্মক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। হতদরিদ্র নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি, শহরাঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভিজিডি কর্মসূচি, দারিদ্র বিমোচন ঋণ প্রদান কর্মসূচি। নারীদের কৃষি, সেলাই, ব্লক-বাটিক, হস্তশিল্প, বিউটিফিকেশন, কম্পিউটার ও বিভিন্ন আয়বর্ধক বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ও বিনা জামানতে ঋণ সহায়তা প্রদান ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের এই যুগে নারীকে সামষ্টিক অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র National Strategy For Accelerated Poverty Reduction (NSAPR II) তে বিভিন্ন কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কৌশলপত্রে দারিদ্র নির্মূলের লক্ষ্যে পাঁচটি কৌশল ব্লক চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে দারিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন অন্যতম। যে পাঁচটি সহায়ক কৌশল গৃহীত হয়েছে তন্মধ্যে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নারী দারিদ্র দূরীকরণে গৃহীত বিশেষ কার্যক্রমের মধ্যে এই কৌশলপত্রে রয়েছে সামজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বলয়ের প্রসারের মধ্য দিয়ে হতদরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। ১৯৯৮ সালে শুরু হয় বিধবা ও দুঃস্থ নারীদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম। বর্তমানে দেশে ৯,২০,০০০ নারী এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি মাসে একজন বিধবা নারী ৩০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন। সেই সাথে রয়েছে মাতৃত্বকালীন ভাতা। মোট ৮৮,০০০ দারিদ্র মা এই কর্মসূচির আওতায় প্রতি মাসে ৩৫০ টাকা ভাতা প্রাপ্ত হন। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম চলমান যা থেকে নারীরা উপকৃত হন। বিত্তহীন নারীর দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (ভিজিডি) এর আওতায় খাদ্য নিরাপত্তারূপে ৭,৫০,০০০ দরিদ্র নারীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বা ২৫ কেজি পুষ্টি আটা বিতরণ করা হয়। কৌশলপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষত আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ, কৃষি, কম্পিউটার ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে স্বল্প হারে ঋণ প্রদান, বাজারজাতকরনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, আর্থিক সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত টেক্সটাইল, হস্তশিল্প, উন্নয়ন শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে Home Based Micro Enterprise গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শ্রম বাজারে নারীর প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। Rural Non Farm Activities এর উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করার মধ্য দিয়ে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদরূপে গড়ে তোলার বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কৌশলপত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ করে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) প্রণয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. নারী ও আইন

বাংলাদেশে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি নির্যাতন রোধকল্পে কতিপয় প্রচলিত আইনের সংশোধন ও নতুন আইন প্রণীত হয়েছে। এসব আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যৌতুক নিরোধ আইন, বাল্যবিবাহ রোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ প্রভৃতি। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, নির্যাতিত নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, আইনজীবীর ফি ও অন্যান্য খরচ বহনে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে জেলা ও সেশন জজ এর অধীনে নির্যাতিত নারীদের জন্য একটি তহবিল রয়েছে।

৭.১ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

৭.২ নাগরিকত্ব আইন (সংশোধিত), ২০০৯

৭.৩ ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন, ২০০৯

৮. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ [শুধুমাত্র শিরোনাম উল্লিখিত]

৯. নারী মানবসম্পদ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করাসহ টেকসই জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ মানব সম্পদের কোন বিকল্প নেই। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর পূর্বশর্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সরকার নারীকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের প্রচেষ্টায় শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী শিক্ষা বিষয়টিকে বিশেষ প্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এই কর্মসূচি ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছে। স্নাতক পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। নারী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি ক্ষেত্রে সমসুযোগ প্রদানে সরকার সচেষ্ট। নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপের কারণে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে নারীর অবস্থানে ইতিবাচক প্রভাব ঘটেছে। নারী স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, ভাউচার স্কিমের মাধ্যমে গর্ভবতী

 Dhaka University Institutional Repository

মায়েদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরকার সচেষ্ট। নারীর জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার দশটি নারী বান্ধব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে।

১০. রাজনীতি ও প্রশাসন [শুধুমাত্র শিরোনাম উল্লিখিত]

১১. দারিদ্র

দেশের শতকরা ৪০ ভাগ দারিদসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই নারী এবং এর মাঝে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা অধিক। এখনও নারীর অনেক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হয় নাই। গৃহস্থালী কর্মে নারীর শ্রম ও কৃষি অর্থনীতিতে নারীর অবদানের মূল্যায়ন দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে নারীর সঠিক মূল্যায়ণ নিরূপিত হয়নি। হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

১২. নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরণ [শুধুমাত্র শিরোনাম উল্লেখিত]

১৩. সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা

সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে নারী সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১৪. সম্পদ ও অর্থায়ন

নারী উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী উন্নয়নে লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী হতে সহায়তার সম্ভাবনা রয়েছে। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সরকারসমূহ ও আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থাসমূহকে দেশে দেশে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান হারে অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক সারা বিশ্বে নারী ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে ইউএন উইমেন (UN Women) নামক একটি পৃথক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে অবহিত এবং আন্তর্জাতিক পরিসর ও ইউএন উইমেন (UN Women) থেকে নারী উন্নয়নে সহযোগিতা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

১৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব [শুধুমাত্র শিরোনাম উল্লিখিত]

১৬. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহ নিম্মরূপ:

Dhaka University Institutional Repository

১৬.১ বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৬.২ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১৬.৩ নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

১৬.৪ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৬.৫ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৬.৬ নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা।

১৬.৭ নারী সমাজকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

১৬.৮ নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা।

১৬.৯ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা।

১৬.১০ নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা।

১৬.১১ নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা।

১৬.১২ রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৬.১৩ নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

১৬.১৪ নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৬.১৫ নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।

১৬.১৬ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

১৬.১৭ প্রতিবন্ধী নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

১৬.১৮ বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

১৬.১৯ গণ মাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।

১৬.২০ মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা।

১৬.২১ নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

১৬.২২ নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

১৭. নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ [শিরোনাম উল্লিখিত]

Dhaka University Institutional Repository

১৮. কন্যা শিশুর উন্নয়ন [শিরোনাম উল্লিখিত]

১৯. নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ [শিরোনাম উল্লিখিত]

২০. সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থা [শিরোনাম উল্লিখিত]

২১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ [শিরোনাম উল্লিখিত]

২২. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি [শিরোনাম উল্লিখিত]

২৩. জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ

২৩.১ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা।

২৩.২ অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

২৩.৩ নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ও কর্মসূচিতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা।

২৩.৪ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় (safety nets) গড়ে তোলা।

২৩.৫ সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া।

২৩.৬ শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা।

২৩.৭ নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরী, শ্রম বাজারে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ ও কর্মস্থলে সমসুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।

২৩.৮ নারীর অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেয়া।

২৩.৯ জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৩.১০ সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহে, জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষি ও গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।

২৩.১১ নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন, সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালন কক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৪. নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ

Dhaka University Institutional Repository

২৪.১ হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তর্ভূক্ত করা, বিধবা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রণয়ন, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রণয়ন ও বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি (ভিজিডি) অব্যাহত রাখা।

২৪.২ দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা।

২৪.৩ দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।

২৪.৪ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

২৪.৫ জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।

২৫. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি যথা;

২৫.১ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা।

২৫.২ উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।

৪.৬ ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১[৬]

ভবঘুরে সংক্রান্ত আইন রহিতপূর্বক সংশোধনসহ উহা পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন যেহেতু ভবঘুরে সংক্রান্ত আইন রহিতপূর্বক সংশোধনসহ উহা পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করা সমীহীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিব ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, লজ অব বালাদেশ, ২০১১ সনের ১৫ নং আইন, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১। প্রারম্ভিক

(১) এই আইন ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অভ্যর্থনা কেন্দ্র" অর্থ ধারা ৩ এর দফা (ক) এর অধীন স্থাপিত সরকারি অভ্যর্থনা কেন্দ্র;

(২) "আশ্রয় কেন্দ্র" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র এবং অনুমতিপ্রাপ্ত বেসরকারি আশ্রয় কেন্দ্র;

(৩) "জেলা ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত District Magistrate GesAdditional District Magistrate-ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৪) "নির্ধারিত" অর্থবিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৫) "নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত Executive Magistrate;

(৬) "নিরাশ্রয় ব্যক্তি" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যাহার বসবাসের বা রাত্রি যাপন করিবার মত সুনির্দিষ্ট স্থান বা জায়গা এবং ভরণ-পোষণের জন্য নিজস্ব কোন সংস্থান নাই এবং যিনি অসহায়ভাবে শহর বা গ্রামে ভাসমান অবস্থায় জীবনযাপন করেন এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা, সাহায্য, ইত্যাদি লাভ করেন না;

(৭) "প্রধান ব্যবস্থাপক" অর্থ অভ্যর্থনা কেন্দ্র এবং আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা ও উহাদের কার্যক্রম তদারকির জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(৮) "ফৌজদারী কার্যবিধি" A_©Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act V of ১৮৯৮);

(৯) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১০) "বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ধারা ৮ এর অধীন বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কার্য সম্পাদনের জন্য, সরকার কর্তৃক, নিযুক্ত কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(১১) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন গঠিত ভবঘুরে উপদেষ্টা বোর্ড;

(১২) "ব্যবস্থাপক" অর্থ অভ্যর্থনা কেন্দ্র বা আশ্রয় কেন্দ্র তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত কেন্দ্র প্রধান;

(১৩) "ব্যবস্থাপনা কমিটি" অর্থ ধারা ৭ এর বিধান অনুসারে গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(১৪) "ভবঘুরে" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যাহার বসবাসের বা রাত্রি যাপন করিবার মত সুনির্দিষ্ট কোন স্থান বা জায়গা নাই অথবা যিনি কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত অযথা রাস্তায় ঘোরাফিরা করিয়া

জনসাধারণকে বিরক্ত করেন অথবা যিনি নিজে বা কাহারো প্ররোচনায় ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হন; তবে কোন ব্যক্তি দাতব্য, ধর্মীয় বা জনহিতকর, কোন কাজের উদ্দেশ্যে অর্থ, খাদ্য বা অন্য কোন প্রকার দান সংগ্রহ করিলে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে বা কাজে তাহা ব্যবহার করিলে তিনি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, বোর্ড ইত্যাদি

৩। ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে এই আইনে নির্দিষ্টকৃত সময় পর্যন্ত আশ্রয়দান, নিয়ন্ত্রণ, পুনর্বাসন, সামাজিকীকরণ, ইত্যাদির লক্ষ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) ঢাকা বা অন্য কোন জেলায় সরকারি অভ্যর্থনা কেন্দ্র এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে এক বা একাধিক সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে; এবং

(খ) উহার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বেসরকারি আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

৪। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "ভবঘুরে উপদেষ্টা বোর্ড" নামে একটি বোর্ড গঠিত হইবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) বোর্ডের কোন মনোনীত সদস্য, উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সত্ত্বেও মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় তদ্‌কর্তৃক তাহার প্রদত্ত কোন মনোনয়ন বাতিল করিয়া উপযুক্ত নূতন কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) শুধু কোন সদস্য পদে শূণ্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৫। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ডের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরুপ, যথাঃ-

(ক) অভ্যর্থনা কেন্দ্র ও আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা সম্পর্কে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রেরিত যে কোন বিষয় বিবেচনা করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের সংখ্যা নিরুপণ, তাহাদের জীবন যাত্রার পদ্ধতি সম্বন্ধে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং তাহাদের পুনর্বাসন ও কল্যাণার্থে পরিকল্পনা, স্কিম বা প্রকল্প গ্রহণে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) অভ্যর্থনা কেন্দ্র ও আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এতদ্ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) অভ্যর্থনা কেন্দ্র ও আশ্রয় কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিদর্শন, তদারকি, পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং এবং পর্যালোচনাকরণ;

(ঙ) অভ্যর্থনা কেন্দ্র ও আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান; এবং

(চ) উপরিউক্ত দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা, উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) প্রতি ৬ (ছয়) মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

(৪) বোর্ডের সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, তদ্ কর্তৃক নির্দেশিত কোন সদস্য বা এইরুপ কোন নির্দেশ না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) অনূন্য এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ডের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৬) সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের সম্মতিতে বোর্ডের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৭) ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে

তৃতীয় অধ্যায়

আটক, ভবঘুরে ঘোষণা, আশ্রয়দান ইত্যাদি

৮। (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার যেইরুপ এলাকা নির্ধারণ করিবে, সেইরুপ এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে, যাহারা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট নামে অভিহিত হইবেন।

(২) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটগণ এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে গণ্য হইবেন।

৯। (১) পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদ-মর্যাদার নিম্নে নহে এমন কর্মকর্তা অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, কোন ব্যক্তিকে ভবঘূরে বলিয়া গণ্য

করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে মর্মে নিশ্চিত হইলে, তিনি উক্ত ব্যক্তিকে যে কোন স্থান হইতে যে কোন সময় আটক করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে তাহাকে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিতে হইবে।

১০। (১) ধারা ৯ এর অধীন আটককৃত ব্যক্তিকে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইলে, তিনি আটক করিবার কারণ, তারিখ, সময়, ঘটনার বিবরণ, বয়স, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলী নথিতে লিপিবদ্ধ করিয়া এতদ্‌বিষয়ক রেজিস্টারে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংরক্ষণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যদি যুক্তিসঙ্গত কারণে এইরুপ প্রতীয়মান হয় যে, আটক কোন ব্যক্তি সম্পর্কে অধিকতর অনুসন্ধান বা তথ্য প্রয়োজন, তাহা হইলে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি উক্ত ব্যক্তিকে, অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রধান ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে নিকটস্থ অভ্যর্থনা কেন্দ্রে সাময়িক হেফাজতে রাখিয়া তাহার সম্পর্কে অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানপূর্বক তদ্‌কর্তৃক চাহিত বা নির্দিষ্টকৃত তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকর্তা বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) বা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ধারা ৯ এর অধীন আটককৃত ব্যক্তি-

(ক) ভবঘুরে নহে, তাহা হইলে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত ব্যক্তিকে বিনাশর্তে বা, ক্ষেত্রমত, প্রয়োজনীয় মুচলেকা গ্রহণপূর্বক, তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তিদানের আদেশ প্রদান করিবেন; অথবা

(খ) একজন ভবঘুরে, তাহা হইলে তিনি, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে ভবঘুরে ঘোষণাপূর্বক এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, যে কোন আশ্রয় কেন্দ্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসরের জন্য আটক রাখিবার নিমিত্ত অভ্যর্থনা কেন্দ্রে প্রেরণের আদেশ প্রদান করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন ঘোষিত ভবঘুরে মহিলা হইলে এবং তাহার সহিত অনধিক ৭ (সাত) বৎসর বয়সের এক বা একাধিক সন্তান থাকিলে সন্তানসহ উক্ত মহিলাকে একইসাথে আশ্রয় কেন্দ্রে আটক রাখিতে হইবে; আরও শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত সন্তানগণের বয়স ৭ (সাত) বৎসর উত্তীর্ণ হইবার সাথে সাথে, প্রধান ব্যবস্থাপককে অবহিত করিয়া এবং এতদসংশ্লিষ্ট নথিতে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করতঃ, তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট আশ্রয় কেন্দ্রের শিশু ওয়ার্ডে বা উক্ত কেন্দ্রের নির্ধারিত অন্য কোন ওয়ার্ডে অথবা সরকার, অধিদপ্তর বা বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করা যাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১১। (১) ধারা ৯ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন নিরাশ্রয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা তাহার পক্ষে কোন স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় লাভের বা প্রদানের জন্য বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট বরাবরে সরাসরি আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট, উপ-ধারা (১) এর অধীন, প্রাপ্ত আবেদন যথাযথ বলিয়া বিবেচনা করিলে, প্রয়োজনে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণপূর্বক, তদ্‌কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে আশ্রয় কেন্দ্রে প্রেরণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পর উক্ত ব্যক্তি আরও অধিক সময় সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় সময় বর্ধিত করিয়া উক্ত বর্ধিতকাল পর্যন্ত সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থানের জন্য আদেশ দান করিতে পারিবেন। আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দিষ্টকৃত এবং বর্ধিত সময়ের সর্বমোট মেয়াদ ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে।

(৩) নিরাশ্রয় ব্যক্তি মহিলা হইলে এবং তাহার সহিত অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের শিশু সন্তান থাকিলে তাহার ক্ষেত্রে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর শর্তাংশ প্রযোজ্য হইবে।

১২। কোন মহিলা ভবঘুরে বা নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে গর্ভবতী অবস্থায় আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠানো হইলে, সন্তান জন্মলাভ করিবার পর তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত তাহার সন্তানসহ আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করিতে পারিবেন এবং উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সন্তানসহ সংশ্লিষ্ট মহিলাকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে, অন্যথায় তাৎক্ষণিকভাবে সন্তানসহ মুক্তি প্রদান করিতে হইবে।

১৩। (১) বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর অধীন কোন আদেশ প্রদত্ত হইলে সংশ্লিষ্ট ভবঘূরের সহিত উক্ত ধারার উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের অনুলিপি অভ্যর্থনা কেন্দ্রে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) আশ্রয় কেন্দ্রে আটকের উদ্দেশ্যে কোন ভবঘুরে বা নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর বিধান অনুসারে অভ্যর্থনা কেন্দ্রে প্রেরণ করা হইলে উক্ত ব্যক্তির যাবতীয় তথ্যাদি সম্বলিত একটি নথি সংরক্ষণ করতঃ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি কেন্দ্রের এতদ্‌বিষয়ক রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিতে হইবে, যাহাতে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের ঘোষণা নম্বর, আগমনের তারিখসহ যাবতীয় তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিপরীতে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদান করিতে হইবে।

(৩) অভ্যর্থনা কেন্দ্রে আগমনের সাথে সাথে ভবঘূরে বা নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় ডাক্তারি পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং তাহার স্বাস্থ্যগত ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন নিম্নবর্ণিত তথ্য অনুসারে প্রস্তুত করিতে হইবে, যথাঃ-

Dhaka University Institutional Repository

ভবঘূরে বা নিরাশ্রয় ব্যক্তি-

(ক) পুরুষ বা মহিলা এবং তাহার বয়স, জন্ম তারিখ এবং পরিচয়;

(খ) কুষ্ঠ, এইডস বা কোন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত বা মাদকাসক্ত কি না;

(গ) উন্মাদ বা মানসিক প্রতিবন্ধী কি না;

(ঘ) সংক্রান্ত নির্ধারিত অন্য যে কোন বা সকল তথ্য।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনে কোন ব্যক্তি উন্মাদ, মানসিক প্রতিবন্ধী, মাদকাসক্ত বা অন্য যে কোন ধরণের মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইলে অভ্যর্থনা কেন্দ্র তাহাকে, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারী হাসপাতালে বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রধান ব্যবস্থাপককে অবহিত করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে সংশ্লিষ্ট ভবঘুরে বা নিরাশ্রয় ব্যক্তির হাসপাতাল ত্যাগ, পরিচর্যা, নিরাপত্তাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারিত হইবে।

(৬) প্রতিটি আশ্রয় কেন্দ্রে ভবঘুরে এবং নিরাশ্রয় ব্যক্তির কেন্দ্রে আগমন, কেন্দ্র হইতে স্থানান্তর, মুক্তি, প্রস্থানসহ আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে।

১৪। (১) আশ্রয় কেন্দ্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে শ্রেণি এবং ওয়ার্ডে বিন্যাসিত হইবে।

(২) অভ্যর্থনা কেন্দ্রে আগত ভবঘুরে বা, ক্ষেত্রমত, নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে আশ্রয়কেন্দ্রে প্রেরণ করিবার সাথে সাথে উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে উক্ত কেন্দ্রের বিন্যাসিত শ্রেণি বা ওয়ার্ডে তাহার অবস্থান নিশ্চিত করিতে হইবে।

১৫। অভ্যর্থনা কেন্দ্র বা আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক কেন্দ্রে প্রবেশের সময় এবং পরবর্তীতে, সময়ে সময়ে, যে কোন ভবঘুরে এবং নিরাশ্রয় ব্যক্তির দেহ বা তাহার নিকট রক্ষিত মালামাল নির্ধারিত পদ্ধতিতে তল্লাশি করিতে পারিবেন।

১৬। অভ্যর্থনা কেন্দ্র বা আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থানরত ভবঘুরে বা নিরাশ্রয় ব্যক্তির ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা, সুযোগ-সুবিধা, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি নির্ধারিত হইবে।

১৭। প্রধান ব্যবস্থাপক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপকের সুপারিশ অনুসারে স্বীয় বিবেচনায় সরাসরি বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কোন ভবঘুরে বা নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে, প্রয়োজনে, এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

১৮। (১) আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থানরত ভবঘুরে ব্যক্তির পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক উহা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

 Dhaka University Institutional Repository

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে বেসরকারী আশ্রয় কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে, প্রয়োজনে সহায়তা চাহিতে পারিবে এবং উক্তরুপ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কর্তৃপক্ষ সরকারকে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বেসরকারী আশ্রয় কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হইলে সরকার উহার অনুমতি বাতিলসহ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৯। ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে উক্ত আটক ব্যক্তির অভিপ্রায় অনুযায়ী বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট তাহার অভিভাবক, আইনজীবী বা কোন নিবন্ধিত মানবাধিকার সংস্থার প্রতিনিধির মাধ্যমে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

অপরাধ, দণ্ড ও অন্যান্য আইনের প্রয়োগ

২২। (১) যদি কোন ভবঘুরে বা নিরাশ্রয় ব্যক্তি-

(ক) ব্যবস্থাপকের অনুমতি ব্যতীত অভ্যর্থনা বা আশ্রয় কেন্দ্র পরিত্যাগ করে বা কেন্দ্র হতে পলায়ন করে;

(খ) ব্যবস্থাপকের অনুমতি গ্রহণ করিয়া কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্তন না করে; তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরুপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দণ্ড ভোগের পর ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট ভবঘুরে বা নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে কারাগার হইতে পুনরায় কেন্দ্রে আশ্রয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রে ফিরাইয়া লইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং এই আইনে নির্দিষ্টকৃত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে মুক্তি প্রদান করিবেন।

২৩। (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) অনুসারে বিচার্য হইবে।

৪.৭ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২ [৭]

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিব ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, লজ অব বালাদেশ, ২০১২ সনের ১৪ নং আইন, ৮ মার্চ, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

১। (১) এই আইন বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(১) ''একাডেমি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি;

(২) ''চেয়ারম্যান '' অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৩) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৪) ''প্রবিধান'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৫) ''বোর্ড'' অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(৬) ''ভাইস-চেয়ারম্যান'' অর্থ বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান;

(৭) ''মহাপরিচালক'' অর্থ একাডেমির মহাপরিচালক;

(৮) ''সদস্য'' অর্থ বোর্ডের সদস্য।

৩। (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development BAPARD) নামে একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) একাডেমি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীল মোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উক্ত নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। একাডেমির প্রধান কার্যালয় হইবে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় এবং, প্রয়োজনে, সরকার দেশের যে কোন স্থানে ইহার শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। একাডেমির গবেষণা এলাকা হইবে সমগ্র বাংলাদেশ।

৬। একাডেমির সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং একাডেমি যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭। (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ

(ক) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী, যিনি পদাধিকারবলে ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, যিনি পদাধিকারবলে ইহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ বা তৎকর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-প্রধান পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য পরিচালন পর্ষদ;

(ড) উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ বা তৎকর্তৃক মনোনীত যে কোন অনুষদের ডীন বা অধ্যাপক;

(ঢ) নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর;

(ণ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড;

(ত) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(থ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ;

Dhaka University Institutional Repository

(দ) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর;

(ধ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কাজে অবদান রহিয়াছে সরকার কর্তৃক মনোনীত এমন দুইজন ব্যক্তি; এবং

(ন) মহাপরিচালক, যিনি পদাধিকারবলে ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ধ) এর অধীন মনোনীত সদস্য তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় তাহার সদস্য পদ বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে লিখিত স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে মনোনীত কোন সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

৮। (১) চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) প্রতি চার মাসে বোর্ডের অনূন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সকল সভা চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে এবং তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) বোর্ডের সভার কোরাম গঠনের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অনূন্য এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৫) বোর্ডের সভায় উপস্থাপিত সকল বিষয় উপস্থিত সদস্যগণের প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হইবে।

(৬) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৭) কেবল বোর্ডের কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে অসংগতির কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা সিদ্ধান্ত অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। একাডেমির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ

(ক) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসাবে কাজ করা এবং দারিদ্র বিমোচনে সরকারের অন্যতম ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা;

(খ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(গ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার, ইত্যাদি পরিচালনা করা;

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;

(ঙ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি, শিক্ষা, উপকূলীয় ও জোয়ারভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা;

(চ) সরকারি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে উহাদের চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা;

(ছ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষায় নিয়োজিত দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা বা গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা;

(জ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা;

(ঝ) দারিদ্র বিমোচনে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে কাজ করা;

(ঞ) কৃষি কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক গবেষণা ও কৃষি শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা করা;

(ট) গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য গবেষণা করা;

(ঠ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন নীতিমালা প্রণয়নে সরকারি নীতি নির্ধারকগণকে সহায়তা প্রদান করা;

(ড) একাডেমির উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কোন কাজ।

১০। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সময় সময়, বোর্ডকে, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের প্রয়োজনে, তদবিবেচনায় যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং বোর্ড উক্তরূপ সকল নির্দেশনা পালন করিবে।

১১। একাডেমির স্বার্থে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, চেয়ারম্যান অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং বোর্ডকে তাহার অনুরূপ পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

১২। (১) একাডেমির একজন মহাপরিচালক থাকিবেন, যিনি সরকারের যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে নিযুক্ত হইবেন।

(২) মহাপরিচালক একাডেমির একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ

(ক) একাডেমির বাজেট প্রস্তুত করিয়া উহা অনুমোদনের জন্য বোর্ডের সভায় উপস্থাপন;

 Dhaka University Institutional Repository

(খ) একাডেমির হিসাব সংরক্ষণ, বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন এবং হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা;

(গ) একাডেমির অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, হেফাজত, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাসহ দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ ও হেফাজত;

(ঘ) একাডেমির প্রশাসনিক কাজ তদারকি করা;

(ঙ) বোর্ড বা সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

(৪) মহাপরিচালক বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৫) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মহাপরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, সরকার মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে তদবিবেচনায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৩। (১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, একাডেমি উহার কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব, নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান, সদস্য, মহাপরিচালক বা একাডেমির কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৫। (১) একাডেমির একটি তহবিল থাকিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান সহায়তা এবং অন্যান্য অনুদান;

(খ) সরকারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) একাডেমির উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(ঙ) সরকারের অনুমোদনক্রমে গৃহীত বিদেশী সাহায্য ও ঋণ;

(চ) দান ও মঞ্জুরী;

(ছ) একাডেমির নিজস্ব আয় হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এক বা একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে একাডেমির তহবিল জমা রাখিতে হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক না থাকিলে সরকারের অনুমোদনক্রমে যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে একাডেমির তহবিল জমা রাখা যাইবে।

(৩) একাডেমির তহবিল হইতে একাডেমির প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে একাডেমির তহবিল বিনিয়োগ করা যাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। একাডেমি, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রতি অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এবং উক্ত অর্থ বৎসরে, সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহা উল্লেখ করিয়া একটি বাজেট সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

১৭। (১) সরকার কর্তৃক র্নিধারিত পদ্ধতিতে একাডেমি উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতিবৎসর একাডেমির হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও একাডেমির নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও The Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P. O. No. 2 of 1973) Gi Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা একাডেমির হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে একাডেমি বা একাধিক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) একাডেমি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে চিহ্নিত ত্রুটি বা অনিয়মসমূহ সংশোধনে অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১৮। (১) প্রতি বৎসর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে একাডেমি পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনমত একাডেমির নিকট হইতে যে কোন সময় একাডেমির যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং একাডেমী উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একাডেমি, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪.৮ বয়স্কভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for Old Age Allowances programme (Revised), ২০১৩ [৮]

০১. পটভূমি

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে দেশের দুঃস্থ, অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাসেবা অধিদফতর, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার তার সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে বয়স্কভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

১.২ দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ, দুঃস্থ ও বার্ধক্যে আক্রান্ত স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জন গোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণে এবং ভরণ-পোষণসহ পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থ বছরে "বয়স্কভাতা" কর্মসূচি প্রবর্তন করে। প্রাথমিকভাবে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাসহ ১০ জন দরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের আওতায় আনা হয়। প্রতিবছরই এ কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল দরিদ্র বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে (পুরুষ ও মহিলা) এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। এ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকৃত বয়স্ক ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিগণ যাতে এ ভাতার সুবিধা ভোগ করার সুযোগ লাভ করতে পারে সেজন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন কমিটি পুনর্গঠনসহ যুগোপযোগী "বয়স্কভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা" প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে "সামাজিক নিরাপত্তা বলয়" কর্মসূচি সুদৃঢ়করণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

০২. সংজ্ঞা

বয়স্ক ব্যক্তি : বয়স্কভাতা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ব্যক্তি বলতে পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর বা তদুর্ধ বয়সের এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬২ বা তদুর্ধ বয়সের কিংবা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বয়সের ব্যক্তিকে বুঝাবে।

০৩. বয়স্কভাতা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুঃস্থ, অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বয়স্কভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করে। বয়স্কভাতা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্মরূপ:

১. বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;

২. পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি;

৩. আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে তাঁদের মনোবল জোরদারকরণ;

৪. চিকিৎসা ও পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

০৪. কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশল

বয়স্ক ব্যক্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এবং তার মাধ্যমে প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণপূর্বক সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনের সহযোগিতায় এ নীতিমালা

Dhaka University Institutional Repository

অনুসরণ করে প্রকৃত দুঃস্থ ও অসহায় বয়স্ক ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়ন করে বরাদ্দ অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাতা প্রদান করা হবে।

০৫. বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর বয়স্কভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জেলা, উপজেলা ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান জনবল, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ওয়ার্ড/ ইউনিয়ন/পৌরসভা/মহানগর এলাকার সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় সম্পাদিত হবে।

(খ) এ কার্যক্রম সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে "সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি'র সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি" থাকবে। তাছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা স্টিয়ারিং কমিটি এবং জাতীয় পর্যায়ে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে।

০৬. কার্যক্রমের পরিধি

সমগ্র বাংলাদেশ অর্থাৎ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, ৬৪টি জেলার সকল উপজেলা, থানা, সকল শ্রেণির পৌরসভা ও পল্লী এলাকার ইউনিয়ন পরিষদে বসবাসরত ৬৫ বছর বা তদুর্ধ বয়সের পুরুষ এবং ৬২ বা তদুর্ধ বয়সের মহিলা কিংবা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বয়সের ব্যক্তিকে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে বয়স্কভাতা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হবে।

০৭. সমীক্ষা/তথ্য সংগ্রহ

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বয়স্ক ব্যক্তি। বয়স্ক ভাতাভোগী নির্বাচনসহ এ কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নে তথ্য সংগ্রহ ও ডাটা বেইজ প্রণয়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয় নির্ধারিত ফরম (পরিশিষ্ট-১) অনুযায়ী জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধনের ভিত্তিতে বয়স্ক ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ করবেন। তিনি নিয়মিতভাবে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিস এবং পরিসংখ্যান বিভাগ হতে ৬০ বছর বা তদুর্ধ বয়সের জনগোষ্ঠীর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতি বছর বর্ণিত তালিকা হালনাগাদ করবেন। সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসার জরিপ সংক্রান্ত তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণ করবেন। তাছাড়া তাঁর অফিসে এশটি রেজিস্টারে জরিপ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপজেলা/ ইউনিয়ন/পৌরসভা/মহানগর এলাকায় সরকার কর্তৃক পরিচালিত তথ্য সেবা কেন্দ্রে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করবেন।

০৮. প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড

(ক) নাগরিকত্ব : প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

(খ) বয়স : সর্বোচ্চ বয়স্ক ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(গ) স্বাস্থ্যগত অবস্থা : যিনি শারীরিকভাবে অক্ষম অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কর্ম ক্ষমতাহীন তাঁকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ঘ) আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

(১) আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে : নিঃস্ব, উদ্বাস্তু ও ভূমিহীনকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(২) সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রেঃ বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, বিপত্নীক, নিঃসন্তান, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদেরকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ঙ) ভূমির মালিকানা : ভূমিহীন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বসতবাড়ী ব্যতীত কোনো ব্যক্তির জমির পরিমাণ ০.৫ একর বা তার কম হলে তিনি ভূমিহীন বলে গণ্য হবেন।

০৯. ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলী

১. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;

২. জন্মনিবন্ধন/জাতীয় পরিচিতি নম্বর থাকতে হবে;

৩. বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ম ৬৫ বছর এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ম ৬২ বছর হতে হবে। সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বয়স বিবেচনায় নিতে হবে;

৪. প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয় অনূর্ধ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা হতে হবে;

৫. বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

১০. ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা [শিরোনাম উল্লিখিত]

৪.৯ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for the Allowances programme of Insolvent Persons with Disabilities (Revised), ২০১৩ [৯]

১.০ পটভূমি

৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফর, ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

১.১.পৃথিবীর অন্যান্য কল্যাণ রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে দেশের দুঃস্থ, অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত এতিম, প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার তার সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতরের মাধমে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

১.২ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দায়িত্ববোধের পরিবর্তন লক্ষণীয়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের অঙ্গিকার প্রদান করছে। তথাপি, পৃথিবীর প্রায় দেশেই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সাধারণতঃ সমাজের অনগ্রসর ও দরিদ্রতম এবং পরনির্ভরশীল অংশ হিসেবেই রয়ে গেছে। অনগ্রসর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর তফসিল 'ঝ' অংশে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত অধ্যায়ে বেকার, অসহায় ও বৃদ্ধ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ভাতা প্রবর্তনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, এ আইন এর আওতায় গঠিত জাতীয় প্রতিবন্ধীকল্যাণ সমন্বয় কমিটি কর্তৃক প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১ তম অধিবেশনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ অনুমোদিত হয়, যা ৩ মে, ২০০৮ তারিখ থেকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন হিসেবে কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার উক্ত সনদে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে এবং এর ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধি-বিধানেও স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে।

১.৩ বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের অনগ্রসরতা, অসহায়ত্ব এবং বেকারত্ব ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির

আওতায় ২০০৫-২০০৬ অর্থবছর হতে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (পুরুষ ও মহিলা) জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি প্রবর্তন করেছে।

০২. সংজ্ঞা

২.১ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি : বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর ৩ ধারা অনুযায়ী "প্রতিবন্ধী" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি-

(ক) জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হইয়া বা দুর্ঘটনায় আহত হইয়া বা অপচিকিৎসায় বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা বুদ্ধিতে ভারসাম্যহীন; এবং

(খ) উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে-

(অ) স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন; এবং

(আ) স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম।

২.২. প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ এর ধারা ৩ এর (২) উপধারার (১) এ বর্ণিত সংজ্ঞার আওতায় প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ :

(ক) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাহার-

(অ) এক চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই; বা

(আ) উভয় চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই।

(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধী যাহার-

(অ) একটি বা উভয় হাত নাই; বা

(আ) কোন হাত পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল যে, উপধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; বা (ই) একটি বা উভয় পা নাই; বা

(ঈ) কোন পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল যে, উপধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; বা

(উ) শারীরিক গঠন বিকৃত বা অস্বাভাবিক; বা

(ঊ) স্নায়ুবিক বৈকল্যের কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য নাই;

(গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাহার অপেক্ষাকৃত সুস্থ কানের শ্রবণ ক্ষমতা, সাধারণ কথোপকথন শ্রবণের ক্ষেত্রে, ৪০ ডেসিবল (ধনির একক) বা ততধিক মাত্রায় নষ্ট, ক্ষতিগ্রস্ত বা অকার্যকর;

(ঘ) বাক প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাহার স্বাভাবিক অর্থবোধক ধনি উচ্চারণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিনষ্ট বা অকার্যকর;

(ঙ) বুদ্ধি(মানসিক) প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাহার-

Dhaka University Institutional Repository

(অ) বয়ঃবৃদ্ধির সংগে স্বাভাবিক বুদ্ধির পূর্ণতা ঘটে নাই বা যাহার বুদ্ধাংক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষাকম; বা

(আ) মানসিক ভারসাম্য নাই বা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হইয়াছে;

(চ) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাহার উপরি-উল্লিখিত একাধিক প্রতিবন্ধিতা রহিয়াছে;

(ছ) সমন্বয় কমিটি কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোন প্রতিবন্ধী।

০৩. প্রতিবন্ধীত্বের ধরণ ও শ্রেণিবিন্যাস

প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৫ ভাগে ভাগ করা হয়; যথা : ১. শ্রবণ প্রতিবন্ধী, ২. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, ৩. বাক প্রতিবন্ধী, ৪. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, ৫. শারীরিক প্রতিবন্ধী। এছাড়াও অটিষ্টিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

টীকা : অটিজম অর্থ ব্রেনের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতা যা একটি শিশুর জন্মের ৩ (তিন) বছরের ভিতর প্রকাশ পেয়ে থাকে। 'অটিজম' এ আক্রান্ত শিশু/ব্যক্তি তার বয়সোপযোগী মৌখিক/ অমৌখিক যোগাযোগ, সামাজিক আচরণ, ভাববিনিময় ও কল্পনাযুক্ত খেলাধুলা করতে পারে না এবং একই ধরণের আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। অটিস্টিক শিশুদের চেহারা বা অবয়ব স্বাভাবিক শিশুদের মত এবং সাধারণতঃ তাঁদের শারীরিক কোন সমস্যা থাকে না। অনেক প্রতিভাবান অটিস্টিক শিশুর মাঝে ছবি আঁকা, গান, কম্পিউটার কিংবা গণিত বিষয়ে অনেক দক্ষতা থাকে।

০৪. প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান

প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর ১৩ (খ) ধারা এবং ১৫ এর (১) ও (২) উপধারা অনুযায়ী উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় তাঁর জেলাধীন স্থায়ীভাবে বসবাসরত সকল প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন করবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে একটি নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করবেন। নিবন্ধিত প্রতিবন্ধীকে জেলা কমিটির সদস্যসচিব হিসেবে উপপরিচালক পরিচয়পত্র প্রদান করবেন।

০৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অনগ্রসর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অসহায়ত্ব, বেকারত্ব এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করে:

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতি পূরণ;

২. অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;

Dhaka University Institutional Repository

৩. দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়ন;
৪. সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণপূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান;
৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণ।

০৬. কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল

অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এবং তার মাধ্যমে প্রকৃত সংখ্যা নিরূপন পূর্বক সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনের সহযোগীতায় এ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকৃত দরিদ্র ও অক্ষম প্রতিবন্ধীদের তালিকা প্রণয়ন করে বরাদ্দ অনুযায়ী অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান করা হবে।

০৭. বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং উপজেলা ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান জনবল, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, পৌরসভা/ মহানগর এলাকার সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় সম্পাদিত হবে।
(খ) এ কর্মসূচি সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ‘সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি’ থাকবে। তাছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা স্টিয়ারিং কমিটি এবং জাতীয় পর্যায়ে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে।

০৮. কর্মসূচির পরিধি

সমগ্র বাংলাদেশ অর্থাৎ দেশের ৬৪ টি জেলার সকল শ্রেণির পৌরসভা ও পল্লী এলাকার ইউনিয়নের ওয়ার্ড এবং সিটি কর্পোরেশনের থানাসমূহে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হারে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা প্রদান করা হবে।
০৯. সমীক্ষা/তথ্য সংগ্রহ

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী নির্বাচনসহ এ কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নে ডাটা বেইজ প্রণয়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয় নির্ধারিত ফরম (পরিশিষ্ট-১) অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। তিনি নিয়মিতভাবে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিস এবং পরিসংখ্যান বিভাগ হতে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতি বছর বর্ণিত তালিকা হালনাগাদ করবেন। সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসার এ সংক্রান্ত তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণ করবেন। তাছাড়া তাঁর অফিসে একটি রেজিস্টারে এ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করবেন।

১০. প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড

১. আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন,২০০১ এর সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিবন্ধী হতে হবে;

২. বাছাইকালে আবেদনকারীর আর্থ- সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে;

৩. ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ/বৃদ্ধা প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

৪. ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রতিবন্ধীগণ ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবে;

৫. নারী প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে;

৬. বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে;

৭. নতুন ভাতাভোগী মনোনয়নে অধিকতর দারিদ্রপীড়িত ও অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ বা দূরবর্তী এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১১. ভাতা প্রাপকের যোগ্যতা ও শর্তাবলী

১. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;

২. প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন- ২০০১ অনুযায়ী জেলা সমাজসেবা কার্যালয় হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা সে জেলা হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করবেন;

৩. মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩৬,০০০ (ছত্রিশ হাজার) টাকার উর্ধে নয় এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ;

৪. আবেদনকারীকে অবশ্যই দুঃস্থ প্রতিবন্ধী হতে হবে;

৫. ৬ (ছয়) বছরের উর্ধে সকল ধরণের প্রতিবন্ধীকে ভাতা প্রদানের জন্য বিবেচনায় নিতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

৪.১০ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for Allowances to the Husband Deserted Destitute women and the Widow (Revised) ২০১৩[১০]

১. পটভূমি

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের পল্লী এলাকায় বসবাসরত অধিকাংশ মানুষই দারিদ্র পীড়িত। এদের মধ্যে মহিলাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। গ্রামের দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও করুণ।

১.১ সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পল্লী অঞ্চলের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের দারিদ্র ও অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদানের প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৮ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করা হয়। ১৯৯৮ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে ৪,০৩,১১০ জন বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলার প্রতিজনকে এককালীন ১০০ টাকা হারে ভাতা বিতরণ করা হয়।

১.২ একই প্রক্রিয়ায় উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯৯ সনে সমসংখ্যক বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে ৪,০৩,১১,০০০ (চার কোটি তিন লক্ষ এগার হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ২৫ কোটি টাকা জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয় এবং ঐ অর্থ বছর থেকেই বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে ভাতা প্রদান কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনার ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১.৩ মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মসূচির সাথে অধিক সম্পৃক্ততা থাকায় ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর থেকে আলোচ্য কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। সরকার কর্তৃক পুনরায় বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

১.৪ উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে নিয়মিতভাবে ভাতা প্রদানের সুবিধার্থে একটি সুসংহত ও বাস্তবধর্মী নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নীতিমালাটি প্রণয়ন করা হলো।

---

১০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফর, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

০২. সংজ্ঞা

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি আওতায় -'বিধবা' বলতে তাদেরকেই বুঝানো হবে যাদের স্বামী মৃত; 'স্বামী পরিত্যক্তা' বলতে তাঁদেরকেই বুঝানো হবে যাঁরা স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা বা অন্য যে কোন কারণে অন্ততঃ দু'বছর যাবৎ স্বামীর সংগে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বা একত্রে বসবাস করেন না ।

০৩. কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুঃস্থ, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্মরূপ ঃ

১. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি ;
৩. আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে তাঁদের মনোবল জোরদার করা ;
৪. চিকিৎসা সহায়তা ও পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

০৪. কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এবং তার মাধ্যমে প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণপূর্বক সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনের সহযোগিতায় এ নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকৃত দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের তালিকা প্রণয়ন করে বরাদ্দ অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাতা প্রদান করা হবে।

০৫. কর্মসূচির পরিধি

বাংলাদেশের সকল উপজেলা ও উন্নয়ন সার্কেল এবং সকল শ্রেণীর পৌরসভায় প্রতিটি ওয়ার্ডে জনসংখ্যার ভিত্তিতে অতীব দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায় বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে প্রতিমাসে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে এ ভাতা প্রদান করা হবে।

০৬. বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এ বাস্তবায়ন

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়া জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং উপজেলা ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান জনবল, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ওয়ার্ড/ইউনিয়ন/পৌরসভা এলাকার সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় সম্পাদিত হবে।

(খ) এ কর্মসূচি সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' থাকবে। তাছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা স্টিয়ারিং কমিটি এবং জাতীয় পর্যায়ে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে।

০৭. সমীক্ষা/তথ্য সংগ্রহ

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী নির্বাচনসহ এ কর্মসূচির জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নে তথ্য সংগ্রহ ও ডাটা বেইজ প্রণয়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয় নির্ধারিত ফরম (পরিশিষ্ট-১) অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করবেন। তিনি নিয়মিতভাবে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং পরিসংখ্যান বিভাগ হতে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতি বছর বর্ণিত তালিকা হালনাগাদ করবেন। সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসার এ সংক্রান্ত তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণ করবেন।

৮. প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড

(ক) নাগরিকত্ব : প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

(খ) বয়স : বয়স অবস্যই ১৮ (আঠার) বছরের ঊর্ধ্বে হতে হবে। তবে সর্বোচ্চ বয়স্ক মহিলাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(গ) স্বাস্থ্যগত অবস্থা : যিনি শারীরিকভাবে অক্ষম অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষমতাহীন তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ঘ) আর্থ-সামাজিক অবস্থা

(১) আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে : নিঃস্ব, উদ্বাস্তু ও ভূমিহীনকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(২) সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে : নিঃসন্তান, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদেরকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ঙ) ভূমির মালিকানা : ভূমিহীন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বসতবাড়ী ব্যতিত কোন ব্যক্তির জমির পরিমাণ ০.৫ একর বা তার কম হলে তিনি ভূমিহীন বলে গণ্য হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৯. ভাতা প্রাপকের যোগ্যতা ও শর্তাবলী

১. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
২. জন্মনিবন্ধন/জাতীয় পরিচিতি নম্বর থাকতে হবে;
৩. বয়ঃবৃদ্ধা অসহায় ও দুঃস্থ বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;
৪. যিনি দুঃস্থ, অসহায়, প্রায় ভূমিহীন, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা এবং যার ১৬ বছর বয়সের নীচে ২ টি সন্তান রয়েছে, তিনি ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন;
৫. দুঃস্থ, দরিদ্র, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের মধ্যে যারা প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ তারা ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন;
৬. প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয় ঃ অনূর্ধ্ব ১২,০০০ (বার হাজার) টাকা হতে হবে;
৭. বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

১০. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা

১. যিনি সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মজীবী;
২. যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেনশনের সুবিধা পেয়ে থাকেন;
৩. যিনি দুঃস্থ মহিলা হিসেবে ভিজিডি কার্ডধারী;
৪. যিনি অন্য কোনভাবে নিয়মিত সরকারি অনুদান পেয়ে থাকেন;
৫. যিনি কোন বেসরকারি সংস্থা/সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হতে নিয়মিত আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকেন।

৪.১১ প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা NATIONAL POLICY ON OLDER PERSONS, (দ্বিতীয় খসড়া-২০১৩) [১১]

১১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজসেবা অধিদফর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

০১. পটভূমি (Introduction)

প্রবীণ ব্যক্তিগণ দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চাইতে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশী। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৫ হইতে ২০০০ এই পঁচিশ বৎসরে প্রবীণ জনসংখ্যা ৩৬ (ছত্রিশ) কোটি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬০ (ষাট) কোটিতে দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ প্রবীণ জনসংখ্যার বাৎসরিক গড় বৃদ্ধির হার প্রায় ২.৬৮ শতাংশ। বাংলাদেশের প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও অধিক। বাংলাদেশে প্রবীণ জনসংখ্যা ১৯৯১ সালে ছিল ৬০ (ষাট) লক্ষ এবং ২০১১ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ১৩ লক্ষে। এই ২০ (কুড়ি) বৎসরে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ৫৩ (তিপ্পান্ন) লক্ষ অর্থাৎ বাৎসরিক গড় বৃদ্ধির হার ৪.৪১ শতাংশ (প্রায়)। প্রবীণ জনসংখ্যার বৃদ্ধির এই অব্যাহত হার অনুযায়ী আগামী ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসরে প্রবীণ জনসংখ্যা উন্নয়নশীল দেশসমূহের মোট জনসংখ্যার ১৯% দাঁড়াইবে। বিশ্বময় এই জনসংখ্যাতাত্ত্বিক রূপান্তর ব্যক্তি, সমাজ, জাতীয় ও আর্থ-সামাজিক জীবনে মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলিবে। কারণ প্রবীণ ব্যক্তিরা বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভোগেন এবং বার্ধক্য বর্তমান বিশ্বের একটি অন্যতম সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। প্রবীণদের বার্ধক্য, স্বাস্থ্যসমস্যা, কর্মঅক্ষমতা, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে গুরুত্ব দিয়া তাহাদের কল্যাণের জন্য সরকারিভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু হইয়াছে। ইতঃপূর্বে ১৯৮২ সালে ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত প্রবীণ বিষয়ক প্রথম বিশ্ব সম্মেলনে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা গৃহীত হইয়াছে । ইহা ছাড়া ২০০২ সালে ১৫৯ টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে স্পেনের মাদ্রিদে প্রবীণ বিষয়ক ২য় বিশ্ব সম্মেলনে একটি সুসংবদ্ধ আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক ঘোষণা গৃহীত হয় যাহা ‘মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক কর্ম-পরিকল্পনা’ হিসাবে পরিচিত। এই নূতন পরিকল্পনা সরকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সুশীল সমাজ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য তিনটি প্রধান অগ্রাধিকারমূলক নির্দেশক ও একগুচ্ছ কর্মসূচি নির্ধারণ করা হইয়াছে। একবিংশ শতাব্দীতে প্রবীণ বিষয়ক যে সকল সমস্যা ও সম্ভাবনা দেখা দিবে সেইগুলিকে মোকাবেলা করিবার জন্য এই কর্মসূচিগুলি নূতন ভিত্তি তৈরি করিবে। নাগরিক হিসাবে প্রবীণ ব্যক্তিগণ পূর্ণ অধিকার, সার্বিক নিরাপত্তা ও মর্যাদার সহিত যাহাতে ভূমিকা পালন করিতে পারে সেই জন্য মাদ্রিদ বিশ্ব সম্মেলনের সদস্য রাষ্ট্রগুলি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ঘোষণা উপস্থাপন করেন।

- সকল প্রবীণ নাগরিকের মৌলিক স্বাধীনতা ও প্রতিটি মানবাধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়ন
- নিরাপদ বার্ধক্য অর্জন অর্থাৎ প্রবীণ বয়সে দারিদ্র দূরীকরণ এবং প্রবীণদের জন্য জাতিসংঘ নীতিমালা বাস্তবায়ন

Dhaka University Institutional Repository

- নিজেদের সমাজে স্বেচ্ছামূলক কাজ ও আয়বর্ধনমূলক কাজের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাপনে পরিপূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করিবার জন্য প্রবীণদের ক্ষমতায়ন
- সকল মানবাধিকার এবং প্রত্যেক প্রবীণ ব্যক্তির মৌলিক স্বাধীনতার পূর্ণ বাস্তবায়ন
- উন্নয়নশীল দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠী সম্পর্কে অধিক তথ্য ও উপাত্ত ভিত্তি গড়িয়া তোলা
- প্রবীণ ব্যক্তিদের শেষ জীবনে স্বচ্ছলতা, আত্ম-পরিতৃপ্তি ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের সুযোগের সংস্থান করা
- সামাজিক উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক সংহতি, আন্তঃপ্রজন্ম নির্ভরশীলতার মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করা
- প্রবীণ ব্যাক্তিরা যাহাতে পূর্ণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করা এবং তাহাদের ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য ও সন্ত্রাস দূর করা
- প্রবীণ ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন করা যাহাতে তাহারা আয়বর্ধক ও স্বেচ্ছামূলক কাজের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ করিতে পারেন
- প্রতিরোধ ও পূনর্বাসনমূলক স্বাস্থ্যসেবাসহ প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ থাকা
- আন্তর্জাতিক কর্ম-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করিবার জন্য প্রবীণ ব্যাক্তিগণ নিজেদের ব্যক্তি, নাগরিক সমাজ ও সরকারের সকল মহলের সঙ্গে সমঅংশীদারিত্ব তৈরি করা
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রবীণদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র অবস্থা বজায় রাখিয়া তাহাদের সরাসরি উপকারে আসে এমন বিষয়ে কার্যকরীভাবে সোচ্চার হওয়া

বাংলাদেশ সরকারও উক্ত 'মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক কর্ম-পরিকল্পনা'র প্রতি রাষ্ট্রীয় সমর্থন ব্যক্ত করিয়া প্রবীণ ব্যক্তিদের সার্বিক কল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক সুরক্ষার জন্য ইতোমধ্যে বয়স্কভাতাসহ কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন শুরু করিয়াছে। প্রবীণদের অধিকার, উন্নয়ন এবং সার্বিক কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থায়ী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা আবশ্যক হওয়ায় ''প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা'' প্রনয়ণ করা হইল।

০২. প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goal and Objectives):

লক্ষ্য (Goal):

প্রবীণদের দারিদ্রমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামজিক জীবন নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য (Objectives):

- সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালাসমূহে (স্বাস্থ্যনীতি, নারী উন্নয়ন নীতি, গৃহায়ন, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি নীতিমালাসমূহ) প্রবীণ বিষয়টিকে গুরুত্বের সহিত অন্তর্ভুক্ত করা এবং যথাযথ কর্মপরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট করিয়া তাহা বাস্তবায়ন করা
- বাংলাদেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবদানের স্বীকৃতিসহ সামগ্রিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- স্থানীয় সরকার, উন্নয়ন ও সামাজিক উদ্যোগে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রবীণদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরির নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা
- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে প্রবীণদের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা এবং বিদ্যমান সরকারি এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোতে প্রবীণদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেবা প্রদানের নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবীণদের স্বাস্থ্য সহায়তার ক্ষেত্রে সামাজিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করা
- ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও প্রচলিত যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার কারণে প্রবীণদের সার্বিক সুরক্ষার আইন প্রণয়ন ও নিশ্চিত করা
- রাষ্ট্রীয় তথ্যের ক্ষেত্রে প্রবীণ বিষয়ক তথ্য সুনির্দিষ্ট করা এবং সেই সাথে তাহা হালনাগাদ করা, ইহার জন্য জরিপ ও গবেষণা কাজ পরিচালনা করা
- প্রবীণদের নাগরিক জীবনে গণপরিবহনসমূহে চলাচলের বিদ্যমান সুবিধা ও ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত ও প্রবীণবান্ধব করা।
- সকল শ্রেণির প্রবীণ উপযোগী আবাসন নিশ্চিত করা এবং যাবতীয় ভৌতকাঠামো প্রবীণবান্ধব করা
- সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথা দুর্যোগপূর্ব সতর্কীকরণ, দূর্যোগকালীন নিরাপদ উদ্ধার, আশ্রয়, ত্রাণ এবং পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে প্রবীণদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা
- প্রবীণ ইস্যু সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গণমাধ্যমকে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতার আওতায় আনা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে প্রবীণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা
- প্রবীণ নারী এবং প্রতিবন্ধী প্রবীণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত সকল বৈষম্য ও অবহেলা দূর করিয়া বিশেষ সহায়তা প্রদান করা
- আন্তঃপ্রজন্ম যোগাযোগ ও সংহতি গঠন এবং সংরক্ষণ করা

০৩. প্রবীণ ব্যক্তি (Older Persons)

বার্ধক্য মানুষের জীবনে একটা স্বাভাবিক পরিণতি। বার্ধক্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রহিয়াছে। তবে শারীরিক, মানসিক, আচরণগত, সামজিক ও সাংস্কৃতিক দিক বিবেচনায় জরা বিজ্ঞানীরা মূলত বয়সের মাপকাঠিতে বার্ধক্যকে চিহ্নিত করিয়াছেন। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহে ৬৫ (পয়ষট্টি) বৎসর বয়সী ব্যক্তিদের প্রবীণ হিসাবে বিবেচনা করা হইলেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং জাতিসংঘ বিবেচনায় ৬০ (ষাট) বৎসর এবং তদুর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিদেরকে প্রবীণ বলিয়া অভিহিত করা হয়। জাতিসংঘ স্বীকৃত বিবেচনা হইতে বাংলাদেশের ৬০ (ষাট) বৎসর এবং তদুর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিগণ প্রবীণ হিসেবে স্বীকৃত হইবেন।

০৪. বাংলাদেশে প্রবীণ ব্যক্তিদের অবস্থা (Situation of Older Persons in Bangladesh)

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ। এখানে প্রায় ১৫ কোটি (২০১১ এর আদম শুমারী অনুযায়ী) লোক ১,৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বসবাস করিতেছে। গত কয়েক দশক যাবৎ বাংলাদেশে বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ করিবার ফলে মানুষের মধ্যে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ তৈরি হইয়াছে, রোগ–প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে, মৃত্যুহার কমিয়া গড় আয়ু বাড়িয়া যাওয়ায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এক পরিসংখ্যান (সুত্রঃ বিআইডিএস) অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে মোট জনসংখ্যার ৪.৯৮% ছিল প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০৫০ সালে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর এই হার হইবে ২০% অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রতি পাঁচ জন মানুষের মধ্যে এক জন হইবেন প্রবীণ। এই বৃদ্ধির হার আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী দেশে প্রায় ৩০.৫% (২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী) লোক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করিতেছে। এই দেশে আর্থিক অস্বচ্ছলতা, জীবনযাত্রার নিম্নমান, ঘনবসতি, বেকারত্ব, মাথাপিছু সীমিত আয় প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান। বাংলাদেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রধান সমস্যাবলীর মধ্যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা অন্যতম। আমাদের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে পরিবার হইল একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। অতীতে প্রবীণেরা যৌথ পরিবারে সকলের নিকট হইতে সেবা এবং সহায়তা পাইতেন এবং এভাবেই তাহাদের প্রবীণ সময় কাটিয়া যাইত। পরিবার এবং সমাজে প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনসহ তাহাদের বেশি যত্ন নেওয়ার একটি বিশেষ মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির চর্চা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নানা পরিবর্তনের ফলে যৌথ পরিবারগুলো ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। প্রবীণেরা হারাইতেছেন তাহাদের প্রতি সহানুভূতি, বাড়িতেছে অবহেলা আর তাহারা শিকার হইতেছেন বঞ্চনার। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারায় দেখা যাইতেছে প্রবীণরা প্রথমত নিজ পরিবারেই তাহাদের ক্ষমতা ও সম্মান হারাইতেছেন

এবং ধীরে ধীরে সমাজের সকল কর্মকান্ড হইতে প্রবীণরা বাদ পড়িতেছেন। বিশেষ করিয়া তৃণমূল পর্যায়ের প্রবীণদের বার্ধক্যজনিত সমস্যা আর অন্যদিকে চরম আর্থিক দীনতার মধ্যে থাকিবার কারণে তাহারা পরিবার হইতে শুরু করিয়া সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সকল ধরণের সেবা পাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। ফলে প্রবীণ এই জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত নিরাপত্তার সংকটের মুখোমুখি পতিত হইতেছে যাহা আগামীতে একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে সমাজের বিপুল এই জনগোষ্ঠীকে কোনভাবেই উপেক্ষা করিবার উপায় নেই। তাই বর্তমানে প্রবীণদের উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাংলাদেশ সরকার প্রবীণ ব্যক্তিদের সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিয়া আসিতেছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কতৃর্ক ১৯৯৮ সালে দেশের দরিদ্র প্রবীণদের জন্য “বয়স্ক ভাতা” কাযর্ক্রম চালু করা হইয়াছে। সরকার অবসর প্রাপ্তদের পেনশন ব্যবস্থা সহজীকরণ ও সুবিধাদি বৃদ্ধি করিয়াছে। সরকার প্রবীণদের বৃহত্তর স্বার্থে, অর্থাৎ প্রবীণদের অধিকার, উন্নয়ন এবং সার্বিক কল্যাণের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে বদ্ধ পরিকর।

০৫. বাংলাদেশের সংবিধানে প্রবীণ ব্যক্তি (Older Persons in the Constitution of Bangladesh)

বাংলাদেশের সংবিধানে সরাসরিভাবে প্রবীণদের বিষয়টি উল্লেখ না থাকিলেও দেশের সকল অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণিকে সহায়তা প্রদানের নিশচয়তা দেওয়া হইয়াছে। নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদগুলি এই নিশ্চয়তা বিধানের সহিত সরাসরি যুক্ত:

অনুচ্ছেদ: ১৪

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

অনুচ্ছেদ: ১৫

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অনড়ব, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা

(খ) কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার

(গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।

০৬. প্রবীণ ব্যক্তিদের অবদানের স্বীকৃতি (Recognition of the contribution of Older Persons)

আজকের সমাজ ও সভ্যতার কারিগর মূলত প্রবীণরাই। তাই তাহাদের সামাজিক অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। এই ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল:

১. পরিবার, জনসমষ্টি ও অর্থনীতিতে প্রবীণদের অবদান স্বীকার করা এবং সেইগুলিকে উৎসাহিত করা।
২. প্রবীণ ব্যক্তিরা যাহাতে দেশের চলমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জীবনশিক্ষায় তাহাদের অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখিতে পারেন সেইজন্য সুযোগ সৃষ্টি করা।
৩. প্রবীণ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সেই অনুযায়ী সমাজে বসবাসের নিশ্চয়তা বিধান করা।
৪. প্রবীণ জনগোষ্ঠীর উৎপাদনশীল ক্ষমতার নিরিখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সরকারি ও বেসরকারি কাজে ব্যবহার করা।
৫. জাতীয় ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা ও সম্পৃক্ততার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রবীণ নারীরাও যাহাতে পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণ করিতে পারেন সেইজন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

০৭. আন্তঃপ্রজন্ম যোগাযোগ ও সংহতি (Intergenarational Communication and Solidarity)

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে আন্তঃপ্রজন্ম সংহতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রজন্মসমূহের মধ্যকার ব্যবধান দূর করিয়া সকল বয়সীদের জন্য সমাজ গঠনের লক্ষ্যে:

১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে বার্ধক্য বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করিয়া নূতন প্রজন্মকে সচেতন করিয়া তোলা।
২. নুতন প্রজন্মগুলোর মধ্যে সংহতি জোরদারকরণ অব্যাহত রাখা।
৩. সকল বয়সীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম, সভা, সেমিনার, আলোচনা সভা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রবীণ ও নূতন প্রজন্মের মধ্যকার মতভেদ ও পার্থক্য দূরীকরণ এবং পারস্পারিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটানো।

Dhaka University Institutional Repository

৪. প্রবীণদের জ্ঞান এবং মেধাকে প্রজন্মান্তরে চলমান করিবার জন্য পারিবারিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৫. প্রত্যেক প্রজন্মকে তাহাদের মাতা-পিতা এবং প্রবীণ স্বজনদের সেবা প্রদানে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা।

০৮. প্রবীণ ব্যক্তির সামাজিক সুযোগ-সুবিধা (Social Facilities for Older persons)

প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রাপ্য সম্মান প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে করণীয়:

১. প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে “জ্যেষ্ঠ নাগরিক” (Senior Citizen) হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা।
২. প্রবীণ ব্যক্তিগণকে সমাজের বৈষম্য ও নিপীড়নমুক্ত নিরাপদ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা বিধান করা।
৩. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সম্পদ, মর্যাদা, লিঙ্গ, বয়স নির্বিশেষে রাষ্ট্রে প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করা।
৪. সমাজে প্রবীণ ব্যক্তিদের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকান্ডে প্রবেশাধিকার/অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।
৫. সামাজিক বিচ্ছিন্নতা কমানোর জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি ও ক্ষমতায়নে সহায়তা করা।
৬. প্রবীণ ব্যক্তিদের মানবাধিকার ও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার সুরক্ষা করা।
৭. সকল প্রকার টার্মিনাল ও স্ট্যান্ড, হাসপাতাল ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ভবনসমূহে ঢালুপথের (Ramp) ব্যবস্থা করা। শহরের প্রতিটি ফুটপাত, উঁচু রাস্তার শেষপ্রান্ত চলাচলের সুবিধার্থে ঢালুকরণ করা।
৮. প্রবীণ নাগরিকদের জন্য “পরিচিতি কার্ড ” প্রবর্তন করা।
৯. সকল প্রকার যানবাহনে (বিমান, বাস, ট্রেন, লঞ্চ, ষ্টীমার, মনোরেল, মেট্রোরেল ইত্যাদি) প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং বিশেষ ছাড়ে অর্থাৎ স্বল্প মূল্যে টিকিট প্রদানের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি প্রবীণ ব্যক্তিদের টিকিট সংগ্রহের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য পৃথক টিকিট কাউন্টার স্থাপন করা।
১০.প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য দিবা-যত্ন কেন্দ্র (Day Care Centre) এবং প্রবীণ নিবাস (Old Home) স্থাপন করা।
১১.দুঃস্থ প্রবীণ ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর দাফন/কাফন এবং সৎকারের ব্যবস্থা করা।

০৯. জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা (Security in Life and Property of Older Persons)

Dhaka University Institutional Repository

প্রবীণ ব্যক্তিদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষ্যে যে সকল কার্যক্রম নেওয়া হইবে তাহা হইল:

১. সমাজ ও পরিবারে প্রবীণ ব্যক্তিরা যাহাতে অবহেলা, অবজ্ঞা, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার না হন উহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা।
২. পরিবারে প্রবীণ পুরুষ ও প্রবীণ নারীদের ন্যায্য সম্পত্তি ভোগের অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং আইনগতভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা
৩. স্বেচ্ছাসেবী, উন্নয়ন এবং অন্যান্য উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে দেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষা ও সম্পত্তি ভোগের প্রয়োজনে আইনগত ও অন্যান্য উপায়ে সহযোগিতা প্রদান করা।
৪. প্রবীণ ব্যক্তিদের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও ঝুঁকিপূর্ণ হইলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কতৃর্ক পূর্ণভাবে নিরাপত্তা বিধান করা।

১০. দারিদ্র দূরীকরণ (Poverty Reduction)

বিশ্ব সম্প্রদায় দারিদ্র দূরীকরণের জন্য অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু এখনও প্রবীণ ব্যক্তিরা এই নীতি ও কর্মসূচির বাহিরে রহিয়া গিয়াছেন। দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিদের দারিদ্র লাঘবের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে:

১. আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে চরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাসরত প্রবীণের সংখ্যা সর্বনিম্নে নামাইয়া আনা। এই জন্য সামাজিক সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা।
২. দারিদ্র হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গৃহীত নীতিমালা ও কর্মসূচিতে প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা।
৩. জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে হতদরিদ্র প্রবীণদের চিহ্নিত করিয়া তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা।
৪. নিয়োগ, আয়বর্ধক কাজের সুযোগ, ক্ষুদ্রঋণ, বাজার ও সম্পদের উপর প্রবীণ ব্যক্তিদের সমপ্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
৫. প্রবীণ, বিশেষ করিয়া প্রবীণ নারীদের আয়বর্ধক এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণে সহায়তা করা।
৬. প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য টেকসই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

১১. আর্থিক নিরাপত্তা (Financial Security)

 Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। প্রবীণ ব্যক্তিদের আর্থিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত গৃহীতব্য কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে:

১. পল্লী ও শহর এলাকায় প্রবীণবান্ধব স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প প্রবর্তন করা এবং সেই ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করা।
২. সক্ষম প্রবীণ ব্যক্তিদের বয়স উপযোগী পল্লী ও শহর এলাকার সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা।
৩. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অস্বচ্ছল প্রবীণ ব্যক্তির পোষ্য/নির্ভরশীলদের নিয়ম অনুযায়ী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা।
৪. সক্ষম প্রবীণ ব্যক্তিদের বেকারত্ব দূরীকরণ ও আর্থিক নিরাপত্তার জন্য সরকারের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রম উৎসাহিত ও জোরদার করা।
৫. সক্ষম ও আগ্রহী প্রবীণ ব্যক্তিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৬. প্রবীণ ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রমে সরকারি অনুদান বরাদ্দ করা।
৭. সক্ষম ও আগ্রহী প্রবীণ ব্যক্তির কর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে ও সুদমুক্ত/স্বল্পসুদে ঋণের ব্যবস্থা করা।
৮. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবীণদের সঞ্চয়ের উপর বিশেষ বর্ধিত হারে মুনাফা প্রদান করা।
৯. পর্যায়ক্রমে প্রবীণদের জন্য Universal, Non-Contributory Pension Scheme চালু করা।

১২. প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি (Health Care and Nutrition for Older Persons)

বার্ধক্যে পৌঁছাইয়া প্রবীণ ব্যক্তি যাহাতে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বস্তিতে থাকিতে পারেন সেই লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে:

১. প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচলিত মেডিকেল শিক্ষা পাঠক্রমে বার্ধক্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা (Geriatric Care and Medicine) বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা এবং প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালে Geriatric বিভাগ থাকা বাঞ্ছনীয়।
২. সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সুবিধাদি সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

৩. জরা বিজ্ঞান (Gerontology) ও বাধ্যর্কজনিত রোগসহ প্রবীণ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী চিকিৎসা পেশাজীবীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি প্রবর্তন করা।

৪. জনস্বাস্থ্য অবকাঠামোতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পরিচর্যার ক্ষেত্রে প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম আরম্ভ ও জোরদার করা এবং স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে প্রবীণ উপযোগী/ প্রবীণবান্ধব ঔষধের ব্যবস্থা করা।

৫. সরকারিভাবে রোগ প্রতিরোধ, নিরাময় ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, সম্প্রসারণ ও জোরদার করা।

৬. সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রবীণ ব্যক্তিগণ যাহাতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুত চিকিৎসা সুবিধা লাভ করিতে পারেন উহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। এইজন্য পৃথক কাউন্টার ও ওয়ার্ড স্থাপন এবং প্রত্যেক হাসপাতালে কমপক্ষে ৫% সিট প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণ করা।

৭. সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাকেন্দ্র, রোগ নির্ণয়, প্রবীণ স্বাস্থ্য পরিসেবা কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহিত করা ও সরকারি অনুদান প্রদান করা। এই সমস্ত চিকিৎসাকেন্দ্রে অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদেরকে স্বল্প/ বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ঔষধ সরবরাহের সুবিধা প্রদান করা।

৮. সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে প্রবীণ ব্যক্তিদের চিকিৎসার সুবিধার্থে Health Access Voucher, Health Service Card ইত্যাদি চালু করা, যাহার মাধ্যমে দরিদ্র প্রবীণরা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হইতে খুব সহজেই চিকিৎসা সেবা নেয়ার সুযোগ পান।

৯. প্রবীণদের জন্য মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা দোরগোড়ায় পৌঁছাইয়া দিতে স্বাস্থ্য সহকারী এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শকের দায়িত্বে প্রবীণদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়সমূহ (রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, চোখের সমস্যা, বাত, কানের সমস্যা, হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি) সুনির্দিষ্টভাবে সংযোজন করা।

১০. প্রবীণ ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের বার্ধক্য, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি, খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য তালিকা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য Health worker এবং নার্সদের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে প্রবীণ উপযোগী খাদ্য অভ্যাস, ব্যায়াম চর্চা, চলাচল করাসহ দৈনন্দিন জীবন প্রণালী বিষয়ে উপদেশমূলক (Health tips) নির্দেশনা অন্তর্ভূক্ত করা এবং পাশাপাশি দেশের সকলের জন্য পুষ্টিকর ও নির্ভেজাল খাবার সহজলভ্য করা।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১২ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) নির্দেশিকা ২০১৩ [১২]

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত “অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি” গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। এ কর্মসূচি কর্মক্ষম দুঃস্থ পরিবারসমূহের জন্য স্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/ মেরামত/ সংস্কারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। “অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্প” এর সফল বাস্তবায়ন ও অধিকতর ক্ষমতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে জারিকৃত নির্দেশিকা ২০১২-১৩ সংশোধন/ পরিমার্জক্রমে নিম্নবর্ণিতরুপে “অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি নির্দেশিকা জারি করা হলো-

১.১ অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত “অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি” সরকারের অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আওতায় বছরের কর্মহীন মৌসুমে কর্মক্ষম বেকার শ্রমিকদের জন্য ২টি পর্বে ৮০ দিনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কর্মক্ষম দুঃস্থ পরিবারগুলোর দারিদ্র নিরসনের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধিই এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য। কর্মসূচির প্রথম পর্বে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪০দিন এবং দ্বিতীয় পর্বে মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ৪০ দিন কর্মসংস্থান করা হয়। অদক্ষ শ্রমিক মজুরির প্রচলিত বাজার দরের আলোকে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অধিকতর দারিদ্রপীড়িত উপজেলাসমূহে এ কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

১. নির্দেশিকার উদ্দেশ্য

প্রচলিত সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে “অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি” (ইজিপিপি) বাস্তবায়ন করার জন্য এ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি দেশব্যাপি ইজিপিপির প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

---

১২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখা, তারিখ-১৮/০৭/২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ, নং- ৫১.০০.০০০০.৪২১.৯৬.০১৮.১২-৫১৯

প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো

২.১ সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের সহায়তায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। ইজিপিপির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নিম্নরূপঃ

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

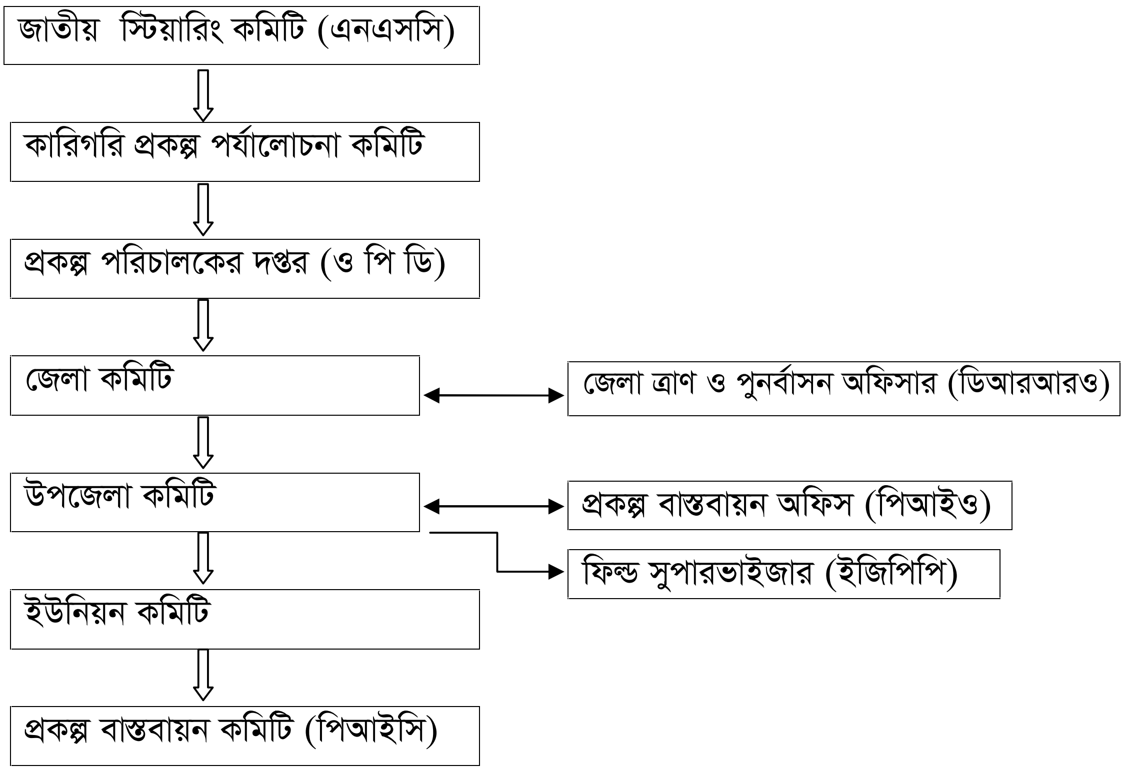

২.২ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো

কেন্দ্রীয় কমিটি প্রধান তিনটি অংগ কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। (১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বাধীন জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি (এনএসসি) (২) প্রকল্প পরিচালক (ইজিপিপি) এর নেতৃত্বে কারিগরি প্রকল্প পর্যালোচনা কমিটি (টিপিআরসি) (৩) প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বাধীন প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় (ওপিডি)। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং কাগিরিপ্রকল্প পর্যালোচনা কমিটির গঠন প্রণালী, ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী যথাক্রমে সংযোজনী-১ এবং সংযোজনী-২ এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো

জেলা পর্যায়ে জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন অফিসারের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা সমন্বয়করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের নেতৃত্ব জেলা কমিটি গঠিত হবে এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার এ কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা কমিটির গঠন প্রণালী, ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী বিস্তারিতভাবে সংযোজনী-৩ এ উল্লেখ করা হলো।

২.৪ উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো

উপজেলা হবে ইজিপিপি কর্মসূচির সামগ্রিক তত্ত্বাবধায়ন ও বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতি উপজেলায় উপজেলা কমিটির তত্ত্বাবধায়নে ইজিপিপি বাস্তবায়িত হবে। উপজেলা কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী হবে নিম্নরুপ-

২.৪.১ উপজেলা কমিটি

সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা কমিটি গঠিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা বাস্তবায়ন অফিসার কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ত পালন করবেন। উপজেলা কমিটির দায়িত্বাবলী নিম্নরুপ-

ক. প্রকল্প ও উপকারভোগীদের তালিকা সম্বলিত ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত ইউনিয়ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন।

খ. উপজেলা পর্যায়ে “মাদার একাউন্ট” ও ইউনিয়ন পর্যায়ে “চাইল্ড একাউন্ট” খোলার জন্য ব্যাংক নির্দিষ্টকরণ।

গ. নির্ধারিত ব্যাংকে উপকারভোগীদের হিসাব খোলার বিষয়টি তদারকি করণ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৩ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা, ২০১৩[১৩]

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরুপ নির্দেশিকা জারির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে-

১। কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ক. কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ সামগ্রীকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাসের জন্য-
১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ
২. স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন।
খ. কর্মসূচির মূল লক্ষ্যঃ গ্রামীণ দরিদ্র জনগনের দুর্যোগ-ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজনে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তার জন্য -
১. গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি,
২. গ্রামীণ জনগনের আয়-বৃদ্ধি'
৩. দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন এবং
৪. দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি।

২। খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য /নগদ টাকা এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ন্যস্ত করিবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা জেলা প্রশাসক বরাবর ৪৫% জনসংখ্যা, ২৫% দুস্থতা ও ৩০% আয়তনের ভিত্তিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করিবে।
(খ) জেলা প্রশাসক উপরে বর্ণিত ২(ক) অনুসারে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদটাকা উপজেলা ওয়ারী বরাদ্দ করিবেন। উপজেলা কমিটি বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ২০% রিজার্ভ রাখিয়া অবশিষ্ট বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার ৫০% জনসংখ্যা ও ৫০% আয়তন অনুপাতে ইউনিয়ন ভিত্তিক পুনঃবরাদ্দ করিয়া প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্বায়ন করিবে।

---

১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ত্রাণ কর্মসূচি-২ অধিশাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, তারিখ-১৯/০৮/২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ, নং- ৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০১.১৩-৪৮০

Dhaka University Institutional Repository

(গ) উক্ত রিজার্ভ ২০% খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ দ্বারা উপজেলা কমিটি সরাসরি এমনভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকল্প গ্রহণ করিবে যেন অব্যাহতভাবে কোন ইউনিয়ন বঞ্চিত না হয়। এক্ষেত্রে কমিটি আন্তঃইউনিয়নবাসী প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার দিতে পারিবে।

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় বিশেষ বিবেচনায় মাননীয় সংসদ সদস্য অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করিতে পারিবে।

(ঙ) এই মন্ত্রণালয় হইতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার (সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যতিত) অনুকুলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে। তবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের অনুকূলে কেবলমাত্র গ্রামীণ নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/ থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে।

(চ) এই মন্ত্রণালয় হইতে বিভিন্ন বাহিনী/ সংস্কার অনুকুলে খাদ্যশস্য/ নগদ অর্থ প্রদান করা যাইবে।

(ছ) উপজেলা এবং সংসদীয় এলাকাভিত্তিক প্রতি বছর আগষ্ট মাসের মধ্যে সারা বছরের সম্ভাব্য (Notional Allotment) বরাদ্দ জারী করিতে হইবে।

(জ) বরাদ্দ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট বরাদ্দপত্র পৌঁছানো নিশ্চিত করিবেন।

(ঝ) ইউনিয়নে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ওয়ার্ড যাহাতে অব্যহতভাবে বঞ্চিত না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। সম্ভব হইলে ওয়ার্ডের কাঁচা রাস্তার পরিমাণ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রাপ্ত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ওয়ার্ডভিত্তিক বিভাজন করা যাইতে পারে।

৩। প্রকল্পের কাজের ধরণ/পরিধি

(ক) এই কর্মসূচিতে পুকুর/ খাল খনন/পুনর্খনন, রাস্তা নির্মাণ/পুননির্মাণ, রাস্তা-বাঁধ নির্মাণ/ পুননির্মাণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য নালা ও সেচনালা খনন/পুনর্খনন, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠে মাটি ভরাট, মাটির কিল্লা নির্মাণ/পুননির্মাণ ইত্যাদি কাজের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা করা যাইবে।

(খ) ব্যক্তি মালিকাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমিতে উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না;

(গ) ব্যক্তি মালিকাধীন পুকুর যাহার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করিতে পারে বা পুকুর সংস্কার করার পরেও তাহা অব্যাহত থাকিবে এমন নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে প্রকল্পটির গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করিতে পারে;

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সহিত আবশ্যিকভাবে দাখিল করিতে হইবে;

(ঙ) বর্ষণের ফলে নির্মিত রাস্তার মাটি যাহাতে সরিয়া যাইতে না পারে তাহার জন্য রাস্তার উভয় দিকে পাকা ওয়াল (রাস্তার উচ্চতার সমান অথবা সেই উচ্চতা পর্যন্ত নির্মাণ করা হইলে রাস্তার মাটি ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে সেই উচ্চতা পর্যন্ত) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে। এইরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৬০% পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা নগদ অর্থ ব্যয় করা যাইবে অথবা এইরূপ ওয়াল নির্মাণের জন্য খাদ্যশস্য নগদায়ন করিয়া নগদ টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করা যাইবে।

৪। প্রকল্প গ্রহণ/বাছাই পদ্ধতি

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ বাছাইপূর্বক উহার তালিকা এই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। উপজেলা, জেলা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে এই তালিকা রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে ওয়েবসাইটে আপডেট অবস্থায় আপলোড রাখিতে হইবে;

(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদনপূর্বক বরাদ্দ ছাড়ের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করিবে।

(গ) Notional Allotment প্রাপ্তির পর স্ব স্ব কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রণালয়ে ও অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে। উক্ত অগ্রাধিকার তালিকার বাহিরে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না; উপজেলা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রাধিকারের তালিকা দাখিলে ব্যর্থ হইলে জেলা কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য বরাদ্দ বাতিল করিয়া অন্য উপজেলা/ইউনিয়নে উপবরাদ্দ করিতে পারিবে;

(ঘ) উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রেরণের পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক-জরিপ গ্রহণ করিবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হইয়া রাস্তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আন্তঃগ্রাম/আন্তঃইউনিয়ন যোগাযোগতা, সরকারী/ বেসরকারী/ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগতা ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করিতে হইবে;

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে যদি কোন প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিযুক্ত (আনফিজিবল) হয়, তবে বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইবে। ইহা ছাড়াও যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য নগদায়ন হইবে সেই ক্ষেত্রে যুক্তিসহকারে নগদায়নের পরিমান উল্লেখ করিয়া প্রয়োজনীয় সুপারিশ করিতে হইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমনঃ বন্যা,অতিবর্ষণজনিত কারণে রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হইলে সেইসব রাস্তা অগ্রাধিকারভিত্তিতে গ্রহণ করা যাইবে।

(চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ইউনিয়ন কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রাক-জরীপ ও প্রাক্কালন সমাপ্তির পর উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন। উপজেলা কমিটি তাহা পর্যলোচনাপূর্বক অনুমোদন করিবে এবং সুপারিশসহ জেলা কর্ণধার কমিটি বরাবর প্রেরণ করিবে;

(ছ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটির সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিতে হইবে;

(জ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটি এলাকার গুরুত্ব অনুসারে অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য/ নগদ টাকায় প্রকল্প গ্রহণ করিবে;

(ঝ) উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ অনুমোদন প্রকল্প তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা কর্ণধার কমিটির সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে;

(জ) এই কর্মসূচির আওতায় এই মন্ত্রণালয় হইতে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকুলে নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নের জন্য নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক বিশেষ/থোক বরাদ্দের (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। মাননীয় সংসদ সদস্য প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিবেচনায় 'খ' ও 'গ' শ্রেণিভুক্ত পৌরসভা এলাকায় এই কর্মসূচির প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শক্রমে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের পিআইসি গঠন ও অনুমোদন করিবেন। তবে পিআইসি গঠন প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সভাপতি পদে বিবেচনা করা যাইবে।

(ট) সরকার প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিবেচনায় 'খ' এবং 'গ' শ্রেণির পৌরসভায় এই কর্মসূচির প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঠ) ২(ঘ), ২(ঙ) এবং ৪(ঞ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রকল্পসমূহ পিআইসি গঠন ও অনুমোদনসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সহায়তায় পরিপত্র অনুসারে বাস্তবায়ন করিবেন। বিশেষ প্রকল্পসমূহের পিআইসি গঠন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে ও সাধারণ প্রকল্পের বিধান প্রযোজ্য হবে;

Dhaka University Institutional Repository

(ড) জেলা কর্ণধার কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হইতে বরাদ্দ পাওয়ার পর উপজেলা হইতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করিবেন এবং ইউনিয়নভিত্তিক প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ প্রদান করিবে।

(ঢ) প্রকল্প প্রণয়নকালে উপজেলা কমিটি গৃহীত প্রকল্পটি অন্য কোন সংস্থা/এজেন্সি কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয় নাই মর্মে নিশ্চিত হইবে ;

(ণ) ইউনিয়ন হইতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাছাই ও প্রত্যয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার একটি উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে তাহা জেলা কর্ণধার কমিটিতে পেশ করিতে হইবে।

(ত) প্রস্তাবিত প্রকল্প কারিগরী ত্রুটিমুক্ত, অন্যকোন সংস্থা বা কর্মসূচীর আওতায় ইহা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয় নাই এবং প্রকল্পের নগদায়ন অংশের (যদি থাকে) প্রাক্কালন যথাযথভাবে করা হইয়াছে মর্মে কমিটিকে প্রত্যয়ন করিতে হইবে;

(থ) চূড়ান্ত অনুমোদিত তালিকা ব্যাপক প্রচারের জন্য সকল ইউপি মেম্বার, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রমুখকে প্রদান করা যাইতে পারে এবং ইউপি নোটিশ বোর্ডে প্রচার করা যাইতে পারে;

(দ) ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টারে সাইনবোর্ডে তালিকা প্রচার করা যাইতে পারে;

(ধ) ইউনিয়ন কমিটির সভায় প্রকল্প বাছাই এবং প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটর করিতে হইবে;

(ন) যেই সকল নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্যের পদ শূন্য বা মাননীয় সংসদ সদস্য বহিঃবাংলাদেশে ছুটি ভোগরত বা মামলায় জড়িত থাকিয়া পলাতক বা জেল হাজতে আছেনসেই সকল নির্বাচনী এলাকার অনুকুলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক পরিপত্র অনুসরণে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট হইতে প্রকল্প তালিকা সংগ্রহ করিয়া একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতক্রমে জেলা কর্ণধার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন; এবং

(প) প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও যেই সকল বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে তাহা হইলঃ

৫। প্রকল্পপ্রতি খাদ্যশস্য/নগদ টাকার বরাদ্দসীমা

(ক) একটি প্রকল্পের জন্য সর্বনিম্ন বরাদ্দ হইবে ৮ (আট) মেট্রিক টন চাইল অথবা ৯ (নয়) মেট্রিক টন গম অথবা ৮ (আট) মেট্রিক টন চালের অর্থনৈতিক মূল্যের সমপরিমাণ টাকা। গম ও চাউলের অর্থনৈতিক মূল্য অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৪ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা, ২০১৩ [১৪]

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে -

১. কর্মসূচির লক্ষ ও উদ্দেশ্য

ক. সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাসের জন্য গ্রামিণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ,
খ. গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ-ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তার জন্য -
(১) গ্রামীণ এলাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি,
(২) গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যশস্য সরবরাহ ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
(৩) দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি।

২. খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ন্যাস্ত করিবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই সম্পদ জেলা প্রশাসক বরাবর ৩৫% দুস্থতা, ৪৫% জনসংখ্যা ও ২০% আয়তনের ভিত্তিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করিবে।
(খ) জেলা প্রশাসক উপরে বর্ণিত ২(ক) অনুসারে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা পৌরসভা ও উপজেলাওয়ারী বরাদ্দ করিবেন। পৌরসভা ও উপজেলা কমিটি বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ২০% রিজার্ভ রাখিয়া অবশিষ্ট বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ৫০% জনসংখ্যা, ৫০% আয়তনের ভিত্তিতে পৌরওয়ার্ড/ইউনিয়নভিত্তিক পূনঃবরাদ্দ করিয়া প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবে।
(গ) উক্ত রিজার্ভ ২০% খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ দ্বারা উপজেলা/পৌরসভা কমিটি সারাসরি এমনভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকল্প গ্রহণ করিবে যেন অব্যাহতভাবে কোন ইউনিয়ন/পৌরওয়ার্ড বঞ্চিত না হয়। এক্ষেত্রে কমিটি আন্তঃইউনিয়ন ব্যাপী/ আন্তঃপৌরসভা ব্যাপী প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার দিতে পারিবে।

১৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ত্রাণ কর্মসূচি-২ অধিশাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, তারিখ-১৯/০৮/২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ, নং- ৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০১.১৩-৪৮১

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় মাননীয় সংসদ সদস্য অথবা গণ্য মান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করিতে পারিবে। ক্ষেত্র বিশেষে সরাসরি আবেদনপত্র/ আধা-সরকারী পত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া যাইবে।

(ঙ) এই মন্ত্রণালয় হইতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার (সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যতিত) অনুকুলে খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা বিশেষ/ থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে। তবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের অনুকুলে কেবলমাত্র গ্রামীণ নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্পে খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা বিশেষ/ থোক বরাদ্ধ প্রদান করা যাইবে।

(চ) উপজেলা ও সংসদীয় এলাকাভিত্তিক প্রতি বছর আগষ্ট মাসের মধ্যে সারা বছরের সম্ভাব্য (Notional Allotment) বরাদ্দ জারি করতে হইবে।

(ছ) বরাদ্দকৃত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট বরাদ্দপত্র পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন।

(জ) ইউনিয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন ওয়ার্ড যাহাতে অব্যাহতভাবে বঞ্চিত না হয় তাহা নিশ্চিত করতে হইবে। সম্ভব হইলে ওয়ার্ডের কাঁচা বাজার পরিমাণ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা/ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রাপ্য খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভাজন করিতে হইবে।

(ঝ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া জলোচ্ছাস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা, বাঁধ, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি তাৎক্ষণিক সংস্কার/মেরামতের প্রয়োজন হইলে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর বছরের শুরুতেই একটি থোক বরাদ্দ প্রদান করা হইবে। দুর্যোগের অব্যবহিত পরেই জেলা প্রশাসক তাঁহার অধিক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় প্রয়োজন অনুযায়ী এই পরিপত্র অনুসরণ করিয়া এই থোক বরাদ্দ হইতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবেন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(ঞ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রকল্প গ্রহণের সময়-স্বল্পতা ও বিলম্ব পরিহারের লক্ষ্যে নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাছাইয়ের সুবিধার্থে নির্ধারিত নিয়মে পৌরসভা, উপজেলা ও নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক একটি সম্ভাব্য বরাদ্দ প্রদান করা হইবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাছাইকৃত প্রকল্প তালিকা পাওয়ার পর তাহা বাস্তবায়নের জন্য তালিকা অনুযায়ী খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মূল বরাদ্দ করা হইবে। কোন পৌরসভা/উপজেলা/নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প তালিকা পাওয়া না গেলে উক্ত বরাদ্দ বাতিল করা যাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ট) সরকার প্রয়োজনবোধে এই কর্মসূচির অধীনে সমুদয় বরাদ্দ ধর্মীয়/শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার/উন্নয়নের জন্য ব্যয় করিতে পারিবে। তবে, এইসব শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান অবশ্যই সরকারের কোন না কোন বিভাগের আওতায় নির্ধারিত হইতে হইবে। তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের বিষয় শিথিলযোগ্য হইবে।

৩. প্রকল্পের কাজের ধরন/পরিধি

(ক) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যাইবেঃ

(১) বিগত বছরের বাস্তবায়িত কাবিখা প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।

(২) বাঁধ ও রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ।

(৩) নালা নির্মাণ/সংস্কার, নর্দমা খনন এবং সংরক্ষণ।

(৪) ধর্মীয়/শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত/উন্নয়ন।

(৫) সেনেটারী ল্যাট্রিন নির্মাণসহ জনসাস্থ্য এবং পরিবেশ উন্নয়নকল্পে জনহিতকর কার্য সম্পাদন।

(৬) গ্রামীণ যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার্থে বাঁশ/কাঠের সাঁকো নির্মাণ।

(৭) বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রাপ্তির জন্য এলাকাভিত্তিক গভীর নলকূপ প্রতিষ্ঠা।

(৮) ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমিতে উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না।

(৯) ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর যাহার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে বা পুকুর সংস্কার করিবার পরও তাহা অব্যাহত থাকিবে এমন নিশ্চয়তা পাইলে প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করিতে পারে।

(১০) সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সহিত আবশ্যিকভাবে দাখিল করিতে হইবে।

(১১) বর্ষণের ফলে নির্মিত রাস্তার মাটি যাহাতে ধুইয়া সরিয়া যাইতে না পারে তাহার জন্য রাস্তার উভয় সাইডে পাকা ওয়াল (রাস্তার উচ্চতার সমান অথবা রাস্তার মাটি রক্ষা করতে পারে এমন উচ্চতা পর্যন্ত) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে। এইরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭৫% পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা বরাদ্দকৃত নগদ অর্থ এই ওয়াল নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাইবে।

(১২) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা(এনজিও), বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষের সাথে আর্থিক ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সহযোগে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(১৩) স্বল্প খরচে দরিদ্রতম পরিবারের জন্য জলোচ্ছ্বাস/ বন্যা সীমার উর্ধে ঝড়/ ঘূর্ণিঝড়/ সাইক্লোন সহনীয় গৃহ নির্মাণ।

(১৪) কাবিখা নির্মিত ব্রীজ-কালভার্ট মেরামত।

(১৫) আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ হিসাবে ল্যাপটপও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ।

(১৬) মেরামতাধীন রাস্তায় ও মেরামতাধীন/সংস্কারধীন সরকারী পুকুর/জলাশয়ে অবৈধ দখল রোধে প্রয়োজনীয় সীমানা পিলার স্থাপন।

(১৭) মেরামতাধীন রাস্তার সীমানা এবং সংস্কারাধীন সরকারী পুকুর/জলাশয়ের পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপনসহ বৃক্ষ রোপন।

(১৮) শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেল স্থাপন করিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রকল্প বাস্তবায়ন।

(১৯) দুঃস্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার প্যানেল স্থাপন করিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রকল্প বাস্তবায়ন।

(খ) বরাদ্দকৃত গম/চাউল নগদায়ন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নয়ন/ মেরামত, জনস্বাস্থ্য (ল্যাট্রিন ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন) এবং পরিবেশ উন্নয়নকল্পে জনহিতকর কার্য সম্পাদন ইত্যাদি কাজের জন্য প্রকল্পে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ১০০% বিক্রয় করা যাইবে। তবে এই মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ২৫% এর সমপরিমাণ অর্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২(ক) এর অনুরুপ পদ্ধতিতে উপজেলা পর্যায়ে বিভাজন করিয়া বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে এবং এই দফায় বর্ণিত শ্রমিকদের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে মজুরী প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংক হিসাব খুলিয়া মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরীর পরিমাণ হইবে ২০০ (দুইশত টাকা)। এতদ্ব্যতীত বাঁশ/কাঠের সাঁকো নির্মাণ প্রভৃতি প্রকল্পের জন্য বাঁশ, কাঠ, গুনা, পেরেক ইত্যাদি ক্রয় বাবদ প্রতি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিক্রয় করা যাইবে। টিআর কর্মসূচির চাল/গম নগদায়নের ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক মূল্য হইতে হইবে। তবে সরকার প্রয়োজনবোধে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে প্রকল্প বাস্তবায়ন করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(গ) খাদ্যশস্য দ্বারা গৃহীত প্রকল্পের মাটির কাজের সহিত অন্যান্য নির্মাণ/মেরামতের কাজে যেখানে নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে সেই সকল কাজে যেমনঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পাইপ কালভাট, ব্রীজ এপ্রোচ মেরামত ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনবোধে সর্বাধিক ৫০% গম/চাউল নগদায়ন করা যাইবে।

৪.১৫ ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ কার্যক্রম [১৫]

দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, যথাঃ ভিজিএফ, কাবিখা, টিআর ও অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচি দেশের দরিদ্র অঞ্চল বিশেষ করে উপকূলীয় দুর্যোগ প্রবণ জেলাসমূহ ও মঙ্গা কবলিত বৃহত্তর রংপুরকে প্রাধান্য দিয়ে সারাদেশে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশের দারিদ্রপ্রবণ এলাকায় বিপুল সংখ্যক কর্মহীন মানুষের জন্য কর্মসৃজন হয়। গ্রামের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলীয় এলাকায় ৩ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। সেখানে ২০০৯ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আইলায় ১০৯ জনের প্রাণহানি ঘটে। সরকারের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম সম্প্রসারণের ফলে উপকূলীয় এলাকায় এ মৃত্যুহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের নানা উদ্ভাবনী কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বর্তমান সরকার যে অঙ্গীকার করেছে তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

কৃষির নিরন্তর সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। কিন্তু সুষ্ঠুপরিকল্পনা, কার্যকরি বাস্তবায়ন এবং সার্বিক সমন্বয়হীনতায় এখনো কাঙ্ক্ষিত সীমানা রেখা স্পর্শ করতে পারে নি। কিন্তু অপার আশাজাগানিয়ার এ বদ্বীপের সোনাফলা মাটির উজানীশক্তি আমাদের অনুপ্রেরণা শক্তি যোগাবার ক্ষমতা রাখে, প্রমাণও রেখেছে। তবে হবার সম্ভাবনা একরত্তিও ফুরিয়ে যায়নি বরং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আরো চমৎকার পরিসরে, উল্লেখযোগ্য গতিতে এগুবে সীমাহীন আগামীর সন্মুখপানে। দিন বদলের পালায় আমরা বদলাতে পারবো আমাদের পিছিয়ে থাকা কৃষির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে। দেশে কৃষি পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লাখ ৮৯ হাজার যা মোট জনসংখ্যার ৫৩.৫৭ শতাংশ। এ পরিবারগুলো নিজ উদ্যোগে তাদের নিজেদের খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করার সাথে সাথে বাড়তি যোগান দেয় অকৃষি খাতে জীবন নির্বাহ করা ১ কোটি ৩০ লাখ ৭৭ হাজার পরিবারের যা আমাদের মোট জনসংখ্যার ৪৬.৪৩ শতাংশ। মোটকথা এদেশের আপামর মানুষের খাদ্য পুষ্টির নীরব যোগনদাতা কৃষকদের মাথার ঘামে অমিত পেশীয় বলে। সে কারণে সরকার অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। খামার মানে কৃষি সংক্রান্ত সবকিছুর এক পরিসীমার সুষ্ঠু সমন্বয়। দেশের প্রতিটি বাড়ি যখন খামারে রূপান্তরিত হবে তখন বহুমুখী সম্ভাবনার দখিনা দ্বার খুলে যাবে।

---

১৫. ÔGKwU evwo GKwU Lvgvi Õ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, খামারবাড়ি, ফার্মগেইট, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচিসমূহের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক পর্যালোচনা

দারিদ্র এমন অর্থনৈতিক অবস্থা, যখন একজন মানুষ জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জনে এবং স্বল্প আয়ের কারণে জীবনধারণের অপরিহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করার সক্ষমতা হারায়। সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাচারিতা ও আগ্রাসন, জনসংখ্যার চাপ, অর্থনৈতিক দুর্দশা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দারিদ্র সৃষ্টি করে। দারিদ্র হচ্ছে খাদ্য গ্রহণের এমন একটি স্ড়র যা থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ কিলো-ক্যালরি পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের চলমান দারিদ্রাবস্থার জন্য বহুবিধ বিষয়, যথা অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, মাথাপিছু সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ, সম্পদের বণ্টন ও ব্যবহার, অশিক্ষা, মাথাপিছু কম পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি ও বনভূমি, র্ুগ্নস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা, পরিবেশের অবক্ষয়, বন ধ্বংস, কৃষির ওপর অতি নির্ভরশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নারী নির্যাতন ও নারীদের বঞ্চিতকরণ এবং দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা দায়ী।

বাংলাদেশে সরকার দীর্ঘকাল ধরেই পলণ্টী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দারিদ্র বিমোচন-সংক্রান্ড় প্রচেষ্টাগুলি বহুমুখী। এদের মধ্যে পলণ্টী সমবায় সমিতি, ঋণদান ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থা, মৎস্য ও গবাদিপশু উন্নয়ন, পলণ্টী এলাকায় শিল্প স্থাপন, এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ইত্যাদি উলেণ্টখযোগ্য। পলণ্টী জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করার লক্ষ্যে এ যাবৎ গৃহীত দেশের সবকয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাত্রাভেদে পলণ্টী উন্নয়নের ওপর গুর্ুত্ব প্রদান জোরদার করা হয়েছে। পলণ্টী উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'বাংলাদেশ পলণ্টী উন্নয়ন বোর্ড' সরকারের একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী এজেন্সি। দারিদ্র দূরীকরণের জন্য পলণ্টী উন্নয়ন বোর্ড ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন করছে। এ সকল কর্মসূচির মধ্যে গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন এবং সেগুলিকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সম্প্রসারিত সেচ স্কিম, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং পলণ্টীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি অন্যতম।

খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, সমাজকল্যাণ বিভাগ, মহিলা অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, কৃষি অধিদপ্তর, পশুসম্পদ ও মৎস্য বিভাগ ইত্যাদি সরকারি সংস্থা দারিদ্র বিমোচন কাজে সম্পৃক্ত এবং এদের স্ব স্ব বিভাগীয় দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প বাস্ড়বায়নাধীন

 Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। অপরদিকে, হতদরিদ্র নারীসমাজ, ক্ষুদ্র ও প্রান্িড়ক চাষি, বেকার যুবক-যুবতীদের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য দেশে বহুসংখ্যক স্থানীয় ও বিদেশি এনজিও নানাবিধ কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন করে চলেছে। দারিদ্র বিমোচনে সম্পৃক্ত সরকারি আনুকূল্যপ্রাপ্ত সংস্থাগুলির মধ্যে স্বনির্ভর বাংলাদেশ কর্মসূচি, ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য ঋণদান প্রকল্প বহুল পরিচিত। দারিদ্র বিমোচনের জন্য উলিণ্ডখিত কর্মসূচিসমূহ বাদে আরও কিছু প্রচলিত কর্মসূচি কার্যকর রয়েছে। এরূপ কর্মসূচির তালিকায় অন্ড়র্ভুক্ত রয়েছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (কাবিখা), শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য (শিবিখা), বয়স্ক ভাতা, দরিদ্র ও গৃহহীনদের জন্য বাসস্থান, কীটনাশক ও উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ সরবরাহ, ভিজিডি, ভিজিএফ ইত্যাদি। বর্ধিত হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার অকৃষি খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন করছে। এ সকল একক ও সমন্বিত উদ্যোগের ফলে দরিদ্রদের অধিকার কিছুটা হলেও স্বীকৃতি পেয়েছে এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে তাদের ক্ষমতায়নও ঘটছে। তবে সামগ্রিকভাবে দারিদ্রাবস্থার উন্নয়নে এ সকল প্রথাগত কর্মসূচির অবদান তেমন উলেণ্ডখযোগ্য নয়। দারিদ্রের মোকাবেলা করার জন্য দরকার যথাযথ পরিকল্পনা, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও একাগ্রতা এবং সর্বোপরি দক্ষ ও সমন্বিত বাস্ড়বভিত্তিক উদ্যোগ ও কর্মপ্রেরণা।

ইসলামের লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ। জনকল্যাণ হচ্ছে, যা কিছু ঈমান বা বিশ্বাস, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রাণ বা জীবন, মাল বা অর্থনীতি, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কল্যাণকর, সেগুলোকে তারা বলেছেন প্রকৃত জনকল্যাণ। আর যা কিছু এসবকে নষ্ট করে অর্থাৎ জীবনের কল্যাণ, অর্থ বা অর্থনীতি কিংবা মালের কল্যাণের বিরোধী হবে, যা কিছু ঈমানের পরিপন্থী হবে, যা কিছু মানুষের বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করে দেয় সেগুলোকে 'মাফাসিদ' বা অকল্যাণ বলে গণ্য করা হবে। আধুনিক যুগে যারা ইসলামি অর্থনীতি নিয়ে লিখেছেন, যেমন ড. ওমর চাপরা, ড. ফাহিম খান, ড. মনওয়ার ইকবাল, প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, ড. তরিকুলণ্ডাহ খান, ড. নাজাতুলণ্ডাহ সিদ্দিকী, ড. মনজের কাহাফ এবং অন্য বড় বড় ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ ইসলামি অর্থনীতির যে দার্শনিক ভিত্তি দাঁড় করিয়েছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে আদল বা ন্যায়বিচার। তারা কুরআন বিশেণ্ডষণ করে বলেছেন, কুরআনে প্রায় এক শ' আয়াত আছে যেখানে আদল, জাসটিস, ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে। আবার এক শ' আয়াত আছে, যেখানে জুলুমের বির"দ্ধে কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা বোঝাতে চাচ্ছেন, মোটামুটি প্রায় দুই শ' আয়াতে ইনসাফ করার কথা বলা হয়েছে।

তাঁরা বলেছেন, ইনসাফ করার মূল তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষের প্রয়োজন মেটাতে হবে। ইংরেজিতে তারা বলেছেন Need fulfillment করতে হবে। তার মানে এ দাঁড়ায় যে, ইসলামি

শরি'আতের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ। আবার ইসলামি শরি'আতের যে দর্শন, অর্থনীতির যে দর্শন সেখানেও রয়েছে জাসটিস বা ন্যায়বিচার। আর জাসটিসের অন্যতম তাৎপর্য হচ্ছে প্রয়োজন মেটানো। জাসটিসের এ ছাড়াও অনেক তাৎপর্য আছে। অর্থনীতিতে ইসলাম তার কৌশল ও কর্মপদ্ধতিকে সাজিয়েছে যে, মানুষ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করবে- এটা হবে শরি'আতের সীমার মধ্যে। সে রোজগার করবে। নিজের সম্পত্তির ওপর তার অধিকার রয়েছে এবং থাকবে। ইসলামি শরিয়াত মোতাবেক যে মালিকানা হয়, তা তার থাকবে। সে স্বাধীনভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প গড়তে পারবে। ইসলামি অর্থনীতিতে এমনভাবে স্ট্রাকচার দাঁড় করানো হয়েছে, যাতে মানুষ নিজেরাই তাদের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে। তারপরও যারা কোনো কারণে রোজগার কিংবা প্রয়োজনীয় আয় করতে পারবে না, তাদের দায়িত্ব ইসলামি ব্যবস্থায় পরিবার বা আত্মীয়স্বজনদের ওপর বর্তায়। আবার তারাও যদি সে দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তাহলে সে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির দায়িত্ব পড়বে রাষ্ট্রের ওপর। ইসলামে দারিদ্র বিমোচনের যে কর্মসূচি তার মধ্যে যাকাত একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। সে সাথে উশর, ওয়াকফ, দান-সাদাকা ইত্যাদিও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।[১]

বাংলাদেশে পরিকল্পিত উন্নয়নের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্ড়ারিত বলা আছে। ১৯৭৩ হতে ২০১৫ পর্যন্ড় সরকার গৃহীত মোট ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ১টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন। এসব পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আয়বর্ধন ও মানব দারিদ্র দূরীকরণে উলেণ্ডখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হিসেবে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করা হয়। এ রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৫ মেয়াদের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন তথা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ৩১.৫ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা। আরেকটি উদ্দেশ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals (MDGs) এর লক্ষ্যসমূহের গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো ২০১৫ এর মধ্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র কমিয়ে আনা। UNDP ও বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে Millennium Development Goals :

১. https://www.dailynayadiganta.com/detail/news/77399#sthash.MiNAZrDF.dpuf. 14/ 12/ 2015

Dhaka University Institutional Repository

Bangladesh Progress Report ২০১২ প্রতিবেদন তৈরি করেছে। উক্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দারিদ্র ও ক্ষুধা সংশিণ্টষ্ট ১ নম্বর এমডিজি অর্জনের পথে অগ্রগামী হয়েছে। সরকার দারিদ্র বিমোচনের জন্য বেশকিছু কৌশল নির্ধারণ করেছে এবং এ বিষয়ে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিস্ড়ারিত উলেণ্টখ রয়েছে। গৃহীত কৌশলসমূহ হচ্ছে: (১) দরিদ্র অঞ্চলে উপার্জনক্ষম লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি; (২) কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অ-কৃষিখাতে কর্মসৃজন করা; (৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি খাতে সরকারি ব্যয়ে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টির ওপর অধিক গুর“ত্বারোপ করা; (৪) খাস জমি বিতরণ, সার, বীজ, সেচ, বিদ্যুৎ এবং গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান সহায়ক বিষয়সমূহে দরিদ্রদের অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণ; (৫) দরিদ্রদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের ব্যবস্থা করা; এবং (৬) শহরবাসী দরিদ্রদের জন্য নাগরিক সুবিধা প্রদান করা ইত্যাদি। কুরআন-হাদীসেও এ বিষয়ে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি, মূলনীতি ও উপাদান উল্লেখ করা হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র বিমোচনের জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল।

৫.১ জাতীয় সমাজ কল্যাণ নীতি (NATIONAL SOCIAL WELFARE POLICY) ডিসেম্বর, ২০০৫ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সমাজের মানুষের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ, সমাজকল্যাণ মনোবৃত্তি, পারস্পরিক সহমর্মিতা, ধর্মীয় এবং নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক বন্ধন ও দায়িত্ব, পরিবেশগত প্রভাব, দলবদ্ধভাবে আত্মরক্ষা, অনৈতিক কর্মকা“ প্রতিরোধ, সমাজ সচেতনতা, পরোপকারী মনোবৃত্তি ও আদর্শ সমাজ গঠনের অভিপ্রায় সৃষ্টি, দেশের দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্থ মানুষের কল্যাণ সাধন, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধশালী সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি-২০০৬’ প্রণয়ন করে। জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- জনগণের অংশগ্রহণ ও স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু সর্বাধিক ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন; সামাজিক প্রতিবন্ধী ও সামাজিকভাবে বিপথগামী অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধন ও পুনর্বাসনপূর্বক সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ; অসহায়, দরিদ্র জনগণের জন্য নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ; দরিদ্র অসহায় রোগীদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান এবং প্রতিবন্ধী মানুষকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুনর্বাসন; দুঃস্থ, এতিম, পথশিশু, অসুবিধাগ্রস্থ শিশুসহ সকল শিশুর পরিচর্যা, বিকাশ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কল্যাণ, উন্নয়ন ও স্বার্থ সংশিণ্টষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ; সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সমাজসেবা

Dhaka University Institutional Repository

অধিদফতরসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জনবলের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান; সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ড় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্ড়বায়ন (সহায়তা প্রদান/ বাস্ড়বায়ন) এবং প্রকল্প বাস্ড়বায়নে অভ্যন্ড়রীণ ও বহিঃসম্পদের ব্যবহার। জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতির এ সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার নীতিমালার মধ্যে ব্যাপক কর্মকৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ সকল কর্মকৌশল ও কার্যক্রমের অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনা সহকারে উপস্থাপন করা হল।

'জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি-২০০৬' এর ৩ নং ধারায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী, টেকসই এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কর্মকৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ; স্থানীয় সম্পদ আহরণ এবং ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; পরিবারভিত্তিক দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম পরিচালনা; কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি। কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন করে দেখা যায় যে, এ সমস্ত কর্মকৌশল ও কার্যক্রম ইসলামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইসলামে সৃষ্টির সেবা ও জনকল্যাণের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশ্বজগতের অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষই প্রধান। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব তথা 'আশরাফুল মাখলুকাত'। তাই মানুষের সেবা করাই মানুষের প্রধান কাজ। বিশেষ করে শ্রমিক, অসহায়, দুর্বল, গরিব-দুঃস্থ ও আর্তমানবতার সেবা করা একান্ত আবশ্যক। আর জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা প্রভৃতি অন্যান্য সৃষ্টজীবকে মানবজাতির উপকারের জন্য তাদের অনুগত করে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

لَبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

অর্থ : "ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল- যে ঈমান আনে আলণ্ঢাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই

Dhaka University Institutional Repository

সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী”।[২] যারা সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন সমাজের এ সমস্ত দুর্বলদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অসংখ্য উপাদানের সুযোগ করে দিয়েছেন। যেমন যাকাত, উশর, খারাজ, জিযিয়া কর, আল-ফাই, সাদাকাতুল ফিতর, কাফ্ফারা, নফল দান সাদাকা, ফিদিয়া, উদহিয়া বা কুরবানী, নযর বা মান্নত, হিবা, ওয়াক্ফ, ওয়াসিয়্যাত, করযে হাসানা ও হাদী ইত্যাদি। অপরদিকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

অর্থ : “তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন”।[৩] আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত-বন্দেগির পর মানুষের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে আর্তমানবতার সেবা, জনকল্যাণ ও অন্যান্য সৃষ্টিজীবের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। যে হৃদয় অন্যের ব্যথা বোঝে না, যে মানুষ অন্যের প্রতি দয়া করে না, সে কখনো অন্যের কাছ থেকে দয়া পাওয়ার আশা করতে পারে না। রুগ্ন লোকের সেবা-যত্ন করা, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করা, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করা, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করা, বিদ্যাহীনকে বিদ্যা শিক্ষা দেয়া, বিপথগামীকে সৎপথ প্রদর্শন প্রভৃতি জনসেবা ও মানব কল্যাণমূলক কাজ ইসলামের পরিভাষায় খিদমতে খালকের অন্তর্ভুক্ত। অসহায় ও দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য-সহায়তা করা, যেমন- মানুষের অবশ্য কর্তব্য; তেমনি সব সৃষ্টিজীব, পশুপাখি, গাছপালা, বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ এবং পরিবেশের প্রতিও মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এদের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও মানুষের। সৃষ্টির প্রতি সদয় ব্যবহার করলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন খুশি হন, আর সৃষ্টির প্রতি অবহেলা বা নিষ্ঠুর আচরণ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন,

الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله .

অর্থ : ‘সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন; সুতরাং আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই প্রিয়, যে তার পরিজনের প্রতি বেশি অনুগ্রহশীল’।[৪]

---

২. আল-কুরআন, ০২ : ১৭৭

৩. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : আশশাফাকাতু ওয়ার রহমাতু আলাল খলকি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ১৯২৪

৪. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, wgkKvZj gvmvexn, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : আশ-শাফাকাতু ওয়ার রহমাতু আলাল খাল্ক, আল কাহেরা, তা. বি., পৃ. ৩১৯, হা. নং ৪৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

'জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি-২০০৬' এর ৪ নং ধারায় সমাজের অবহেলিত, ইয়াতিম ও দুঃস্থ এবং অসহায় শিশুদের লালন পালন, ভরণপোষণ, শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে শিশুর দৈহিক ও মানসিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, চরম দুর্দশাগ্রস্থ এবং বিপন্ন শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং সমাজভিত্তিক সেবা প্রদান, পথ শিশু ও ছিন্নমূল শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুণর্বাসন, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিশু সন্তানদের উপযুক্ত পরিবেশে লালন-পালন ও শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ, সরকারি শিশু পরিবারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লালিত পালিত শিশুদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসন, সরকারি শিশু পরিবারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিপালিত মেয়ে শিশুদের বিবাহ ও অন্যান্য উপায়ে পুনর্বাসন, বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত ইয়াতীম শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান, শিশু পাচাররোধে জনমত সৃষ্টি এবং পাচারের শিকার এবং অসহায় শিশুদের নিরাপদ হিফাজতের ব্যবস্থাকরণসহ নিজ পরিবারে/ পরিবেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থাকরণ, নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি কলা-কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, দারিদ্র বিমোচনে এসব কলা-কৌশল ও কার্যক্রম কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মানবজীবনের সূচনালগ্নে একজন মানুষকে শিশু বলা হয়। আমরা প্রত্যেকে একসময় শিশু ছিলাম। শিশু-কিশোর বলতে আমরা বুঝি, বয়সের স্বল্পতার কারণে যাদের দেহ, মন ও মগজ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। আজকের শিশু আগামী প্রজন্মের নাগরিক। আজ যারা ছোট, কাল তারা হবে বড়। ভবিষ্যতে তারাই হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার। একজন মানব শিশু যখন কথা বলতে পারে না, নিজে খেতে পারে না, নিজের পায়ে চলতে পারে না, নিজের ভাল-মন্দ বুঝে না, সে সময় থেকে শুরু করে কিশোর বয়স পর্যন্ত তাদের প্রতি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংগঠনিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে কিছু হক বা অধিকার রয়েছে এটাই শিশু-কিশোরদের অধিকার। অন্যদিকে শিশুরা যাতে মনে-প্রাণে কষ্ট না পায়, বুদ্ধিতে বাঁধাপ্রাপ্ত না হয়, দেহের বৃদ্ধি ও মেধা বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়-এরূপ আচরণ করার নামই 'শিশু অধিকার'। তাই আজকের শিশু-কিশোরেরা অনাদর ও অবহেলায় অধিকার বঞ্চিত হয়ে বড় হলে ভবিষ্যতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নেমে আসবে চরম বিশৃঙ্খলা। অথচ শিশুদের অধিকার রক্ষায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াতসমূহে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শের মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। ইসলামে শিশু-কিশোরদের উপর সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার এবং নির্যাতন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উৎসাহ দিয়েছে নিরাপদ পরিবেশে জীবন-যাপন করার। কারণ শিশুরাই পরবর্তী দিনের সমাজের পরিচালক। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن جرير بن عبد اللهقل قل رسول   لا يرحم الله من لا يرحم النـاس .

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : ‘জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যে লোক সাধারণ মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করে না, তার প্রতি আল্লাহ তা‘আলাও রহম করেন না”।[৫] অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عن حذيفة قال قال رسول لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا.

অর্থ : ‘হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “তোমরা অপরকে দেখে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ো না- এভাবে যে, তোমরা বলবে- অপর লোক ভাল কাজ ও ভাল ব্যবহার করলে আমরাও ভাল কাজ, ভাল ব্যবহার করবো, অপর লোক যদি জুলুমের নীতি গ্রহণ করে, তবে আমরাও জুলুম করতে শুরু করবো। বরং তোমরা নিজেদের মনকে এদিক দিয়ে দৃঢ় ও শক্ত করে নাও যে, অপর লোকেরা ভাল আচরণ করলে তোমরাও ভাল আচরণ করবে আর অপর লোকেরা খারাপ ব্যবহার বা জুলুম করলে তোমরা জুলুম ও খারাপ কাজ কখনো করবে না”।[৬] সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ বসবাস করে। কেউ ধনী আবার কেউ গরীব। ধনীদের উচিত গরীবদের সহযোগিতায় দানের হাত সম্প্রসারিত করা। সমাজের গরীব শ্রেণির লোকদের প্রতি দানশীলতা ও বদান্যতা প্রদর্শন করা একটি মহৎ কাজ। ইসলামে জনকল্যাণ অর্থ সমাজের অবহেলিত, ইয়াতিম, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের দারিদ্র দূর করা। মানবসমাজের অধিকাংশ দুর্গতি বা বিপর্যয়ের উৎস হলো দারিদ্র। দারিদ্রের নির্মম কষাঘাতের কারণে চুরি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও প্রতারণার মতো বিভিন্ন অপরাধ দানা বাঁধতে থাকে। ইসলাম বাধ্যতামূলক দান তথা যাকাত ও স্বেচ্ছায় দান-সদকা করাকে জনকল্যাণের একটি পন্থা বলে মনে করে। মহান আলণ্ঢাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

অর্থ : “হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ,

---

৫. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুত তাওহীদ, অনুচ্ছেদ : বাবু কওলিল্লাহি তা‘আলা কুলিদ ‘উল্লাহা অ‘ওিদউর রহমান আইয়্যামা তাদউ ফালাহুল আসমাউল হুসনা........., আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., খ. ২, হা. নং ৬৯৪১

৬. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ আন রাসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা‘আ ফীল ইহসানি ওয়াল ‘আফয়ি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত"।[৭] অত্র আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য যাকাত-উশরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। কুরআনের আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

অর্থ : "যারা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে তার উদাহরণ হচ্ছে সেই বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। আর প্রতিটি শীষে একশতটি করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অতিরিক্ত দান করেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত সুবিজ্ঞ"।[৮] এখানে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য নফল দান-সাদাকার ফজীলাত বর্ণনা করেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আরেকটি আয়াতে এসেছে-

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ.

অর্থ : "যারা আলণ্ঢাহর রাস্ড়ায় তাদের সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর তারা যা ব্যয় করেছে, তার পেছনে খোঁটা দেয় না এবং কোন কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্ড়িত হবে না"।[৯] অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ.

অর্থ : "যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। অতএব, তাদের জন্যই রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না"।[১০] সূরা যারিয়াতের ১৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

অর্থ : "তাদের ধনসম্পদে বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্থের যে হক রয়েছে তা তারা আদায় করতো"।[11] এ থেকে বোঝা যায়, ধনী মানুষের ধন সম্পত্তিতে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। এছাড়াও হাদীস ও বিভিন্ন ইসলামী বর্ণনায় দরিদ্র বা বঞ্চিতদের সাহায্য করার ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাহলে আল্লাহর নির্দেশ মত সম্পদ ব্যয় করলে পরকালে চিরন্তন জীবনের জন্যে

৭. আল-কুরআন, ০২ : ২৬৭

৮. আল-কুরআন, ০২ : ২৬১

৯. আল-কুরআন, ০২ : ২৬২

১০. আল-কুরআন, ০২ : ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

চিরসুখময় জান্নাত প্রাপ্তি নিশ্চিত। অল্প সম্পদ ব্যয় করলে পরপারে তা অনেক বড় করে পাওয়া যাবে। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِن العَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبٍ، بَّلَهَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَخَذَهَا بِيَمِينِهِ ، وَرَبَّاهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَصِيلَهُ، وَإِن الرجُلَ تَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ ، فَتَرْبُو فِي يَدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ : ي كَفِّ اللَّهِ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ، فَتَصَدَّقُوا "

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা সাদাকা (দান) কবুল করেন এবং তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করে থাকেন। এরপর তাকে লালন পালন করতে থাকেন যেমনিভাবে তোমাদের কেউ স্বীয় জন্তু শাবক লালন পালন করে থাকে। এমনকি এক লোকমা খাবার (তার লালন পালনের কারণে) পাহাড়ের মত বিশাল হয়ে দেখা দিবে। অতএব তোমরা সাদাকা কর”।[১২] যাকাত আদায় যেমনি করে দয়াময় পালনকর্তার শুকরিয়া আদায়ের অন্যতম মাধ্যম, বিনিময়ে সুখময় জান্নাত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। অনুরূপভাবে দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের মমত্ববোধ প্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إن الله فرض على أغنياء المسلمين، في أموالهم، بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء، إذا جاعوا أو عروا، إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا، ويعذبهم عذابا أليما.

অর্থ : “আল্লাহ তা‘আলা ধনী মুসলমানদের সম্পদে এ পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের দরিদ্রদের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট। দরিদ্র মুসলিমবৃন্দ অভুক্ত ও বিবস্ত্র থাকার যে কষ্ট করে যাচ্ছে। এটি তাদের ধনীদের সৃষ্ট। শুনে রাখ আল্লাহ তা‘আলা তাদের হিসাব কঠিন করে নিবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি দিবেন”।[১৩] হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, সুষ্ঠুভাবে যাকাত আদায় হলে মুসলমানদের মাঝে দারিদ্র থাকবে না। আল্লাহ সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব আদায় করার তাওফীক দিন। পক্ষান্তরে ব্যয় না করে জমা করে রাখা হলে সে সম্পদ পরকালের জন্যে বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

---

১১. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

১২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, gmbv‡' Avngv', অধ্যায় : মুসনাদল আশারাতিল মুবাশ্বিরীনা বিল-জান্নাতি, অনুচ্ছেদ : বাক্বী মুসনাদিল মুকছিরীনা মিনাস্ সাহাবাতি, রিয়াদ : বায়তুল আকবার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৮ খ্রি., হা. নং : ৭৩১৪

১৩. ইমাম তাবারানী, Avj-gÖRvgj AvImvZ, অধ্যায় : বাবুল মীম, অনুচ্ছেদ : মান ইসমুহু মুহাম্মাদ, খ. ৬, পৃ. ৩১০, হা. নং ৩৬০৩

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : “আর যারা স্বর্ণ ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন, যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (এবং বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার”।[১৪] সম্পদ ব্যয় না করে জমা করে রাখার ভয়াবহতা অত্যন্ত মারাত্মক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন-

نْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:قَ ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ. ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) " الآيَةَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ যাকে ধন-মাল দিয়েছেন, সে যদি তার যাকাত আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তা একটি বিষধর অজগরের রূপ ধারণ করবে, যার দু’চোখের উপর দু’টো কালো চিহ্ন রয়েছে। সে বলবে, আমিই তোমার ধন-মাল, আমিই তোমার সঞ্চয়। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, ‘আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য এটা মঙ্গল, এটা যেন তারা মনে না করে। না এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলায় বেড়ী হবে। আসমান ও জমিনের স্বত্বাধিকারী একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত আছেন”।[১৫]

‘জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি-২০০৬’ এর ৬ নং ধারায় অসহায় এবং সামাজিক সমস্যাগ্রস্থ মানুষের কল্যাণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন। বয়স্ক এবং অত্যন্ড় অসহায় ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান, এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ, দগ্ধজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ড় ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি ইত্যাদি কলা-কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, দারিদ্র বিমোচনে এসব কলা-কৌশল ও কার্যক্রম কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইসলাম সমাজের সকল ধরনের অসহায় এবং সামাজিক সমস্যাগ্রস্ড় মানুষের কল্যাণে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। যেমন, হাদীসে এসেছে-

---

১৪. আল-কুরআন, ০৯ : ৩৪-৩৫

১৫. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু ইছমি মানিয়িয-যাকাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ** وَالمِسْكِينِ،كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ.

অর্থ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, “বিধবা এবং মিসকিনের সহযোগিতাকারী আলণ্ঢাহর রাস্ড়ায় জিহাদকারীর ন্যায়, বা সর্বদা রাতে নামাযরত ও দিনের বেলা রোযাদার ব্যক্তির মত” ।[১৬] অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ،**قَالَ** : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا **عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ** اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ **خُضْرِ الْجَنَّةِ**"

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে কোনো মুসলমান অন্য বস্ত্রহীন মুসলমানকে কাপড় দান করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের মধ্যে সবুজ বর্ণের পোশাক দান করবেন, কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য দান করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের সুস্বাদু ফল খাওয়াবেন এবং কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানি পান করালে আল্লাহ তাকে সিলমোহরকৃত পাত্র থেকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন” ।[১৭]

‘জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি-২০০৬’ এর ৭ নং ধারায় দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান এবং প্রতিবন্ধী মানুষকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম; বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিবন্ধীদের সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন; এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সকল মহলকে উৎসাহব্যঞ্জক পরামর্শ এবং সহযোগিতার কর্মকৌশল অনুসরণ; রোগী কল্যাণ (WELFARE AND SERVICES) অসহায়, দুঃস্থ এবং সমস্যাগ্রস্ত অসুস্থ রোগীদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা সহায়তা, চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি; মানসিক সান্ড্বনা প্রদান ও মনোবল অক্ষুন্ন রাখাসহ পুনর্বাসনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন; ইত্যাদি কলা-কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, দারিদ্র বিমোচনে এসব কলা-কৌশল ও কার্যক্রম কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী মানুষকে আল্লাহর সব সৃষ্টির

---

১৬. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুন নাফাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু ফাদলিন নাফাক্বাতি আলাল আরদি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৫০৩৮

১৭. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবু সিফাতিল ক্বিয়ামাতি ওয়ার রক্বায়িকি ওয়াল ওয়ারায়ি, অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা‘আ ফী সিফাতি আওয়ানিল হাওযি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩৮৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি দয়া-মায়া ও সাহায্য-সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি, আদর-যত্ন ও সেবা-শুশ্রূষা করার নামই 'খিদমতে খালক'। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه **عن النبي قال أطعموا** الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني قال سفيان والعاني الأسير .

অর্থ : আবু মুসা আল-আশয়ারী (রা.) হতে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর্তমানবতার সেবা ও জনকল্যাণে উৎসাহ প্রদান করে নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজখবর রাখো (সেবা করো), বন্দীকে মুক্ত করে দাও এবং ঋণের দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করো"।[১৮] হাদীস শরীফে রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং তার সেবা যত্ন করাকে আল্লাহকে পাবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, ওহে আদম সন্তান, আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রভু! আপনিতো সারা বিশ্বের প্রতিপালক, আপনি কিভাবে রোগাক্রান্ত হলেন এবং আমরা কিভাবে আপনাকে দেখতে যাব? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতেনা যে আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত ছিল, কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাওনি। যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে আমাকে তার কাছেই পেতে।[১৯]

সুতরাং বলা যায় যে, ইসলাম মানবতার ধর্ম। সমাজে যত ধরনের সমস্যা রয়েছে, সমস্ত সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। তাই 'জাতীয় সমাজ কল্যাণ নীতি-২০০৬' এর মধ্যে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, অধিকাংশ বিষয়বস্তু কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে, সরকারকে এগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য প্রশাসনের লোকজন এবং সমাজের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, তাকওয়া ও দ্বীনি অনুভূতি তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলেই আশা করা যায়, জনগণ এর সুফল পাবে ইনশা'আল্লাহ।

---

১৮. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল আতয়িমাহ, অনুচ্ছেদ : বাবু কওলিল্লাহি তা'আলা কুলু মিন তয়্যিবাতি মা রযাকনাকুম........., প্রাগুক্ত, হা. নং ৫০৫৮

১৯. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : বাবু ফাদলি 'ইয়াদাতিল মারিদ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., খ. ১, হা. নং ২৫৬৯

 Dhaka University Institutional Repository

৫.২ বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বরাদ্দ ও বণ্টন নীতিমালা, ২০০৯ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক শিশু তাদের পরিবারসহ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এ সকল শিশুর মধ্যে পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র পরিবারের শিশুগণ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এবং দুর্দশাগ্রস্থ। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর দরিদ্র পরিবারের ইয়াতীম শিশুদের ভরণ-পোষণ ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য দেশে ৮৫ (পঁচাশি)টি সরকারি শিশু পরিবার পরিচালনা করছে। কিন্তু এর বাইরেও বিপুল সংখ্যক ইয়াতীম শিশু রয়েছে। এসব শিশুর লালন পালন ও উন্নয়নের জন্য বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ইয়াতীমখানাসমূহ স্থানীয় সম্পদ আহরণ এবং বিভিন্ন ধরনের দান-অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ ধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও সমাজসেবা অধিদফতর থেকে আর্থিক অনুদান/সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বণ্টন, বরাদ্দ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সমন্বয় সাধনের স্বার্থে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে-(ক) বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ইয়াতীমখানাসমূহকে ইয়াতীম শিশু প্রতিপালনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা; (খ) বেসরকারি ইয়াতীমখানাসমূহকে আর্থিক ও পেশাগত সহায়তা প্রদান; (গ) ইয়াতীম শিশু প্রতিপালনে স্থানীয় সম্পদ আহরণের সুযোগ সৃষ্টি; (ঘ) সমগ্র দেশের উপজেলা পর্যায়ে ইয়াতীম শিশুদের শিক্ষা, মেধা বিকাশে ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান; ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বরাদ্দ ও বণ্টন নীতিমালার এ সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার নীতিমালার মধ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ সকল কার্যক্রমের অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনাসহ উপস্থাপন করা হল।

একটি সমাজে নানা ধরনের মানুষের বসবাস। কেউ অর্থ-বিত্তের মালিক, কেউ অসহায়-নিঃস্ব, কেউ মালিক, কেউ শ্রমিক, কেউ অনাথ-ইয়াতীম প্রভৃতি। এসবই মহান আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনা। সমাজের সবচেয়ে অসহায় হচ্ছে ইয়াতীম সন্তান। কেননা শৈশবেই সে তার পিতাকে অথবা পিতা-মাতা উভয়কে হারায়। তখন তার সুস্থ-সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। শিক্ষা-দীক্ষারও তেমন কোন সুযোগ থাকে না। এমনকি তার পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সহায়-সম্পত্তিও অন্যরা ভোগদখলের জন্য হায়েনার ন্যায় থাবা বিস্তার করে। অনেক ক্ষেত্রে কিছু অংশ

ফেরত দেয়া হলেও বেশিরভাগই আত্মসাৎ করা হয়। অথচ ইসলামে ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধান ও লালন-পালনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাতকারীর জন্য মর্মান্তিক শাস্তি ঘোষিত হয়েছে। ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ অত্যন্ত কঠোর। পবিত্র কুরআনের যেখানেই সদয়, সহানুভূতি ও ভাল আচরণের কথা এসেছে সেখানেই ইয়াতীমদের কথা এসেছে। মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদত ও শিরক থেকে বাঁচার পাশাপাশি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও নিঃস্বদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

وَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا .

অর্থ : "তোমরা আল্লাহ ইবাদত কর ও তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশি, দূর-প্রতিবেশি, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের প্রতি সদাচরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না"।[২০] ইয়াতীমদের সঠিকভাবে গড়ে না তোলা হলে এরা ঈমান-আমলহীন এক অন্ধকার জগতে হাবুডুবু খাবে। তখন এরা সমাজের জন্য এক বিষফোঁড়া হিসাবে দেখা দিবে। অতএব ইয়াতীমদের লালন-পালন, দেখাশুনা করা, তাদের দ্বীনি জ্ঞানে পারদর্শী করা এবং তাদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা সকলের ওপর কর্তব্য। ইয়াতীম প্রতিপালন করা জান্নাতী লোকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতী লোকদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا - إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَاشُكُورًا -

অর্থ : "আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং (বলে) আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে খাদ্য দান করি। এর বিনিময়ে তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাই না"।[২১] ইয়াতীমের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ কারণে পবিত্র কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে ইয়াতীম প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

১. জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়

ইয়াতীমদের লালন-পালন করলে জান্নাত লাভ হয়। আমর বিন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন-

---

২০. আল-কুরআন, ০৪ : ৩৬

২১. আল-কুরআন, ৭৬ : ০৮-০৯

Dhaka University Institutional Repository

مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ
.

অর্থ : "যে ব্যক্তি মাতা-পিতা মারা যাওয়া কোন মুসলিম ইয়াতীমকে স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত নিজ পানাহারে শামিল করে, ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়"।[২২] একইভাবে অসহায় মায়ের ক্ষুধার্ত অবুঝ সন্তানকে নিজের মুখের খাবার তুলে দেয়ার মধ্যেও জান্নাত হাসিল হয়।

২. জান্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন

জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা সর্বাধিক মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়। মহান আল্লাহ তা'আলা এ বিশেষ মর্যাদা তাঁর ঐ সকল বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, যারা ইয়াতীমদের যথাযথভাবে তত্ত্বাবধান করেন। সাহল বিন সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

অর্থ : "আমি ও ইয়াতীম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করলেন এবং এ দু'টির মধ্যে ফাঁকা করলেন"।[২৩] অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى .

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি ও ইয়াতীম প্রতিপালনকারীর অবস্থান জান্নাতে এ দুই আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি হবে। চাই সে ইয়াতীম তার নিজের হোক অথবা অন্যের। (বর্ণনাকারী) মালেক বিন আনাস (রা.) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন"।[২৪]

৩. রিযিক প্রশস্ত হয় এবং রহমত ও বরকত নাযিল হয়

ইয়াতীমরাই সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তি। আর দুর্বলদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসলে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে সাহায্য করেন এবং রিযিক প্রদান করেন। আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন-

---

22. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, gmbv‡` Avngv`, অধ্যায় : আওয়ালু মুসনাদিল বাসরিয়্যীনা, পরিচ্ছেদ : হাদীসু মালিক বিন আল-হারিছ (রা.), প্রাগুক্ত, হা. নং ১৯৮১৮

২৩. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফাদলু মান ইয়াউলু ইয়াতিমান, প্রাগুক্ত, হা. নং ৫৩০৪

২৪. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদ, অনুচ্ছেদ : বাবুল ইহসানি ইলাল আরমিলাতি ওয়াল ইয়াতীম ওয়াল মিসকিন, দিল্লী : আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি., হা. নং ২৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ .

অর্থ : "আমার জন্য তোমরা দুর্বলদের খুঁজে আন। কেননা দুর্বল-অসহায়দের কারণেই তোমরা সাহায্য ও রিযিক প্রাপ্ত হও"।[২৫]

৪. ইয়াতীম প্রতিপালনে হৃদয় কোমল হয়

কোমল হৃদয় মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কঠোর হৃদয়ের অধিকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর রাসূলকে সতর্ক করে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ .

অর্থ : "আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত হয়েছো। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হতে, তবে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে দূরে সরে যেত"।[২৬] হৃদয় কোমল করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ইয়াতীমের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।

৫. আত্মীয় ইয়াতীম প্রতিপালনে দ্বিগুণ নেকী

মানুষ নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। অনেক সময় দানের ক্ষেত্রে তাদের বঞ্চিত করা হয়। অথচ ইসলাম তাদেরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে তাদের দু'টি হক রয়েছে। একটি ইয়াতীম-মিসকীন হওয়ার কারণে, আরেকটি আত্মীয় হওয়ার কারণে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إن الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَان، صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ .

অর্থ : "মিসকীনকে দান করায় একটি নেকী এবং আত্মীয়কে দান করায় দু'টি নেকী হাসিল হয়, একটি দানের নেকী এবং অপরটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার নেকী"।[২৭]

ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটি এমন এক আমানত যে বিষয়ে ত্রুটি হলে পরিণাম হবে ভয়াবহ। আর এ কাজ নিশ্চয়ই দুর্বলদের দ্বারা সম্ভব নয়। খেয়ানতের আশঙ্কা থাকলে এ দায়িত্ব থেকে দূরে থাকাই বরং কল্যাণকর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

---

25. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সীর, অনুচ্ছেদ : বাবু মান ইস্তা'আনা বিদ-দু'আফায়ি ওয়াস সলিহীনা ফীল-হারবি, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ২৭২৯

২৬. আল-কুরআন, ০৩ : ১৫৯

২৭. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, wgkKvZj gvmvexn, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : আশ-শাফাকাতু ওয়ার রহমাতু আলাল খাল্‌ক, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৯৩৯ সনদ ছহীহ

Dhaka University Institutional Repository

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا .

অর্থ : "আর ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পন কর। পবিত্রতার সাথে অপবিত্রতার বিনিময় কর না ও তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশ্রিত করে গ্রাস কর না। নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ"।[২৮] আলোচ্য আয়াতে ইয়াতীমদের প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেলে যথাযথভাবে তাদের সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তবে রক্ষণাবেক্ষণকারী দরিদ্র হলে সঙ্গত পরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে। অতএব বলা যেতে পারে, দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করণার্থে ইয়াতীমদের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। গবেষণা করে দেখা গেছে, 'বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বরাদ্দ ও বণ্টন নীতিমালা, ২০০৯' এর মধ্যে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, অধিকাংশ বিষয়বস্তু কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে, সরকারকে এগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য প্রশাসনের লোকজন এবং সমাজের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, তাকওয়া ও দ্বীনি অনুভূতি তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলেই আশা করা যায়, জনগণ এর সুফল পাবে ইনশা'আল্লাহ।

৫.৩ জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-কৌশল আজ তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের জন্য একটি মডেল। আজকে যে শিশু-কিশোর আগামী দিনে সে-ই হবে এ উন্নয়ন কৌশলের মূল চালিকাশক্তি। একটি স্বাধীন দেশের এবং আধুনিক সমাজের উপযোগী করে তাদেরকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন এখনো আশাপ্রদ নয়। সরকার, মালিক, শ্রমিক পক্ষের ঐক্যমত ও আন্তরিকতায় তৈরি পোশাক শিল্প হতে শিশুশ্রম প্রত্যাহার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। কৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম বিদ্যমান। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে শিশুশ্রম সংক্রান্ত এ পরিস্থিতি অনভিপ্রেত। বাংলাদেশের শিশুশ্রম পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য একটি নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা সরকারি-বেসরকারি পর্যায় তথা আপামর সুধী সমাজ দীর্ঘদিন যাবৎ অনুধাবন করে আসছিলেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবন, সমাজ-সংস্কৃতি এবং সাম্প্রতিককালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিম ্লে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনসমূহের আলোকে

২৮. আল-কুরআন, ০৪ : ০২

Dhaka University Institutional Repository

শিশুশ্রম পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপাদান এ নীতিমালায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। দেশে প্রচলিত শিশু এবং শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানগুলো পর্যায়ক্রমে এ নীতিমালার সাথে সমন্বিত হবে এবং ভবিষ্যতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে শিশু এবং শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নকালে এ নীতিমালাই হবে নীতি-নির্ধারক/পথপ্রদর্শক-এ প্রত্যাশায় সরকার 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০' ঘোষণা করে। জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এর উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে- (১) ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমসহ বিভিন্ন ধরনের শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহার; (২) শ্রমজীবী শিশুদের দারিদ্রের চক্র হতে বের করে আনার লক্ষ্যে তাদের পিতা-মাতাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ; (৩) শ্রমজীবী শিশুদের স্কুলে ফিরিয়া আনার জন্য বৃত্তি ও আনুতোষিক প্রদান; (৪) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথাঃ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, খরা ও মরুকরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় আনা; (৫) শ্রমজীবী শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত সকল সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় সাধন; (৬) শিশুশ্রম নিরসনে আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ; (৭) শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পিতামাতা, সাধারণ জনগণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ; (৮) বাংলাদেশ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল ও কর্মসূচি গ্রহণ করা ইত্যাদি। পাশাপাশি এ নীতিমালার মধ্যে বাংলাদেশের শিশুশ্রম পরিস্থিতি, শিশুশ্রমের কারণ, শিশুশ্রমের সাংবিধানিক ও আইনগত অবস্থান, শ্রমজীবী শিশুর সংজ্ঞা ও বয়স, শিশুশ্রম বিনিময় মজুরি ও কর্মঘণ্টা, শ্রমজীবী শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য (শারীরিক ও মানসিক) ও পুষ্টি, শ্রমজীবী শিশুর কর্মপরিবেশ, শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী ঝুঁকিবিহীন কাজ নিশ্চিতকরণ, কাজের শর্ত, কর্মস্থলের পরিবেশ, শিক্ষা ও বিনোদন, চিকিৎসা, পরিবারের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ, শিশুর ভবিষ্যত নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইত্যাদি কর্মসূচি ও কার্যক্রম সম্পর্কে আালোচনা করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনাসহ উপস্থাপন করা হল।

ইসলাম ছোটদের প্রতি দয়া দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে। ছোটদেরকে যত্নসহকারে লালন-পালন করে আগামী দিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা একটি জাতীয় ও ঈমানী দায়িত্ব। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা কঠোর পরিশ্রম করা মানবতাবিরোধী কাজ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا.

 Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "আলণ্ডাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না"।[২৯] অতএব কোন মানুষ কোন মানুষকে কাজের মাধ্যমে অতিরিক্ত কষ্ট দেয়া কুরআনের নির্দেশের বিরোধী কাজ। বরং ছোটদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার তাকিদ দিয়ে রাসূলুলণ্ডাহ (সা.) বলেছেন,

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر.

অর্থ : "যে আমাদের শিশুদের প্রতি দয়া-স্নেহ করে না সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়"।[৩০] উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বেঁচে থাকার তাকিদে কিংবা পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিতে কোমলমতি শিশুদেরও প্রচুর ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হচ্ছে। ফলে তারা নানা রকম শারীরিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ড় হচ্ছে এমনকি মৃত্যুবরণও করছে। শিশুশ্রম হলো সামাজিক শোষণের দীর্ঘস্থায়ী এক হাতিয়ার। শিশুশ্রমের হারের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় সে দেশ উন্নয়নে কতটা পিছিয়ে আছে। তাই শিশু অধিকার নিশ্চিত ও শিশুশ্রম বন্ধ করতে সবাইকে একত্রে কাজ করতে হবে। জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এর মাধ্যমে সরকারও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। যা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমর্থনযোগ্য। আজকের শিশুরাই ভবিষ্যতের কর্ণধার। তাই যেসব ব্যক্তি শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বাধ্য করে কিংবা বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে তাদের দৃষ্টান্ড়মূলক শাস্ড়ি প্রদান করতে হবে। সে সঙ্গে সবাইকে এটাও মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি শিশুই হচ্ছে আলণ্ডাহ তা'আলার নি'আমত, মা-বাবার কাছে পবিত্র আমানত। সন্তান মা-বাবার চোখের শীতলতা, হৃদয়ের প্রশান্ড়ি আনয়ন করে। শিশুরা হলো জান্নাতের প্রজাপতি সমতুল্য। হযরত রাসূলুলণ্ডাহ (সা.) বলেছেন,

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ , وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ.

অর্থ : "তোমরা তোমাদের সন্ড়ানদের মহৎ করে গড়ে তোলো এবং তাদের উত্তম আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দাও"। [৩১] অপর এক হাদীসে এসেছে-

قال رسول ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن.

অর্থ : রাসূলুলণ্ডাহ (সা.) বলেছেন, 'পিতা সন্ড়ানকে যা কিছুই উপহার দিক, সবচেয়ে ভাল উপহার হলো তাকে আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া'।[৩২] ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার হচ্ছে গোটা সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম একক। সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে সঠিক ভূমিকা পালনের মৌলিক শিক্ষা

---

২৯. আল-কুরআন, ০২ : ২৮৬

৩০. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ আন রাসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা'আ ফী রহমাতিস সিবইয়ান, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৯২১

৩১. ইমাম ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু বিররিল ওয়ালিদি ওয়াল ইহসানি আলাল আওলাদি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ৩৬৬৯

৩২. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ আন রাসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা'আ ফী আদাবিল ওলাদি, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৯৫৬

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করা হয় পারিবারিক পরিবেশে। তাই আমাদের সন্তানদের নিজ নিজ পরিমন্ডলে শিশুকাল থেকেই নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই শিশু। শিশুরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার, তাদের হাতেই আগামী পৃথিবীর ভার। অথচ শিশুরা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারছে না। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গত কয়েক বছরের যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ড় শিশুর সংখ্যা ক্ষতিগ্রস্ড় সৈনিকদের চেয়েও বেশি। কেবল যুদ্ধই যে শিশুদের ভালোভাবে বেড়ে ওঠার পথে বাধার সৃষ্টি করছে তা নয়; ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, দারিদ্র, পুষ্টিহীনতা ও প্রাণঘাতী রোগ শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত করছে। বর্তমানে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে শিশুদের কাজ করতে দেখা যাবে না। চরম দারিদ্রই এর মুখ্য কারণ। দরিদ্র বাবা-মা সংসারের ব্যয় নির্বাহে অসমর্থ হয়ে বা তাদের কর্মহীনতার কারণে মা-বাবার স্থলে শিশুরা অর্থ উপার্জনে অগ্রসর হয়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য শিশুশ্রম নিন্দিত। শিশুদের সংরক্ষণ, কল্যাণ ও শিক্ষার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য পৃথিবীর অনেক দেশ এবং আন্ড়র্জাতিক সংগঠন বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে। তবে এটা সত্য, হঠাৎ শিশুশ্রম বন্ধ করা সম্ভব নয়। তাই যতটা সম্ভব শিশুর কর্মস্থল ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ করা প্রয়োজন। ইসলামী শ্রমনীতিমালা অনুসারে মালিক শ্রমিকের ওপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপাতে পারবে না। কেননা আলণ্ঢাহ তা'আলা সাধ্যাতীত কোনো কাজ করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেননি। যদি শিশুদের দ্বারা কাজ করাতে হয় তাহলে তাকে এমন হালকা কাজ দিতে হবে, যাতে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয় এবং তার শক্তি-সামর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبي هريرة عن رسول أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "অধীনজনদের খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজের ভার চাপানো যাবে না"।[৩৩] বর্তমানে দেশে প্রায় ১ কোটির কাছাকাছি শিশু শ্রমে নিয়োজিত। তারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে। সেখানে নানা ধরনের নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। অভাবের তাড়নায় রাস্ড়ায় পাথর ভাঙে, গার্মেন্টসে কাজ করে, ঠেলাগাড়ি চালায়, কাগজ কুড়ায়, বাজারে পচ্ছিন্নতার কাজ করে, পার্কে ফুলের মালা বিক্রি করে। এ ছাড়া শিশুদের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম, যেমন- উটের জকি, অঙ্গহানি করে ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি, ছিনতাই, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ডে বাধ্য করা হয়। এ ধরনের প্রতিটি কাজ ইসলামে অবৈধ ও শাস্ড়িযোগ্য অপরাধ। সামগ্রিকভাবে শিশুদের নিপীড়নমূলক এসব কাজ থেকে

৩৩. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল আইমান, অনুচ্ছেদ : বাবু ইত'য়ামিল মামলুক মিম্মা ইয়া'কুলু ওয়া ইলবাসহু মিম্মা ইয়ালবাসু ওয়ালা ইউকাল্লিফুহু মা ইয়াগলিবুহু, প্রাগুক্ত, হা. নং ৩১৪১

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তি দিতে ধর্মীয় সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারিভাবে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। শিশুশ্রম প্রতিরোধ বিষয়ে এখন সব দেশে ও সব মহলে চিন্তাভাবনা চলছে। উন্নত ও ধনী দেশে শিশুরা সব ধরনের অধিকার পেলেও দরিদ্র দেশগুলোতে তারা অধিকার বঞ্চিত থেকে যায়। শিশুশ্রমিক যেমন শহরে আছে, তেমনি গ্রামেও আছে। এ ক্ষেত্রে প্রায়ই তাদের অঙ্গহানির ঘটনা ঘটছে, এমনকি মৃত্যুমুখেও পতিত হচ্ছে।

শিশুশ্রম চালু হওয়ার প্রধান কারণ, পেটের তাকিদে তাদের কোথাও না কোথাও কাজ করতে হয়, শ্রমের বিনিময়ে তারা খাবার জোগাড় করে। অন্যদিকে শিশুশ্রমিকদের তুলনামূলকভাবে অনেক কম মজুরি দিয়ে কাজ করানো যায়। এ কারণেই নিয়োগকারীরা শিশুদের কাজে লাগায় এবং বেশি করে খাটায়, যা শিশুদের দেহ-মনের জন্য অত্যন্ড় ক্ষতিকর। শিশুশ্রমিকরা অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করে, যার নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। বিশ্রাম ও বিনোদনের কোনো অবকাশ নেই। কাজেই একেবারে বিশ্রামহীন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে শিশুদের বাধ্য করা যাবে না। এক সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাজ করার পর অনুরূপ নিরবচ্ছিন্নভাবে তাকে অবসর ও বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে। এটি মৌলিক মানবাধিকারের পর্যায়ে গণ্য। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أنس بن مالك عن النبي قل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تفروا.

অর্থ : আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লোকদের সহজাত দাও, কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করো না, সুসংবাদ দাও, ভয় দেখিও না”।[৩৪]

ধর্মীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে শিশুর যথার্থ বিকাশ সাধিত হয় না। হযরত রাসূলুলণ্ডাহ (সা.) অবহেলিত শিশুদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ও বিনোদনের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ধর্মে-কর্মে যথার্থ মানুষ হিসেবে গঠন করেছিলেন। তিনি শিশুদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। যে কোনো শিশুকে তিনি নিজের সন্ড়ানের মতো আদর করতেন। তাই শিশুদের শারীরিক নির্যাতন না করে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলাম পরিপন্থী শিশুশ্রম অকালে কত শিশুর জীবন বিনাশ করছে। এসব মানবেতর জীবনযাপনকারী শিশুর জন্য মুসলিম বিশ্বকে ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আজকের প্রজন্মের শিশুরাই ভবিষ্যতের কর্ণধার। তাই নতুন প্রজন্মের হাতগুলোকে হাতিয়ার হিসেবে তথা শিশুদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব গণমাধ্যমসহ সবাইকে নিতে হবে। শিশুদের অধিকার বাস্ড়বায়নের জন্য বিশ্বের সব দেশের সরকার ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন এগিয়ে আসবে। আন্ড়র্জাতিক শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোকে তাদের

৩৪. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সির, অনুচ্ছেদ : বাব ফীল আমরি বিত-তাইসির ওয়া তারকিত তানফীর, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৭৩২

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। 'শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার বন্ধ কর'ত কেবল এসব স্লোগান দিলেই হবে না, এ ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। শিশুদের শিক্ষা যাতে নিশ্চিত করা যায়, সেজন্য সরকারকে আরো বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে হবে। এ শিশুরা যাতে অকালে শেষ হয়ে না যায়, সে বিষয়ে কাজ করতে হবে। দরিদ্র শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তারা যেন উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, সেজন্য ওদের মা-বাবাকে বোঝাতে হবে, ওদের যেন স্কুলে পাঠায়, কমপক্ষে প্রাইমারি শিক্ষা অর্জন করতে পারে। তাই আমাদের উচিত শিশুদের শিক্ষাদান করা, যাতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর ও সফল হয়। শৈশব থেকে সন্তানকে প্রাপ্য অধিকার প্রদান ও উত্তম আচার-আচরণের দ্বারা আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কেননা মানব সন্তানের শৈশব হল কাদা মাটির ন্যায়, শৈশবে তাকে যেমন ইচ্ছা তেমন গড়ে তোলা যায়। স্থায়িত্ব ও প্রভাব বিস্তারের দিক থেকেও শৈশবকালীন শিক্ষা মানবজীবনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। শৈশবকালীন শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, **العلم في الصغر كالنقش على الحجر** 'শৈশবে বিদ্যার্জন (স্থায়িত্বের দিক থেকে) পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্যের ন্যায়'। ইসলাম ১৪০০ বছরের অধিককাল যাবৎ শিশুদের বিষয় গুরুত্বারোপ করে আসছে এবং শিশু পরিচর্যার বিষয়কে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত করতে তাকে একটি সার্বক্ষণিক পালনীয় বিধানে পরিণত করেছে। ইসলাম যে শিশুর জন্মমুহূর্ত থেকেই তার অধিকারের কথা ঘোষণা করেছে তা নয়, বরং তার জন্মের পূর্ব থেকেই তার অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিতে শৈশব হচ্ছে সৌন্দর্য, আনন্দ, সৌভাগ্য ও ভালোবাসার পরিপূর্ণ এক চমৎকার জগৎ। সন্তানকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যের ঘোষণা পবিত্র কুরআনে এসেছে-

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .

অর্থ : "ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য বিশেষ"।[৩৫] সুতরাং পার্থিব জীবনের সুখ-শান্তি ও সৌন্দর্য এ শিশুকে ভবিষ্যতে সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। তাই আসুন সবাই মিলে শিশুশ্রম প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করে। মহান আল্লাহ আমাদের শিক্ষার আলো স্বরূপ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন নাযিলের প্রথম শব্দই ছিল 'ইক্বরা' অর্থ পড়। শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি কল্পনা করা যায় না। জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জগতের উন্নতি, অগ্রগতি ও সফলতার জন্য শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। তবে অবশ্যই ইসলামী নৈতিকতা ও আদর্শভিত্তিক শিক্ষা হতে হবে। শিক্ষা এমন এক আলো যা অজ্ঞতা ও অন্ধকারকে

৩৫. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

দূরীভূত করে, মানুষকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথ দেখায়। শৈশবকাল থেকেই পিতা-মাতা ও অভিভাবককে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে সচেতন ও যত্নবান হতে হবে। মুসলিম মনীষী ও পণ্ডিতগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় সফলভাবে বিচরণ করেছেন। শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ .

অর্থাৎ : "যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি কখনও সমান হতে পারে?"।[৩৬] অপরদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থাৎ : "বিদ্যার্জন করা সকল মুসলিমের জন্য ফরয"।[৩৭] ইসলাম সকল প্রকার বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জন্মগত, বংশগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিকতার বিচারে কোন মানুষের মর্যাদা ও প্রাধান্য স্বীকার করে না। সমাজে সবাই সমান ও সবাই একই মর্যাদার অধিকারী। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত হল সালাত। এখানে ধনী-গরীব, রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রী-এমপি, ডিসি, ভিসি, ম্যাজিস্ট্রেট সবাই সমান। কারণ সালাতে ফকির আগে আসলে সে প্রথম কাতারে দাঁড়াবে এবং মন্ত্রী বা রাজা যেই হোক পরে আসলে, সে পরেই দাঁড়াবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ অর্থাৎ : "নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই"।[৩৮] মানুষ পরস্পর সহনশীল, মমত্ববোধ, আন্তরিকতাপূর্ণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করবে। অতএব শিশুদের সাথে সমান আচরণ করতে হবে। সমানভাবে তাদের খাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের শারীরিক অবকাঠামো তৈরি করেছেন। অতঃপর সুস্থ থাকার জন্য খেলাধূলা, বিনোদন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাদ্য-খাবার, আহার-বিহার ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের এ সুন্দর শরীর আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমত। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ অর্থাৎ : "আমি মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি"।[৩৯] শরীর সুস্থ থাকলে মন ভাল থাকে আর শরীর অসুস্থ থাকলে পারিবারিক ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায় এবং দুঃশ্চিন্তা বাড়ে। ফলে ইবাদত, আনুগত্য, পরিশ্রম, বিনোদন ইত্যাদি কোন কিছুই ভাল লাগে না। এক্ষেত্রে ভাল স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ব্যায়াম করা। শিশুরা অবোধ। তাই তাদের স্বাস্থ্যের, বিনোদনের ও খেলাধূলার জন্য পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে।

---

৩৬. আল-কুরআন, ৩৯ : ০৯

৩৭. ইমাম ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দামাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল উলামায়ি ওয়াল হাছ্ছু আলা তলাবিল ইলমি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২২৪

৩৮. আল-কুরআন, ৪৯ : ১০

৩৯. আল-কুরআন, ৯৫ : ০৪

Dhaka University Institutional Repository

খেলাধূলার উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে তাদেরকে জানাতে হবে। খেলাধূলার পরিশ্রমের কারণে রক্ত সঞ্চালন হেতু পরিপাকতন্ত্র সবল হয়, খাদ্য হজমে সহায়ক হয় এবং ঘাম নির্গত হয়ে শরীরের দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়। সাময়িক ক্লান্তি হলেও দৈহিক শক্তি সঞ্চয় হয়। খাদ্যের চাহিদা বাড়ে এবং শরীর সুস্থ থাকে। এটা শিশুদের অধিকার। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا অর্থাৎ : "তোমার শরীরের প্রতি তোমার কর্তব্য ও অধিকার রয়েছে"।[৪০] পাশাপাশি শিশুদের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা গড়ে তোলতে হবে। কারণ আলণ্ঢাহর নবী বলেছেন-

لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.

অর্থ : "নিজের সন্ড়ানকে অন্যের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর ফেলে যাবার চেয়ে অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া ভাল"।[৪১] এভাবে ইসলাম শিশুদের অধিকার প্রদান করেছে এবং শিশুশ্রম চিরতরে বন্ধ ঘোষণা করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, শিশুশ্রম বন্ধে বাংলাদেশ সরকার 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০' শিরোনামে যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, তা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মোটামুটি সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে এক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসে অতিরিক্ত যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে, সেগুলো যদি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা যেত তাহলে শিশুশ্রম নীতি আরও মানসম্মত হত, শিশুরা তাদের অধিকার ফিরে পেত, পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হত শিশুশ্রম এবং শিশু নির্যাতন। আমাদের বিশ্বাস শিশুশ্রম বন্ধ করে শিশুদেরকে যদি সত্যিকারার্থে গড়ে তোলা যায়, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে দেশের সম্পদে পরিণত করা এবং দেশকে দারিদ্রমুক্ত করা সম্ভব হবে ইনশা'আল্লাহ। কারণ শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত।

৫.৪ পলণ্টী সমাজেসবা কার্যক্রম [বাস্ড়বায়ন নীতিমালা], ২০১০ (IMPLEMENTATION MANUAL OF RURAL SOCIAL SERVICES PROGRAMME 2010) এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

৪০. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুস সওম , অনুচ্ছেদ : বাবুন নাহি আন সওমিদ দাহরি লিমান তাদর্‌রারা বিহি আও ফাওয়াতা বিহি হাক্কা..., প্রাগুক্ত, হা. নং ১১৫৯

৪১. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল ওয়াসিয়্যাহ, অনুচ্ছেদ : বাবুল ওয়াসিয়্যাতি বিছ্ছুলুছি, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৬২৮

Dhaka University Institutional Repository

পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নতিসাধন ও দারিদ্রসীমার নীচের জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত ও সংগঠিত করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সমস্যা ও চাহিদার ধরন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা, কর্মসূচি বাস্তবায়নের নবতর কৌশল উদ্ভাবনের পাশাপাশি পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল নিরূপণ করে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হল। এ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- ১. পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক, বেকার যুবক, যুব-মহিলা, শ্রমিক, দুঃস্থ মহিলা, সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ও সংশোধনোত্তর/ সাজামুক্ত ব্যক্তি তথা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন; ২. পল্লীর দরিদ্র জনগণের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং তাদের সুসংগঠিত ও একতাবদ্ধভাবে দেশের সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কর্মদল গঠন করা; ৩. দলীয় সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং সঞ্চয় সৃষ্টির মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব তহবিল গঠন পূর্বক তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করা; ৪. লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশু যত্ন, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, বিশুদ্ধ/ নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহার, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক বনায়ন, সাক্ষরতা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন ইত্যাদি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন; ৫. সুদমুক্ত ক্ষুদ্র পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমূলক ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন; ৬. বিনোয়েগকৃত ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ দ্বারা কার্যক্রমভুক্ত গ্রামের নিজস্ব পুঁজি/গ্রাম তহবিল গঠন; ৭. সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি দ্বারা কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা; ৮. দারিদ্রসীমার উর্ধ্বে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও সামাজিক চেতনার বিকাশ সাধনের জন্য সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা; ৯. কারিগরি/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও অদক্ষ জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা; ১০. পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ়করণ, বাল্য বিবাহ নিরুৎসাহিতকরণ, যৌতুক প্রথা রোধকরণ এবং মহিলাদের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নে উদ্বুদ্ধকরণ; ১১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রেখে ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এ সকল কর্মসূচি ও কার্যক্রমের অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনাসহ উপস্থাপন করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীতে কল্যাণ ও হিতকর একটি কাজ সেবা। সেবার বিভিন্ন খাত থাকলেও সমাজসেবা অন্যতম। মানবজীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সমাজসেবা সীমাহীন গুর“ত্বের দাবিদার। সাধারণত সমাজের অসুবিধাগ্রস্ড় নিম্নশ্রেণির মানুষের কল্যাণে গৃহীত সেবামূলক কার্যক্রমকে সমাজসেবা বলা হলেও আধুনিক ধারণামতে, সমাজসেবা হচ্ছে- সমাজে মানুষের নিরাপত্তা ও মঙ্গলার্থে গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রমের সমষ্টি। বর্তমানে সমাজসেবাকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতিসংঘের সংজ্ঞানুযায়ী, 'ব্যক্তি ও তার পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তাদানের লক্ষ্যে গৃহীত ও সংগঠিত কাজের সমষ্টিই সমাজসেবা।' এছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সমস্যা প্রতিরোধকল্পে গৃহীত ও সংগঠিত যাবতীয় কার্যক্রমও সমাজসেবার অন্তর্ভূক্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের ইহজাগতিক উন্নয়নের সঙ্গে পরকালীন নিরাপত্তার প্রসঙ্গটিও জড়িত। কাজেই দ্বীন ইসলামে সমাজসেবার পরিধি আরও ব্যাপক ও বিস্ড়ৃত। শুধু তা-ই নয়, এ সমাজসেবা হচ্ছে ইসলামি দাওয়াতের ভূমিকাস্বরূপ। হযরত রাসূলে আকরাম সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম সমাজসেবার মাধ্যমে আরবের জনমানুষের হৃদয় ও মন জয় করেছিলেন- যা নবুয়তপ্রাপ্তির পর দাওয়াতি কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। 'হিলফুল ফুজুল' নামে কল্যাণ সংস্থার সেবাকর্ম দ্বারা নবী (সা.) এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিলেন, লোকেরা তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। নবীর সেবাধর্মী চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.

অর্থ : "আলণ্ঢাহর কসম! আলণ্ঢাহ আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়- স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায়-দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন। মেহমানের সমাদর করেন এবং দুর্দশাগ্রস্ড়কে সাহায্য করেন"।[৪২] হযরত রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) এর আদর্শকে সামনে রেখে সকলকে সমাজসেবামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হবে। বান্দার হক তথা আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশি ও গরিব-দুঃখী মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং আর্তমানবতার সেবা, সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। বস্ড়ুত আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশি, দরিদ্র, নিঃস্ব, ইয়তীম, নিরাশ্রয়, রোগী ও বিপদগ্রস্ড় মানুষকে যথাযথ সেবা করা খুবই সওয়াবের কাজ। আর এতে অমনোযোগি হওয়া আলণ্ঢাহপাকের অসন্তুষ্টি ও গোনাহর কাজ। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে গুর“ত্ব সহকারে তাকিদ দেয়া হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

৪২. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবু বাদ'য়িল ওহি, অনুচ্ছেদ : বাবু বাদ'য়িল ওহি, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ০৪

Dhaka University Institutional Repository

اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ نِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا. نَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ.

অর্থ : "তোমরা আলণ্ঢাহর ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তার সঙ্গে শরিক করবে না এবং বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ড়, নিকট প্রতিবেশি, দূর প্রতিবেশি, সঙ্গী-সাথি, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিঃসন্দেহে আলণ্ঢাহ দাম্ভিক ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। যারা কৃপণতা করে, মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আলণ্ঢাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন, তা গোপন করে"।[৪৩] ইসলামে আর্তমানবতার সেবা ও জনকল্যাণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিফল ঘোষণা করে বলেছেন-

تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة .

অর্থ : "তোমার ভাইয়ের প্রতি তোমার হাসিমুখে তাকানো হলো একটি সাদাকা, কাউকে ভালো কাজ করার জন্য তোমার উপদেশাবলী হলো একটি সাদকা, কাউকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখাও একটি সাদাকা, পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে তোমার সুপথ প্রদর্শনও তোমার জন্য একটি সাদাকা, যে ব্যক্তি চোখে কম দেখে তাকে সাহায্য করাও একটি সাদাকা, যদি রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা এবং হাড় সরিয়ে দাও, এটাও তোমার জন্য একটি সাদাকা, আর তোমার বালতির পানি দিয়ে তোমার ভাইয়ের বালতি ভরে দেয়াও একটি সাদাকা"।[৪৪] অতএব, ইহকালের শান্ড়ি ও পরকালীন নাজাতের জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই সাধ্যমত সমাজসেবামূলক কর্মকাে অংশ নিতে হবে। বিশেষ তহবিল গঠন করে দেশের দানবীর ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে যাকাত, উশর, ফিতরা, কোরবানির চামড়া ও ত্রাণসামগ্রী বা আপদকালীন ব্যয় বাবদ অর্থ আদায় করে বিশেষ তহবিলে জমা করতে হবে এবং শরিয়াতসম্মত উপায়ে সমাজসেবামূলক কাজে এ অর্থ ব্যয় করবে। পাশাপাশি আইন সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করে এর মাধ্যমে ন্যায্য অধিকার রক্ষায় বিচারপ্রার্থীকে আইনি সহায়তা দিতে হবে। শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। ব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নিরক্ষর লোকদের অক্ষরজ্ঞান ও সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত, জরূরি

৪৩. আল-কুরআন, ০৪ : ৩৬-৩৭

৪৪. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ আন রাসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা'আ ফী সনাঅিল মা'রুফ, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৯৫৬

Dhaka University Institutional Repository

মাসায়েল শেখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গ্রাম-গঞ্জের মানুষের সব সময় কাজ থাকে না। তাই এ রকম একটি মাস বেছে নিয়ে কোনো মাসজিদে মাসব্যাপী এ ধরণের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায়। মাগরিব বা এশার নামাজের পরে সম্ভব হলে সপ্তাহে, প্রতিদিন অথবা অন্ড়ত তিন বা চার দিন ক্লাস নেয়া যেতে পারে। নিজেদের মধ্য থেকে অভিজ্ঞ কোনো দায়িত্বশীল ক্লাস নেবেন অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়েও ক্লাস নেয়া যেতে পারে। দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে অসহায় রোগীদের মধ্যে ফ্রি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা করা যেতে পারে। খুব স্বল্প ব্যয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধপথ্যের সাহায্যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা যায়। তাছাড়া রোগীদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানোসহ চিকিৎসকরা ফ্রি-ফ্রাইডে ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহজেই এ কাজ করতে পারেন। এমনকি বৃক্ষ রোপণও একটি উত্তম সেবা ও সওয়াবের কাজ। রাস্ড়ার পাশে ও পতিত জমিতে গাছ লাগিয়ে সৃষ্টিকুলের খিদমত করা যায়। হাদীস শরীফে এসেছে,

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.

অর্থ : আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি কোনো মুসলমান একটি বৃক্ষরোপণ করে অথবা কোনো শস্য উৎপাদন করে এবং তা থেকে কোনো মানুষ কিংবা পাখি অথবা পশু ভক্ষণ করে, তবে তা উৎপাদনকারীর জন্য সাদাকাহ (দান) স্বরূপ গণ্য হবে”। [৪৫]

প্রতিবেশীর দেখাশুনার মাধ্যমেও সমাজসেবামূলক কাজ করা যায়। হাদীসে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ. قَالُوا : رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ذَلِكَ؟ قَالَ : جَارٌ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

অর্থ : “যার প্রতিবেশি ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাতযাপন করে, সে আমার ওপর ঈমান আনেনি”।[৪৬]একজন মুমিন মুসলমানের পরিচয় তুলে ধরে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন,

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.

অর্থ : “আর তারা তাঁর (আল্লাহর) মহব্বতে দরিদ্র, ইয়তীম ও বন্দীকে খাদ্যদান করে”। [৪৭] এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাইস্বরুপ। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন-

---

৪৫. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল মুযারা‘আহ, অনুচ্ছেদ : বাবু ফাদলিয যার‘ঈ ওয়াল গরসি ইজা উকিলা মিনহু, প্রাগুক্ত, হা. নং ২১৯৫

৪৬. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, wgkKvZj gvmvwexn, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : আশ-শাফাকাতু ওয়ার রহমাতু আলাল খাল্‌ক, প্রাগুক্ত, হা. নং ৪৭৪৩

Dhaka University Institutional Repository

نَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

অর্থ : "নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আলণ্ঢাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে"।[৪৮] অপর মুসলমান ভাইকে নিজের মত ভালবাসা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য। হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ.

অর্থ : হযরত আনাস রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজ মুসলমান ভাইয়ের জন্য সে জিনিস পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে"।[৪৯] একজন মুসলমান অপর মুসলমানের উপকার করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের মধ্যে অশেষ শান্তিতে রাখবেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري، كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ، سقاه الله من الرحيق المختوم.

অর্থ : "যে কোনো মুসলমান অন্য বস্ত্রহীন মুসলমানকে কাপড় দান করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের মধ্যে সবুজ বর্ণের পোশাক দান করবেন, কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য দান করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের সুস্বাদু ফল খাওয়াবেন এবং কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানি পান করালে আল্লাহ তাকে সিলমোহরকৃত পাত্র থেকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন"। ৫০ অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে,

أن رسول قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره يوم القيامة.

---

৪৭. আল-কুরআন, ৭৬ : ০৮

৪৮. আল-কুরআন, ৪৯ : ১০

৪৯. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, A¯j-gmbv`, অধ্যায় : বাক্বী মুসনাদিল মুকছিরীন, পরিচ্ছেদ : মুসনাদু আনাস বিন মালিক (রা.), প্রাগুক্ত, হা. নং ১২৭৩৪

৫০. ইমাম আবু দাউদ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু ফী ফাদলি সাকয়িল মায়ি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হাদীস নং ১৬৮২

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিবে না। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন মেটাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদমুক্ত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বিপদমুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবেন, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন"।[৫১] সর্বোপরি সমাজসেবা একটি ইবাদত। এ সেবার মাধ্যমে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষের মতো অধঃপতিত কাজ থেকে বেঁচে থাকা যায়। তাছাড়া এ সেবা কার্যক্রম প্রত্যেকেই চালিয়ে যেতে পারে। আইনজীবীরা আইন মারফত মজলুমের সাহায্য করে, তাদের মামলা-মোকদ্দমায় বিনা পারিশ্রমিকে সহায়তা করতে পারে। ডাক্তাররা প্রাথমিক ওষুধপথ্যের মাধ্যমে এবং ফ্রি চিকিৎসা ও অতিরিক্ত ফি না নিয়ে তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে পারে। এ রকম প্রতিটি সেক্টর থেকেই নিজ নিজ পরিসরে এ মহান সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এবং দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখা সম্ভব ইনশা'আল্লাহ।

অতএব বলা যায়, গ্রামের অসহায় মানষের পাশে দাঁড়ানো এবং দারিদ্র বিমোচনে তাদেরকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বংলাদেশ সরকার 'পলণ্টী সমাজেসবা কার্যক্রম [বাস্ড় বায়ন নীতিমালা], ২০১০' নামে যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, তার অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা ইসলামের মৌলিক কাজই হচ্ছে অপরের উপকার করা এবং অসহায় মানুষের সেবা করা। তবে উক্ত নীতিমালার মধ্যে যদি করআন-হাদীস থেকে আরও কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং সে আলোকে কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যেত, তাহলে দারিদ্র বিমোচন করা আরও সহজ ও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে পৌঁছে যেত ইনশা'আল্লাহ।

৫.৫ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। সরকার নারীর দারিদ্র বিমোচন, নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে। এ নীতির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে- নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা, নারী সমাজকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিত ও

৫১. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল মাজালিম, অনুচ্ছেদ : বাবু লা ইয়াজলিমুল মুসলিমু আলমুসলিমা ওয়ালা ইউসলিমুহু, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩২০

সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তর্ভূক্ত করা, বিধবা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রণয়ন, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রণয়ন ও বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি (ভিজিডি) অব্যাহত রাখা, দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা, দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা ইত্যাদি। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এ সকল কার্যক্রমের অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনাসহ উপস্থাপন করা হল।

দারিদ্র বিমোচনে ইসলামে নারীর অনেক ভূমিকা রয়েছে। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে একজন নারী বিবাহের পূর্বে বা পরে যেকোন পরিমাণ সম্পদ বৈধ পন্থায় অর্জন করতে পারেন। তার সম্পদ তিনি কারো পরামর্শ ছাড়াই নিজের ইচ্ছেমত বিক্রি করতে, ভাড়া দিতে, হাওলাত দিতে ও দান করতে পারবে। কুরআন-সুন্নাহর বিধানে মেয়েদের কাজ করায় কোন বাঁধা নেই। সে তাঁর হিজাব রক্ষা করে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরিসহ যেকোন ধরনের বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে আলণ্ঢাহ তা'আলা সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা কারো উপর চাপান না। তিনি বলেছেন-

فُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَطَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

অর্থ : "আলণ্ঢাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা কর ন এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর ন, আর আমাদের উপর দয়া কর ন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বির দ্ধে আমাদেরকে

সাহায্য কর“ন” ।[৫২] ইসলাম নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণ করেনি। তা না করেই তার মর্যাদাকে উন্নত করেছে। তার সামাজিক মান-সম্ভ্রমকে রক্ষা করেছে। কিন্তু পুর“ষেরা যে সব কাজ করে ও যেখানে যেখানে কাজ করে সেখানে সেখানে ও সেসব কাজে যোগ দিয়ে নারীকে ঘরবাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য করেনি। তাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার দেয়া হয়েছে কিন্তু সে অধিকার আদায় বা ভোগ করতে গিয়ে পারিবারিক দায়িত্বে অবহেলা জানাবার অধিকার দেয়া হয়নি। তাদের রাজনৈতিক নেত্রী, রাষ্ট্রের কর্ত্রী আর রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার পরিবর্তে কন্যা, বোন, স্ত্রী ও মা হওয়াই যে তাদের জীবনের কল্যাণ ও সার্থকতা নিহিত এ কথা উপলব্ধি করার জন্য ইসলাম তাদের প্রতি তাকিদ দিয়েছে। আর তাই হচ্ছে চিরদিনের তরে বিশ্ব মুসলিম মহিলাদের অনুসরণীয় আদর্শ।

মনে রাখতে হবে, পার্থিব জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী। তাই নারী-পুরুষ সকলকে আলণ্ঢাহর বিধান মোতাবেক জীবন-যাপন করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ইসলাম কর্তৃক নারীদের যেসব ন্যায় সম্মত অধিকার দেয়া হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে এর সমাধান খুঁজতে হবে। মেয়েদের জন্য শিক্ষা, সামরিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে সকল অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করলে ইসলাম বাধা দেবে না বরং এটি ইসলাম সমর্থিত। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সহশিক্ষা বা নারী-পুর“ষের সহবস্থান থেকে মুক্ত করে পৃথক-পৃথক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং নারী-পুর“ষের হিজাব নিশ্চিত করতে হবে। ইসলাম পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীকে পুর“ষের সমান মর্যাদার অধিকারী করেছে, অত্যন্ড় সম্মানজনক মর্যাদা দিয়েছে। নবী করীম (সা.) স্বয়ং নারীদের শিক্ষা গ্রহণের গুর“ত্বের প্রতি বিশেষভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে নারীদের উদ্দেশ্যে শিক্ষামূলক ভাষণ দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন,

طلب العلم فريضة على كل مسلم.

অর্থ : “প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরয” ।[৫৩] নারীদের তা'লিম তারবিয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আছে-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

অর্থ : “তোমরা তাদের (নারীদের) সঙ্গে উত্তম আচরণ করো ও উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দাও” ।[৫৪] হাদীস শরীফে এসেছে-

---

৫২. আল-কুরআন, ০২ : ২৮৬

৫৩. ইমাম ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দামাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল উলামায়ি ওয়াল হাছ্ছু আলা তলাবিল ইলমি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২২৪

৫৪. আল-কুরআন, ০৪ : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

عن ابن عباس قال قال رسول من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها قال يعني الذكور أدخله الجنة ولم يذكر عثمان يعني الذكور.

অর্থ : মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন, "যার রয়েছে কন্যা সন্তান, সে যদি তাকে (শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে) অবজ্ঞা ও অবহেলা না করে এবং পুত্রসন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য না দেয়; আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন"।[৫৫] তিনি আরও বলেন,

فاستوصوا بالنساء خيرا.

অর্থ : "তোমরা নারীদের উত্তম উপদেশ দাও (উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করো)"।[৫৬] ইসলাম নারীদের আবশ্যিক শিক্ষা, ধর্মচিন্তা, কর্মের স্বাধীনতাসহ পাত্র নির্বাচন ও সম্মতি প্রদানের অধিকার দিয়েছে। বিবাহের সময় অবিবাহিতা, তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবাদের মতপ্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। নারীরা যেন নিজেদের নৈতিক চরিত্র সমুন্নত রাখে এবং সৎ/যোগ্য পাত্রকে স্বামী হিসেবে নির্বাচন করতে পারে। সমাজে মাতা, গৃহকর্ত্রী ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত নারীর যথার্থ অবস্থান নিশ্চিত করে রাসূলুল্লাহ (সা.) নারীর অধিকার সমুন্নত করে গেছেন। পিতামাতা, নিকটাত্মীয় ও স্বামীর সম্পত্তিতে রয়েছে নারীর সম্মানজনক অধিকার। যেকোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে অর্থসম্পদ মহিলারা উপার্জন করবেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে যে ধন-সম্পদের অধিকারী হবেন, এতে ইসলাম নারীকে দিয়েছে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

অর্থ : "পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক বা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ"।[৫৭] পিতা, স্বামী, ভাই, পুত্র এ চার পরিচয়ে পুরুষ অভিভাবকেরা নারীর হক বা ন্যায্য প্রাপ্য দায়িত্বশীলতার সঙ্গে আদায় করবে, এটাই আল্লাহর বিধান। স্বামীর ওপর স্ত্রীর বিশেষ অধিকার এই যে স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী তাকে খোরপোশ, বাসস্থান এবং মোহরানা দিতে হবে। স্ত্রীর প্রতি কোনো ধরনের অন্যায়-অত্যাচার করবে না। পারিবারিক বন্ধন ছেড়ে স্বামীর গৃহে গিয়ে স্ত্রী যেন কোনো রকম নিরাপত্তাহীনতা অনুভব না করে, সে জন্য তার প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করা উচিত।

---

৫৫. ইমাম আবু দাউদ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আবওয়াবুন নাওম, অনুচ্ছেদ : বাবু ফী ফাদলি মান আলা ইয়াতিমান, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৫৯৬

৫৬. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ : বাবুল ওয়াসাতি বিন-নিসা, প্রাগুক্ত, হা. নং ৪৮৯০

৫৭. আল-কুরআন, ০৪ : ০৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়েরই ন্যায্য অধিকার ও সমমর্যাদা স্বীকৃত। যেমন-বাকস্বাধীনতা, ভোটাধিকার ও সমালোচনার অধিকার। নারী-পুরুষ পরস্পরের সহযোগী, প্রতিযোগী নয়। পরিবারে নারী-পুরুষ উভয়ই সংসারধর্ম পালন করবে এবং পারস্পরিক উন্নতির চেষ্টা করবে। স্বামী যেহেতু চাকুরি বা ব্যবসায় কর্মব্যস্ত, সেহেতু গৃহস্থলে সন্তানদের লালন, সুশিক্ষা প্রদান ও চরিত্র গঠনের মতো গুরুদায়িত্ব স্ত্রীকেই পালন করতে হয়। পরিবারে শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব উপেক্ষা না করে কোনো নারী যদি মেধা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মানজনক কোনো চাকুরি বা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তবে তা অতি উত্তম। স্বামীর সংসারে কর্ত্রী হিসেবে নারীর দায়িত্ব নির্ধারণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "স্ত্রী তার স্বামীর পরিজনবর্গের এবং সন্তানদের তত্ত্বাবধান-কারিণী"।[৫৮] বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালতে নারীরা স্ব স্ব যোগ্যতা ও মেধার গুণে নিজেদের কর্মসংস্থান করে নিচ্ছে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, নারীর প্রতি কুদৃষ্টি ও অসদাচরণ করা যেন কিছু মানুষের মজ্জাগত। নারী সহকর্মীকে কোথাও সম্মান প্রদর্শনের মানসিকতা হারিয়ে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার পর্যন্ত ক্ষুন্ন করা হয়, যা কর্মক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন ও অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করে। অথচ ইসলাম বিভিন্ন বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নারীর অধিকারকে সম্মানজনক মর্যাদায় উন্নীত করেছে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের ন্যায্য অধিকার, প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা না দেয়া বা উপেক্ষা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নারীদের কোণঠাসা করে না রেখে তাদের উচ্চতর শিক্ষা ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ অবারিত করে দেয়া দরকার। এজন্য নারী জাতির প্রাপ্য সম্মান, মর্যাদা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সবাইকে আন্তরিক হতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ সরকার নারী সমাজের দারিদ্র বিমোচন ও সর্বক্ষেত্রে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার লক্ষে যে, 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' ঘোষণা করেছে তার অনেকাংশই কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে উক্ত নীতিমালার মধ্যে যদি কুরআন-হাদীস থেকে অবশিষ্ট বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে নারীর পর্দা নিশ্চিত করা যেত এবং নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন করা হত। তাহলে সমাজের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ কমে আসত, নারী জাতির দারিদ্র সমস্যার সমাধান হত। অর্থনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক সর্বক্ষেত্রে তাদের মান-মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেত এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকত ইনশা'আল্লাহ।

৫.৬ ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

---

৫৮. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল জিহাদি আন রসূলিল্লাহ (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা'আ ফীল ইমাম, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৭০৫

Dhaka University Institutional Repository

ভবঘুরে সংক্রান্ত আইন রহিতপূর্বক সংশোধনসহ তা পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন যেহেতু ভবঘুরে সংক্রান্ত আইন রহিতপূর্বক সংশোধনসহ পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করা সমীচীন ও প্রয়োজন মনে করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ প্রণয়ন করে। এ আইনের মধ্যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, বোর্ড, আটক, ভবঘুরে ঘোষণা, আশ্রয়দান, অপরাধ, দণ্ড ও অন্যান্য আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সকল আলোচনার অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনাসহ উপস্থাপন করা হল।

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণে ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র জীবনব্যাপী আর্তমানবতার সেবা ও জনকল্যাণ করে গেছেন। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সুখ-দুঃখের খোঁজখবর নিতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর মাসজিদে সাহাবিদের দিকে ঘুরে বসে সবার খোঁজখবর নিতেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন, কারও অসুবিধা থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করতেন। যারা অসহায় মানুষদের খোঁজ খবর নেয়না এবং তাদেরকে খাবার প্রদান করে না কিংবা অন্যকে খাবার প্রদান উৎসাহ দেয় না, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠোর ভাষায় ধমক দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে সবাই যেন মিসকিনকে খাবার প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا.

অর্থ : "কখনো নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমদের দয়া–অনুগ্রহ প্রদর্শন কর না। আর তোমরা মিসকীনদের খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। আর তোমরা উত্তরাধিকারের সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ কর। আর তোমরা ধন–সম্পদকে অতিশয় ভালবাস"।[৫৯] সুতরাং, একজন মানুষ অন্যকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করবে। মনে করতে হবে, যেন সব মুসলমান একটি মানবদেহের মতো। দেহের যেকোনো স্থানে আঘাত লাগলে যেমন সমস্ত শরীরে ব্যথা অনুভূত হয়, তেমনি একজন মুসলমানের দুঃখে সব মুসলমান দুঃখিত হবে এবং তাকে সাহায্য করে দুঃখ মোচন করবে। হাদীস শরীফে এসেছে-

قال رسول ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা মু'মিনদেরকে পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের

৫৯. আল-কুরআন, ৮৯ : ১৭-২০

Dhaka University Institutional Repository

কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তাহলে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর এবং নিদ্রাহীনতাসহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। (যেমন- দেহের চক্ষু পীড়িত হলে সমস্ত দেহ পীড়িত হয়, মস্তিষ্ক পীড়িত হলে সারাদেহ পীড়িত হয়), অর্থাৎ একজন মুমিন বিপদে পড়লে সবাই তার বিপদে এগিয়ে আসবে এবং তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে"।[৬০] অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عن أبي هريرة عن النبي قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر عليه في الدنيا والآخرة و في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি পার্থিব জগতে কোন মু'মিনের দুনিয়ার বিপদসমূহ থেকে (সামান্য) একটি বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা তার কিয়ামাত দিবসের কষ্টসমূহ থেকে (ভীষণ) একটি কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবীর একটি অভাব (সাহায্যের দ্বারা) সহজ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা ইহ ও পরকালে তার সকল অভাব সহজ করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে (তার দোষ-ত্রুটি) ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে (তার দোষ-ত্রুটি) ঢেকে রাখবেন। যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সাহায্য করে ও জনকল্যাণে এগিয়ে আসে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করে থাকেন"। ৬১ অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

قال رسول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এক মু'মিন আরেক মু'মিনের জন্যে অট্রালিকা স্বরূপ। যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তি যুগিয়ে থাকে। অতঃপর তিনি এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন"।[৬২] অসহায় মানুষকে খাবার-পানি খাওয়ানোর গুরুত্ব তুলে ধরে হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبي هريرة قال قال رسول إن عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم

---

৬০. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু রহমাতিন নাসি ওয়াল বাহায়িমি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৫৬৬৫

৬১. ইমাম আবু দাউদ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু ফীল মাউনাতি লিল-মুসলিমি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৪৯৪৬

৬২. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু তা'ওয়াউনিল মু'মিনীনা বা'দহুম বা'দন, প্রাগুক্ত, হা. নং ৫৬৮০

Dhaka University Institutional Repository

استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, ওহে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে খাবার খাওয়াওনি। সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমোকে কিভাবে খাওয়াবো? তুমি তো সর্ব জগতের মালিক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানো না, তোমার কাছে আমার অমুক বান্দা খাবার চেয়েছিল। কিন্তু তুমি তাকে খাওয়াও নি। তুমি কি জান না, তুমি তাকে খাওয়ালে তা আজ এখানে আমার কাছে পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাও নি। সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমাকে কিভাবে পানি পান করাবো ? তুমি তো সর্ব জগতের মালিক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানো না, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল। কিন্তু তুমি তাকে পানি দাও নি। তুমি যদি তাকে পানি দিতে তা আজ এখানে আমার কাছে পেতে”।[৬৩] ইসলাম সৃষ্টির সেবা, জনকল্যাণ ও মানবসমাজের উপকারের জন্য নিজের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে সমাজজীবন থেকে অশান্তি ও অবজ্ঞা বিদূরিত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম শুধু মানুষের সেবা ও জনকল্যাণের প্রতিই উদ্বুদ্ধ করে না, বরং আল্লাহর সব সৃষ্টির প্রতি সেবাদানের ব্যাপারে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। এমনিভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের দৃষ্টিতে আর্তমানবতার সেবা ও জনকল্যাণের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার ফলে পারস্পরিক আন্তরিকতা, স্নেহ, মায়া-মমতা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভালোবাসা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিশ্চিতভাবে গড়ে উঠতে পারে, সমাজের ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। গবেষণা করে দেখা গেছে, দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরাকার ‘ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১’ নামে যে আইন ঘোষণা করেছে, তার অধিকাংশই শরী‘আর সাথে সংগতিপূর্ণ। তবে কুরআন-সুন্নাহ গবেষণা করে আরও প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় যদি এখানে সংযোজন করা যেত, তাহলে এর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম বাস্তবায়ন একধাপ এগিয়ে যেত ইনশা‘আল্লাহ।

৫.৭ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

৬৩. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : বাবু ফাদলি ‘ইয়াদাতিল মারিদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ২৫৬৯

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজন মনে করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২ প্রণয়ন করে। এ আইনের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে- (ক) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসাবে কাজ করা এবং দারিদ্র বিমোচনে সরকারের অন্যতম ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা; (খ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করা; (গ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা করা; (ঘ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা; (ঙ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি, শিক্ষা, উপকূলীয় ও জোয়ার-ভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা; (চ) সরকারি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে উহাদের চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা; (ছ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষায় নিয়োজিত দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা বা গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা; (জ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা; (ঝ) দারিদ্র বিমোচনে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে কাজ করা; (ঞ) কৃষি কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক গবেষণা ও কৃষি শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা করা; (ট) গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য গবেষণা করা; (ঠ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন নীতিমালা প্রণয়নে সরকারি নীতি নির্ধারকগণকে সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনাসহ উপস্থাপন করা হল।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সমাজের অসহায় মানুষের দারিদ্র বিমোচনের জন্য অসংখ্য উপাদানের সুযোগ করে দিয়েছেন। যেমন যাকাত, উশর, খারাজ, জিযিয়া কর, আল-ফাই, সাদাকাতুল ফিতর, কাফ্‌ফারা, নফল দান সদকা, ফিদিয়া, উদহিয়া বা কুরবানী, নযর বা মান্নত, হিবা, ওয়াক্‌ফ, ওয়াসিয়্যাত, করযে হাসানা, হাদী ইত্যাদি। যে কোন উত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচায়ক হচ্ছে তার সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্যে গৃহীত ব্যবস্থা। প্রচলিত সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শে এজন্যেই সমাজকল্যাণের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সে সবের কোনটিই

ইসলামের সমকক্ষ নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামেই জনকল্যাণের জন্যে সর্বপ্রথম সর্বাত্মক জোর ও সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে শুধু আল-কুরআনে ও হাদীস শরীফে যে নির্দেশ রয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে গোটা সমাজব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হওয়া সম্ভবপর। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আপন আপন মর্জি-মাফিক যতটুকু করতে ইচ্ছুক ততটুকুই মাত্র জনসাধারণ পেতে পারে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে একদলীয় সরকারের নিজস্ব নীতি ও প্রয়োজন অনুসারে জনকল্যাণমূলক নীতি গৃহীত হয়ে থাকে। এর কোনটিই পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু হতে পারে না। জনকল্যাণের জন্যে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ছাড়াও ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ব্যক্তিকেও নিজস্ব সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে। ব্যক্তির ধন-সম্পত্তিতে অন্যেরও হক বা অধিকার রয়েছে। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.

অর্থ : "তুমি আত্মীয়-স্বজন ও গরীব এবং পথের কাঙালগণকে তাদের পাওনা দিয়ে দাও"।[৬৪]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي ﷺ عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية.

অর্থ : ফাতেমা বিন কয়েস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাকাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তোমাদের ধন সম্পদে যাকাত ছাড়াও দরিদ্রদের অধিকার রয়েছে।[৬৫] ওপরের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তির উপার্জিত অর্থে তার নিজের ছাড়াও আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের অন্যান্য অভাবগ্রস্ত দের অধিকার রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হয় এবং তার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ প্রয়োজনের চেয়ে কম উপার্জন করে তাহলে সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ আত্মীয়কে সাহায্য করা তার সামাজিক দায়িত্ব। আত্মীয়দের মধ্যে কেউ এমন না থাকলে প্রতিবেশী বা পরিচিতদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত বা প্রয়োজন পূরণে অক্ষম ব্যক্তিকে সাহায্য করা ঐ ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। এমন ব্যাপকভাবে প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নির্দেশ পৃথিবীর আর কোন ধর্মে বা মতাদর্শে ইসলামের পূর্বেও দেয়া হয়নি, পরেও না। বস্তুত: এই নির্দেশের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব অনুভূতির প্রেরণা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয রাদি'আল্লাহু আনহু-কে ইয়ামানে প্রেরণকালে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা উল্লেখ করা যায়। তিনি তাঁকে বলেছিলেন-

---

৬৪. আল- কুরআন ১৭: ২৬

৬৫. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : মা জা'আ আন্না ফীল মালি হাক্কান সিওয়ায যাকাত, প্রাগুক্ত, হা. নং ৬৫৯

Dhaka University Institutional Repository

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

অর্থ : "তুমি ধনীদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করবে"।[৬৬] আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দরিদ্র ও মিসকীনের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। সুতরাং 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২' এর মধ্যে যদি দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী উপাদানসমূহ যেমন- যাকাত, উশর, দান-সাদাকা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা যেত এবং এগুলো অস্বীকার করা বা না দেয়ার শাস্তি বিধির মধ্যে নিয়ে আসা হত, তাহলে দারিদ্র বিমোচন আইন ও কর্মসূচি থেকে আরও অধিক মানুষ উপকৃত হত বলে আমাদের বিশ্বাস।

৫.৮ বয়স্কভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for Old Age Allowances programme (Revised), ২০১৩ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে দেশের দুঃস্থ, অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার তার সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে বয়স্কভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ, দুঃস্থ ও বার্ধক্যে আক্রান্ত স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণে এবং ভরণ-পোষণসহ পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থ বছর থেকে "বয়স্কভাতা" কর্মসূচি প্রবর্তন করে। এ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকৃত বয়স্ক ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিগণ যাতে এ ভাতার সুবিধা ভোগ করার সুযোগ লাভ করতে পারে সেজন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন কমিটি পুনর্গঠনসহ যুগোপযোগী "বয়স্কভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা" প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে "সামাজিক নিরাপত্তা বলয়" কর্মসূচি সুদৃঢ়করণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বয়স্কভাতা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান; পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি; আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে তাঁদের মনোবল জোরদারকরণ; চিকিৎসা ও পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধিতে

৬৬. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আয যাকাত, অনুচ্ছেদ : ওয়াজুবুয যাকাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৯, হা. নং ১৩৯৫

সহায়তা করা ইত্যাদি। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনাসহ উপস্থাপন করা হল।

দীর্ঘ দিন সীমাহীন কষ্ট ও অবর্ণনীয় যাতনা সহ্য করে মা সন্ড়ানকে গর্ভে ধারণ করেন। মায়ের পেটে সন্ড়ান যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে তার কষ্টের মাত্রা ততই বাড়তে থাকে। মৃত্যুযন্ত্রনা পার হয়ে যখন সন্ড়ান ভূমিষ্ট হয় তখন এ নবজাতককে ঘিরে মায়ের সব প্রত্যশা এবং স্বপ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে। এ নবজাতকের ভিতর সে দেখতে পায় জীবনের সব রূপ এবং সৌন্দর্য। যার ফলে দুনিয়ার প্রতি তার আগ্রহ এবং সম্পর্ক আরো গভীরতর হয়। পরম আদর-যত্নে সে শিশুর প্রতিপালনে ব্যস্ড় হয়ে পড়ে। নিজের শরীরের নির্যাস দিয়ে তার খাবারের ব্যবস্থা করে। নিজে কষ্ট করে তাকে সুখ দেয়। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে তাকে খাওয়ায়। নিজে নির্ঘূম রাত কাটায় সন্তানের ঘুমের জন্য। মা পরম আদর আর সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে সন্ড়ানকে ঘিরে রাখে সর্বক্ষণ। সন্ড়ান কোথাও গেলে আলণ্ঢাহর নিকট দু'আ করে যেন তার সন্ড়ান নিরাপদে ঘরে ফিরে আসে। সন্ড়ানও যে কোন বিপদে ছুটে আসে মায়ের কোলে। পরম নির্ভরতায় ভরে থাকে তার বুক। যত বিপদই আসুক না কেন মা যদি বুকের সাথে চেপে ধরে কিংবা স্নেহ মাখা দৃষ্টিতে একবার তাকায় তাহলে সব কষ্ট যেন নিমিষেই উধাও হয়ে যায়। এ হল মা। আর পিতা? তাকে তো সন্ড়ানের মুখে এক লোকমা আহার তুলে দেয়ার জন্য করতে হয় অক্লান্ড় পরিশ্রম। মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। সহ্য করতে হয় কত ধরনের কষ্ট এবং ক্লেশ। সন্ড়ানের জন্যই তো তাকে কখনো কখনো কৃপণতা করতে হয়। কখনো বা ভীর"তার পরিচয় দিতে হয়। সন্ড়ান কাছে গেলে হাঁসি মুখে তাকে বুকে টেনে নেয়। তার নিরাপত্তা ও শান্ড়ির জন্য সে যে কোন ধরনের বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্ড়ুত থাকে। ইত্যাদি কারণে আমাদের অস্ড়িত্বের প্রতিটি কোণা পিতা-মাতার নিকট ঋণী। আর তাই তো আল-কুরআনে আলণ্ঢাহ তা'আলার ইবাদাতের পরই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করার কথা উচ্চারিত হয়েছে বার বার। মহান আল্লাহ বলেন-

اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .

অর্থ : "তোমরা আল্লাহ ইবাদাত কর ও তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর"।[৬৭] বিশেষ করে পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়, তারা যেন তখন যে কোন ধরনের কষ্টের মুখোমুখি না হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সন্তানের। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে ভাল আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَّوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَّحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَي

৬৭. আল-কুরআন, ০৪ : ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ : "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম"।[৬৮] কোন অবস্থায় চিৎকার-চেচামেচি করা যাবে না। যখন তারা কথা বলবে অথবা কিছু চাইবে তখন উঁহু বলা যাবে না। পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে এ অধিকারটির প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হয়। কোন বিশেষ জ্ঞান, সম্পদ অথবা কোন পদ লাভ করার কারণে নিজেকে তাদের থেকে উঁচু মনে না করা। বরং সর্বদা মনে করবে আমি সেই ছোট সন্তান যাকে তারা কোলে তুলে নিত এবং যার ময়লা পরিষ্কার করত এবং যাকে খাওয়াত যখন সে নিজে খেতে পারত না। সে কি করে তাদের উপর বড়ত্বের দাবি করতে পারে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ.

অর্থ : "তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও"।[৬৯] বয়স্ক পিতা-মাতা কোনভাবে যেন আর্থিক সংকটের মধ্যে না পড়ে তা অবশ্যই সন্তান অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিশ্চিত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ.

অর্থ : "তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বল, তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। আর যে কোন ভাল কাজ তোমরা কর, নিশ্চয়ই সে ব্যাপারে আলণ্ডাহ সুপরিজ্ঞাত"।[৭০] পিতা-মাতার জন্য সম্পদ ব্যয়ে রাসূল (সা.) কি গুরুত্ব দিয়েছেন, তা নিচের হাদীসখানা থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়। হাদীসে এসেছে-

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلا قَ سُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ.

৬৮. আল-কুরআন, ৪৬ : ১৫

৬৯. আল-কুরআন, ১৭ : ২৪

৭০. আল-কুরআন, ০২ : ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার কিছু সম্পদ রয়েছে ও এক সন্তানও রয়েছে। আমার পিতা আমার সম্পদ দাবী করছেন, আমি এ মুহূর্তে কি করতে পারি? জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, "তুমি এবং তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার জন্য"।[৭১] সুতরাং যাদের বয়স্ক পিতা-মাতা আছে, তারা অবশ্যই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করে পিতা-মাতার সেবা করে যাবেন। আর যারা গরীব-অসহায় তারা বয়স্কভাতা গ্রহণ করবেন এবং যাকাত বা অন্যান্য দান-সাদাকা নেয়াও তার জন্য প্রযোজ্য। পরিকল্পিতভাবে যাকাত আদায় করে তার একটি অংশ অসহায়-গরীব বয়স্কদের মাঝে প্রদান করতে পারলে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে কিছুটা হলেও সহায়ক হবে ইনশা'আল্লাহ।

৫.৯ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for the Allowances programme of Insolvent Persons with Disabilities (Revised), ২০১৩ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

পৃথিবীর অন্যান্য কল্যাণ রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে দেশের দুঃস্থ, অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ইয়াতীম, প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার তার সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতরের মাধমে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দায়িত্ববোধের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের অঙ্গীকার প্রদান করছে। তথাপি, পৃথিবীর প্রায় দেশেই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সাধারণতঃ সমাজের অনগ্রসর ও দরিদ্রতম এবং পরনির্ভরশীল অংশ হিসেবেই রয়ে গেছে। অনগ্রসর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের অনগ্রসরতা, অসহায়ত্ব এবং বেকারত্ব ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রালয়ের অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০০৫-২০০৬ অর্থবছর হতে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (পুরুষ ও মহিলা) জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি

৭১. ইমাম ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুত তিজারাহ, অনুচ্ছেদ : বাবু মা লিররজুলি মিন মালি ওয়ালাদিহি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২২৯১

Dhaka University Institutional Repository

প্রবর্তন করেছে। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের মাঝে নিয়মিতভাবে ভাতা প্রদানের সুবিধার্থে একটি সুসংহত ও বাস্তবধর্মী নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নীতিমালাটি প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- ১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতি পূরণ, ২. অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ৩. দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়ন, ৪. সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণপূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান, ৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তকরণ ইত্যাদি। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনাসহ উপস্থাপন করা হল।

প্রতিবন্ধীর মান-সম্মান সংরক্ষণ, মানুষ হিসেবে তাদের অধিকার প্রদান ও তাদের সাথে কোমল ও সদাচরণ করতে ইসলাম চৌদ্দশত বছর আগেই সবার প্রতি আহ্বান করেছে। অবহেলা ও অবজ্ঞার স্বীকার না হয়ে সমাজে একজন সফল নাগরিক হিসেবে তাদেরকে জীবন যাপনের ব্যবস্থা করেছে। বাস্তবে দেখা গেছে তাদের কেউ কেউ সফলতার এমন পূর্ণ শিখরে আরোহণ করেছে যা অন্যদের জন্য মডেল হয়ে রয়েছে। ইসলাম প্রতিবন্ধীর প্রতি শুধু মানবিক আহ্বানই করে ক্ষান্ড় হয়নি, বরং সব ধরনের অসুস্থ ও রোগাক্রান্ড় মানুষ এ আহ্বানের মধ্যে শামিল। যে কোনো ধরনের রোগী ইসলামের পতাকাতলে অনুকম্পা, রহমত, দয়া ও কল্যাণ পেতে পারেন এবং ইজ্জত ও সম্মানের সাথে জীবন যাপন করতে পারেন। তাছাড়া প্রতিবন্ধীর প্রতি ইসলামের এ আহ্বান কোনো মৌসুম বা উপলক্ষ্যের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং এ বিধান রাসূল সালণ্ডালণ্ডাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ডামের নবুওতের মিশন থেকে শুর‍ হয়ে কিয়ামত পর্যন্ড় চলতে থাকবে।

আভিধানিক অর্থে প্রতিবন্ধী হচ্ছে, দৈহিক শক্তির একান্ড় অভাব বা অঙ্গহানি হেতু যারা আশৈশব বাধাপ্রাপ্ত, মূকবধির, অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে প্রতিবন্ধী হচ্ছে, দেহের কোনো অংশ বা তন্ত্র আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে, ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ীভাবে তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলা। মহান আলণ্ডাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ভাল-মন্দেরও সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে কিছু সৃষ্টিকে আমরা অনেক সময় অস্বাভাবিক ও বিকৃত দেখতে পাই। অনেকে এর দোষটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে দেয়; অথচ তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র দোষমুক্ত, আবার অনেকে সেই সৃষ্টিকেই দোষারোপ করে। বাস্ড়বে এদের সৃষ্টির পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ও রহস্য মহান। সেটা একমাত্র তিনিই জানেন। তবে কিছু কারণ অনুমান করা যেতে পারে। যেমন: বান্দা যেন মহান আলণ্ডাহর একচ্ছত্র ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে যে, তিনি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান। তিনি যেমন স্বাভাবিক সুন্দর সৃষ্টি করতে সক্ষম, তেমন তিনি এর ব্যতিক্রমও করতে সক্ষম। আলণ্ডাহ যাকে এই আপদ থেকে নিরাপদে

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছেন সে যেন নিজের প্রতি আলণ্ঢাহর দয়া ও অনুকম্পাকে স্মরণ করে, অতঃপর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কারণ আলণ্ঢাহ চাইলে তার ক্ষেত্রেও সেরকম করতে পারতেন। প্রতিবন্ধীকে আলণ্ঢাহ তা‘আলা এ বিপদের বিনিময়ে তাঁর সন্তুষ্টি, দয়া, ক্ষমা এবং জান্নাত দিতে চান। হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الجَنَّةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী কারীম সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ‘‘আমি যার দুই প্রিয়কে (দুই চোখকে) নিয়ে নিই, অতঃপর সে ধৈর্য ধরে ও নেকীর আশা করে, তাহলে আমি তার জন্য এর বিনিময়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হই না’’।[৭২] ড. আব্দুলণ্ঢাহ নাসেহ ‘উলওয়ান ‘তাকাফুল ইজতিমা‘য়ী ফিল ইসলাম’ কিতাবে বলেন, প্রতিবন্ধীর প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য চিন্ড়ধারার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এসব শারীরিক অক্ষম ও প্রতিবন্ধীরা রাষ্ট্র, সমাজ ও ধনীদের থেকে সাহায্য সহযোগিতা, ভালবাসা ও রহমত পাবে। হাদীসে এসেছে,

عَن اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ.

অর্থ : আবদুলণ্ঢাহ ইবন আমর রাদি‘আলণ্ঢাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বলেছেন : “আলণ্ঢাহ দয়ালুদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করেন। যারা যমীনে বসবাস করছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া কর, তাহলে যিনি আকাশে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। রাহেম শব্দটি (দয়া) রাহমান হতে উদ্গত। যে লোক দয়ার সম্পর্ক বজায় রাখে, আলণ্ঢাহও তার সাথে নিজ সম্পর্ক বজায় রাখেন। যে লোক দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আলণ্ঢাহও তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন”।[৭৩] অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنْ النعْمَان بْن بَشِير، يَقُول: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمى.

অর্থ : নু‘মান ইবন বশীর রাদি‘আলণ্ঢাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বলেছেন, “তুমি মুমিনদের পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা ও

---

৭২. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যুদিওয়াস সিলাহ আন রাসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা‘আ ফী যিহাবিল বাসার, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৪০১

৭৩. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : আশশাফাকাতু ওয়ার রহমাতু আলাল খলকি, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৯২৪

Dhaka University Institutional Repository

সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ড় হয়, তখন শরীরের সমস্ড় অঙ্গ-প্রতঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ গ্রহণ করে"।[৭৪] আমরা একথা নির্দ্বিধায় দাবী করতে পারি যে, ইসলামের ছায়াতলে প্রতিবন্ধীরা সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। যেমন ইবন আব্বাস রাদিয়ালণ্ঢাহু আনহু, 'আসিম আল-আহওয়াল, 'আমর ইবন আখতাব আল-আ'রাজ, 'আব্দুর রহমান আল-আ'সম ও আ'মাশ প্রমূখ। নবী কারীম সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম সবসময় প্রতিবন্ধীদেরকে সম্মান ও সহমর্মিতা দেখাতেন। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ، حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ. فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

অর্থ : আনাস রাদি'আলণ্ঢাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলার বুদ্ধিতে কিছু ত্রুটি ছিল। সে বললো, ইয়া রাসূলালণ্ঢাহ, আপনার সাথে আমার প্রয়োজন আছে। রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বললেন, "হে অমুকের মা, তুমি কোনো রাস্ড় দেখে নাও, আমি তোমার কাজ করে দেব"। তারপর তিনি কোনো পথের মধ্যে তার সাথে দেখা করলে সে তার কাজ সেরে নিল।[৭৫] আরেকটি হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ: أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ: سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ: أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ.

অর্থ : আয়েশা রাদি'আলণ্ঢাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "আলণ্ঢাহ তা'আলা আমার কাছে অহী পাঠিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের রাস্ড়ায় চলবে আলণ্ঢাহ তার জান্নাতের রাস্ড় সহজ করে দিবেন। আর আমি (আলণ্ঢাহ) যার দু'প্রিয় জিনিস (দু'চোখ) নিয়ে নিয়েছি তার জন্য জান্নাত রেখে দিয়েছি"।[৭৬] ইসলাম তাদের জন্য অনেক কঠিন কাজ সহজ করে দিয়েছে এবং তাদের থেকে কষ্ট দূর করেছে। অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে,

---

৭৪. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু রহমাতিন নাসি ওয়াল বাহায়িমি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৫৬৬৫

৭৫. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল ফাদায়িলি, অনুচ্ছেদ : বাবু কুরবিন নাবিয়্যি (সা.) মিনান নাসি ওয়া তাবারুরুকিহিম বিহী, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩২৬

৭৬. ইমাম আল-বায়হাকী, ïÕAve j Cgvb, অধ্যায় : আত-তাসিউ ওয়াছ ছালাছুনা মিন শু'আবিল ঈমান ওয়হুয়া বাবুন ফীল মাতা'য়িমি, অনুচ্ছেদ : ফী তিবিল মাতয়যামি ওয়াল মালবাসি ওয়া ইজতিনাব, হায়দারাবাদ : মাজলিসু

 Dhaka University Institutional Repository

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُو اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ: لاَ يَسْتَوِي ونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَي، فَقَالَ: رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَسْتَطِيعُ الجِهَادَ لَجَاهَدْتُ . وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى . زَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ .

অর্থ : যায়দ ইবন সাবিত রাদি'আলণ্ঢাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম যখন তাঁর উপর অবতীর্ণ আয়াতটি-

يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

[মুসলমানদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং আলণ্ঢাহর পথে জিহাদ করে তারা পরস্পর সমান নয়] তাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন, ঠিক সে সময় অন্ধ ইবন উম্মে মাকতুম রাদি'আলণ্ঢাহু 'আনহু সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলুলণ্ঢাহ! আমি যদি জিহাদে যেতে সক্ষম হতাম, তবে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতাম'। আর তিনি ছিলেন একজন অন্ধ ব্যক্তি। সে সময় আলণ্ঢাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর ওহী নাযিল করেন। তখন রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢামের উর" আমার উর"র উপর রাখা ছিল এবং তা আমার কাছে এতই ভারী মনে হচ্ছিল যে, আমি আমার উর" ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলাম। এরপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা কেটে গেল, এ সময় আলণ্ঢাহ তা'আলা **غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ** [তবে যাদের সমস্যা রয়েছে তার ব্যতীত] এ আয়াতাংশটি নাযিল করেন।[৭৭] আরেকটি হাদীসে এসেছে,

عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النائِمِ حَتى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ.

অর্থ : 'আয়িশা রাদি'আলণ্ঢাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বলেন : "তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে, ঘুমন্ড় ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, নাবালেগ যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় বা সুস্থ হয়। অধস্ড়ন রাবী আবূ বাকর (র.) এর বর্ণনায় আছে : বেহুঁশ ব্যক্তি যতক্ষণ না সে হুঁশ ফিরে পায়"।[৭৮] অন্ধ লোককে পথ না দেখিয়ে বিপথগামী করা, তাদেরকে অনর্থক কষ্ট দেয়া ও

দায়িরাতুল মা'আরিফ আন-নিযামিয়া, ১৩৪৪ হি., হা. নং : ৫৩২৪; শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, ˈgkKvZj gvmvexn, অধ্যায় : কিতাবুল ইল্ম, অনুচ্ছেদ : ...., প্রাগুক্ত, হা. নং ২৫৫, সনদ ছহীহ

৭৭. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবু তাফসিরীল কুরআন, সূরাতুন-নিসা, অনুচ্ছেদ : বাবু লা ইয়াসতা'য়িল ক্বয়িদুনা মিনাল মু'উমিনিনা ওয়াল মুজাহিদীনা ফী সাবিলিল্লাহ, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৮৩২

৭৮. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল হুদুদি আন রাসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা'আ ফী মান লা ইয়াজিবু আলাইহিল হাদ্দু, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৪২৩

Dhaka University Institutional Repository

উপহাস করা থেকে নবী সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ.

অর্থ : "সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে অন্ধকে পথ ভুলিয়ে দিল"।[৭৯] প্রতিবন্ধীদের প্রতি ইসলামের নবীর রহমত আরো স্পষ্ট হয় যখন তিনি তাদের কষ্ট লাঘবে শান্ড়্না ও বিপদে ধৈর্যধারণের জন্য দু'আর প্রচলন করেছেন। এতে তাদের মনের শক্তি ও চেতনা বৃদ্ধি পায়। যেমন,

عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ع اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.قَالَ: فَادْعُهُ، قَالَ:فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ.

অর্থ : উসমান ইবনু হুনাইফ রাদি'আলণ্ঢাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। এক অন্ধ লোক নবী সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢামের নিকট এসে বললো, আপনি আলণ্ঢাহর কাছে আমার জন্য দু'আ কর"ন। তিনি যেন আমাকে রোগমুক্তি দান করেন। তিনি বলেন : তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য দু'আ করতে বিলম্ব করবো, আর তা হবে কল্যাণকর। আর তুমি চাইলে আমি এখনি দু'আ করবো। সে বললো, তাঁর নিকট দু'আ কর"ন। তিনি তাকে উত্তমরূপে অযু করার পর দু' রাক'আত সালাত পড়ে এ দু'আ করতে বলেন: "হে আলণ্ঢাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, রহমতের নবী মুহাম্মাদ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢামের মাধ্যমে দিয়ে, আমি তোমার প্রতি নিবিষ্ট হলাম। হে মুহাম্মাদ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম! আমার চাহিদা পূরণের জন্য আমি আপনার মাধ্যমে আমার রবের প্রতি মনোযোগী হলাম, যাতে আমার প্রয়োজন মিটে। হে আলণ্ঢাহ্! আমার জন্য তাঁর সুপারিশ কবুল করো"।[৮০] আরেকটি হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ حَضَرَ ذَلِكَ قَالَ: أَتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى أُقْتَلَ أَمْشِي بِرِجْلِي هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الْجَنَّةِ؟، وَكَانَتْ رِجْلُهُ عَرْجَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ. فَقَتَلُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ هُوَ وَابْنُ أَخِيهِ وَمَوْلًى لَهُمْ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكَ تَمْشِي بِرِجْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الْجَنَّةِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا وَبِمَوْلَاهُمَا فَجُعِلُوا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.

---

৭৯. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, Avj-gmbv`, অধ্যায় : মুসনাদু বনী হাশিম, মুসনাদু আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আব্দিল মুত্তালিব, পরিচ্ছেদ : বিদায়াতু মুসনাদি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.), প্রাগুক্ত, হা. নং ১৮৭৮

৮০. ইমাম ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবু ইক্বামাতিস সালাতি ওয়াস সুন্নাতি ফীহা, অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা'আ ফী সালাতিল হাজাতি, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৩৮৫

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : আবূ কাতাদাহ রাদি'আলণ্ঢাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 'আমর ইবন জামুহ রাদি'আলণ্ঢাহু 'আনহু রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলালণ্ঢাহ! আমি যদি আলণ্ঢাহর পথে জিহাদ করে শহীদ হই তাহলে জান্নাতে আমি কি সুস্থ স্বাভাবিক পায়ে হাঁটতে পারব? তার পা পঙ্গু ছিল। রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বললেন, হ্যাঁ। ওহুদের যুদ্ধে তিনি, তার এক ভাইপো ও তাদের একজন দাস শহীদ হন। তার কাছ দিয়ে রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম যাওয়ার সময় তাকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমি যেন তোমাকে জান্নাতে সুস্থ স্বাভাবিক পায়ে হাঁটতে দেখতেছি"। রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম তাদের দু'জন ও গোলামকে এক কবরে দাফন করতে আদেশ দিলেন, ফলে তারা তাদেরকে এক কবরে দাফন করলেন।[৮১] আরেকটি হাদীসে এসেছে,

نَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى.

অর্থ : আনাস ইবন মালিক রাদি'আলণ্ঢাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম ইবন উম্মে মাকতুম রাদি'আলণ্ঢাহু 'আনহুকে মদীনায় দু'বার তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সালাতের ইমামতি করেছেন।[৮২]

ইসলামের খলিফাগণও প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢামের পথ অনুসরণ করেছেন। তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিবন্ধীদের শারীরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও তাদের সব ধরনের প্রয়োজন পূরণ করেছেন। খলিফা উমর ইবন আব্দুল আযীয রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢামের এ মহান উদার পন্থা অনুসরণ করে সব প্রদেশে ফরমান জারি করলেন যে, সব অন্ধ, অক্ষম, পেণ্ঢগ রোগী ও এমন অঙ্গ বৈকল্য যা তাকে সালাতে যেতে বাঁধা দেয় তাদের পরিসংখ্যান করতে আদেশ করেন। ফলে তারা এ সব লোকের তালিকা করে খলিফার কাছে পেশ করলে তিনি প্রত্যেক অন্ধের জন্য একজন সাহায্যকারী নিয়োগ করেন, আর প্রতি দু'জন প্রতিবন্ধীর জন্য একজন খাদেম নিযুক্ত করেন যে তাদের দেখাশুনা ও সেবা করবে। এমনিভাবে তিনি সব প্রতিবন্ধীর পরিসংখ্যান করেন এবং সবার জন্য সাহায্যকারী ও খাদেম নিযুক্ত করেন যাতে তারা সালাতে উপস্থিত হতে পারে।[৮৩] একই কাজ উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবন

---

৮১. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, A\j-gmbv', অধ্যায় : মুসনাদুল আশারাতিল মুবাশ্বারাতি বিলজান্নাতি, মুসনাদুলআনসার, পরিচ্ছেদ : হাদিসু আবি কাতাদাহ আল-আনসারী (রা.), প্রাগুক্ত, হা. নং ২১৯৫৯

৮২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, A\j-gmbv', অধ্যায় : বাক্বী মুসনাদিল মুকছিরীন, পরিচ্ছেদ : মুসনাদু আনাস বিন মালিক (রা.), প্রাগুক্ত, হা. নং ১২৫৮৮

৮৩. https://www.islamhouse.com/bn_protibondhi_der_bapare_islam_er_dristivongi, abdu_ llah_al_mamun_al_azhari, 05.07.16

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল মালিক করেছেন। তিনি সর্বপথম প্রতিবন্ধীদের দেখাশুনার জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ৮৮ হিজরী মোতাবেক ৭০৭ খ্রিস্টাব্দে তাদের দেখভালের জন্য বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এতে তিনি ডাক্তার ও সেবক নিয়োগ করেন, তাদের জন্য বেতন প্রচলন করেন। প্রতিবন্ধীদেরকে নিয়মিত ভাতা প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে না। এভাবে তিনি তাদেরকে মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে মুক্ত করেন। সব অক্ষম, পঙ্গু ও অন্ধের জন্য খাদেম নিযুক্ত করেন। মামালিকদের যুগে সুলতান ক্বালাউন প্রতিবন্ধীদের জন্য মারিসতান তথা হাসপাতাল নির্মাণ করেন, এতে প্রতিবন্ধী রোগীরা বিশেষ চিকিৎসা ও সুযোগ সুবিধা পেতো। রোগীর চিকিৎসা শেষে তাদেরকে বিশেষ ভাতা দেয়া হতো যা দ্বারা তারা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ পর্যন্ড় কাজ না করে চলতে পারত।[৮৪] এভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীরা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করে থাকেন যা অন্য কোন সমাজে পাওয়া সম্ভব নয়। ইসলামে প্রতিবন্ধীদের অধিকার আদায়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে ইনশা'আল্লাহ।

৫.১০ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) Implementation Manual for Allowances to the Husband Deserted Destitute women and the Widow (Revised) ২০১৩ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের পল্লী এলাকায় বসবাসরত অধিকাংশ মানুষই দারিদ্র পীড়িত। এদের মধ্যে মহিলাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। গ্রামের দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও করুণ। সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পল্লী অঞ্চলের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের দারিদ্র ও অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদানের প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৮ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করা হয়। ঐ বছর থেকেই বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে ভাতা প্রদান কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনার ব্যাপারে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং অদ্যবধি তা বাস্তবায়ন করে আসছে। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে নিয়মিতভাবে ভাতা প্রদানের সুবিধার্থে একটি সুসংহত ও বাস্তবধর্মী নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ

৮৪. *Ibid*

 Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নীতিমালাটি প্রণয়ন করা হলো। এ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- ১. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, ২. পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি, ৩. আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে তাঁদের মনোবল জোরদার করা, ৪. চিকিৎসা সহায়তা ও পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনাসহ উপস্থাপন করা হল।

মানুষের জীবন-মরণ আলণ্ডাহর হাতে। স্বামীর আগে স্ত্রী মারা যায় আবার স্ত্রীর আগেও স্বামী মারা যায়। এখানে কারো মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমাদের সমাজে কোনো পুর“ষের স্ত্রী মারা গেলে ওই পুর“ষের জন্য পরিবার ও সমাজের লোকদের অনুতাপ-সমবেদনার সীমা থাকে না। মাস না ঘুরতেই তাকে বিয়ে করাতে উঠেপড়ে লেগে যায়। কিন্তু কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে অনেকেই তাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে চায় না। অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর জন্য তাকেই দায়ী করা হয়। এমনকি তাকে 'অপয়া' 'অলক্ষ্মী' ইত্যাদি মনে করা হয়। এভাবে বিধবা নারীরা সমাজে ভীষণভাবে অবহেলিত। ইসলামে নারীর মর্যাদার পাশাপাশি বিধবার সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন বিধবা কখনোই সমাজ-সংসারের বোঝা নয়। ইসলামের শুর“ থেকেই বিধবাকে ইসলাম মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। হযরত রাসূলুলণ্ডাহ (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রা.) ছাড়া অন্য সব স্ত্রী ছিলেন বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা। রাসূলুলণ্ডাহ (সা.) তাঁর থেকে প্রায় অর্ধেক বয়স বেশি ৪০ বছর বয়স্কা বিধবা নারী হযরত খাদিজা (রা.) কে সর্বপ্রথম বিয়ে করেন। খাদিজা (রা.)-এর ইন্তিকালের পর ক্রমান্বয়ে দশজন নারীকে বিয়ে করেন, যাদের আটজনই ছিলেন বিধবা। তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসার, মানবিক কারণ, বিশেষ করে তৎকালীন আরবের কুসংস্কার উচ্ছেদ করে বিধবাদের অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য এসব বিয়ে করেছিলেন। ইসলাম বিধবা নারীদের অনেক অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলণ্ডাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের স্ত্রীদের কর্তব্য হলো চার মাস দশ দিন পর্যন্ড় অপেক্ষা করা। এরপর যখন ইদ্দত (চার মাস দশ দিন) পূর্ণ করে নেবে, তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে বিধিমতো ব্যবস্থা নিলে তাতে কোন পাপ নেই। আর তোমরা যা কর, আলণ্ডাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত আছেন"।[৮৫] এখানে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীদেরকে ইদ্দত পালনের চার

৮৫. আল-কুরআন, ০২ : ২৩৪

মাস দশ দিন অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বাকি জীবন কিভাবে কাটাবেন সে ব্যাপারে সেই নারীরা বিধি অনুযায়ী সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ড় নেয়ার অধিকার রাখেন। ইচ্ছা করলে তারা দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারবে এবং অন্য পুর‍ষরাও তার কাছে বিয়ের প্রস্ড়াব পাঠাতে পারবে। স্বামীর মৃত্যুর পর তারা এক বছর পর্যন্ড় ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার রাখেন। স্ব-ইচ্ছায় অন্যত্র যেতে না চাইলে শ্বশুর বাড়ির লোকজন যেন তাদের বাড়ি থেকে জোর করে বের করে না দেন সে নির্দেশও পবিত্র কুরআনে দেয়া হয়েছে।

বিয়ের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মোহরানা, স্বামীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং পিতার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত যে সম্পদ নারীরা পান তা একান্ড়ভাবেই তাদের। আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! নারীদেরকে জোরপূর্বক উত্তরাধিকারের পণ্য হিসেবে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় এবং তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কোনো অংশ তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেবার জন্য তাদেরকে আটকে রেখো না; যতক্ষণ পর্যন্ড় না তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর, এমনকি তোমরা যদি তাদেরকে পছন্দ নাও কর, এমনও তো হতে পারে যা তোমরা অপছন্দ কর, তাতেই আলণ্ঢাহ অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন"।[৮৬] অনেক নারী এমন আছেন, যারা বিধবা হওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে আগ্রহী হন না। কষ্ট হলেও একাকী জীবনযাপনের পথই বেছে নেন। রাসূলে মাকবুল (সা.) তাদের জন্য সান্তনা ও আখিরাতের সুসংবাদ জানিয়ে আশ্বস্ড় করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **: أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حتى بانوا أو ماتوا.**

অর্থ : হযরত আউফ বিন মালিক আশজায়ী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) বলেছেন, "আমি এবং কষ্ট ও মেহনতের কারণে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মহিলা কিয়ামতের দিন দুই আঙ্গুলের মতো কাছাকাছি থাকব। তখন রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) তর্জনী ও মধ্যমা পাশাপাশি করে দেখালেন। বংশীয় কৌলিন্য ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী যে বিধবা নারী প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ইয়াতীম

---

৮৬. আল-কুরআন, ০৪ : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে”।[৮৭] অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ تَأْتِي امْرَأَةٌ تُبَادِرُنِي فَأَقُولُ لَهَا: مَا لَكِ؟ وَمَا أَنْتِ؟فَتَقُولُ: أَنَا امْرَأَةٌقَعَدْتُ عَلَى أَيْتَامٍ لِي.

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, আমিই ঐ ব্যক্তি যার জন্য সর্ব প্রথম জান্নাতের দরজা খোলা হবে। কিন্তু এক মহিলা এসে আমার আগে জান্নাতে যেতে চাইবে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো যে, তোমার কি হল? তুমি কে? তখন সে বলবে, আমি ঐ মহিলা যে স্বীয় এতিম বাচ্চার লালন পালনের জন্য নিজেকে আটকে রেখেছে [বিবাহ করা থেকে]।[৮৮] যেসব বিধবা বিয়ের যোগ্য বয়সের নয়, আবার তাদের কোন সন্ড়ানও নেই। সেসব বিধবাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়াকে অনেক বড় পূণ্যের কাজ বলে রাসূল (সা.) ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন, হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ،كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ.

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, “বিধবা এবং মিসকিনের সহযোগিতাকারী আলণ্ঢাহর রাস্ড়ায় জিহাদকারীর ন্যায়, বা সর্বদা রাতে নামাযরত ও দিনের বেলা রোযাদার ব্যক্তির মত”।[৮৯] এরকম আরো অসংখ্য হাদীস প্রমাণ করে প্রতিটি সামর্থবান ব্যক্তি বিধবা নারীদের যথাযথ সম্মান ও প্রয়োজনে সহযোগিতা করা উচিত। এটাই ইসলাম এবং মানবতার দাবি।

আসলে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারীর শোকে কাতর হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। নিরাপদ আশ্রয় ও মানবিক মর্যাদা হারানোর কারণে সমাজ-সম্প্রদায়ে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণও তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। একজন বিধবা নারী তার উত্তরাধিকার সম্পত্তি, সন্ড়ান, স্বামী, সংসার, দেনমোহর, নিরাপদে কাজ করা, সমাজের কাছে সাহায্য পাওয়া, সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রাখেন। কিন্তু তারা এই অধিকারগুলো পাচ্ছেন না। একজন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য যে ধরনের মর্যাদা প্রয়োজন তা বিধবা হওয়ার মধ্য দিয়ে হারাতে হয় এবং রাষ্ট্রীয়

---

৮৭. ইমাম আবু দাউদ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আবওয়াবুন নাওম, অনুচ্ছেদ : বাবু ফী ফাদলি মান আলা ইয়াতিমান, প্রাগুক্ত, হা. নং ৫১৪৯

৮৮. আহমাদ বিন আলী বিন হাজার আল আসকালানী, dvZûj evix dx kvi‡n mnxwnj eLvix, অধ্যায় : কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু ফাদলি মান ইয়াউলু ইয়াতিমান, বৈরুত : দারুত রইয়্যান লিত-তুরাছ, ১৯৮৬ খ্রি., খ. ৯, হা. নং ৫৬৫৯

৮৯. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুন নাফাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু ফাদলিন নাফাক্বাতি আলাল আরদি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৫০৩৮

Dhaka University Institutional Repository

কোনো প্রচেষ্টাও তাদের জন্য পরিলক্ষিত হয় না। পরিবার এবং সমাজে তাদের প্রতি যে বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সে কারণে তারা নিজেরাও নিজেদের গুরুত্বহীন বলে মনে করেন, ভাগ্যকে দায়ী করেন। এমতাবস্থায় বিধবা নারীদের চাহিদা মোতাবেক তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের আর্থিক, সামাজিক এবং মানসিক দুরবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানো প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, বিধবা মানেই অভিশাপ নয়। একথা আমাদের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। অসহায় বিধবাদের পাশে দাঁড়ানো প্রতিটি মানবিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যই জরুরী। তাই আসুন বৈধব্যকে অভিশাপ না মেনে কাছে টেনে মায়ের, বোনের মর্যাদা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের বঞ্চিত নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করার তৌফিক দান করুন। ইসলামে অসহায়-বিধবাদের যাকাত ও বিভিন্ন দান-সাদাকা প্রদানের মাধ্যমেও তাদেরকে সাবলম্বী করার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে দারিদ্র বিমোচনের জন্য বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫.১১ প্রবীণ বিষয়ক নীতিমালা NATIONAL POLICY ON OLDER PERSONS, (দ্বিতীয় খসড়া-২০১৩) এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

প্রবীণ ব্যক্তিগণ দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশি। বাংলাদেশে প্রবীণ জনসংখ্যা ১৯৯১ সালে ছিল ৬০ (ষাট) লক্ষ এবং ২০১১ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৩ লক্ষে। এ ২০ (কুড়ি) বৎসরে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৩ (তিপ্পান্ন) লক্ষ অর্থাৎ বাৎসরিক গড় বৃদ্ধির হার ৪.৪১ শতাংশ (প্রায়)। প্রবীণ জনসংখ্যার বৃদ্ধির এ অব্যাহত হার অনুযায়ী আগামী ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসরে প্রবীণ জনসংখ্যা উন্নয়নশীল দেশসমূহের মোট জনসংখ্যার ১৯% দাঁড়াবে। বিশ্বময় এ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক রূপান্তর ব্যক্তি, সমাজ, জাতীয় ও আর্থ-সামাজিক জীবনে মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলবে। কারণ প্রবীণ ব্যক্তিরা বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভোগেন এবং বার্ধক্য বর্তমান বিশ্বের একটি অন্যতম সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। প্রবীণদের বার্ধক্য, স্বাস্থ্যসমস্যা, কর্ম অক্ষমতা, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিয়ে তাদের কল্যাণের জন্য সরকারিভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রবীণ ব্যক্তিদের সার্বিক কল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক সুরক্ষার জন্য বয়স্কভাতাসহ কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন শুরু করেছে। সরকার প্রবীণদের অধিকার, উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থায়ী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা আবশ্যক হওয়ায় ‘‘প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা’’ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার আলোকে প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goal and Objectives) হচ্ছে- প্রবীণদের দারিদ্রমুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করা; সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালাসমূহে (স্বাস্থ্যনীতি, নারী উন্নয়ন নীতি, গৃহায়ন, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি নীতিমালাসমূহ) প্রবীণ বিষয়টিকে গুরুত্বের সহিত অন্তর্ভুক্ত করা এবং যথাযথ কর্মপরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট করিয়া তা বাস্তবায়ন করা; বাংলাদেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবদানের স্বীকৃতিসহ সামগ্রিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা; প্রবীণ নারী এবং প্রতিবন্ধী প্রবীণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত সকল বৈষম্য ও অবহেলা দূর করে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি।

এ সমস্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য নীতিমালার মধ্যে প্রবীণ ব্যক্তির পরিচয়, বাংলাদেশের সংবিধানে প্রবীণ ব্যক্তি (Older Persons in the Constitution of Bangladesh), প্রবীণ ব্যক্তিদের অবদানের স্বীকৃতি (Recognition of the contribution of Older Persons), প্রবীণ ব্যক্তির সামাজিক সুযোগ-সুবিধা (Social Facilities for Older persons), জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা (Security in Life and Property of Older Persons), দারিদ্র দূরীকরণ (Poverty Reduction), আর্থিক নিরাপত্তা (Financial Security) ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আসা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল।

প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা NATIONAL POLICY ON OLDER PERSONS, (দ্বিতীয় খসড়া-২০১৩) এর ৭নং ধারার ৫নং উপধারায় বলা হয়েছে যে, 'প্রত্যেক প্রজন্মকে তাদের মাতা-পিতা এবং প্রবীণ স্বজনদের সেবা প্রদানে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা'। এ নীতিমালাটি কুরআন ও হাদীসের সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। ইসলামে পিতামাতার প্রতি যে সম্মান, মর্যাদা ও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে পৃথিবীর আর কোথাও তা হয়নি। ইসলামে মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আলণ্ঢাহর পরই পিতা-মাতাকে স্থান দেয়া হয়েছে। মহান আলণ্ঢাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন,

وَقضَى رَبُّكَ ألاَّ تَعْبُدُواْ إلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

অর্থ : "আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোনো একজন অথবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছে তাহলে তুমি তাদের উহ্ পর্যন্ড় বলবে না, তাদের ধমক দেবে না, বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদাসহকারে সম্মানজনক কথা বলবে। বিনয় ও নম্রতার বাহু তাদের জন্য

সম্প্রসারিত করবে। আর এ দু'আ করতে থাকবে: হে প্রভু, এদের প্রতি রহমত বর্ষণ কর‍ুন, যেমন করে তারা স্নেহ-মমতাসহকারে শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন"।[৯০] কুরআনে অসংখ্যবার বলা হয়েছে, আলণ্ঢাহর সাথে শিরক না করতে এবং তার পরপরই বলা হয়েছে মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। সদ্ব্যবহার এমনভাবে করতে হবে তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে উহ শব্দটিও করা নিষেধ। তাদের সাথে উচ্চস্বরে নয় বরং বিনীতভাবে কথা বলার জন্য আলণ্ঢাহ আদেশ করেছেন। আলণ্ঢাহ সুবহানাহু তা'আলা আরো বলেছেন,

وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

অর্থ : "আমি মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি"।[৯১] তিনি আরো বলেছেন,

وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

অর্থ : "আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্ট ও দুর্বলতার ওপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে বহন করেছে। আর তাকে একাধারে দুই বছর দুধ পান করিয়েছে। অতএব আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক এবং পিতা-মাতার প্রতিও। আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে"।[৯২] হাদীস শরীফে এসেছে-

عن عبد بن عمرو بن العاص قال أقبل رجل إلى نبي فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من قال فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.

অর্থ : হযরত আবদুলণ্ঢাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি আলণ্ঢাহর নবী (সা.) এর সামনে এসে বলল, আমি আপনার কাছে হিজরত ও জিহাদ করার বাইয়াত গ্রহণ করতে চাই এবং আলণ্ঢাহ তা'আলার কাছে সওয়াবের আশা রাখি। তিনি বললেন: তোমার পিতা-মাতার কেউ কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ, বরং উভয়ই জীবিত আছেন। তিনি

৯০. আল-কুরআন, ১৭ : ২৩-২৪

৯১. আল-কুরআন, ২৯ : ০৮

৯২. আল-কুরআন, ৩১ : ১৪

Dhaka University Institutional Repository

বলেন: তারপরও তুমি আলণ্ঢাহর কাছে প্রতিদান আশা করো? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমার পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো”।[৯৩] অন্য হাদীসে এসেছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول فقال يا رسول من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.)-এর কাছে বলল, ইয়া রাসূলালণ্ঢাহ? আমার কাছে সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা অধিক অধিকারী কে? “তিনি বললেন : তোমার মাতা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন : তোমার মাতা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা”।[৯৪] অন্য আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে-

عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول ما حق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك ونارك.

অর্থ : মহানবী (সা.) বলেছেন, “তারাই (পিতা-মাতা) তোমার জান্নাত, তারাই তোমার জাহান্নাম”।[৯৫] অর্থাৎ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ফলে আলণ্ঢাহ জান্নাত দান করবেন। আর তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করার ফলে অনেকে অন্যান্য সৎ কাজ সত্ত্বেও জাহান্নামি হয়ে যাবে। রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) আরও বলেছেন,

رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد.

অর্থ : “পিতার সন্তুষ্টিতে আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আলণ্ঢাহর অসন্তুষ্টি”।[৯৬] আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে-

أن رجلا جاء إلى النبي فقال يا رسول أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال هل لك من أم قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها.

অর্থ : ‘একদা এক লোক নবী কারীম (সা.) এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি। আমি এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ করতে এসেছি। তিনি

---

৯৩. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু বিররিল ওয়ালিদাইন ওয়া আন্নাহুমা আহাক্কু বিহি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৫৪৯

৯৪. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু মান আহাক্কুন নাসি বিহসনিস সুহবাহ, প্রাগুক্ত, হা. নং ৫৬২৬

৯৫. ইমাম ইবনে মাজাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ : বাবু বিররিল ওয়ালিদাইন, প্রাগুক্ত, হা. নং ৩৬৬২

৯৬. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা‘আ মিনাল ফাদলি ফী রিদাল ওয়ালিদাইন, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৮৯৯

Dhaka University Institutional Repository

বললেন, তোমার কি মা আছে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাঁর সেবা-যত্ন কর। কেননা মায়ের পায়ের নিচে সন্ড়ানের বেহেশত'।[৯৭] অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عن أبي هريرة عن النبي قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة.

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) বলেছেন, "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাদের সেবা করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না"।[৯৮] পিতা-মাতার সেবা করাকে যেখানে জিহাদের ওপরে স্থান দেয়া হয়েছে, সেখানে পুত্রবধূর সাথে অথবা সন্ড়ানদের সাথে বনিবনা না হওয়ায় তাদের আশ্রমে পাঠিয়ে দেয়া কোনো মুসলমানের কাজ হতে পারে না। সংখ্যাগুর" মুসলিম দেশে বৃদ্ধাশ্রমের অস্ড়িত্ব ও বিকাশ লাভ তাই শুধু দুঃখজনকই নয় অমানবিক ও অবাঞ্ছিতও বটে। এটা প্রমাণ করে, আমাদের সমাজে ও পরিবারে বয়স্করা অসম্মানিত ও অবহেলিত এবং মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে তারা কত দূরে! উপরন্তু ধর্মহীন শিক্ষা ও বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনে মুসলমানেরা নিজেদের অমূল্য শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছে।

প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা NATIONAL POLICY ON OLDER PERSONS, (দ্বিতীয় খসড়া-২০১৩) এর ৯নং ধারার [জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা (Security in Life and Property of Older Persons)] ১নং উপধারায় বলা হয়েছে যে, 'সমাজ ও পরিবারে প্রবীণ ব্যক্তিরা যাতে অবহেলা, অবজ্ঞা, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার না হন উহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা'। এ নীতিমালাটিও কুরআন ও হাদীসের সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। এ পৃথিবীর বুকে পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয়। আদম 'আলাইহিস সালাম ও হাওয়া 'আলাইহিস সালাম এরপর যারাই পৃথিবীতে আগমন করেছেন, প্রত্যেককেই কোন না কোন মায়ের গর্ভে জন্ম নেয়া মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছেন। পিতা-মাতার মাধ্যম ছাড়া কোন সন্তান কল্পনা করা যায় না। সন্তান গর্ভে ধারণ, লালন পালন করে বড় করে তোলা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার এটা ভূক্ত ভোগীরাই ভালো জানেন। সময়ের ব্যবধানে পিতা মাতা কর্মক্ষম দুর্বল হয়। আর দুর্বল সন্তানেরা সক্ষম আর সবল হয়, তাই সন্তানের অক্ষমতা আর দূর্বলতার সময়ে যেমন মাতা-পিতা তাদের আদর স্নেহ ভালবাসা দিয়ে সন্তানদের সক্ষম করে তোলেছে, তেমনি পিতা-মাতার কর্মক্ষম ও দূর্বলতার মূহূর্তে সন্তানেরা এগিয়ে আসবে এটাই মাতা-পিতার একান্ত কামনা। সেজন্য মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা

---

৯৭. ইমাম নাসায়ী, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল-জিহাদ, অনুচ্ছেদ : আর-রুখসাতু ফীত-তাখাল্লুফি লিমান লাহু ওয়ালিদাতুন, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ৩১০৪

৯৮. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু রগিমা আনফু মান আদরাকা আবওয়াইহি আও আহাদহুমা ইনদাল কিবারি ফালাম ইয়াদখুলাল জান্নাতা, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৫৫১

Dhaka University Institutional Repository

পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের বাল্য জীবনের ভালবাসার ন্যায়ই সারা জীবন তা মজবুত ও বহাল রাখার আদেশ দিয়েছেন। তবে পিতা-মাতা যদি কুফর, শিরক ও তাগুতের পক্ষে ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান নিতে বলে তা মান্য করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যদি পিতা-মাতা শিরক করার জন্য চাপ দেয় তবে তা অনুসরণ করা যাবে না। তারপরও তোমরা তাদের সাথে পৃথিবীর জীবনে উত্তম ব্যবহার করবে।[৯৯] ইসলাম বৃদ্ধদেরকে অসাধারণ শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে-

قل رسول ما أكرم شب شيخا لسنه إلا قيض له من يكرمه عند سنه.

অর্থ : রাসূলে মাকবুল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি একজন বয়োবৃদ্ধের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করবে আলণ্ঢাহ রাব্বুল 'আলামীন তাকে কিয়ামতের দিন সকল ভয় ভীতি আশঙ্কা থেকে নিরাপদ রাখবেন"।[১০০] বৃদ্ধদের শ্রদ্ধা সম্মান করা আর ছোটদের স্নেহ করা ইসলামী নৈতিকতার অন্যতম বিধান। ইমাম আলী (আ.) এর একটি উক্তি এক্ষেত্রে উলেণ্ঢখযোগ্য : 'জ্ঞানীকে তার জ্ঞানের জন্য, বৃদ্ধকে তার বয়সের জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে হবে'। সুখের বিষয় ইরানসহ বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে বৃদ্ধদের শ্রদ্ধা সম্মান করার ইসলামী বিধানটির শেকড় বেশ গভীরে প্রোথিত। বিশ্বের সকল বৃদ্ধ শ্রদ্ধা ও সম্মানে অভিষিক্ত হোক, একটি পরিবারের সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তির সম্মান পাক-এই প্রত্যাশা করছি।

প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা NATIONAL POLICY ON OLDER PERSONS, (দ্বিতীয় খসড়া-২০১৩) এর ৯নং ধারার [জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা (Security in Life and Property of Older Persons)] ২নং উপধারায় বলা হয়েছে 'পরিবারে প্রবীণ পুরুষ ও প্রবীণ নারীদের ন্যায্য সম্পত্তি ভোগের অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং আইনগতভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা'। এ নীতিমালাটিও কুরআন ও হাদীসের সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

অর্থ : "আর তার মাতা-পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্ড়ান থাকে। আর যদি তার সন্ড়ান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা-পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে

৯৯. আল-কুরআন, ৩১ : ১৫

১০০. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু মা জা'আ ফী ইজলালিল কাবির , প্রাগুক্ত, হা. নং ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

অথবা ঋণ পরিশোধের পর" ।[১০১]এটা অত্যন্ড় দুঃখজনক, ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশ আমাদের বাংলাদেশেও এই বৃদ্ধনিবাস গড়ে উঠেছে এবং তা ক্রমবর্ধমান। এই ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধনিবাস গড়ে ওঠা আমাদের সমাজের প্রতি মারাত্মক সঙ্কেত দিচ্ছে-তা হচ্ছে পিতা-মাতার সাথে সন্ড়ানের বন্ধনের ক্রমহ্রাসমানতা। যে কোনো কারণেই বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠুক না কেন এটা এই মেসেজই দিচ্ছে যে, এই সমাজের সন্ড়ানের সাথে তাদের মা-বাবার সম্পর্ক ক্রমেই দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে এবং এমনকি তা মুছেও যাচ্ছে। আমাদের দেশে বৃদ্ধাশ্রম গড়ে ওঠার পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে দেখা যায় বাবা-মায়ের প্রতি সন্ড়ানদের অবহেলা ও উপেক্ষা। গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত সম্ভবত দেশের প্রথম বৃদ্ধনিবাসের বিভিন্ন সময়ে মিডিয়ার নেয়া সাক্ষাৎকার থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, তারা সন্তানদের কাছ থেকে অবহেলা, অনাদর, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, মানসিক নির্যাতন এসব কারণেই তাদের সারা জীবনের সংগ্রাম ও সাধনার ফসল সন্ড়ানদের কাছ থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন শেষ বয়সে অন্ড়ত একটু সম্মান ও শান্ড়িময় জীবনের জন্য। এখানে এসে হয়তো তারা অসম্মান ও অবহেলা থেকে রেহাই পেয়েছেন, অনেকের হয়তো তুলনামূলক অনেক ভালো ব্যবস্থা হয়েছে থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে; হয়তো সেবাযত্নও পাচ্ছেন; কিন্তু তার পরও প্রশ্ন থেকে যায়- মনের শান্ড়ি কি তারা পেয়েছেন? তাদের মনের পর্দায় কি ভেসে ওঠে না প্রিয় সন্ড়ান, নাতি-নাতনী ও স্বজনদের মুখ? সারা জীবন যাদের জন্য সংগ্রাম করেছেন শেষ বয়সে তাদের ছেড়ে কি তারা আসলেই শান্ড়ি পাচ্ছেন? তারা তো পাশ্চাত্যের মা-বাবার মতো সন্ড়ানদের প্রতি উদাসীন থেকে বল্গাহীন জীবন যাপন করেন নি। তাহলে এ কেমন প্রতিদান?

বৃদ্ধাশ্রমের অস্ড়িত্ব প্রমাণ করে আমাদের সমাজে বয়স্করা কোনো না কোনোভাবে অবহেলিত, নিগৃহীত, উপেক্ষিত ও বঞ্চিত হচ্ছেন তাদের পরিবারে। অনেকে সয়ে যাচ্ছেন মুখবুজে আর কেউ কেউ প্রতিবাদস্বরূপ গিয়ে উঠেছেন বৃদ্ধাশ্রমে। কিন্তু প্রশ্ন হলো- কেন এ অবস্থা পরিবারগুলোতে? জবাব একটি কথায় দেয়া যেতে পারে- যথাযথ শিক্ষার অভাব। মা-বাবার প্রতি সন্ড়ানের কর্তব্য কী এবং তাদের প্রতি সন্ড়ানের দায়িত্ব কতটুকু- এ সম্পর্কে যথাযথ নৈতিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবই এর মূল কারণ। আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় এ বিষয়ে তেমন কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না; ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ পায়। সেক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী পরিবার থেকেই সামান্য যেটুকু ধর্মীয় জ্ঞান পেয়ে থাকে; সেটুকুও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

নৈতিক শিক্ষাবিহীন শিক্ষাব্যবস্থার ফল এ দাঁড়াচ্ছে যে, লেখাপড়া শেষ করে একজন শিক্ষার্থী অর্থ উপার্জনের এক চৌকস মেশিনে পরিণত হয়, যার মধ্যে নৈতিক ও মানবিক গুণ ও মূল্যবোধ

১০১. আল-কুরআন, ০৪ : ১১

Dhaka University Institutional Repository

জাগ্রত না হয়ে ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যায় ব্যক্তি স্বার্থের আড়ালে। প্রশ্ন উঠতে পারে একেবারে নিঃস্ব ও অসহায় লোকদের ব্যাপারে। সে ক্ষেত্রে সরকারিভাবে তাদের সাহায্য প্রদান করা যেমন আমাদের দেশে প্রচলিত, ভিজিএফ প্রোগ্রামের মতো আরো কার্যকর অন্যান্য কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে। এ ছাড়া সমাজেরও তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা উচিত যাতে তাদের নিজ এলাকায় পরিচিত পরিবেশে রেখেই প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়া যায়। আমাদের দেশে গড়ে ওঠা অসংখ্য এনজিও সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এ ব্যাপারে কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে।

কোন বিশেষ জ্ঞান, সম্পদ অথবা কোন পদ লাভ করার কারণে নিজেকে তাদের থেকে উঁচু মনে না করা। বরং সর্বদা মনে করবে আমি সেই ছোট সন্তান যাকে তারা কোলে তুলে নিত এবং যার ময়লা পরিষ্কার করত এবং যাকে খাওয়াত যখন সে নিজে খেতে পারত না। সে কি করে তাদের উপর বড়ত্বের দাবি করতে পারে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ.

অর্থাৎ : 'তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও'।[১০২] সন্তানের কর্তব্য হল তাঁদের জন্য জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পর দু'আ করা। আল্লাহ বলেন-

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .

অর্থাৎ : "এবং বল: হে পালনকর্তা! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন"।[১০৩] আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له.

অর্থাৎ : "মানুষ যখন মারা যায় তিনটি আমল ছাড়া সমস্ত আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। চলমান দান, অথবা উপকারী ইলম, অথবা সৎ সন্তান-যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে"।[১০৪]কাউকে অভিশাপ দেয়া এমনিতেই হারাম ও অবৈধ আর এ অবৈধতার মাত্রা আরো বেড়ে যায় যদিএ অভিশাপ প্রদান, পিতা-মাতাকে অভিশপ্তকরণের কারণ হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه, قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه و يسب أمه فيسب أمه.

---

১০২. আল-কুরআন, ১৭ : ২৪

১০৩. আল-কুরআন, ১৭ : ২৪

১০৪. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : আল হাচ্ছু আলাস সাদাকাতি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৩০৮৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ : "সবচেয়ে বড় কবিরা গোনাহ হল কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়া। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি কীভাবে নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কারো পিতাকে গালি দিল, আর সে তার পিতাকে গালি দিল। কারো মাতাকে গালি দিল আর সে তার মাকে গালি দিল"।[১০৫] এ যদি হয় অবস্থা তাহলে সে ব্যক্তির অবস্থা কত মারাত্মক, যে সরাসরি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। এটা সন্তান এবং পিতা-মাতার মাঝে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্যে কাম্য। এর অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে। তার কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হল। (ক) সর্বদা তাদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা। (খ) তাদেরকে উপহার দেয়া। হাদীস শরীফে এসেছে,

عن أبي هريرة ، عن النبي قال : تهادوا تحابوا .

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় কর, তাতে ভালোবাসা সুদৃঢ় হবে"।[১০৬] (গ) ভ্রমণে তাদের সঙ্গ দেবে-ইত্যাদি। আর এটা আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশের মাঝে শামিল-

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

অর্থ : "এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে"।[১০৭]

পরিশেষে বলা যায়, বৃদ্ধ পিতা-মাতার রক্ষণাবেক্ষণে আল-কুরআনে যে সমস্ত দিকনির্দেশনা এসেছে সমাজের মানুষেরা যদি তা পালন করত তাহলে তাদেরকে অসহায় দরিদ্র জীবনযাপন করতে হতো না, কাউকে বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না, সকলেই সন্তানের সেবা-যত্নের মধ্যে পরিবারের মাঝেই জীবনযাপন করতে পারতেন।

৪.১২ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) নির্দেশিকা ২০১৩ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি" সরকারের অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি। এ কর্মসূচি কর্মক্ষম দুঃস্থ পরিবারসমূহের জন্য স্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন ও

---

১০৫. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : বির্‌রুল ওয়ালিদাইন, প্রাগুক্ত, হা. নং ৫৫১৬

১০৬. ইমাম আল-বায়হাকী, Avm-mbvbb Kei\, অধ্যায় : কিতাবুল হিবাহ, অনুচ্ছেদ : বাবুত তাহরিদি আলাল হিবাতি ওয়াল হাদিয়্যাতি সিলাতান বাইনান নাসি, প্রাগুক্ত, খ. ৭, হা. নং ১১৬১৩

১০৭. আল-কুরআন, ৩১ : ১৫

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/ মেরামত/ সংস্কারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এ কর্মসূচির আওতায় বছরের কর্মহীন মৌসুমে কর্মক্ষম বেকার শ্রমিকদের জন্য ২টি পর্বে ৮০ দিনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কর্মক্ষম দুঃস্থ পরিবারগুলোর দারিদ্র নিরসনের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধিই এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য। কর্মসূচির প্রথম পর্বে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪০দিন এবং দ্বিতীয় পর্বে মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ৪০ দিন কর্মসংস্থান করা হয়। অদক্ষ শ্রমিক মজুরির প্রচলিত বাজার দরের আলোকে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অধিকতর দারিদ্রপীড়িত উপজেলাসমূহে এ কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রচলিত সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি" (ইজিপিপি) বাস্তবায়ন করার জন্য এ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি দেশব্যাপি ইজিপিপির প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এ নির্দেশিকার অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনাসহ উপস্থাপন করা হল।

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ জীবনবিধান। প্রতিটি মানুষের সকল সমস্যার সমাধান ও অধিকারের নিশ্চয়তা একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। তাই ইসলামী সমাজ রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু, মালিক-শ্রমিক ও সাদা-কালো সকল মানুষের মর্যাদা এবং অধিকার অক্ষুন্ন রাখার নিশ্চয়তা দিয়েছে। কারও অধিকারের প্রতি সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করা বা অধিকার খর্ব করার প্রয়াস অমার্জনীয় অপরাধ বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম অতি দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের যে নিশ্চয়তা দিয়েছে তা যে কোন যুগের মানবরচিত আইনের মেহনতি মানুষের অধিকারের চেয়ে উর্ধ্বে। খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ইসলাম প্রদত্ত শ্রমনীতির মাধ্যমে তা ফুটে উঠেছে। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবিকার জন্যে কর্মের প্রয়োজন। প্রতিটি মানুষই তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে। সকল মানুষেরই কমবেশি দক্ষতা আছে। প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ তার চেষ্টা-সাধনা অনুসারে প্রতিফল দান করেন। এমনকি নবী-রসূলগণকেও কঠোর পরিশ্রম করে খেতে হয়েছে। তাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্য পানীয় পাঠানো হতো না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَأن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلاَّ مَاسَعَى. وَأنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى.

অর্থ : "আর এই যে, মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়। আর এই যে, তার প্রচেষ্টার ফল শীঘ্রই তাকে দেখানো হবে"।[১০৮] অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى.

১০৮. আল-কুরআন, ৫৩ : ৩৯-৪০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় চেষ্টা-সাধনা অনুযায়ী প্রতিদান লাভ করতে পারে"।[১০৯]

কুরআন-সুন্নাহর দাবী অনুযায়ী অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। ওমর রাদি'আল্লাহু আনহু বলেছিলেন, ফোরাতের তীরে যদি একটি কুকুরও ভুখা অবস্থায় মারা যায়, তার জন্য ওমরকেই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।[১১০] ভাগ্যবিড়ম্বিত, বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেন তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা দেশের শাসক তথা সরকারেরই অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। দারিদ্রের মূলোৎপাটন কেবল সরকারের কার্যকর ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي يسأله فقال أما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال ائتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول بيده وقال من يشتري هذين قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوم.

অর্থ : হযরত আনাস বিন মালিক রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন এক আনসারী ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার ঘরে কি কিছু নেই? সে বলল হ্যাঁ, একটি বড় মোটা পশমী কাপড় (কম্বল) আছে; আমরা যার এক অংশ পরিধান করি আর অপর অংশ বিছানা হিসেবে ব্যবহার করি। আর একটি বড় পেয়ালা আছে; আমরা তাতে পানি পান করি। তিনি বললেন, বস্তু দু'টি নিয়ে আস। লোকটি বস্তু দু'টি নিয়ে আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো হাতে নিয়ে বললেন, এবস্তু দু'টি কে ক্রয় করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি এক দিরহামের বিনিময়ে বস্তু দু'টি গ্রহণ করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার অথবা তিনবার বললেন, কে এক দিরহামের বেশি দিবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি দু'দিরহামের বিনিময়ে বস্তু দু'টি গ্রহণ করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বস্তু দু'টি দু'দিরহাম গ্রহণ করলেন এবং আনসারী লোকটিকে দু'দিরহাম দিয়ে বললেন, ১ দিরহাম দিয়ে খাবার ক্রয় করে তোমার পরিবারের জন্য খরচ কর। আর অপর দিরহাম দিয়ে কুঠার ক্রয় করে আমার কাছে নিয়ে আস। অতঃপর ১

---

১০৯. আল-কুরআন, ২০ : ১৫

110. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, Bmjvgx A_bxwZi i/c‡iLv, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩ খ্রি., পৃ. ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

দিরহাম দিয়ে ঐ ব্যক্তি একটা কুঠার ক্রয় করে আনালেন। ঐ কুঠার তিনি নিজে হাতল লাগানোর পর তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "যাও জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাট এবং ১৫দিন তোমাকে যেন আর না দেখি"।[১১১]

অতএব অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, সরকার যাদেরকে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিবে তারা যেন নিষ্ঠাবান, দ্বীনদার ও মুত্তাকী ব্যক্তিবর্গ হন। কারণ তাদের মধ্যে যদি সত্যিকারার্থে আখিরাতের জবাবদিহীতার ভয় না থাকে, তাহলে তারাতো আন্তরিকতার সাথে কাজ বাস্তবায়ন করবেন না। শ্রমিকদের অধিকার যথযথভাবে প্রদান করবেন ন। বরং নিজেরা কিভাবে এখান থেকে অর্থ আত্মসাত করবে সেদিকেই তাদের নজর থাকবে। যা আমরা বাস্তবে দেখে আসছি। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস শরীফে সকলকে ইনসাফ ও ন্যায়ানুগতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। জুলুম ও বঞ্চিত করার মানসিকতা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের প্রতি জুলুম করেন না; বরং তিনি কোনো প্রকার জুলুম প্রত্যাশাও করেন না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ.

অর্থ : "আর আল্লাহ বান্দাদের উপর কোন জুলুম করতে চান না"।[১১২]

৪.১৩ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা, ২০১৩ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে, সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাসের জন্য-প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ; স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন; গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ-ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তার জন্য- গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি; গ্রামীণ জনগণের আয়-বৃদ্ধি; দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি। এ

১১১. ইমাম আবু দাউদ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু মা তাজুযু ফীহিল মাস'আলাহ, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৬৪১

১১২. আল-কুরআন, ২৩ : ৩১

Dhaka University Institutional Repository

সকল কার্যক্রমের অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনাসহ উপস্থাপন করা হল।

ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের মৌলিক চালিকাশক্তি হলো কাজ বা পরিশ্রম করা। কাজ করা বা পরিশ্রমের মাধ্যমেই মানুষ সমাজের জন্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য বা পণ্য উৎপাদন করে এবং এভাবে সমাজকে সহায়তা করে। যারা অলসতার কারণে বা অনীহার কারণে উন্নতি করতে পারে না ইসলাম তাদের তিরস্কার করে। এভাবে আমরা দেখছি ইসলাম উন্নতি বা প্রগতির অন্ড়রায় নয় বরং ইসলাম উন্নয়নের সহায়ক শক্তি। ইসলাম অবকাঠামোগত, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য মানুষকে পরিশ্রম করতে বলে যাতে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে পারে। এ জন্য সরকার অত্যন্ত কৌশলে উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। যাতে করে একদিকে গ্রামের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো সংস্কার করতে পারল, অপরদিকে গ্রামের দরিদ্র ও বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হল। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে শ্রমিক যেন যথাসময়ে চুক্তিভিত্তিক নির্ধারিত মজুরী পেয়ে যায়। কারণ অনেক সময়ে কন্ট্রাকটারের ছলচাতুরীতে শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরী পায় না। হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

نْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَ اللَّهُ تَعَالَى: **ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:** جُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُ **لسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ .**

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন- “তিনজন, আমি তাদের বিপক্ষে থাকব কিয়ামতের দিন, তন্মধ্যে একজন হচ্ছেন, যাকে আমার জন্য প্রদান করার পর সে তার সাথে গাদ্দারী করেছে, আর একজন হচ্ছেন, যে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার অর্থ খেয়েছে। আর একজন হচ্ছে, সে ব্যক্তি যে কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করার পর তার থেকে তার কাজ বুঝে নিয়েছে অথচ সে তাকে তার প্রাপ্য দেয়নি”।[১১৩]

উল্লেখ্য যে, সরকার যাদেরকে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিবে তারা যেন নিষ্ঠাবান, দ্বীনদার ও মুত্তাকী ব্যক্তিবর্গ হন। কারণ তাদের মধ্যে যদি সত্যিকারার্থে আখিরাতের জবাবদিহীতার ভয় না থাকে, তাহলে তারাতো আন্তরিকতার সাথে কাজ বাস্তবায়ন করবেন না। শ্রমিকদের অধিকার যথযথভাবে প্রদান করবেন ন। বরং নিজেরা কিভাবে এখান থেকে অর্থ আত্মসাৎ করবে সেদিকেই তাদের নজর থাকবে। যা আমরা বাস্তবে দেখে আসছি। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস শরীফে সকলকে ইনসাফ ও ন্যায়ানুগতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। জুলুম ও বঞ্চিত করার

১১৩. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : বাবু ইছমু মান বা'আ হুর্রান, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ৭৭৬

Dhaka University Institutional Repository

মানসিকতা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের প্রতি জুলুম করেন না; বরং তিনি কোনো প্রকার জুলুম প্রত্যাশাও করেন না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ,

وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلۡمٗا لِّلۡعِبَادِ.

অর্থ : "আর আল্লাহ বান্দাদের উপর কোন জুলুম করতে চান না"।[১১৪] আবুযর গিফারী রাদি'আল্লাহ আনহু কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا.

অর্থ : "হে আমার বান্দা, আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং একে তোমাদের মাঝেও হারাম করেছি। অতএব তোমরা পরস্পর জুলুম করো না"।[১১৫] আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ.

অর্থ : "আর তুমি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও। যখন তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে দুঃখ, কষ্ট সংবরণ অবস্থায়। যালিমদের জন্য নেই কোন অকৃত্রিম বন্ধু, নেই এমন কোন সুপারিশকারী যাকে গ্রাহ্য করা হবে"।[১১৬] আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ.

অর্থ : "আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই"।[১১৭] অন্য হাদীসে রয়েছে, জাবের ইবন আব্দুল্লাহ রাদি'আল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : "তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো, কারণ জুলুম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে"।[১১৮] সুতরাং প্রমাণিত হল গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে শর্ত হচ্ছে, এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোন ধরনের দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকার মধ্যে একটি বিষয় স্পষ্ট করলে ভাল হত, আর তা হচ্ছে একই জায়গায় একই কাজ নারী-পুরুষ একসাথে না করা। বরং তাদের জন্য আলাদা কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা। ইসলাম নারীদের উপার্জনের অধিকার

---

১১৪. আল-কুরআন, ২৩ : ৩১

১১৫. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু তাহরীমিয জুলমি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৫৭৭

১১৬. আল-কুরআন, ৪০ : ১৮

১১৭. আল-কুরআন, ২২ : ৭১

১১৮. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু তাহরীমিয জুলমি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৫৭৮

Dhaka University Institutional Repository

কেড়ে নেয়নি, বরং পুরুষের মত নারীদেরও উপার্জনের অধিকার দান করেছে। নারীরা যা উপার্জন করবে, তারাই তার মালিক হবে। তাদের অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত তাদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার পুরুষের নেই। আল-কুরআনে এসেছে-

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِما قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

অর্থ : "পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক বা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ"।[১১৯] তবে নারী ও পুরুষের মধ্যে পর্দা বজায় রাখা এবং সামাজিক অনাচার থেকে ফিরে থাকা আবশ্যক। আল-কুরআনের ঘোষণা-

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .

অর্থ : "আর যখন নারীদের কাছে তোমরা কোন সামগ্রী চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে; এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র"। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن ابن عمر قال قال رسول صلى لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি'আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হলেই শয়তান তাদের তৃতীয় সঙ্গী হয়"।[১২০]

৪.১৪ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা, ২০১৩ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নির্দেশিকা জারির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি- হ্রাসের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ-ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তার জন্য-গ্রামীণ এলাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যশস্য সরবরাহ ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি। এ সকল কার্যক্রমের অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল।

---

১১৯. আল-কুরআন, ০৪ : ০৭

১২০. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল ফিতান, অনুচ্ছেদ : বাবু মাজা'আ ফী লুযুমিল জামা'আতি, বৈরুত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবিয়্যি, তা. বি., হা. নং ২১৬৫

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ জীবনবিধান। প্রতিটি মানুষের সকল সমস্যার সমাধান ও অধিকারের নিশ্চয়তা একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সমাজের মধ্যে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু, মালিক-শ্রমিক, সাদা-কালো সকল স্তরের মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মর্যাদা অধিকার অক্ষুন্ন রাখার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। কেননা সকলেই যদি মালিক হন, তাহলে মালিকের প্রয়োজনে শ্রমিক পাওয়া যাবে কোথায়? আবার সকলে শ্রমিক হলে কাজ পাওয়া যাবে কোথায়? মূলতঃ একটি সমাজ সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলাই উঁচু-নীচু ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছেন।[১২১] তাই বলে বিত্তবানরা বিত্তহীনদের শোষণ করবে এমনটি নয়। বরং এক্ষেত্রে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। কারো প্রতি জুলুম-নির্যাতন, অন্যায় দখল, কাউকে বঞ্চিত করা এরকম জঘন্যতম অন্যায়ের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত আছে।

ইসলাম অবকাঠামোগত, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন/ সংস্কারের জন্য মানুষকে পরিশ্রম করতে বলে যাতে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে পারে। এ জন্য সরকার অত্যন্ত কৌশলে উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। যাতে করে একদিকে গ্রামের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারল, অপরদিকে গ্রামের দরিদ্র ও বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হল। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, শ্রমিক যেন যথাসময়ে চুক্তিভিত্তিক নির্ধারিত মজুরী পেয়ে যায়। কারণ অনেক সময়ে কন্ট্রাকটারের ছলচাতুরীতে শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরী পায় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

অর্থ : "শ্রমিককে তার শ্রমের প্রাপ্য তার ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই প্রদান কর" ।[১২২]

উল্লেখ্য যে, সরকার যাদেরকে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিবে তারা যেন নিষ্ঠাবান, দ্বীনদার ও মুত্তাকী ব্যক্তিবর্গ হন। কারণ তাদের মধ্যে যদি সত্যিকারার্থে আখিরাতের জবাবদিহীতার ভয় না থাকে, তাহলে তারাতো আন্তরিকতার সাথে কাজ বাস্তবায়ন করবেন না। শ্রমিকদের অধিকার যথযথভাবে প্রদান করবেন না। বরং নিজেরা কিভাবে এখান থেকে অর্থ আত্মসাত করবে সেদিকেই তাদের নজর থাকবে। যা আমরা বাস্তবে দেখে আসছি। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস শরীফে সকলকে ইনসাফ ও ন্যায়ানুগতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। জুলুম ও বঞ্চিত করার মানসিকতা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের প্রতি জুলুম করেন না; বরং তিনি কোনো প্রকার জুলুম প্রত্যাশাও করেন না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ.

---

১২১. আল-কুরআন, ৪৩ : ৩২

১২২. ইমাম ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আররুহুন. অনুচ্ছেদ : আজরুল ইজরায়ি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৪৪৩

অর্থ : "আর আল্লাহ বান্দাদের উপর কোন জুলুম করতে চান না"।[১২৩] পূর্ববর্তী জাতিগুলো কেবল তাদের জুলুম ও অত্যাচারী আচরণের কারণেই ধ্বংস হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ.

অর্থ : "আর অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, যখন তারা জুলুম করেছে"।[১২৪] আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

অর্থ : "সুতরাং ঐগুলো তাদের বাড়ীঘর, যা তাদের জুলুমের কারণে বিরান হয়ে আছে"।[১২৫] আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন,

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ.

অর্থ : "আর তুমি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও। যখন তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে দুঃখ, কষ্ট সংবরণ অবস্থায়। যালিমদের জন্য নেই কোন অকৃত্রিম বন্ধু, নেই এমন কোন সুপারিশকারী যাকে গ্রাহ্য করা হবে"।[১২৬] হাদীস শরীফে এসেছে, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদি'আল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : "তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো, কারণ জুলুম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে"।[১২৭] সুতরাং প্রমাণিত হল গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে শর্ত হচ্ছে, এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোন ধরনের দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়া যাবে না এবং নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত।

৪.১৫ 'একটি বাড়ি একটি খামার' কার্যক্রমের কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

কৃষির নিরন্তর সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনা, কার্যকরি বাস্তবায়ন এবং সার্বিক সমন্বয়হীনতায় এখনো কাঙ্ক্ষিত সীমানা রেখা স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু অপার আশাজাগানিয়ার

১২৩. আল-কুরআন, ২৩ : ৩১
১২৪. আল-কুরআন, ১০ : ১৩
১২৫. আল-কুরআন, ২৭ : ৫২
১২৬. আল-কুরআন, ৪০ : ১৮
১২৭. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : বাবু তাহরীমিয জুলমি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৫৭৮

এ বদ্বীপের সোনাফলা মাটির উজানীশক্তি আমাদের অনুপ্রেরণা শক্তি যোগাবার ক্ষমতা রাখে, প্রমাণও রেখেছে। তবে হবার সম্ভাবনা একরত্তিও ফুরিয়ে যায়নি বরং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আরো চমৎকার পরিসরে, উল্লেখযোগ্য গতিতে এগুবে সীমাহীন আগামীর সন্মুখপানে। দিন বদলের পালায় আমরা বদলাতে পারবো আমাদের পিছিয়ে থাকা কৃষির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে। দেশে কৃষি পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লাখ ৮৯ হাজার যা মোট জনসংখ্যার ৫৩.৫৭ শতাংশ। এ পরিবারগুলো নিজ উদ্যোগে তাদের নিজেদের খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করার সাথে সাথে বাড়তি যোগান দেয় অকৃষি খাতে জীবন নির্বাহ করা ১ কোটি ৩০ লাখ ৭৭ হাজার পরিবারের যা আমাদের মোট জনসংখ্যার ৪৬.৪৩ শতাংশ। মোটকথা এদেশের আপামর মানুষের খাদ্য পুষ্টির নীরব যোগানদাতা কৃষকদের মাথার ঘামে অমিত পেশীয় বলে। সে কারণে সরকার অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে 'একটি বাড়ি একটি খামার' কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন এবং খোলাফায়ে রাশেদাসহ ইসলামী শাসনামলের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য এ সমস্ত কর্মসূচি শরী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক নয় বরং সহায়ক। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন করে কিভাবে তাদেরকে স্বনির্ভর জাতিতে নিয়ে আসা যায়, এ ব্যাপারে নিত্যনতুন পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচি তৈরি ইসলামেরই নির্দেশ।

দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম খাস, পতিতসহ সকল ধরনের ভূমি আবাদ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে, পাশাপাশি কোন জমি যেন কোন কারণে অনাবাদী থেকে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জমিনেই মানুষের প্রাচুর্য্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

অর্থ : "তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে–প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিযিক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান"।[১২৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ.

অর্থ : "তোমরা আমাকে বল, তোমরা যমীনে যা বপন কর সে ব্যাপারে, তোমরা তা অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি চাইলে তা খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা পরিতাপ করতে থাকবে"।[১২৯] রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতিত ভূমি আবাদকরণকেও দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম পথ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন-

---

১২৮. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫

১২৯. আল-কুরআন, ৫৬ : ৬৩-৬৫

 Dhaka University Institutional Repository

عَنْ أَبِي رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: َ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যার জমি আছে সে যেন তাতে রোপণ করে অথবা তার ভাইকে দান করে দেয়। যদি সে তা না করে তাহলে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে"।[১৩০] তিনি আরো বলেন,

من أحيى أرضا ميتة فهي له.

অর্থ : "যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি আবাদ ও চাষযোগ্য করে নিবে সে তার মালিক হবে"।[১৩১]

এমনিভাবে রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা ও বাণীর মাধ্যমে তদানীন্তন মদীনা রাষ্ট্র একটি মডেল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে এবং দারিদ্র দূরীকরণে এসব পদক্ষেপ যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাস ও পতিত জমি আবাদের পদক্ষেপ স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছেন তখন তিনি সেখানকার যে সকল জমিতে পানি পৌঁছাত না এবং পতিত পড়ে থাকত সেগুলো নিজ ইচ্ছামত মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেন।[১৩২] মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতিত ভূমি আবাদের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং এ ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন,

من كا نت له أرض فليزر عها فان لم يزرعها فليمنحها أخاه.

অর্থ : যার জমি রয়েছে সে তা হয় নিজে চাষ করবে, অন্যথায় তার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাবে অথবা তাকে চাষ করতে দেবে।[১৩৩] মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতিত জমি কেবলমাত্র চাষ করতেই বলেননি বরং উৎসাহ দেয়ার জন্য পতিত জমিতে চাষকারীর মালিকানারও স্বীকৃতি দিয়েছেন। পতিত জমি আবাদে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি বলেন, "জমি আবাদ না করলে তিন বছর পর তার কোন অধিকার থাকবে না"।[১৩৪] তিনি আরও বলেন, আর যে শুধু তার সীমানা নির্ধারণ করে

---

১৩০. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল মুযারা'আহ, অনুচ্ছেদ : বাবু মা কানা মিন আসহাবিন নবিয়্যি (সা.) ইউয়াসি বা'অদহুম বা'দান ফীয যিরা'আতি ওয়াছ ছামারতি, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩৮৩

১৩১. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মা যুকিরা ফী ইহইয়াই আরদিল মাওয়াত, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৩৭৯

১৩২. গাজী শামছুর রহমান, 'রাসূল (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় কৃষক', AMc¨_K, ঢাকা : ইফাবা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৪৩

১৩৩. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : বাবু কিরায়িল আরদি, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৫৩৬

১৩৪. ড. মায়েজুর রহমান, Lv'¨ mgm¨v I Bmjvg, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছে অথচ তার চাষ করেনি, তিন বছর পর তাতে তার কোন অধিকার নেই।[১৩৫] জমিকে অলসভাবে ফেলে না রেখে বরং এর ব্যবহারকে নিশ্চিত করে ইসলাম। জমি ব্যবহার পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। আলণ্ঢাহ স্পষ্টভাবে জমি ব্যবহারের পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। জমির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য ইসলাম বাধ্য করেছে যার ফলে জমির মালিকেরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বীজ, পশু এবং মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগদানের মাধ্যমে নিজেদের জমিতে চাষাবাদ করতে বাধ্য। এ বিষয়টি নিশ্চিত করতেই ইসলাম জমির অনাবাদী রাখাকে নিষিদ্ধ করেছে এবং আবাদ করাকে অপরিহার্য করেছে। সুতরাং দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ সহ প্রায় সকল কর্মসূচি কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৩৫. আবু ইউছুফ, wKZvej LvivR, পাকিস্তান : দারুল কুরআন ওয়া উলুমুল ইসলামিয়া, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

খাদ্য নিরাপত্তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচিসমূহ (২০০৪-২০১৩)

৬.১ জাতীয় খাদ্যনীতি, ২০০৬ [১]

ক. পটভূমি

খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে খাদ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-যেখানে দেশের জনগণ তাদের আয়ের বেশীরভাগ খাদ্যের জন্য ব্যয় করে। রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হল সকল সময়ে সবার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। সরকারের কার্যবিধি অনুযায়ী জাতির জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সংজ্ঞা অনুযায়ী সকল সময়ে সকল নাগরিকের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবন যাপনে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা নিশ্চিতকল্পে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকারের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় এর প্রতিফলনও ঘটেছে। বাংলাদেশ ১৯৯৪ সালের উরুগুয়ে বাণিজ্য চুক্তি (GATT Uruguary Round Agreement) -এর একটি স্বাক্ষরকারী দেশ - যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি বাণিজ্য উদারীকরণ নীতিও গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সভার পরামর্শমতে ২০০০ সালে "বাংলাদেশের জন্য একটি সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নীতি" শিরোনামে টাস্কফোর্স প্রতিবেদন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমকে বর্ধিত আঙ্গিকে সুসংহত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকারের প্রচেষ্টাকে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করতঃ ইতোমধ্যে আরও সঙ্গতিপূর্ণ ও সুসংহত করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতি ও কৌশলসমূহ পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ১৯৮৮ সালে গৃহীত দেশের প্রথম খাদ্যনীতির লক্ষ্য ছিল খাদ্যশস্যেও উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বিধান। কেবলমাত্র খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে প্রণীত খাদ্যনীতি, ১৯৮৮-তে খাদ্যশস্যের লভ্যতা ব্যতিরেকে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ে অপূর্ণতা থেকে যায়। সম্প্রতি গৃহীত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, ১৪ আগস্ট ২০০৬ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

আলোকে এবং বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা অনুযায়ী বর্ধিত আঙ্গিকে বর্তমান খাদ্যনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত দশকে বাংলাদেশে খাদ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে - যেখানে চাল ও গমের বাজারে অধিকমাত্রায় সরকারী হস্তক্ষেপ কমিয়ে বাজারমুখী করা হয়েছে; একই সাথে সরকারী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাকে সুসংহত করে দরিদ্র ও দুঃস্থ পরিবারসমূহের জন্য অধিকতর লক্ষ্যমুখী করা হয়েছে। অধিকন্তু, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যশস্যের লভ্যতা সন্তোষজনকভাবে বজায় থাকায় এবং পুষ্টিশিক্ষাসহ শিশু ও নারীর পুষ্টি উন্নয়নমুখী প্রচেষ্টাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে সরকারের খাদ্যনীতির ব্যাপ্তি ক্রমশ প্রসার লাভ করেছে। বাংলাদেশের জীবনধারণোপযোগী গ্রামীণ অর্থনীতিতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি মৌলিক খাদ্যের উৎপাদন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাষযোগ্য জমি হ্রাসের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। দেশে বিদ্যমান দারিদ্র্যাবস্থায় উপরিউক্ত নিয়ামকসমুহ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা বিধানকে জটিল করে তুলেছে। সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও খাদ্য লভ্যতার ক্ষেত্রে উলেণ্টখযোগ্য সফলতা অর্জন সত্ত্বেও ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বিধান সরকারের জন্য একটি গুরুত্ববহ বিষয় হয়ে থাকছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে তাৎপর্যপূর্ণ সফলতা অর্জন করেছে-যা বহুলাংশে জাতীয় পর্যায়ে অপ্রতুল খাদ্য লভ্যতার সমস্যা দুরীকরণে সহায়ক হয়েছে। পর্যাপ্ত খাদ্যের লভ্যতা নিশ্চিতকরণের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য হলেও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যথেষ্ট নয়। সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারসমুহের জন্য খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা ও সংগৃহীত খাদ্যের যথাযথ ব্যবহারে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (২০০০) অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার সকল দিক, যথা- (১) অভ্যন্তরীণ কৃষি ব্যবস্থার অধিকতর দক্ষতা আনয়নসহ খাদ্যের বর্ধিত লভ্যতা, (২) খাদ্য নিরাপত্তাহীন জনগোষ্ঠীর জন্য বর্ধিত খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা, (৩) খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দরিদ্র ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর টেকসইভাবে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা, (৪) সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ এবং (৫) ভোগকৃত খাদ্যের যথাযথ ব্যবহার ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টিহীনতা নিরসনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় নিজস্ব দায়িত্বাধীন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সহায়ক সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিমুলক নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাতে সকল প্রকারের সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবে। এভাবে সরকারের সকল সংশিণ্টষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিজস্ব খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিমুলক

Dhaka University Institutional Repository

(অনুমোদিত খাদ্যনীতির আলোকে পরবর্তীকালে সহযোগী মন্ত্রণালয়সমূহের সহায়তায় সমন্বিতভাবে প্রণীতব্য খাদ্য নিরাপত্তা কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত) কর্মসুচিসমূহ সম্মিলিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব হবে।

খ. খাদ্যনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সকল সময়ে সকল জনগণের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত খাদ্যনীতির উদ্দেশ্যসমুহ হবে-

উদ্দেশ্য- ১: নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা;

উদ্দেশ্য- ২: জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা/সুযোগ বৃদ্ধি করা; এবং

উদ্দেশ্য- ৩: সকলের (বিশেষত: নারী ও শিশুর) জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি বিধান করা।

গ. সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার ধারণাগত কাঠামো

খাদ্যনীতির ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে সকল সময়ে সকল জনগণের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশে বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রভুত উন্নয়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খাদ্যনীতি একটি বহুমাত্রিক বিষয়-যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা খাদ্য নিরাপত্তা সংশিষ্ট স্ব স্ব কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ লক্ষ্য হিসেবে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট থাকবে। খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নকল্পে একটি ফলপ্রসু খাদ্যনীতি প্রণয়ন বাংলাদেশের জন্য অতীব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। জাতির কল্যাণে নিয়োজিত সবার জন্য এটি একটি গভীর তাৎপর্যবহ বিষয়। খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞানুযায়ী তখনই খাদ্য নিরাপত্তা বিরাজমান-যখন সকলের জন্য একটি কর্মক্ষম, স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনমুখী জীবনযাপনের জন্য সকল সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম একটি উপাদান হল জাতীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের লভ্যতা (food availability), যা প্রায়শই জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অপর অপরিহার্য উপাদান হল ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food)। খাদ্য নিরাপত্তার তৃতীয় অপরিহার্য উপাদান হল খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার (utilisation of food), যা অন্যান্য নিয়ামকসমুহ যথা-সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের উপস্থিতি এবং পরিবার বা সরকার কর্তৃক সমাজের দুস্থ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের বিষয়টি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল যেখানে যুগপৎভাবে প্রত্যেকটি নিয়ামকই যথেষ্ট গুরুত্ব পাওয়া আবশ্যক। এসকল নিয়ামকের মধ্যে সুনির্দিষ্ট

 Dhaka University Institutional Repository

পারস্পরিক নির্ভরতা বিদ্যমান থাকায় খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত সকল বিষয়ের মধ্যে সুক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যের লভ্যতা (food availability at national level) অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, সরকারী ও বেসরকারী মজুদ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বাণিজ্য উদারীকরণের সাথে সাথে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যের সরবরাহ মুল্য পরিস্থিতির গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। পরিবারের নিজস্ব উৎপাদন/সংগ্রহের ক্ষমতা, পরিবারের খাদ্য মজুদের পরিমাণ এবং স্থানীয় বাজারে খাদ্যের লভ্যতার উপর পরিবার পর্যায়ে খাদ্যেও লভ্যতা (food availability at household level) নির্ভর করে। তবে উপরোলিণ্ডখিত বিষয়াদি বাজার কার্যক্রম অবকাঠামো, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মৌসুমী ভিন্নতা, বাজার দক্ষতা ও সরকারী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পারিবারিক খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food) আয়, সম্পদ, বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ প্রাপ্তি, উপহার, ঋণ, আয় হস্তান্তর এবং খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে। পারিবারিক আয় ও খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা সম্ভব। অধিকন্তু, বর্ধিত সম্পদভিত্তিক পারিবারিক আয়ের সাময়িক ব্যাঘাতের ঝুঁকি হ্রাসসহ প্রতিকূল সময়ে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা হ্রাসের মাত্রা ঠেকানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাজারে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকৃত আয় (real income) কমে গিয়ে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় নিম্ন-আয়ের পরিবারসমুহ সাময়িক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় (transitory food insecurity) পতিত হয়।

খাদ্যের লভ্যতা এবং খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা/সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণ করা সম্ভব হলেও তাতে অপুষ্টি (malnutrition) নিরসন সম্ভব নাও হতে পারে। দীর্ঘকালীন অপুষ্টির কারণ মুলত খাদ্য ভোগ ও অসুস্থতার মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে নিহিত থাকে যা জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যাঘাত ঘটায় এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। পুষ্টি অবস্থা উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তির ক্ষমতা নিশ্চিতকরণ অপরিহার্য। খাদ্য-বহির্ভূত অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের (যেমন-উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পয়ঃনিষ্কাশন, নিরাপদ পানি) অপ্রতুলতা ও অকার্যকর সরবরাহ ব্যবস্থা এবং তার দক্ষ পরিচালনার অভাবে দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাসমুহের কার্যকারিতাকে অর্থহীন করে তুলতে পারে। অসহায় জনগোষ্ঠীর পুষ্টিবস্থা উন্নয়নের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশসম্মত সুবিধাদি স্থানীয় পর্যায়ে সহজলভ্য করে তা পরিবারের শিশু, নারী ও দুঃস্থ সদস্যদের নিকট পৌঁছানোর সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। অন্তঃপরিবার (intrahousehold) পর্যায়ে যথাযথ পরিচর্যায় অভ্যাস গড়নসহ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

লিঙ্গভেদ বা অন্য কোন পক্ষপাতিত্ব না করে জৈবিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে খাদ্যভোগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

ঘ. জাতীয় খাদ্যনীতির উদ্দেশ্য, পদ্ধতি-কৌশল ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য-১. নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম আঙ্গিক হল অব্যাহতভাবে সকল জনগোষ্ঠীর আয়ের সাথে সংগতিপুর্ণভাবে খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্যের লভ্যতা নিশ্চিত করা। একটি কর্মঠ ও সুস্থ জীবন অর্জনের জন্য যে পরিমাণ গুণসম্পন্ন খাদ্যের প্রয়োজন সেই পরিমাণ খাদ্য সকলে সবসময় ক্রয় করতে পারলে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে স্থিতিশীল মুল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহসহ শস্য বহির্ভূত পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও প্রকৃত আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বিক কৃষি উন্নয়ন অপরিহার্য। উচ্চফলনশীল শস্যজাত ব্যবহারের পাশাপাশি বাংলাদেশের উর্বর জমি, পর্যাপ্ত শ্রমিক ও পানি সম্পদের প্রতুলতা ইত্যাদি সুবিধার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগবিহীন বছরসমুহে দেশে যথেষ্ট পরিমাণ ধান উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছে। এসকল কারণেই অভ্যন্তরীণ খাদ্য অর্থনীতিতে শস্য হিসেবে চালের আধিপত্য বজায় থাকছে। খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়া বাংলাদেশ সরকারের একটি লক্ষ্য এবং সরকার অভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

কৌশল ১.১. দক্ষ ও টেকসইভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি

দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে প্রচেষ্টাসমুহের মুল দিক হচ্ছে দক্ষ ও টেকসইভাবে অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি। টেকসইভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সার্বিক পুষ্টি চাহিদার নিরিখে কৃষিকে বহুমুখীকরণ প্রয়োজন। কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, বিদ্যমান ভূমির সর্বোত্তম ও দক্ষ ব্যবহার, কৃষি উপকরণসহ সেচের জন্য পানির দক্ষ ব্যবহার, পশুসম্পদ, মৎস্য ও ফলসহ অশস্যজাত খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষি নিবিড়করণে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, গবেষণা ও কৃষিঋণ সরবরাহের লক্ষ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ সরকার নিম্মোক্ত পদ্ধতি ও কার্যাবলী গ্রহণ করবে-

১.১.১. কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

টেকসইভাবে দীর্ঘমেয়াদে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন ও শস্য-বহুমুখীকরণ, খাদ্যাভাস পরিবর্তনসহ উন্নত বীজ সরবরাহ এবং মাটির গুণগতমান সংরক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকার গবেষণা ও সম্প্রসারণমূলক নিম্নোল্লিখিত কার্যক্রমসমুহ গ্রহণ করবে-

Dhaka University Institutional Repository

(১) লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রায়োগিক কৃষি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে পর্যাপ্ত অর্থায়ন;

(২) অঞ্চলভিত্তিক ভূমির উৎপাদনশীলতা, শস্যের উপযুক্ততা এবং আনুষঙ্গিক কৃষি পরিবেশ বৈশিষ্ট্যাবলী বিবেচনান্তে একটি দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৩) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে রাস্তাঘাট, খাল ও সেচ ব্যবস্থা, পলণ্টী বিদ্যুতায়ন এবং বাজার অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ; এবং

(৪) কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং লাগসই উৎপাদন প্রযুক্তির প্রসারের জন্য মানব সম্পদের ফলপ্রসু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

১.১.২ পানি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার

খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন এবং ফলন বৃদ্ধির জন্য সেচ অন্যতম প্রধান উপাদান। দীর্ঘমেয়াদে ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা ও ফলনের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির জন্য একটি সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ সরকার নিম্মোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-

(১) সেচযুক্ত এলাকাসমূহের মধ্যে ফলন ব্যবধান (yield gap) হ্রাস ও টেকসইভাবে দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে ফসল চাষের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষকদেরকে সম্পুরক সেচ ব্যবহারের জন্য উৎসাহিতকরণ;

(২) সরকারী ও বেসরকারী খাতে সেচের জন্য ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং সেচ অবকাঠামো উন্নয়নে উৎসাহিতকরণ;

(৩) চাষাবাদের জন্য নিরাপদ, দুষণমুক্ত সেচের পানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৪) এলাকাভিত্তিক অংশগ্রহণমুলক সেচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়ন;

(৫) ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে একটি পানি সংরক্ষণ নীতি-কৌশল উদ্ভাবন করতঃ সংরক্ষিত পানি সম্পুরক সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৬) মৎস্য সম্পদের ক্ষতি না করে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির সহনীয় পর্যায়ে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৭) কৃষি উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত সেচযন্ত্রসমুহে সেচকালে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

(৮) পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য বর্ধিতহারে সেচপ্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রয়োগে উৎসাহিতকরণ; এবং

১.১.২. কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা এবং তার দক্ষ ব্যবহার

গ্রহণযোগ্য মুল্যে সময়মত উন্নতমানের কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা ও তার দক্ষ ব্যবহারের উপর খাদ্য উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভরশীল। কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা এবং তার দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সরকার নিম্মোক্ত কার্যবলী গ্রহণ করবে-

(১) শস্য ও মৎস্য চাষে প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহ ঘাটতি ও উচ্চহারে মুল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে সারসহ অন্যান্য উপকরণের পর্যাপ্ত পরিমাণে সময়মত ও সুষম বন্টন নিশ্চিতকরণ;

(২) সারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সামঞ্জস্যপুর্ণ মুল্যনীতি প্রণয়ন;

(৩) বীজ খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;

(৪) বিশেষ ক্ষেত্রে বীজ আমদানি উদারীকরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

(৫) বীজ, কৃষি-রাসায়নিক দ্রব্য ও সারের মান-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিধি প্রণয়ন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;

(৬) কৃষক, মৎস্যচাষী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য সার ও কৃষি রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যে trace element-এর পরিমাণ সীমিতকরণ;

(৭) শস্যক্ষেতে ব্যবহৃত কীটনাশক ব্যবহার সীমিতকরণের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ;

(৮) ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা কর্মসুচির প্রসার সাধন।

১.১.৪ কৃষি বহুমুখীকরণ, উন্নত প্রযুক্তি ও গবেষণা

খাদ্য লভ্যতার প্রাথমিক উপাদান হিসেবে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরা ছাড়াও অশস্য ফসল ও ফসল বহির্ভূত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে কৃষিকে বহুমুখীকরণ, উন্নত কৃষি-প্রযুক্তি গবেষণা/সম্প্রসারণ এবং উত্তোলনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি সীমিতকরণ গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে সরকারের নীতি হবে-

(১) অশস্য ফসল (বিশেষতঃ ডাল, তৈলবীজ, মসলা ও শাকসব্জি)-এর ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার উলেণ্ঢখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা;

(২) মৌসুম, জাত এবং উত্তোলন প্রযুক্তি ব্যবহারের পর্যায়ভেদে ফলমূল, শাক-সব্জি ও মসলার উৎপাদন ভিন্নতার কারণে বাজারে সরবরাহ বেড়ে গেলে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতি ও অপচয় রোধে লাগসই ব্যবস্থা গ্রহণ;

Dhaka University Institutional Repository

(৩) খরাপ্রবণ এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিকল্পে বৃষ্টিনির্ভর চাষাবাদে ব্যবহারের জন্য বন্যা ও খরা সহনশীল জাত চিহ্নিতকরণ এবং লবণাক্ততা সীমিতকরণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও প্রসার সাধন;

(৪) অতি সম্প্রতি উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রবর্তিত Genetically Modified (GM) শস্যজাতের মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যের স্বাস্থ্যগত প্রভাব পরিধারণ ; এবং

(৫) সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার মাধ্যমে এযাবৎ উদ্ভাবিত ফসল ও পশু-পাখীর ক্ষেত্রে উন্নতজাত উদ্ভাবনে জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ে আরও গুরুত্ব প্রদানসহ বেসরকারী সংস্থাসমূহকে বর্ধিতহারে সম্পৃক্তকরণ।

১.১.৪.১ খাদ্যশস্য বহির্ভূত (শাকসজি, তৈলবীজ, ডাল ও ফলমূল) ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি

খাদ্যশস্য বর্হিভূত ফসলের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির শণ্ঢগতির প্রেক্ষাপটে খাদ্যশস্য বহির্ভূত ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা দ্রুত বৃদ্ধিকল্পে এবং মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্মোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-

(১) খাদ্যশস্য বহির্ভূত ফসলের ক্ষেত্রে কৃষিতাত্ত্বিক গবেষণা এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে অধিকতর অগ্রাধিকার প্রদান;

(২) সুদৃঢ় সম্প্রসারণ ও উপকরণ সেবা-সহায়তাপূর্ণ যথাযথ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে আধুনিক জাতের ফসল প্রবর্তন;

(৩) খাদ্যশস্য-বহির্ভূত ফসলের উৎপাদন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সুসংগঠিত বিপণন সুবিধাসহ প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও গুদামজাতকরণ ইত্যাদির উন্নয়ন;

(৪) মৌসুমী ফলমূল, শাকসজি, মৎস্য ও পশুজাত পণ্যসহ অন্যান্য ফসলের উত্তোলনোত্তর পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তি প্রসারের জন্য বিনিয়োগ সহায়তা ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

১.১.৪.২. শস্য বহির্ভূত (পশুসম্পদ ও মৎস্য সম্পদ) কৃষি উন্নয়ন

সুষম খাদ্যভোগের জন্য প্রয়োজনীয় দুধ, মাংস ও ডিমের উৎস হচ্ছে পশুসম্পদ। দেশের সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য পশুসম্পদ ও মৎস্য খাতে বর্ধিত হারে উৎপাদনকে এক্ষেত্রে অন্যতম নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুসম্পদ ও মৎস্য এ দুটি খাতের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনান্তে সরকার নিন্মোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সাধনে উৎসাহ প্রদান করবে-

(১) গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে মৎস্য ও পশুসম্পদের গুণগতমান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;

Dhaka University Institutional Repository

(২) ব্যাপকহারে টিকা প্রদানের মাধ্যমে সংক্রামক রোগসহ পরজীবিক্ষত নিয়ন্ত্রণ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন এবং আদি প্রজাতিসমুহের সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

(৩) মৎস্য ও পশুসম্পদের জন্য মৎস্য ও পশু খাদ্য (fish, poultry and livestock feed) উৎপাদন শিল্প উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

(৪) মৎস্য ও পশুজাত পণ্যের উৎপাদন প্রযুক্তি ও উপকরণ সরবরাহ, পণ্য সংরক্ষণ ও বিপণনে উন্নত প্রযুক্তির প্রসারের জন্য বিনিয়োগ সহায়তা, বিপণন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ;

৫) স্বল্প-সম্পদশালী ও দরিদ্রদের ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাসমুহকে বর্ধিতহারে সম্পৃক্তকরণপুর্বক প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রসারে সহায়তা প্রদান;

(৬) ধান ক্ষেতে সমষ্টিগতভাবে মাছ ও ধান যৌথ উৎপাদনের প্রসার নিশ্চিতকরণ;

(৭) পরিবেশবান্ধব ও বিজ্ঞানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে উৎস পর্যায়ে উন্নতমান নিশ্চিতকরণ- সহ বর্ধিত উৎপাদন উৎসাহিতকরণ; এবং

(৮) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই আহরণের কৌশল উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।

১.১.৫ কৃষিঋণ

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সম্পদ-নিবিড় আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে কৃষিকে নিবিড় ও বহুমুখীকরণে কৃষিঋণের ভূমিকা অপরিহার্য। কৃষকদের জন্য কৃষিঋণের লভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ সরকার নিম্মোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-

(১) যথাসময়ে কৃষিঋণের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে ঋণ সরবরাহের যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি প্রবর্তন; এবং

(২) ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকসহ সকল কৃষকের জন্য ঋণপ্রাপ্তির ক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র কৃষকদেরকে কৃষি উৎপাদন সংশিণ্টষ্ট ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচির অন্তর্ভুক্তিকরণ।

কৌশল-১.২. দক্ষ খাদ্যবাজার

খাদ্য বাজারের সন্তোষজনক অবস্থানের ক্ষেত্রে চাহিদা, উৎপাদনের ধারা, প্রযুক্তি এবং বিশ্ববাণিজ্যের পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে অভ্যন্তরীণ খাদ্য বাজার কাঠামোকে সামঞ্জস্যপুর্ণ করা প্রয়োজন। বিরাজমান বাজার কাঠামোর দক্ষতা নিরূপণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মুল্যে বাজারজাতকরণ দায়িত্ব সম্পাদনসহ বাজার পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে চাহিদা ও যোগানের সংবেদনশীলতার বিষয়সমুহ বিবেচ্য। খাদ্যবাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক এলাকাজুড়ে

Dhaka University Institutional Repository

ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীগণের আগমন, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, খাদ্যদ্রব্য পরিবহনে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা, ক্রুটিপুর্ণ পণ্যবিন্যাস (grading) ইত্যাদি বিষয় প্রতিযোগিতামুলক বাজার পরিবেশ সৃষ্টিকে ব্যাহত করেছে। বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন, বেসরকারী বাণিজ্যে অবাধ চলাচল ও গুদামজাতকরণ, বিপণন কার্যাবলীর জন্য প্রয়োজনবোধে বেসরকারী খাতকে উৎসাহদায়ক সুবিধাদি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বাজার পরিবেশের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নে পক্ষপাতমুক্ত ঋণ, বিপণন সহায়ক আইন ও বাণিজ্য অনুকূল নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ এবং মূল্য স্থিতিশীলকরণের জন্য খাদ্যশস্য বাজারে অনুকূল সরকারী হস্তক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত।

১.২.১ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন

যথোপযুক্ত মানসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য বাজার অবকাঠামোই হচ্ছে সামগ্রিক অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের টেকসই প্রবৃদ্ধির মৌলিক নিয়ামক। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় বেসরকারী খাতের অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পরিবহণ সুবিধা, গুদামজাতকরণ, অবকাঠামো ইত্যাদিতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান প্রয়োজন। বাজার সুবিধাদি যেমন-বিক্রির জন্য যথোপযুক্ত স্থান, নিলাম কক্ষ, ওজনযন্ত্র ইত্যাদি খাদ্য বাজারের দক্ষতা উন্নয়নে নিমিত্তস্বরূপ। দক্ষ খাদ্য বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য সরকার নিম্নের কার্যাবলী সম্পাদন করবে-

(১) ফসল উত্তোলন পরবর্তী পর্যায়ে পরিচর্যা, পণ্যবিন্যাস, একত্রীকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাদি উন্নয়ন ও অপচয় হ্রাসের মাধ্যমে খামারজাত পণ্যাদি বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে লাগসই প্রযুক্তি সহযোগে অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্প্রসারণ;

(২) খামারজাত পণ্য বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাদি উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা গঠনে উৎসাহ প্রদান ও উন্নয়ন;

(৩) যথোপযুক্ত স্থানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের জন্য স্থাপনা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদেরকে বর্ধিতহারে মুলধন ও ঋণ সহায়তা প্রদান;

(৪) যথাযোগ্য স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাজার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান; এবং

(৫) খামার ও বাজারের সংযুক্তি সড়কের উন্নয়ন এবং অন্যান্য সেবামুলক সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

১.২.২. বেসরকারী খাদ্য ব্যবসা উৎসাহিতকরণ

দেশে বেসরকারী খাতে খাদ্য ব্যবসায় লক্ষাধিক খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ী এবং মিল মালিকগণ ক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বিপণনে নিয়োজিত। অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানী বাজারের চাহিদামাফিক কাঙ্খিত সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য আধুনিক ছাঁটাই, পরিচ্ছন্নকরণ,

Dhaka University Institutional Repository

বাছাই ও মোড়কজাতকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন প্রয়োজন। বেসরকারী খাতে খাদ্য ব্যবসা উৎসাহিতকরণে সরকার নিম্মের কার্যাবলী সম্পাদন করবে-

(১) বেসরকারী খাদ্য বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাছাই ও মজুদ সংরক্ষণে যথোপযুক্ত উৎসাহদায়ক ব্যবস্থা বজায় থাকবে;

(২) প্রয়োজনের সময় শুল্কহার সমন্বয় ও অন্যান্য প্রশাসনিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আমদানি উৎসাহিতকরণ এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে বিরূপ প্রভাবকারী অতিরিক্ত আমদানি পরিহারের মাধ্যমে ক্ষতিকর প্রভাব সীমিতকরণ, এবং

(৩) উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও সরবরাহকালীন সময়ে কৃষি পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি উৎসাহিতকরণ।

১.২.২.১ খাদ্যদ্রব্যের বেসরকারী গুদাম এবং চলাচল ব্যবস্থা উন্নয়ন

বেসরকারী খাতে বিদ্যমান গুদামজাতকরণ সুবিধাদি খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণের উপযোগী নয়। এজন্য মানসম্মত বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণাগার নির্মিত হওয়া প্রয়োজন। নির্ধারিত দ্রব্যভিত্তিক গুদাম ও হিমাগার নির্মাণ এবং পরিবহনের জন্য যানবাহন সংগ্রহ ইত্যাদিতে বেসরকারী খাতে ঋণ সুবিধাদি প্রদানে ব্যাংক আইন সহজীকরণ ও সংশোধনের মাধ্যমে সরকারের নীতি উৎসাহদায়ক হবে। বেসরকারী পর্যায়ে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণ ও চলাচল উন্নয়নে সরকার-

(১) দেশে খাদ্যদ্রব্যের অবাধ চলাচল উদারীকরণ ও

(২) উপযুক্ত স্থানে গুদাম কাঠামো উন্নয়নে ঋণ সুবিধাদি নিশ্চিত করবে।

১.২.২.২ খাদ্য ব্যবসায় উদার ঋণ (Liberal Credit) পদ্ধতি জোরদারকরণ

উন্নত বাজার কাঠামো প্রতিষ্ঠার গুরত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে খাদ্য ব্যবসায় নবাগতদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও তাদের ঋণ প্রাপ্তিতে বাধা-নিষেধ হ্রাস। খাদ্য বিপণনে উদার ঋণ বিতরণ পদ্ধতি জোরদারকরণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনজনিত বাজারজাতকরণের সংশিণ্টষ্ট অনেক সমস্যাই দূরীকরণ সম্ভব। খাদ্য ব্যবসায় ঋণের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার-

(১) পরামর্শ এবং পরিবীক্ষণ সেবার মাধ্যমে উদার ঋণ বিতরণ পদ্ধতি জোরদার ও

(২) পলণ্টী এবং দুর্গম এলাকায় ব্যাংকিং সুবিধাদি সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করবে।

১.২.৩ বাণিজ্যসহায়ক আইন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ উন্নয়ন

বাজারকে বাণিজ্যসহায়ক বিধি-বিধানের আওতায় আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বিপণন আইনের ধারাসমূহ এবং কারবার প্রথা পুনর্বিন্যাসসহ বিপণন চার্জ, কর এবং শুল্ক যুক্তিসংগত করা ও বাজার উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। খামারজাত পণ্যের বিপণনে সেবাসমূহের দক্ষ সরবরাহ ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

খুবই গুরত্বপূর্ণ। বিপণনে নিয়োজিত বিভিন্ন বিপণন-প্রতিনিধি, পাইকার, অনানুষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী মধ্যস্বত্বকারীদের অনুকূল ভূমিকাকে স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন। বাজার কাঠামো উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণমূলক ও আইনগত সহায়তা বাজারের প্রত্যেক পর্যায়ে নতুনদের প্রবেশ উৎসাহিত করার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। বাণিজ্যসহায়ক আইন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-

(১) খাদ্যপণ্যের বেসরকারী মজুদ ও সরবরাহ ব্যবস্থার একটি নির্ভরযোগ্য পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ;

(২) বাজারে নিয়োজিত মধ্যস্থতাকারীদের অনুকূল ভূমিকাকে স্বীকৃতি নিশ্চিতকরণ; এবং

(৩) প্রতিযোগিতামূলক বিপণন প্রসারে এন্টি-ট্রাষ্ট ও একচেটিয়া বাজার প্রতিষ্ঠা নিরোধক বিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ

১.২.৪ পূর্ব-সতর্কীকরণ ও বাজার তথ্য পদ্ধতি উন্নয়ন এবং প্রচার জাতীয় খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে একটি দক্ষ কার্যকর পূর্ব-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। একটি দক্ষ ও কার্যকর পূর্ব-সতর্কীকরণ পদ্ধতি বিশ্ব পূর্ব-সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সাথে সমন্বিতভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার নিম্মোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করবে-

(১) জাতীয় ও বিশ্বপর্যায়ের উভয় ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন;

(২) অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাজারসমূহে বিরাজমান সরবরাহ, চাহিদা ও মূল্য পরিস্থিতি এবং জলবায়ু, খাদ্য উৎপাদন ও বিদ্যমান সরবরাহ সম্পর্কে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন পূর্বাভাস প্রদান; এবং

(৩) উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য খাদ্য তথ্য ও পূর্ব-সতর্কীকরণ বিষয়ে বিশেণ্টষণমূলক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা পরিচালনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে উন্নত পূর্বাভাস পদ্ধতির প্রবর্তন।

কৌশল -১.৩ মূল্য স্থিতিশীলকরণে খাদ্যশস্য বাজারে অবিকৃত সরকারী হস্তক্ষেপ

খাদ্য শস্য বাজারে সরকারী হস্তক্ষেপ এবং খাদ্য শস্যের মজুত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার উৎপাদনকারী ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থরক্ষায় ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে কৃষি প্রবৃদ্ধি বা দরিদ্র জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত না হয়। বিশেষতঃ বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের (উৎপাদক ও ভোক্তা) কল্যাণে খাদ্যশস্যের মূল্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। খাদ্য শস্যের উৎপাদন ব্যয়ের উর্দ্ধগতি কৃষকদের আয়ের অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি করা ছাড়াও কৃষিকাজে অত্যাবশ্যকীয় সেচ, কৃষি-যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী খাতে বেসরকারী বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করে। যেহেতু দরিদ্র পরিবারের খাদ্যের জন্য ব্যয় বর্তমানে পরিবারের মোট আয়ের

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী, তাই ভোক্তাপর্যায়ে খাদ্যের মূল্য উলেণ্চখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলে দরিদ্র পরিবারের প্রকৃত আয় হ্রাস পায়। ফলে তাদের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পায়-যা তাদের জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে। বাজারের মূল্য স্থিতিশীলতাকে ত্বরান্বিতকরণ, প্রতিযোগিতা উৎসাহিতকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে এবং বেসরকারী বাণিজ্য ও গুদামজাতকরণকে নিরুৎসাহিত না করে সরকার খাদ্যশস্য বাজারে অবিকৃত হস্তক্ষেপ কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রুত পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে হ্রাসবৃদ্ধি এবং উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুযোর্গের কারণে খাদ্যের মূল্য অব্যাহতভাবে স্থিতিশীল রাখা সহজ নয়। খাদ্যশস্যের মূল্যের ব্যাপক উঠানামার কারণে একটি অবিকৃত মূল্য স্থিতিশীলকরণ নীতি একান্ত আবশ্যক।

১.৩.১ অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনে মূল্য সহায়তা

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত উৎপাদন সহায়তা প্রদানে প্রধান সংগ্রহ অঞ্চলে (intensive procurement zone) খাদ্যশস্যের গড় উৎপাদন ব্যয়ের উর্দ্ধে খাদ্যশস্য সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণপূর্বক সরকারী সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সরকারী সংগ্রহমূল্য (fixed procurement price)-এর সাথে গুদামখরচ, পরিবহন ও বিতরণ ব্যয় জড়িত থাকায় বিতরণ (public food distribution)-এর ক্ষেত্রে সরকারকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভর্তুকী প্রদান করতে হয়। অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্য সরকারের নীতি হবে-

(১) অভ্যন্তরীণ খাদ্য বাজার হতে খাদ্যশস্য ক্রয়ে;

ক. কৃষকদের পর্যাপ্ত মুনাফা এবং উৎপাদন ব্যয় পরিপূরণের জন্য যথাযথ মূল্যে (তবে মূল্য এত বেশী না হয় যা অন্যান্য নীতিবিরোধী কাজ করাকে উৎসাহিত করে) অভ্যন্তরীণ সরকারী সংগ্রহ কর্মসূচি গ্রহণ;

খ. উম্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ক্রয়।

(২) উৎপাদকের লাভজনক মূল্য নিশ্চিতকরণে বিপণন পদ্ধতি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান; এবং

(৩) বেসরকারী খাতে গুদামজাতকরণ ও বাজার অবকাঠামো উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা।

১.৩.২ সরকারী খাদ্যশস্য মজুদ

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কমবেশী হবার ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধিকালে যুগপৎভাবে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীর কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরকার সরাসরি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বাজারে হস্তক্ষেপ করে। সরকারী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হল স্বাভাবিক বাজার মূল্যে খাদ্য ক্রয়ে অসমর্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য-সহায়ক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং আয় সঞ্চালনমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা। খাদ্যভিত্তিক বিভিন্ন সরকারী কার্যক্রম

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের মজুদ সংরক্ষণ করা ছাড়াও সরকার দুর্যোগকালীন জরুরী প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য নিরাপত্তা মজুদ সংরক্ষণ করে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকা ছাড়াও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আশানুরূপ উন্নতি প্রতিফলিত হয়েছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি (১৯৯৭)- তে সরকারী খাদ্য মজুদের পরিমাণ কমপক্ষে ৮ লাখ মেঃ টনে সংরক্ষণের নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। খাদ্যশস্য আমদানির অনিশ্চিত আগমন ও জরুরী প্রয়োজনে সরকার ১০ লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্য সরকারী মজুদ হিসাবে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ মৌসুমে সরকারী মজুদেও পরিমাণ সাধারণত এ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে এবং ফসল উত্তোলনপূর্ব সময়ে সরকারী মজুদের পরিমাণ লক্ষমাত্রার নীচে থাকে। সংগ্রহ ও বিতরণের পরিবর্তন (dynamics) বিবেচনায় এনে খাদ্য মজুদ গড়নে বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন থাকবে। সরকারী খাদ্যশস্য মজুদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকার নিম্মোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ

(১) খাদ্যশস্য মজুদের নিয়মিত পরিবীক্ষণ, খাদ্য মূল্য, খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বেসরকারী আমদানি, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, সরকারী সংগ্রহ ও বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ;

(২) সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে সামগ্রিক বাণিজ্যনীতির সাথে সমন্বিত করে বিশেষতঃ খাদ্য সরবরাহ ঘাটতিকালে প্রয়োজনীয় বাজার সরবরাহ বৃদ্ধিমূলক কৌশল অবলম্বন;

(৩) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বেসরকারী খাদ্য ব্যবসায় উৎসাহদায়ক ব্যবস্থা সংরক্ষণ বিবেচনায় নিয়ে সরকারী খাদ্য সংগ্রহের পরিমাণ নির্ধারণ; এবং

(৪) সংগ্রহ ও বিতরণের মৌসুমী পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে অর্থবছরের শুরুতে ১০ লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্যের সরকারী মজুদ সংরক্ষণ।

১.৩.৩ ভোক্তাদের মূল্য সহায়তা

লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিসমূহ দরিদ্র জনগণের পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক। সরকার দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারসমূহের পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচি যথা-দুস্থ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন (VGD), কাজের বিনিময়ে খাদ্য/ অর্থ, দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা (VGF), শিক্ষার জন্য খাদ্য/অর্থ ইত্যাদি লক্ষ্যমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে। সীমিত সম্পদের কারণে এসকল কার্যক্রমের আওতাবহির্ভূত অথচ পুষ্টির দিক হতে ঝুঁকিপূর্ণ দরিদ্র পরিবারসমূহের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার একটি বিকল্প কৌশল হচ্ছে বাজার মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করা। ভোক্তাদের মূল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার নিম্মোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ

১) অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির সময়ে খোলা বাজার বিক্রয় (OMS), স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ;
২) বিশেষ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত গোষ্ঠীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় অগ্রাধিকার (EP), অন্যান্য অগ্রাধিকার (OP) এবং বৃহৎ কর্মসংস্থান শিল্প (LEI) ইত্যাদি বিতরণ খাতে নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়;
৩) উচ্চ মূল্যের কারণে পুষ্টি ঝুঁকিপ্রবণ দরিদ্র জনগণের মাঝে লক্ষ্যমুখী খাদ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্যশস্য সরবরাহ।

উদ্দেশ্য-২. জনগণের ক্রয় ক্ষমতা এবং খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা

পর্যাপ্ত খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে গৃহীত প্রচেষ্টায় সহায়তা প্রদান ছাড়াও সকল পরিবারের (বিশেষতঃ দরিদ্রদের) পারিবারিক খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকার দুটি মূখ্য পন্থা অবলম্বন করে। প্রথমতঃ তাৎক্ষণিক খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য স্বল্প মেয়াদে খাদ্য প্রাপ্তি ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কতিপয় কর্মসূচির মাধ্যমে সরাসরি খাদ্য হস্তান্তর বা খাদ্য-সাহায্য নগদায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বিতরণ। দ্বিতীয়তঃ কর্মসংস্থানমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদে দরিদ্র জনগণের খাদ্য প্রাপ্তি ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য সংগ্রহের সামর্থসহ ক্রয় ক্ষমতা টেকসইভাবে উন্নীতকরণের জন্য নীতিমালা বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ। দারিদ্র বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার একটি প্রধান নিয়ামক হিসেবে খাদ্য প্রাপ্তির অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

কৌশল -২.১ তাৎক্ষণিক অভিঘাত ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে প্রায়ই বন্যা, সাইক্লোন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট আপদকালীন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দূরীকরণে জরুরী প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। ক্ষতিগ্রস্থদের তাৎক্ষণিক দূর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে জরুরী ত্রাণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। দুর্যোগ মোকাবেলায় আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য সতর্কীকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যম দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনা সম্ভব। দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের উলেণ্টখযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও ব্যাপক দারিদ্রের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্বল অবকাঠামোতে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দুযোর্গের বিরূপ প্রভাব সহণযোগ্য মাত্রা পর্যন্ত হ্রাস করা যায়নি। বর্তমানে জরুরী বিতরণের প্রয়োজনে সরকারকে তিনমাসের সমপরিমাণ খাদ্যশস্যের মজুত সংরক্ষণ এবং ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জরুরী খাদ্য বিতরণসহ নিরাপদ পানি, ঔষধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করতে হয়। এক্ষেত্রে দেশের জন্য একটি কার্যকর সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনা অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতাসহ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির কারণে বছরভিত্তিক খাদ্যশস্যের নূন্যতম সরকারী মজুদ মাত্রাও পর্যালোচনা (review) প্রয়োজন।

২.১.১ কৃষিতে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ

খরা, বন্যা ও সাইক্লোনের মত ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুযোর্গের কারণে বাংলাদেশের কৃষি অতিমাত্রায় ঝুঁকিপ্রবণ। ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুযোর্গ দরিদ্র জনগণের সীমিত সম্পদকে হ্রাস করে এমনকি কখনও কখনও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। নদী ভাংগন এবং কৃষি জমির গুণগত অবক্ষয়ের ফলে এ সমস্যা আরও প্রকট হয়। বন্যা ও খরাপ্রবণ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা অধিক হয়ে থাকে। এসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাতে বৈরী কৃষি পরিবেশযুক্ত নাজুক বাস্তুসংস্থানসম্পন্ন দরিদ্র কৃষকদের চাষাবাদে অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ফলে তাদের তাৎক্ষণিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা আরও বেড়ে যায়। দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দূর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম খাদ্য নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কৃষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ সরকার নিম্মোক্ত পদক্ষেপ অনুসরণ করবে ঃ

(১) বিপুল ফলন হ্রাস ও ফসলহানি এড়ানোর জন্য খরার সময় সম্পূরক সেচ প্রদান;

(২) জাতীয় কৃষি গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক বন্যা ও খরা সহনশীল জাতের ফসল উদ্ভাবন ও প্রসার এবং প্রধান ফসলসমূহের উৎপাদন প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং

(৩) স্বাভাবিকভাবে বন্যামুক্ত বছরে ভিটিস্থানে ফলমূল শাকসব্জি চাষাবাদ, সামাজিক বনায়ন, পশুপালন এবং বসতবাড়ীতে হাঁস-মুরগী খামার স্থাপনসহ বসতবাড়ীতে বাগান উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ।

২.১.২ সরকারী মজুদ হতে জরুরী বিতরণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত জরুরী খাদ্য পরিস্থিতির প্রয়োজনে সরকারী খাদ্য মজুদ হতে খাদ্য বিতরণের মাধ্যমে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দুর্যোগকবলিত এলাকায় সরকারী বিতরণ খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে এবং যোগান ও চাহিদার ভারসাম্যহীনতা নিরসনপূর্বক বাজার মূল্য স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে। দুর্যোগ কবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জরুরী খাদ্য প্রয়োজন মেটাতে সরকারের নীতি হবেঃ

(১) দুর্যোগের সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে দ্রুত খাদ্য বিতরণ নিশ্চিতকরণ;

(২) নিয়মিত খাদ্যভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় মজুদ সংরক্ষণ ছাড়াও ন্যূনপক্ষে ৩ (তিন) মাসের জরুরী খাদ্য বিতরণ চাহিদা পরিপূরণে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত মজুদ সংরক্ষণ;

Dhaka University Institutional Repository

(৩) কোন একটি নির্দিষ্ট দেশ থেকে খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সরকারী বাণিজ্যিক আমদানি (তবে অধিক আমদানি পরিহারের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনসহ)-র ক্ষেত্রে উৎস বহুমুখীকরণ; এবং

(৪) পদ্ধতিগত অপচয় হ্রাস এবং দক্ষ মজুদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারের সার্বিক খাদ্য বিতরণ ব্যয় হ্রাসকরণ।

২.১.৩. বেসরকারী কারবার এবং মজুদের মাধ্যমে যোগান বৃদ্ধির পদক্ষেপ

খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ উদারীকরণের মাধ্যমে সরকার উৎপাদন ঘাটতিকালে স্থানীয় যোগানের স্বল্পতা মেটাতে বেসরকারী খাতে খাদ্যশস্যের আমদানি উৎসাহিত করে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ঘাটতি পরিপূরণে এবং অর্থনৈতিকভাবে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে সরকার-

(১) খাদ্যের মজুদ এবং চলাচলে প্রতিবন্ধকতা অপসারণ নিশ্চিত করবে;

(২) গুদামজাতকরণ এবং মজুদ সংরক্ষণের জন্য ঋণ সুবিধাদি প্রদান করবে;

(৩) দক্ষ গুদামজাতকরণে এবং বিতরণ কৌশল উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করবে;

(৪) অস্বাভাবিকভাবে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধিজনিত সমস্যা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাণিজ্য এবং আর্থিক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারী আমদানি উৎসাহিত করবে; এবং

(৫) বেসরকারীখাতের মাধ্যমে দ্রুত এবং দক্ষভাবে খাদ্য সরবরাহের জন্য সরকারী গুদাম ও অন্যান্য পরিচালনা সুবিধাদি যৌক্তিক মূল্যে বেসরকারী পর্যায়ে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করবে।

কৌশল -২.২. খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে লক্ষ্যমুখী খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির ফলপ্রদ বাস্তবায়ন

বছরব্যাপী চরম পুষ্টি ঝুঁকির সম্মুখীন অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেসরকারী খাদ্যবাজার থেকে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা অপর্যাপ্ত। অধিকন্তু, দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করায় অনেক পরিবারই মৌসুমী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয় অর্থাৎ তারা মন্দা মৌসুমে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও বঞ্চনার শিকার হয়। অন্য পেশার জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দিন মজুর, জেলে এবং মাঝিগণও অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও সময়ের সাথে স্থান পরিবর্তনের কারণে দুস্থতায় পতিত এবং বেশীমাত্রায় পুষ্টি ঝুঁকির সম্মুখীন পরিবারসমূহ চিহ্নিতকরণপুর্বক একটি দক্ষ লক্ষ্যমুখী কর্মসূচি (স্বচ্ছল সদস্যদের সুবিধা প্রদান না করে) পরিচালনার মাধ্যমে লক্ষ্য-জনগোষ্ঠীর প্রকৃত আয় ও খাদ্য ভোগের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করা যায়। তাই একটি সফল লক্ষ্যমুখী কার্যক্রমে লক্ষ্যবহির্ভূত পরিবারের মাঝে বেহাত হওয়া (leakage) হ্রাস করা অপরিহার্য। বেহাতের ফলে

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যমুখী হস্তক্ষেপের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ব্যয়-সাশ্রয় হ্রাস পায়। দুস্থ জনগোষ্ঠীর মাঝে শহর এলাকার বস্তিবাসী এবং গ্রামের ভূমিহীনরাই চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। আয়ের সীমাবদ্ধতা এবং নিম্নমানের পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার কারণে শহরের বস্তিবাসীদের পুষ্টিহীনতা খুবই প্রকট। গ্রামীণ দুস্থ জনগোষ্ঠীর মাঝে পুষ্টিহীনতা ভূমিহীন পরিবার ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রকটভাবে বিস্তৃত। এছাড়া বৃদ্ধ, স্বামীবঞ্চিত, অসহায় বিধবা, প্রতিবন্ধী সদস্য নিয়ে গঠিত আরও কিছু দরিদ্র পরিবারের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারিত হওয়া দরকার। ভৌগলিক নিশানা (geographic targeting)-র মাধ্যমে দেশের সুনির্দিষ্ট দুস্থ জনপূর্ণ এলাকাসমূহে লক্ষ্যমুখী হস্তক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব, নিম্মমানের অবকাঠামো ও কৃষি উন্নয়ন এবং বিশেষভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ সকল বিবেচনায় বন্যাপ্রবণ এলাকা বিশেষতঃ প্রধান প্রধান নদী তীরবর্তী ভাংগন এলাকা এবং শহরের বস্তিসমুহ দেশের সবচেয়ে পুষ্টিগতভাবে দুস্থ এলাকা হিসেবে গণ্য। তাই বাংলাদেশ সরকার প্রকট পুষ্টিহীনতা বিরাজমান এমন জনগোষ্ঠী, অঞ্চল এবং মৌসুমে আয়-বণ্টন, লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ এবং গণপুর্ত কর্মসূচির মাধ্যমে লক্ষ্যমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। দরিদ্র পরিবারের খাদ্যপ্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে সরকারী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় সরকার নিম্মলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে-

(১) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবারসমুহের মধ্যে সরাসরি জরুরী ত্রাণ বিতরণ;

(২) দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সরবরাহ (ভিজিএফ) কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে যৌক্তিক সময় পর্যন্ত লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ;

(৩) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় পারিশ্রমিক হিসেবে খাদ্যশস্য বিতরণ;

(৪) প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সরাসরি বিতরণ (যেমন-মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত দুস্থ জনগোষ্ঠী উন্নয়ন-VGD কর্মসূচি বাস্তবায়ন) এবং

(৫) অতি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ ও ফলপ্রদ বাস্তবায়ন।

কৌশল -২.৩. কর্মসংস্থানমূলক আয় বৃদ্ধি

স্বল্পমেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমানে পরিচালিত সরকারী ও এন.জি.ও কর্মসূচিসমূহ যদিও দরিদ্র পরিবারসমূহের বাড়তি খাদ্য প্রাপ্তি ও আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে, তবে দীর্ঘমেয়াদে

 Dhaka University Institutional Repository

শ্রমনিবিড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই দেশের সকল পরিবারের জন্য বিস্তৃত ভিত্তিতে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রধান উপায় হতে পারে। যেহেতু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভূমি ও মুলধনে প্রবেশাধিকার সীমিত, সেহেতু কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়টিতে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। অধিকাংশ দরিদ্র জনগণ পলণ্টী এলাকায় বসবাসের কারণে বাংলাদেশে টেকসইভাবে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পূর্বশর্ত হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধি। পরিবারপর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তার মাত্রা উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা, মৌলিক সম্পদ (মহিলাদের খাস জমি প্রাপ্তি সুবিধাসহ) এবং বিশেষতঃ দরিদ্র মহিলাদের জন্য ঋণসুবিধা প্রদান। শস্য, পশুসম্পদ (পোল্ট্রিসহ) ও শস্য-বহির্ভূত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রমে (যার জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে চাহিদা বর্তমানে বিদ্যমান) মহিলাকেন্দ্রিক উদ্যোগসমূহ অগ্রাধিকার পাবে। বাংলাদেশ সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধির জন্য বহু উন্নয়নমূলক নীতি ও প্রকল্প হাতে নিয়েছে তন্মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য হল-

(১) মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;

(২) কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;

(৩) কৃষিভিত্তিক শিল্প উন্নয়নে উৎসাহদায়ক সুবিধা প্রদান;

(৪) গ্রামীণ শিল্পের প্রসারে বিশেষ সহায়তা;

(৫) শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি এবং

(৬) ব্যাপকভিত্তিক প্রবৃদ্ধি প্রসারে সামষ্টিক নীতি গ্রহণ।

২.৩.১ মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সহায়তা

খাদ্য নিরাপত্তায় মহিলাদের অবদান প্রায়শই মূল্যায়িত হয় না। তারা পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টির উৎস সংগতিপুর্ণভাবে বজায় রাখার জন্য সর্বদা প্রাণান্ত চেষ্টারত। পরিবারের কল্যাণে ক্রমবর্ধমান দায়িত্বশীলতার কারণে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীরা কার্যকর মাধ্যম (effective vehicle) হিসেবে বিবেচিত। আন্তঃপরিবার খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের পুষ্টিবস্থা নির্ধারণে নারীরা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। উৎপাদনবর্ধক সম্পদের প্রাপ্তি সুবিধাসহ উপকরণ ও সেবামুলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অধিকহারে অন্তর্ভূক্তিসহ নারীভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। সম্প্রসারণ সেবা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ঋণ এবং প্রযুক্তিতে নারীদের প্রবেশাধিকার কম। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তায় প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের অধিকতর অবদানের এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ সকল বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের লক্ষ্য হবে-

Dhaka University Institutional Repository

(১) কৃষিখাতে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রসার এবং গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন কর্মকান্ডে সুযোগ এবং কৌশল সরবরাহ;

(২) প্রতিবন্ধী ও নারীনির্ভর লক্ষ্যমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ঋণ, নতুন প্রযুক্তিসহ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিক্ষম সম্পদের উপর মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ; এবং

(৩) অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ করার জন্য নারীসম্পৃক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রবর্তন এবং

(৪) পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণের জন্য মহিলাদের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে যথাযথ সহায়ক উদ্যোগ গ্রহণ।

২.৩.২ কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমূলক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ

প্রযুক্তি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে কিন্তু তা সাধারণত মূলধননিবিড় এবং শ্রমিক প্রতিস্থাপক হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থা সচরাচর হয় না। তবুও উৎপাদন পদ্ধতির সাথে শ্রম নিবিড় প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটে এমন প্রযুক্তির নির্বাচন বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিৎ। উদাহরণস্বরূপ উচ্চ-ফলনশীল ধান চাষাবাদের উলেণ্টখ করা যায়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণ ও উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব প্রায়শঃই উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

২.৩.৩ কৃষিভিত্তিক শিল্প উন্নয়নে উৎসাহদায়ক সুবিধা

কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন বহুমুখী কৃষিকে পশ্চাদযোগ শিল্পে পরিণত করে গ্রামীণ দরিদ্রদের আয় বাড়াতে সাহায্য করে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের বর্তমান অনগ্রসরতার প্রেক্ষাপটে এ খাতে ঋণসহ আর্থিক সুবিধাভিত্তিক বিশেষ উৎসাহমূলক সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রবৃদ্ধির স্বার্থে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়ন সহায়তাসহ গ্রামীণ বাজারের সাথে শহর, আঞ্চলিক ও বিশ্ববাজারের সাথে যোগসূত্র স্থাপন, পরিবহন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাদির সহজলভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩.৪. গ্রামীণ শিল্পের প্রসারে বিশেষ সহায়তা

গ্রামীণ শিল্পের প্রসারের স্বার্থে (বিশেষতঃ যে সকল এলাকা এক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ) যথাযথ উৎসাহমূলক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনামূলক সরকারী সহায়তা (যথা-গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র বীমা পদ্ধতিতে আংশিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রিমিয়াম সহায়তা) প্রদান করার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম উলেণ্ঢখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে মহিলা পরিচালনাধীন শ্রমনিবিড় গৃহভিত্তিক উদ্যোগকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা দরকার।

২.৩.৫. শিক্ষা, দক্ষতা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন

মৌলিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা হচ্ছে প্রযুক্তি গ্রহণের পূর্বশর্ত। শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী খাতে বর্তমানে পরিচালিত কর্মসূচিসমূহকে শ্রমবাজারের চাহিদার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত। এক্ষেত্রে বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি সম্ভাবনা অন্বেষণসহ জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনে দক্ষ শ্রমিকের প্রকারভেদে বাজার চাহিদা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নির্ধারণকল্পে একটি জরিপ পরিচালনা করা আবশ্যক।

২.৩.৬. শ্রমনিবিড় প্রবৃদ্ধির প্রসারে সামষ্টিক নীতি গ্রহণ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকলের আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। সামষ্টিক অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শ্রমবাজার সৃষ্টিসহ আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্রুত আয় বৃদ্ধিই সরকারী নীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর এজন্য গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য ঋণসুবিধা, ভূমি ও মূলধনে দরিদ্র জনগণের ক্ষমতায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন-যা প্রকারান্তরে সমাজের বয়োঃবৃদ্ধ, দুঃস্থ-মহিলা ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

উদ্দেশ্য-৩. সকলের (বিশেষতঃ নারী ও শিশুর) জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি বিধান

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আপদকালীন ঘাটতি ও অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশ উলেণ্ঢখযোগ্যভাবে সফল হলেও দেশের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাঝে পুষ্টি সমস্যা প্রকটভাবে বিদ্যমান। অন্যান্য কর্মসূচির সাথে সরকার জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি (১৯৯৭) এবং পুষ্টি সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (১৯৯৭) অনুমোদন করেছে। জাতীয় পুষ্টি পরিষদ সক্রিয়করণসহ বৃহৎ পরিসরে পুষ্টি এবং খাদ্য ব্যবহারের সমস্যা সংশিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনায় সরকার জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের আলোকে প্রণীত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রেও পুষ্টি বিষয়কে অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে সরকার গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচিসমূহকে কার্যকরভাবে অঙ্গীভূতকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্যের ব্যবহার এবং পুষ্টি, বিশেষতঃ দুঃস্থ ব্যক্তির (দরিদ্র মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধী) জন্য পর্যাপ্ত মুখ্য পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ (ক্যালরী, আমিষ, চর্বি ও তেল) খাদ্য ভোগ, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য কর্মসূচি, পুষ্টি শিক্ষা ও তথ্য বিতরণ সার্বিক পুষ্টি অবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। সর্বোপরি রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, পানি এবং পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার বাইরে বৃহৎ পরিসরে স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নয়ন কর্মসূচিও অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

কৌশল ৩.১ স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি গঠনে সুষম খাদ্যের সংস্থানকল্পে সুদূরপ্রসারী জাতীয় পরিকল্পনা

উন্নত জাতি হিসেবে দেশকে গড়ে তুলতে দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থসম্পন্ন মানব সম্পদের উন্নয়ন আবশ্যক। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পারিবারিক আয়ের পরিবর্তন তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে খাদ্য চাহিদার পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে খাদ্য উৎপাদন ও বাজার-জাতকরণ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি গঠনে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের নিমিত্তে চালের উপর নির্ভরতা ক্রমান্নয়ে কমিয়ে এনে সুষম খাদ্যের সংস্থানকল্পে সুদূরপ্রসারী জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার নিম্মোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৩.১.১. স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি গঠনে শারীরিক সামর্থ্যের প্রয়োজনে সুদূরপ্রসারী লক্ষমাত্রা নির্ধারণ

(১) সার্বিক পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে শারীরিক সামর্থ্যের প্রয়োজনে সুদূরপ্রসারী লক্ষমাত্রা নির্ধারণ এবং
(২) খাদ্য চাহিদার পর্যায়ক্রমিক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে খাদ্য প্রাপ্তি সংশিণ্টষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ।

৩.১.২. দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য গ্রহণের মাত্রা নির্ধারণ

(১) স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি গঠনকল্পে সুষম খাদ্য সংস্থানের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং
(২) শারীরিক গঠন ও পেশাভেদে সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীতার নিরিখে জনপ্রতি গড় ক্যালরী চাহিদা নির্ধারণ।

৩.১.৩. প্রয়োজনীয় পুষ্টিচাহিদা পরিপূরণে সুষম খাদ্য সংস্থানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ

(১) সুষম খাদ্য গ্রহণের কাঙ্খিত লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে অর্জনে সংবলিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং
(২) খাদ্য ভোগের উপর নিয়মিত সমীক্ষার ভিত্তিতে বাংলাদেশের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ফুড ব্যালান্স শীট প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ।

৩.১.৪. স্বল্পতম ব্যয়ে সুষম খাদ্য সংস্থানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

(১) "সুষম খাদ্যভোগে সহায়ক" স্বল্পব্যয় সম্বলিত স্থানীয় মেনুভিত্তিক খাদ্য তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং
(২) স্বল্পব্যয় সম্বলিত সুষম খাদ্যের স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদনের মাধ্যমে প্রাপ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।

কৌশল -৩.২. দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ

খাদ্য নিরাপত্তা নীতির প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে পুষ্টিদায়ক খাদ্য (যেমন-ক্যালারী, আমিষ, চর্বি এবং তৈল ইত্যাদি) ভোগের নিশ্চয়তা প্রদান। দুস্থ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে প্রতিবন্ধী, শিশু ও নারী (বিশেষতঃ কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মাতা)-দের পুষ্টির জন্য পর্যাপ্ত শর্করা, আমিষ, চর্বি ও তৈল সমৃদ্ধ খাদ্য প্রাপ্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মুখ্য খাদ্য উপাদান (ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট) সমৃদ্ধ খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ নিশ্চিতকল্পে সরকারের নীতি হবে এনজিও এবং উন্নয়নসহযোগীদের সাথে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে কাজ করা-
(১) দুস্থ জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তি চিহ্নিত করণ ও খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে পুষ্টিভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ এবং গোষ্ঠী পর্যায়ে উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণ; এবং
(২) প্রতিবন্ধী সহায়ক শিক্ষা সুবিধা, মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, ক্ষুদ্র-ঋণ, দুস্থ জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দুস্থ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন।

কৌশল -৩.৩. পর্যাপ্ত মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সম্পন্ন সুষম খাদ্য

বাংলাদেশের জনগণের জন্য স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত শর্করা, আমিষ, তৈল ও চর্বি, সমৃদ্ধ খাদ্যের পাশাপাশি লৌহ ও ভিটামিন এ' ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে স্বল্প ব্যয়ের জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি ও পুষ্টিশিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ ছাড়াও অপর সম্ভাবনাময় ও টেকসই পদ্ধতি হল প্রচলিত উদ্ভিদ প্রজননে জৈব দৃঢ়ীকরণের মাধ্যমে প্রধান খাদ্যশস্যে লৌহ ও ভিটামিন এ' সমৃদ্ধকরণ। অন্তবর্তী সময়ে ব্যয়-সাশ্রয়ী কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে খাদ্যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পরিপূরণ ও সংযুক্তিকরণের (প্রতিষ্ঠিত যথাযথ গুণমান ও আইনগত ভিত্তিসহ) কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টজনিত অপুষ্টির সুদূরপ্রসারী ক্ষতি বিবেচনা করে খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি ছাড়াও সরকার নিম্মোক্তভাবে পুষ্টির অভাব ও অসম পুষ্টিমান বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে -

৩.৩.১ পুষ্টি-শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি-যার মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

(১) সুষম খাদ্যগ্রহণ প্রসারকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার ও গণমাধ্যমে সুষম খাদ্য বিষয়ে নির্দেশনামূলক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) বিশেষতঃ পলণ্টী এলাকায় গোষ্ঠী পর্যায়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনমূলক কার্যকর প্রচার কর্মসূচি নিবিড়করণ এবং

(৩) পুষ্টি-শিক্ষা বিষয়ে আদর্শ মডিউল উন্নয়নসহ বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচিতে তা অন্তর্ভুক্তিকরণ।

৩.৩.২ খাবার বহুমুখীকরণ

(১) উৎপাদনকারী পর্যায়ে ও বাজারে সব্জি প্রাপ্যতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বহুমুখী পুষ্টিদায়ক খাবার গ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বসতবাড়িতে সব্জি বাগান ও হাঁসমুরগী পালন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদান।

৩.৩.৩ ফলপ্রসূ খাদ্য পরিপূরণ এবং সুরক্ষাকরণ (food supplementation and fortification)

(১) আটা (খোসাসহ গমের ময়দা) এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্য সুরক্ষাকরণ (fortification);

(২) মানুষ ও পশুর ব্যবহারোপযোগী লবণকে বাধ্যতামূলকভাবে আয়োডাইজেশন (iodisation) এবং

(৩) পুষ্টি এবং খাদ্যবিষয়ক হস্তক্ষেপ কর্মসূচির মাধ্যমে সম্পূরক (supplementary) খাদ্য সরবরাহকরণ।

কৌশল -৩.৪. নিরাপদ খাবার পানি এবং উন্নত পয়ঃনিস্কাশন

বর্তমানে ডায়রিয়াসহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগের প্রকোপ ব্যাপকতর হওয়ায় নিরাপদ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা এদেশের পুষ্টিমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে বিদ্যমান ও পরিকল্পিত সুবিধাদির মধ্যে পানির গুণাগুণ পরীক্ষাকরণ (বিশেষতঃ খাবার পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ধারণ) ও সীমিতকরণের প্রচেষ্টা সর্বাধিক গুরুত্বহ। নিরাপদ পানি এবং পয়ঃনিস্কাশন উন্নয়নে সরকারের নীতি এবং কর্মসূচি নিম্নরূপ ঃ

(১) স্বাস্থ্য শিক্ষা যার মধ্যে শিশুদের সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা এবং নিরাপদ পানীয় জল এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য পয়ঃনিস্কাশন পদ্ধতির ব্যবহারের গুরুত্ব অন্তর্ভুক্তি ;

(২) পানি সরবরাহ (কমিউনিটি টিউবওয়েল) এবং পয়ঃনিস্কাশনে বিনিয়োগসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং

(৩) পানির গুণাগুণ (বিশেষত আর্সেনিকের মাত্রা) পরীক্ষাকরণ ও বিদ্যমান সরকারী সুবিধাদির সম্প্রসারণ।

কৌশল -৩.৫. নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য সরবরাহ

বর্তমান সময়ে নিরাপদ খাদ্যের লভ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে প্রসারমান তৈরি খাদ্যসহ সকলপ্রকার মানসম্পন্ন খাদ্যের বাজরজাতকরণ সুবিধাদি উন্নয়নসহ গুণগতমান রক্ষণের জন্য বিপণন কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে (যথা-একত্রীকরণ, পরিচালন, বিন্যাসকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোড়কীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে) যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)- র আওতায় SPS (sanitary and phytosanitary), TBT (technical barrier to trade) চুক্তি স্বাক্ষরদাতা এবং কোডেক্স এলিমেন্টারীয়াস কমিশনের সদস্য। উৎপাদন পর্যায় থেকে খাবার গ্রহণ পর্যায় পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ঝুঁকি নিরূপণ ও রোধকরণ পদ্ধতি প্রাধান্য পেতে পারে। এজন্য বিদ্যমান বিধিবিধান যথাযথভাবে সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগী বিধিবিধান প্রণয়ন এবং বেসরকারী খাতের উদ্যোগকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য সরবরাহ লক্ষ্যে নিম্মোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হবে-

(১) খাদ্যজাত পণ্যের সমরূপ বিন্যাস, মান পদ্ধতির উন্নয়ন, মানদণ্ড প্রণয়ন, আরোপ ও বাধ্যতামূলক প্রয়োগ;

(২) প্যাকিং বা মোড়কীকরণ পদ্ধতি উন্নয়নসহ নিরাপদ গুদামজাতকরণ সুবিধাদিতে বিনিয়োগ;

(৩) খাদ্য ও খাদ্যজাত পণ্যের গুণাগুণ উন্নয়নে গবেষণাগারের সুবিধা ও প্রযুক্তিনির্ভর বাস্তবজ্ঞান প্রদান;

(৪) খাদ্যজাত পণ্যের গুণাগুণ ও মান প্রতিপালনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থাকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৫) পুষ্টি উন্নয়নকারী মানসম্পন্ন এবং নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে প্রচার; এবং

(৬) খাদ্য উৎপাদন ও বাজার প্রক্রিয়ায় ক্ষতিকর সংযোজন দ্রব্য, সংরক্ষণ দ্রব্য এবং বিষাক্ত দ্রব্যের নির্বিচার ব্যবহার রোধকল্পে নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ।

কৌশল-৩.৬. পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যমান

রোগ নিয়ন্ত্রণ শুধু পুষ্টি উন্নয়নেই অবদান রাখে না, সার্বিক স্বাস্থ্যমান উন্নয়নেও সহায়তা করে। পুষ্টি ও খাদ্যের সঠিক জৈবিক ব্যবহার বিষয়ে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেবা প্যাকেজ (HNPSP)-সহ

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও তথা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও সমন্বয়ে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেবা প্যাকেজে নিম্মল্লিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
(১) সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ই. পি. আই), শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত জটিল ক্ষত নিয়ন্ত্রণ (এ. আর. আই), কলেরা এবং আন্ত্রিক রোগসমূহ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
(২) প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং
(৩) এনজিওসমূহের মাধ্যমে শিশু ও সক্ষম নারীদের ক্রমাগত দুর্বলতা এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের অভাবজনিত রোগ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিসহ গোষ্ঠীভিত্তিক পুষ্টিসেবা বিতরণকল্পে জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প বাস্তবায়ন ।

ঙ. খাদ্যনীতি গবেষণা, বিশ্লেষণ এবং সমন্বয়

খাদ্য নিরাপত্তায় সকল আঙ্গিক (যথা-খাদ্যের লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার) একত্রিত হওয়ায় খাদ্যনীতি ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা নীতির এসকল আঙ্গিক সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। বিশ্ববাণিজ্য ও খাদ্য সাহায্যের পরিবেশ পরিবর্তনের দ্বারা বর্তমান নীতি-কৌশল প্রভাবিত হচ্ছে যা খাদ্যনীতিকে ভবিষ্যতের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকগণ কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং কার্যাবলী সমন্বিতকরণে বাধার সন্মুখীন হতে পারে। খাদ্যনীতি কাঠামোর আওতায় জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নবিষয়ক কার্যাবলীর সমন্বয় করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি-কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় ও অনান্য পর্যায়ের কর্তৃপক্ষই সুসমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। খাদ্যনীতি প্রণয়ন বা হালনাগাদকরণ ও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য নীতি-নির্ধারকগণ কর্তৃক বিকল্পসমূহ সম্পর্কে সুক্ষভাবে মর্ম উপলব্ধি করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য পন্থাসমূহের বিবরণসহ ইঙ্গিত ফলাফল হাতে থাকতে হবে। এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট চিত্র সৃষ্টির জন্য (ক) তথ্য সরবরাহের ধারাবাহিকতা বজায়; (খ) তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ; (গ) খাদ্য নিরাপত্তা পরিবেশের গতি প্রকৃতির পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা; (ঘ) পর্যাপ্ত সংখ্যক বিকল্প; (ঙ) স্থানীয় ও বিশ্ববাজারে খাদ্য সরবরাহ ও বাণিজ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পূর্বাভাস ইত্যাদি আবশ্যক। খাদ্যনীতি বিশ্লেষক ও গবেষকগণ ক্রমাগতভাবে গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতি নির্ধারকদের জন্য ভবিষ্যতে সম্ভাব্য যে ধরনের তথ্যাদি প্রয়োজন হতে পারে তার আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সামগ্রিক খাদ্যনীতি কাঠামোর আওতায় খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়ন, সম্পদ আহরণ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সচল ও শক্তিশালীকরণ প্রয়োজন। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত “খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি” খাদ্যের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার ও পুষ্টি বিষয়সহ সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা প্রচেষ্টাসমূহের পরিকল্পনা এবং ফলাফল পরিবীক্ষণ করবে। খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম সংশিণ্টষ্ট সকল মন্ত্রণালয় (যথাঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অর্থ, পরিকল্পনা, কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ, স্থানীয় সরকার, পলণ্টী উন্নয়ন ও সমবায়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)-এর প্রতিনিধি এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে-যেখানে খাদ্যনীতির সকল আঙ্গিকের অগ্রগতির বিষয় আলোচিত হবে এবং খাদ্যনীতি বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া হবে।

চ. উপসংহার

খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য লভ্যতা অপরিহার্য হলেও পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তার উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি ও খাদ্যের যথাযথ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পুষ্টি বিধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ কৃষিতে দক্ষতা অর্জনসহ শস্য ও অশস্য খাদ্যের লভ্যতা বৃদ্ধি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় টেকসইভাবে বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা অর্জন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে অপুষ্টির শিকার ব্যক্তির খাদ্যের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা সুসংহতকরণ সম্ভব। আশা করা যায় যে, প্রণীত খাদ্যনীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জনগণ তাদের কাঙ্খিত খাদ্য নিরাপত্তা ভোগ করতে সক্ষম হবে। এ নীতির সাথে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিমূলক অন্যান্য নীতি-কৌশল সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনবোধে সরকারী আদেশ জারির মাধ্যমে প্রণীত নীতি বাস্তবায়নোপযোগী করা হবে।

 Dhaka University Institutional Repository

৬.২ খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের চলাচল সূচী প্রনয়ণ নীতিমালা, ২০০৮ [২]

১.০ ভূমিকা

১.১. জাতীয় খাদ্যনীতি' ২০০৬ এ সকল সময়ে সকল জনগণের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে। খাদ্য লভ্যতা (availabilty of food) ও খাদ্যের প্রাপ্যতা (access of food) নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মজুদ ব্যবস্থাপনায় অর্থ বছরের শুরুতে ১০ লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণ এবং জরুরী সংকট মোকাবেলায় ন্যুনপক্ষে ৩ মাসের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় খাদ্যনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সরকারী খাতে অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত ও বিদেশ হতে আমদানীকৃত খাদ্যশস্য বিতরণ চাহিদার নিরিখে সারাদেশে বিস্তৃত খাদ্য গুদামে স্থানান্তর ও সংরক্ষণ করা সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে চলাচল কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

১.২. ফসল কাটার মৌসুমে খাদ্যশস্যের মূল্যপতন রোধ, কৃষকদের উৎসাহ মূল্য প্রদান, আপৎকালে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং নিরাপত্তা মজুদ গড়ার লক্ষ্যে সরকার মৌসুমভিত্তিক চাল, ধান ও গম সংগ্রহ করে থাকে। সংগ্রহনিবিড় অঞ্চলে অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য স্থানীয় চাহিদার সমপরিমাণ সংরক্ষিত রেখে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য (চাল/ গম ইত্যাদি) দেশের খাদ্য ঘাটিতি অঞ্চলে পরিবহনের প্রয়োজন হয়। মৌসুমের সীমিত শীর্ষ সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ তথা লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য গুদামের ধারণ ক্ষমতার ক্ষেত্র বিশেষে কয়েকগুণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ আবশ্যিক হওয়ায় সংগৃহীত খাদ্যশস্য দ্রুততার সাথে খাদ্য ঘাটতি বা বিতরণ অঞ্চলে পরিবহন করা চলাচলের প্রধান কার্যক্রম পরিণত হয়েছে এবং চলাচল দক্ষতা খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সফলতার নিয়ামক হয়েছে।

১.৩. দেশের সামগ্রীক খাদ্য ঘাটতি নিরূপণ করে সরকার কর্তৃক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক সূত্র এবং প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে সমুদ্র, নৌ, রেল ও সড়কপথে খাদ্যশস্য আমদানী করে নিরাপত্তা মজুদ গড়া আবশ্যক হয়। এছাড়াও দাতাসংস্থা কর্তৃক প্রেরিত খাদ্যশস্য বন্দরে খালাস করে স্থানীয় এবং বিতরণ অঞ্চলের খাদ্য গুদামসমূহে প্রেরণের প্রয়োজন হয়।

১.৪. অতীতে সরকারী মজুদ মূলত আমদানীনির্ভর থাকায় খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ খালাস ও সাশ্রয়ীভাবে বন্দর হতে অন্যান্য অঞ্চলে প্রেরণ করাই চলাচলের মুখ্য কার্যক্রম ছিল। সময়ের বিবর্তণে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে; পাশাপাশি সরকারী বিতরণ ব্যবস্থায়

---

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, স্মারক নং খাদুব্যম/ সর-১/ চলাচল সূচী-১/ ০৪ (অংশ-১)/, তারিখ ১৮-০৫-২০০৮ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

বৈদেশিক খাদ্য সাহায্য-নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত উৎপাদন কয়েকটি অঞ্চল/ জেলায় সীমাবদ্ধ থাকায় সংগ্রহ আবার বহুলাংশে চলাচল সামর্থের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

১.৫. বিদেশ হতে আগত খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ খালাস এবং (আমদানীকৃত ও অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত) সংরক্ষণের জন্য চলাচল সূচী প্রনয়ণের নীতিমালা খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে ০৫-০৮-৯৭ তারিখের এমএফ/এফপিএমইউ-২/১৪০/৯৪/৩০৯ নং স্মারকে জারী করা হয়। সময়ের ব্যবধানে নতুন প্রেক্ষাপটে জারীকৃত নীতিমালা প্রতিস্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সরকার সামগ্রীক বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে পূর্বের নীতিমালা প্রতিস্থাপন করে নিম্মোক্ত নীতিমালা এতদ্বারা জারী করলেন।

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ সরকারী খাতে সংগৃহীত ও আমদানীকৃত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব সঠিক পরিমাণ, সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে সংরক্ষণের জন্য নিরাপদ স্থানান্তর করাই এই নীতিমালার উদ্দেশ্য।

৩.০ পরিকল্পনা

৩.১ বোরো, আমন ও গম সংগ্রহ মৌসুম শুরুর প্রাক্কালে লক্ষমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকারী খাদ্য গুদামসমূহে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য স্থানান্তর ঘাটতি অঞ্চলের গুদামে প্রেরণের পরিকল্পনা প্রনয়ণ করতে হবে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব জেলায় ও বিভাগের খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা, সংগ্রহের সম্ভাবনা, খাদ্য বাজেটে বিতরণ বরাদ্দ ও সম্ভাব্য উত্তোলন নিরিখে প্রাথমিক খসড়া পরিকল্পনা গ্রহণ করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রীয়ভাবে গুদামভিত্তিক আন্তঃজেলা, আন্তঃজেলা আন্তঃবিভাগ সমন্বিত চলাচল পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অবহিত ও পরিবহন বরাদ্দ প্রদান করবে। অনুরুপভাবে খাদ্য অধিদপ্তর বিদেশ হতে অনুদান ও নগদ ক্রয়ে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য খালাস, সংরক্ষণ ও পরিবহনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে বরাদ্দের পরিমাণ প্রয়োজনের নিরিখে হ্রাস-বৃদ্ধি বা পুনর্বিন্যাস করা যাবে।

৩.২ সংগৃহীত ও বিদেশ হতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য পরিবহন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সংগ্রহ নীতিমালা/ বৈদেশিক চুক্তির শর্ত বিবেচনায় ন্যুনতম ব্যয় সম্বলিত রুট প্রাধান্য পাবে।

 Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে নিজ নিজ অধিকোষত্রে অর্থাৎ বিভাগের মধ্যে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং জেলার মধ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ চলাচল সূচী জারী করতে পারবে এবং জারীকৃত চলাচল আদেশে সূচী প্রণয়নের পূর্ণাংগ প্রেক্ষাপটসহ প্রয়োজনীয়তা ও যথার্থতার বর্ণনা থাকবে।

৩.৪ খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রীয়ভাবে বিভিন্ন স্তরের অর্থাৎ জেলা, বিভাগ ও আন্তবিভাগ পরিবহন পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে অপ্রয়োজনীয় সূচী জারীর সুযোগ না থাকে।

৩.৫ সংগৃহীত ও আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের সার্বিক চলাচল, সংরক্ষণ, বাস্তবায়ন ও পরিধারণের দায়িত্ব খাদ্য অধিদপ্তরে ন্যাস্ত থাকবে। খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে চলাচল কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে এবং পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধন/ সংযোজনের সুপারিশ করবে।

৩.৬ খাদ্য অধিদপ্তর ন্যুনতম ব্যয় মাধ্যম অর্থ্যাৎ Least Cost Route নির্ধারণের জন্য দ্রুত কারিগরী সুবিধা সৃষ্টি করবে এবং সারাদেশব্যাপি ও সকল পরিবহন মাধ্যম বিবেচনায় Movement Programming Software প্রনয়ণ ও ব্যবহার শুরু করতে হবে, যাতে করে ন্যুনতম ব্যয় মাধ্যম নির্ধারণে human Error এড়ানো যায়।

৩.৭ খাদ্য অধিদপ্তর থেকে চলাচল সংক্রান্ত Database তৈরী করতে হবে এবং যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটারায়ন ও ওয়েবসাইটে প্রদান করতে হবে।

৪.০ <u>সাধারণ নীতি</u>

৪.১ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জেলার সংগ্রহ, প্রাপ্তি ও উত্তোলন বিবেচনা করে গুদামভিত্তিক খাদ্যশস্যের মাসিক/ ত্রৈমাসিক চাহিদা এবং অভ্যন্তরীণ পরিবহন প্রস্তাব (যদি থাকে) পূর্ব অনুমোদনের জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন। অনুরূপভাবে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব বিভাগের সম্ভাব্য সংগ্রহ, প্রাপ্তি ও উত্তোলন বিবেচনা করে জেলাভিত্তিক গুদামওয়ারী খাদ্যশস্যের মাসিক/ ত্রৈমাসিক চাহিদা এবং আন্তঃজেলা চলাচল প্রস্তাব খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে এবং প্রণীত পরিকল্পনা অনুসারে খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রীয়ভাবে ন্যূনতম ব্যয় সম্বলিত রুটে আন্তঃবিভাগ সূচী জারী করবে। কোন ক্ষেত্রে Cross Movement এবং একই পণ্য একই সময়ে Reversible গন্তব্যে পরিবহন করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ সাধারণভাবে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ অধিদপ্তরে এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের পূর্ব অনুমতিতে চলাচল সূচী প্রনয়ণ করবে। বিশেষ কারণে পূর্বানুমোদন গ্রহণ সম্ভব না হলে অনধিক ৭ দিনের মধ্যে যৌক্তিকতাসহ লিখিতভাবে ঘটনাত্তোর অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে খাদ্য অধিদপ্তর/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ১ মাসের মধ্যে অনুমোদন প্রদান করবে।

৪.৩ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক শান্তাহার ও খুলনা সাইলো হতে সূচী প্রনয়য়ণ করতে পারবে। কিন্তু চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও আশুগঞ্জ সাইলো এবং সমুদ্র বন্দর হতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সরাসরি কোন পরিবহন সূচী প্রনয়ণ করতে পারবে না। তবে জাহাজ খালাস/জরুরী প্রয়োজনে অধিদপ্তরকে অবহিত রেখে চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সমুদ্র বন্দর হতে সূচী জারী করতে পারবে।

৪.৪ বিশেষ কারণ ও প্রয়োজন ছাড়া রেলপথসংযুক্ত কেন্দ্রে রেলপথ ও নৌপথসংযুক্ত কেন্দ্রে নৌপথে পরিবহন অগ্রাধিকার পাবে এবং একই রুটে একাধিক পরিবহন মাধ্যম থাকলে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ন্যুনতম ব্যয় মাধ্যম অর্থাৎ Least Cost Mode of Transport, Least Cost Route এবং Least Cost Combination প্রাধান্য পাবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে/ এবং অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে একই সাথে একাধিক মাধ্যম সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা যাবে।

৪.৫ জেলা ও বিভাগের অভ্যন্তরে পরিবহনের ক্ষেত্রে ন্যুনতম ব্যয়ের ভিত্তিতে নিকটস্থ গুদাম/ জেলা হতে পরিবহন করতে হবে।

৪.৬ আর্থিক সাশ্রয়ের লক্ষ্যে একাধিক পরিবহন, গুদাম ও পরিবহন ঘাটতি এবং হ্যান্ডলিং খরচ পরিহারের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত খাদ্যশস্য এবং বন্দর ও বন্দরসংলগ্ন সাইলো ও সিএসডিতে গৃহীত খাদ্যশস্য সরাসরি বিতরণকারী গুদামে প্রেরণ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪.৭ একই সূচীতে এক বিভাগের একাধিক কেন্দ্র হতে অন্য বিভাগের একাধিক কেন্দ্রে খাদ্যশস্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সূচি প্রনয়ণকারী কর্তৃপক্ষ সামগ্রীকভাবে ন্যুনতম ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রেরণ ও প্রাপক কেন্দ্র সংযোগ করবে।

৪.৮ সূচীজারীকারী কর্তৃপক্ষ সূচির বাস্তবায়ন, পরিধারণ ও মূল্যায়ণ করবে। প্রেরণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাগন সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রেরণ ও Stock-in transit পরিমাণ নির্ণয় করে প্রতিবেদন দাখিল করবে। অনুরূপভাবে, প্রাপক কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রাপ্তি বিবরণ দাখিল করবে। সূচীর মেয়াদ শেষে প্রেরণ ও প্রাপক কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ যথাক্রমে চূড়ান্ত প্রেরণ ও প্রাপ্তি বিবরণী প্রেরণ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৯ জারীকৃত চলাচল সূচীর মালামাল স্থানাভাব, গুদাম মেরামত, নাব্যতা হ্রাস, রাস্তা খারাপ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির কারণে নির্ধারিত প্রাপক কেন্দ্রে পৌঁছানো/খালাস সম্ভব না হলে প্রাপক কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, সূচী জারীকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে, জেলার অন্য খাদ্য গুদামে গতি পরিবর্তন করিতে পারবে, অনুরূপকারণে প্রেরণ কেন্দ্রও পরিবর্তণ করে সূচীর মালামাল প্রেরণ করা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

৫.০ <u>সংগ্রহবহুল অঞ্চল হতে সংগৃহীত খাদ্যশস্য স্থানান্তর ও চলাচল</u>

৫.১ সংগ্রহনিবিড় গুদাম হতে খাদ্যশস্য পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রথমে স্থানীয় এলাকার ও জেলার চাহিদা বিবেচনা করে উদ্বৃত্ত পরিমাণ বিভাগের অন্য জেলায় পরিবহন করতে হবে; অতঃপর বিভাগের অতিরিক্ত পরিমাণ অন্যবিভাগে স্থানান্তর করতে হবে।

৫.২ রাজশাহী বিভাগের সংগৃহীত খাদ্যশস্য সম্মুখবর্তী পরিবহন অর্থ্যাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে পরিবহন নীতি সাধারণভাবে অনুসরণীয় হবে। অনরূপভাবে অন্যান্য অঞ্চলের সংগৃহীত খাদ্যশস্য সম্মুখবর্তী আন্তঃজেলা/ আন্তঃবিভাগ পরিবহন করতে হবে। সকলক্ষেত্রে ন্যুনতম ব্যয় মাধ্যম ব্যবহৃত হবে।

৫.৩ সংগ্রহ মৌসুমে দ্রুত খাদ্যশস্য স্থানান্তরের প্রয়োজনে পরিবহন মাধ্যম ও রুট সুবিধা বিবেচনা করে সড়ক, রেল ও নৌপথে (বাঘাবাড়ী/ নগরবাড়ী ঘাট/ এলএসডির মাধ্যমে) যুগপৎভাবে চলাচল ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে। তবে অন্য কেন্দ্র হতে সড়কপথে ঘাট/ঘাট সংলগ্ন এলএসডিতে খাদ্যশস্য পরিবহন করে নৌপথে আন্তঃবিভাগ প্রেরণের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে আর্থিক সংশ্লেষ নির্ণয় করে পরিবহন বরাদ্দ দিতে হবে।

৫.৪ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ মৌসুমে চাহিদা মাফিক রেল ওয়াগন না পাওয়া গেলে বা ফেরী পারাপারে সমস্যা থাকলে স্থান সংকুলানের স্বার্থে বিকল্পভাবে সড়ক/ও নৌপথে পরিবহনের ব্যবস্থা করা যাবে। এক্ষেত্রেও ব্যয়ের যৌক্তিকতা বিশ্লেষিত হবে।

৫.৫ সংগ্রহ মৌসুমের মুখ্য সময়ে আন্তঃবিভাগ পরিবহন বিঘ্নিত/ বিলম্বিত হওয়ার আশংকা থাকলে অথবা সংগ্রহের প্রাত্যাহিক পরিবহন কম হলে অন্তর্বর্তীকালীন মজুদের জন্য সংগ্রহ নেই তবে জায়গা আছে এমন সম্মুখবর্তী স্থানে অবস্থিত অধিক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন এলএসডি/ সিএসডিতে সাময়িকভাবে খাদ্যশস্য পরিবহন ও সংরক্ষণ করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ [৩]

[ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।]

যেহেতু ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। (১) এই আইন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অধিদপ্তর" অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর;

(২) "অভিযোগ" অর্থ এই আইনের অধীন নির্ধারিত ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোন কার্যের জন্য কোন বিক্রেতার বিরুদ্ধে মহাপরিচালকের নিকট লিখিতভাবে দায়েরকৃত নালিশ;

(৩) "অভিযোগকারী" অর্থ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ, যিনি বা যাহারা এই আইনের অধীন কোন অভিযোগ দায়ের করেন-

(ক) কোন ভোক্তা;

(খ) একই স্বার্থসংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক ভোক্তা;

(গ) কোন আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন ভোক্তা সংস্থা;

(ঘ) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ বা উহার পক্ষে অভিযোগ দায়েরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) সরকার বা, এতদুদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সরকারী কর্মকর্তা; বা

(চ) সংশ্লিষ্ট পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী;

(৪) "উৎপাদনকারী" অর্থ কোন ব্যক্তি, যিনি-

(ক) কোন পণ্য অথবা উহার অংশবিশেষ প্রস্তুত বা উৎপাদন করেন;

(খ) কোন পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদন করেন না, কিন্তু আইন অনুযায়ী অন্যের প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের অংশসমূহ সংযোজন করিয়া থাকেন এবং এইরূপে সংযোজিত পণ্যকে নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য বলিয়া দাবী করেন;

---

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিব ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, লজ অব বালাদেশ, ২০০৯ সনের ২৫ নং আইন, ৬ এপ্রিল, ২০০৯ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

(গ) আইন অনুযায়ী অন্যের প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত কোন পণ্যের উপর নিজস্ব ট্রেডমার্ক সন্নিবেশ করিয়া উক্ত পণ্যকে নিজস্ব প্রস্তুতকৃত কিংবা উৎপাদিত পণ্য বলিয়া দাবী করেন; বা

(ঘ) বাংলাদেশের বাহিরে উৎপাদিত হয় এমন কোন পণ্য, যে পণ্য উৎপাদকের বাংলাদেশে কোন শাখা অফিস বা ব্যবসায়িক অফিস নাই, আমদানি বা বিতরণ করেন;

(৫) "ঔষধ" অর্থ মানুষ, মৎস্য ও গবাদি পশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ বা রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার্য এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী, আয়ুর্বেদিক বা অন্য যে কোন ঔষধ;

(৬) "কারাদন্ড" অর্থ সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদ ;

(৭) "খাদ্য পণ্য" অর্থ মানুষ বা গবাদি পশু-পাখির জীবন ধারণ, পুষ্টি সাধন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ফল-মূল এবং পানীয়সহ অন্য যে কোন খাদ্যদ্রব্য;

(৮) "গবেষণাগার" অর্থ কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন গবেষণাগার বা প্রতিষ্ঠান, যে নামেই অভিহিত হউক;

(৯) "নকল" অর্থ বাজারজাতকরণের জন্য অনুমোদিত কোন পণ্যের অননুমোদিত অনুকরণে অনুরূপ পণ্যের সৃষ্টি বা প্রস্তুত, যাহার মধ্যে উক্ত পণ্যের গুণাগুণ, উপাদান, উপকরণ বা মান বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক;

(১০) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত মহাপরিচালক কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

(১১) "পণ্য" অর্থ যে কোন অস্থাবর বাণিজ্যিক সামগ্রী যাহা অর্থ বা মূল্যের বিনিময়ে কোন ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রয় করেন বা করিতে চুক্তিবদ্ধ হন;

(১২) "পরিষদ" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ;

(১৩) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১৪) "ফৌজদারী কার্যবিধি" A_© Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act No.V of ১৮৯৮);

(১৫) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৬) "বিক্রেতা" অর্থ কোন পণ্যের উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারী, সরবরাহকারী এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৭) "ব্যক্তি" অর্থ কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারী কারবার, সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থা বা উহাদের প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৮) "ভেজাল" অর্থ Pure Food Ordinance, ১৯৫৯ (Ordinance No. LXVIII of ১৯৫৯) এর section ৩(১) এ সংজ্ঞায়িত adulteration Ges Special Powers Act,

১৯৭৪ (Act No. XIV of ১৯৭৪) এর section 25C বা অন্য কোন আইনে উল্লিখিত adulteration বা ভেজাল;

৩। এই আইনের বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের কোন বিধানকে ক্ষুন্ন না করিয়া উহার অতিরিক্ত হিসাবে কার্যকর হইবে।

৪। সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন সেবা বা এলাকাকে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য এই আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিষদ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

৫। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ নামে একটি পরিষদ থাকিবে।

৬। (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে পরিষদের কোন মনোনীত সদস্য তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসর ছয় মাসের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় উহার প্রদত্ত কোন মনোনয়ন বাতিল করিয়া উপযুক্ত নূতন কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।

৭। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে

(২) পরিষদের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে

(৩) প্রতি ২ (দুই) মাসে পরিষদের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে

(৪) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন

(৫) চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সভায় সভাপতিত্ব করিবেন

(৬) অন্যূন ১০ (দশ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে পরিষদের সভার কোরাম গঠিত হইবে

(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে

(৮) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না

৮। পরিষদের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে মহাপরিচালক ও জেলা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান;

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত যে কোন বিষয় বিবেচনা করা এবং মতামত প্রদান;

(ঘ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঙ) ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণের সুফল এবং ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(জ) অধিদপ্তর, মহাপরিচালক এবং জেলা কমিটির কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ; এবং

(ঝ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ

৯। (১) পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য উহার একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের অনুমোদনক্রমে কোন বিদেশী সরকার, সংস্থা বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা; এবং

(ঙ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ

(২) পরিষদের তহবিল বা উহার অংশবিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে

(৩) তহবিলে জমাকৃত অর্থ পরিষদের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখা হইবে

(৪) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল রক্ষণ ও উহার অর্থ ব্যয় করা যাইবে

১০। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক জেলায় জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি নামে একটি জেলা কমিটি থাকিবে, যাহা নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) জেলা প্রশাসক, পদাধিকারবলে, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) জেলা শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(গ) সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন ভোক্তা-অধিকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) সিভিল সার্জন, পদাধিকারবলে;

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) পুলিশ সুপার, পদাধিকারবলে;

(চ) পৌরসভা বা, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বাজার অর্থনীতি, ব্যবসা, শিল্প এবং জনপ্রশাসনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, চারজন প্রতিনিধি;

(জ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত তাহার কার্যালয়ে কর্মরত অন্যূন সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, যিনি উহার সচিবও হইবেন।

(২) জেলা কমিটির মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসর ছয় মাসের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় তৎকর্তৃক প্রদত্ত মনোনয়ন বাতিল করিয়া নূতন কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন।

১১। জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা, যদি থাকে, প্রতিপালন করা;

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিষদের কার্যাবলী সম্পাদনে উহাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

(গ) ভোক্তা-অধিকার বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচার-প্রচারণা, সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা;

(ঘ) পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ ভোক্তাদের ব্যবহারের জন্য অন্যান্য পণ্য উৎপাদন ও বিপণন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী তদারক ও পরিবীক্ষণ করা;

(ঙ) পরিষদ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা; এবং

(চ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে আনুষঙ্গিক যে কোন কার্য সম্পাদন করা

১২। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, জেলা কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে

(২) জেলা কমিটির সভা উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবেঃ-
তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি মাসে জেলা কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে

(৩) জেলা কমিটির সভাপতি উক্ত কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন

(৪) অন্যূন ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে

(৫) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে জেলা কমিটির কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না

 Dhaka University Institutional Repository

১৩। (১) অধিদপ্তর, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনবোধে, প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করিতে পারিবে

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রত্যেক উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির-

(ক) সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের মনোনয়ন, যোগ্যতা, অপসারণ ও পদত্যাগ সংক্রান্ত বিধানাবলী; এবং

(খ) দায়িত্ব, কার্যাবলী এবং সভার কার্যপদ্ধতি, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে

১৪। (১) প্রতিটি জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন কমিটির একটি করিয়া তহবিল থাকিবে।

(২) জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন কমিটির তহবিল রক্ষণ, উহার অর্থ ব্যয় এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়াদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন মামলা, ল্যাবরেটরী পরীক্ষার খরচসহ জেলা কমিটির প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, ইউনিয়ন কমিটির তহবিল হইতে নির্বাহ করা যাইবে।

১৫। পরিষদ প্রতি বৎসর, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে, অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন কমিটিসহ পরিষদের কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে

১৬। (১) পরিষদ যথাযথভাবে উহার তহবিলের হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রতি বৎসর পরিষদের তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও পরিষদের নিকট পেশ করিবেন

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরিষদের সকল রেকর্ড, দলিল ও কাগজপত্র, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং পরিষদের যে কোন সদস্য, মহাপরিচালক এবং পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন

Dhaka University Institutional Repository

১৭। পরিষদ প্রতি বৎসর ৩০ জুনের মধ্যে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরের স্বীয় কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, উহা জাতীয় সংসদে উত্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, ইত্যাদি

১৮। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি অধিদপ্তর থাকিবে, যাহা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নামে অভিহিত হইবে

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করিবে

(৩) অধিদপ্তর পরিষদের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়তা প্রদান করিবে এবং পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবে

১৯। (১) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে

(২) সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, ঢাকার বাহিরে যে কোন জেলায় অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে

২০। (১) অধিদপ্তরের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) মহাপরিচালক অধিদপ্তরের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত কার্যাবলী সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালক কর্তৃক কার্যাবলী সম্পাদনের সুবিধার্থে কোন ব্যক্তি মহাপরিচালক বরাবরে ফ্যাক্স, ই-মেইল বা অন্য কোন উপায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৫) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে, বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মহাপরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি অস্থায়ীভাবে মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

২১। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভোক্তা সাধারণের অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ এবং ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবার লক্ষ্যে সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল কার্যক্রম মহাপরিচালক গ্রহণ করিতে পারিবেন

Dhaka University Institutional Repository

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মহাপরিচালক নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথাঃ-

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন প্রতিপক্ষ বা সংস্থার কার্যাবলীর সহিত সমন্বয় সাধন;

(খ) ভোক্তার অধিকার ক্ষুন্ন হইতে পারে এইরূপ সম্ভাব্য কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, উহাদের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) কোন পণ্য বা সেবার নির্ধারিত মান বিক্রেতা কর্তৃক সংরক্ষণ করা হইতেছে কিনা উহা তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) কোন পণ্যের বিক্রয় বা সরবরাহের ক্ষেত্রে ওজন বা পরিমাপে কারচুপি করা হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) কোন পণ্য বা ঔষধের নকল প্রস্তুত, উৎপাদন ও বাজারজাত করা হইতেছে কিনা এবং উহার দ্বারা ক্রেতা সাধারণ প্রতারণার শিকার হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) কোন পণ্য বা ঔষধে ভেজাল মিশ্রণ করা হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) কোন আইন বা বিধির অধীন নির্দেশিত মতে কোন পণ্য বা ঔষধের মোড়কে উক্ত পণ্য বা ঔষধ উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার তারিখ, সঠিক ব্যবহার- বিধি ও পরিমাণ মুদ্রণ করা হইয়াছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করা হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কোন খাদ্য-পণ্য প্রস্তুত, উৎপাদন বা বিক্রয় করা হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোন প্রক্রিয়ায় কোন পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করা হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) মহাপরিচালক প্রতি বৎসর ৩০ এপ্রিলের মধ্যে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত ১ (এক) বৎসরের স্বীয় কার্যাবলী এবং জেলার কার্যাবলী, যদি থাকে, সম্পর্কে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং উহা পরিষদের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন

২২। অধিদপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে

Dhaka University Institutional Repository

২৩। (১) এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের বিষয়ে মহাপরিচালকের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মহাপরিচালকের অধঃস্তন কোন কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে

২৪। (১) মহাপরিচালক অথবা সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে,-

(ক) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করিয়াছেন; বা

(খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন বস্তু বা উহা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন দলিল, কাগজপত্র বা কোন প্রকার জিনিসপত্র কোন স্থানে বা কোন ব্যক্তির নিকট রক্ষিত আছে;

তাহা হইলে, অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট উক্ত বস্তু, দলিল, কাগজপত্র বা জিনিসপত্র যে স্থানে রক্ষিত আছে সে স্থান তল্লাশীর জন্য পরোয়ানা জারী করিতে পারিবেন

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন পরোয়ানা কার্যকর করিবার জন্য যাহার নিকট প্রেরণ করা হইবে, উহা কার্যকর করিবার বিষয়ে তাহার ধারা ২৩ এ উল্লিখিত কর্মকর্তার সকল ক্ষমতা থাকিবে

২৫। এই আইনের অধীন গৃহীত কোন অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রমে কোন কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন প্রকাশ্য স্থানে বা কোন চলমান যানবাহনে এই আইনের পরিপন্থী কোন পণ্য রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহার অনুরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত পণ্য তল্লাশী করিয়া আটক করিতে পারিবেন এবং উক্ত পণ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন

২৬। এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন জারীকৃত সকল তদন্ত, পরোয়ানা, তল্লাশী, গ্রেফতার ও আটকের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে

২৭। (১) কোন দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী, কারখানা বা গুদামে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোন পণ্য বিক্রয় বা উৎপাদিত হইতেছে কিংবা গুদামজাত করিয়া রাখা হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হইলে, মহাপরিচালক বা অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্ত দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী, কারখানা বা গুদাম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন

 Dhaka University Institutional Repository

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালন করিতে ব্যর্থ হইলে অধিদপ্তরের পক্ষ হইতে উক্ত দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী, কারখানা বা গুদাম তালাবদ্ধ করিয়া তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে সাময়িকভাবে বন্ধ করা যাইবে

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন ব্যবস্থা গৃহীত হইবার পর অধিদপ্তর নিয়মিত শুনানী, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদন্ত করিয়া ভোক্তা-অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া এবং প্রকৃতই এই আইনের কোন বিধানের লঙ্ঘনের ফলে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য হইয়াছে কিনা উহা সঠিকভাবে নিরূপণ করিয়া প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে

(৪) সেবা প্রদানকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের অধীন কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়া ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোন কার্য করিয়া থাকিলে মহাপরিচালক বা অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে

২৮। এই আইনের অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবার জন্য মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিবে।

২৯। কোন পণ্য মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হইলে, মহাপরিচালকের পরামর্শক্রমে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র দেশে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এইরূপ পণ্যের উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিবার বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্তাধীন ঐ সকল কার্যক্রম পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নির্দেশ জারী করিতে পারিবে।

৩০। এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোন ব্যক্তি সকল যুক্তিসংগত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে যে কোন ভবনে বা স্থানে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারী হইবেন, যথাঃ-

(ক) এই আইন বা বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করা;

(খ) এই আইন বা বিধি বা তদধীন প্রদত্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক উক্ত ভবনে বা স্থানে কোন কার্য পরিদর্শন করা;

(গ) কোন পণ্য বা সেবা সম্পর্কিত রেকর্ড, রেজিস্টার, দলিল অথবা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরীক্ষা এবং যাচাই করা;

Dhaka University Institutional Repository

৩১। মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে যে কোন দোকান, গুদাম, কারখানা, প্রাঙ্গন বা স্থান হইতে যে কোন পণ্য বা পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানের নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন

৩২। এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, যে পণ্য, উপাদান, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, উপকরণ, আধার, পাত্র, মোড়ক সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেইগুলি বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে

৩৩। (১) এই আইনের অধীন পরিচালিত বিভাগীয় তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে, কোন পণ্য ধারা ৩২ এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হউক বা না হউক, তদন্তকারী কর্মকর্তা পণ্যটি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন

(২) যদি কোন ক্ষেত্রে ধারা ৩২ এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন বস্তু আটক করা হয়, কিন্তু উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, যিনি বস্তু আটককারী কর্মকর্তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হইবেন, লিখিত আদেশ দ্বারা উহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন

৩৪। এই আইনের অধীন আটককৃত কোন পণ্য, যথা- মাছ, শাক-সবজি, ইত্যাদি পণ্য দ্রুত পঁচনশীল হইয়া থাকিলে উহা সংরক্ষণ না করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা অন্য কোন প্রকারে বিলি বন্দোবস্ত করা যাইবে

৩৫। এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন দ্রব্যের বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ প্রদানের সংগে সংগে দ্রব্যটি মহাপরিচালকের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং মহাপরিচালক উহা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ব্যবহার, হস্তান্তর বা ধ্বংস করিবার বা অন্য কোন প্রকারে উহার বিলি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিবেন।

৩৬। এই আইনের অধীন গৃহীত কোন অনুসন্ধান, তদন্ত বা বিচার কার্যক্রমে যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন পণ্য দৃশ্যতঃ ভেজাল এবং মানুষের খাদ্য হিসাবে ভক্ষণের অযোগ্য বা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, এবং অনুরূপ অভিযোগ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হয় বা অস্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পণ্য সরাসরি আটক করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা অন্য কোন প্রকারে বিলি বন্দোবস্ত করা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

অপরাধ, দ , ইত্যাদি

৩৭। কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা কোন পণ্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করিবার এবং মোড়কের গায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়

মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিবার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৮। কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করিয়া তাহার দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে পণ্যের মূল্যের তালিকা লটকাইয়া প্রদর্শন না করিয়া থাকিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৯। কোন ব্যক্তি আইন বা বিধি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করিয়া তাহার দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্যের তালিকা সংরক্ষণ না করিলে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে বা সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে উক্ত তালিকা লটকাইয়া প্রদর্শন না করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪০। কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪১। কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করিলে বা করিতে প্রস্তাব করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪২। মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোন দ্রব্য, কোন খাদ্য পণ্যের সহিত যাহার মিশ্রণ কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কোন ব্যক্তি উক্তরূপ দ্রব্য কোন খাদ্য পণ্যের সহিত মিশ্রিত করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৩। কোন ব্যক্তি মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোন প্রক্রিয়ায়, যাহা কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কোন পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করিলে তিনি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৪। কোন ব্যক্তি কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৫। কোন ব্যক্তি প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬। কোন ব্যক্তি কোন পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত ওজন অপেক্ষা কম ওজনে উক্ত পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৭। কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ওজন পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্র প্রকৃত ওজন অপেক্ষা অতিরিক্ত ওজন প্রদর্শনকারী হইলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৮। কোন ব্যক্তি কোন পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত পরিমাপ অপেক্ষা কম পরিমাপে উক্ত পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৯। কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দৈর্ঘ্য পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপি করা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন

৫০। কোন ব্যক্তি কোন পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন

৫১। কোন ব্যক্তি মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করিলে বা করিতে প্রস্তাব করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন

৫২। কোন ব্যক্তি, কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত বিধি-নিষেধ অমান্য করিয়া সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে এমন কোন কার্য করিলে, তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন

৫৩। কোন সেবা প্রদানকারী অবহেলা, দায়িত্বহীনতা বা অসতর্কতা দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য বা জীবনহানী ঘটাইলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫৪। কোন ব্যক্তি, কোন ব্যবসায়ী বা সেবা প্রদানকারীকে হয়রানি বা জনসমক্ষে হেয় করা বা তাহার ব্যবসায়িক ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করিলে, উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন

৫৫। এই আইনে উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি যদি পুনরায় একই অপরাধ করেন তবে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যে দণ্ড রহিয়াছে উহার দ্বিগুন দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন

৫৬। এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী ধারাসমূহে বর্ণিত দন্ডের অতিরিক্ত, আদালত যথাযথ মনে করিলে, অপরাধের সংশ্লিষ্ট অবৈধ পণ্য বা পণ্য প্রস্তুতের উপাদান, সামগ্রী, ইত্যাদি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের আদেশ করিতে পারিবেন

পঞ্চম অধ্যায়

বিচার, ইত্যাদি

৫৭। (১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) Code of Criminal Procedure, 1898 এ নির্ধারিত প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অর্থদন্ড আরোপ সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা এই আইনের অধীন নির্ধারিত অর্থদন্ড আরোপে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাকে সীমিত করিবে না।

৫৮। ধারা ৫৭ এর বিধানকে ক্ষুন্ন না করিয়া, আদালত, ক্ষেত্রমত, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ বিচারের ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 এর Chapter XXII তে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি, যতদূর প্রযোজ্য হয়, অনুসরণ করিবে।

৫৯। এই আইনের অধীন সকল অপরাধ জামিনযোগ্য (bailable), আমলযোগ্য (cognizable) ও আপোষযোগ্য (compoundable) হইবে

৬০। কোন ব্যক্তি, কারণ উদ্ভব হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এই আইনের অধীন ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য সম্পর্কে মহাপরিচালক কিংবা অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ না করিলে উক্ত অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৬১। Limitation অপঃ, ১৯০৮ (Act No IX of ১৯০৮) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৬০ এর অধীন অভিযোগ দায়ের হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলা দায়েরের নিমিত্ত অভিযোগপত্র দাখিল করা না হইলে, ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ করিবেন না।

৬২। কোন পণ্যের ত্রুটি সম্পর্কে অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে, উক্ত পণ্যের ত্রুটি যথাযথ বিশ্লেষন বা পরীক্ষা ব্যতীত অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব নহে, সেই ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট,-

(ক) অভিযোগকারীর নিকট হইতে উক্ত পণ্যের একটি নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা সীলমোহর ও প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রত্যয়ন করিবেন; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন সীলমোহরকৃত পণ্যটির বিরুদ্ধে উত্থাপিত ত্রুটি বা অন্য কোন ত্রুটি বিদ্যমান থাকিবার বিষয়ে পরীক্ষার প্রয়োজনীয় নির্দেশসহ উহা যথাযথ গবেষণাগারে প্রেরণ করিবেন

৬৩। এই অধ্যায়ের অধীন অনুষ্ঠিত বিচারে ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনে অনুমোদিত যে কোন দন্ড আরোপ করিতে পারিবেন

৬৪। এই আইনের অধীন দন্ডণীয় কোন অপরাধে কোন ব্যক্তিকে এই আইনের বিধান অনুসারে বিচার করিয়া দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত করা হইলে, তাহাকে উক্ত একই অপরাধের জন্য পুনর্বার অন্য কোন আইনের অধীন বিচার করা যাইবে না।

৬৫। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশ দ্বারা কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত রায় বা আদেশ প্রদত্ত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের সেশন জজের আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেওয়ানী কার্যক্রম ও প্রতিকার

৬৬। (১) ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যক্রম সূচীত হইবার কিংবা উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ কার্যের জন্য ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হইবার কারণে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত কোন ভোক্তা কর্তৃক উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী প্রতিকার দাবী করিয়া দেওয়ানী আদালতে দেওয়ানী মামলা দায়ের করিতে আইনগত কোন বাধা থাকিবে না

(২) এই আইনের অধীন উপযুক্ত দেওয়ানী আদালত বলিতে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধিক্ষেত্রের যুগ্ম-জেলা জজের আদালতকে বুঝাইবে

(৩) কোন বিক্রেতার ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের দ্বারা কোন ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিলে এবং উক্ত ক্ষতির পরিমাণ আর্থিক মূল্যে নিরূপণযোগ্য হইলে, উক্ত নিরূপিত অর্থের অনূর্ধ্ব পাঁচগুণ পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া উপযুক্ত আদালতে দেওয়ানী মামলা দায়ের করা যাইবে

(৪) আদালত বাদীর আরজি, বিবাদীর জবাব, সাক্ষ্য প্রমাণ এবং পারিপার্শ্বিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া নিরূপিত ক্ষতির সঠিক পরিমাণের অনূর্ধ্ব পাঁচগুন সীমার মধ্যে যে কোন অংকের ক্ষতিপূরণ, যাহা ন্যায় বিচারের স্বার্থে যথাযথ বলিয়া তাহার নিকট বিবেচিত হইবে, প্রদান করিতে পারিবে

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪ অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ [৪]

২০০৫ সালে প্রণীত অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালাকে আরো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধনক্রমে বর্তমান নীতিমালা জারী করা হলো।

১। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) উৎপাদক কৃষকদের মূল্য সহায়তা প্রদান।

(খ) খাদ্যশস্যের বাজারদর যৌক্তিক পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা।

(গ) খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা।

(ঘ) সরকারী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সরবরাহ অব্যাহত রাখা।

২। খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা, সংগ্রহ মূল্য, সংগ্রহের মেয়াদকাল এবং চালকলের সংগে চাল সংগ্রহের চুক্তির সময়সীমা মৌসুমভিত্তিক বিজ্ঞাপিত হবে।

৩। নীতিমালায় প্রয়োজনবোধে যে কোন অনুচ্ছেদ সংশোধন/সংযোজন কিংবা বিয়োজনের এখতিয়ার সরকার সংরক্ষণ করে। যে কোন অনুচ্ছেদ কিংবা অংশ বিশেষ শর্ত সংশোধন/সংযোজন কিংবা বিয়োজন করা হলে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে।

৪। সংগ্রহযোগ্য খাদ্যশস্যের বিনির্দেশ ঃ (এফ. এ. কিউ) [শিরোনাম উল্লিখিত]

৫। সংজ্ঞা

(ক) সিদ্ধ চাল ঃ ছাঁটাইয়ের পূর্বে ধানের ষ্টার্চকে পূর্ণ বা আংশিক আঠালো করার উদ্দেশ্যে ধান পানিতে ভিজিয়ে ও গরম বাষ্পে সিদ্ধ করে শুকানোর পর ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।

(খ) আতপ চাল ঃ ধান শুকিয়ে সরাসরি ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।

(গ) আর্দ্রতা ঃ প্রাকৃতিকভাবে ধারণকৃত শস্যদানার মধ্যস্থিত জলীয় অংশ।

(ঘ) আস্ত দানা ঃ যে সকল দানার দৈর্ঘ্য চালের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ৩/৪ অংশ বা তদুর্ধ।

(ঙ) বড় ভাংগা দানা ঃ যে সকল ভাংগা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যর ১/৪ অংশ বা তদুর্ধ কিন্তু ¾ অংশের নিম্মে।

(চ) ছোট ভাংগা দানা ঃ যে সকল ভাংগা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যর ১/৪ অংশ বা তদুর্ধ কিন্তু ½ অংশের নিম্মে।

(ছ) ভিন্ন জাতের চাল ঃ যে সকল জাতের আস্ত বা ভাংগা দানা সংগ্রহযোগ্য চালের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নামকরণকৃত নির্দিষ্টজাতের চালের আকার ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থেকে দৃশ্যতঃ ভিন্ন।

---

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, ২০১০ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

(জ) ভিন্ন জাতের ধান ঃ যে সকল জাতের আস্ত সংগ্রহযোগ্য ধানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নামকরণকৃত নির্দিষ্ট জাতের ধানের আকার ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থেকে দৃশ্যতঃ ভিন্ন।

৬। সংগ্রহ উৎস

সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে মৌসুম ভিত্তিক ধান ও গম সংগ্রহ করা হবে। কৃষক সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সময়ে সময়ে প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে। নীতিমালায় বর্ণিত (সংযুক্ত পরিপত্র অনুযায়ী) প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্পন্ন এবং চাল উৎপাদনে নিয়োজিত (সচল) বৈধ লাইসেন্সধারী মিলারদের নিকট থেকে চাল সংগ্রহ করা যাবে।

৭। সংগ্রহ কেন্দ্র

খাদ্য বিভাগের আওতাধীন এলএসডি/সিএসডি সমূহে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে হবে। সাধারণতঃ সংগ্রহের জন্য কোন অস্থায়ী ক্রয় কেন্দ্র খোলা যাবে না কিংবা কোন গুদাম ভাড়া করা যাবে না। গুদামে জায়গার অভাব হলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে পরিচালক চলাচল সংরক্ষণ ও সাইলো, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে খাদ্যশস্য অন্যত্র স্থানান্তর করতঃ সৃষ্ট খালি জায়গায় খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যাবে। কোন খাদ্য গুদামের অনুকূলে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা যাবে না।

৮। লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয়

কোন উপজেলায় সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা না থাকলে, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলা সংগ্রহ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে উপজেলা ক্রয় কেন্দ্র সমূহের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করতে পারবেন। উক্ত পরিবর্তন/সমন্বয় সম্পর্কে সংশিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও খাদ্য অধিদপ্তর এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখতে হবে। যদি এক জেলা হতে অন্য জেলায় লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করতে হয়, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব-স্ব জেলায় যে পরিমাণ ক্রয়ের সম্ভাবনা নেই অথবা আরো যে পরিমাণ ক্রয়ের সম্ভাবনা রয়েছে তা জেলা সংগ্রহ কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অবহিত করবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ তদানুযায়ী স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে আন্তঃজেলা লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করবেন এবং খাদ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন। আন্তঃবিভাগ লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের প্রস্তাব বিবেচনা করে খাদ্য অধিদপ্তর সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সকল স্তরের সমন্বয়ের বিষয় খাদ্য অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখবে।

 Dhaka University Institutional Repository

৯। সংগ্রহ পদ্ধতি

(ক) ধান ঃ ''আগে আসলে আগে ক্রয় করা হবে'' ভিত্তিতে কৃষকদের নিকট থেকে ধান ক্রয় করতে হবে। কোন ব্যবসায়ী বা ফড়িয়ার নিকট হতে ধান ক্রয় করা যাবে না। অধিকসংখ্যক কৃষককে সরকারের নিকট ধান বিক্রয়ের সুযোগদানের লক্ষ্যে একজন কৃষকের নিকট থেকে সর্বনিম্ন ০১ (এক) বস্তা পরিমাণ অর্থাৎ ৪০/৭০ কেজি এবং সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মে: টন পরিমান ধান ক্রয় করা যাবে। একজন কৃষক উলিখিত সর্বোচ্চ পরিমাণ ধান কিস্তিতেও বিক্রি করতে পারবেন। তবে তিনি কোন কিস্তিতে ০১ (এক) বস্তার কম বিক্রয় করতে পারবেন না। কোন কৃষক খাদ্য গুদাামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিনির্দেশ বহির্ভূত ধান নিয়ে আসলে নিজ খরচ ও ব্যবস্থাপনায় ধান শুকিয়ে ও ঝেড়ে বিনির্দেশ সম্মত করে বুঝিয়ে দিবে।

(খ) গম ঃ ''আগে আসলে আগে ক্রয় করা হবে'' ভিত্তিতে গম ক্রয় করতে হবে। প্রতিবারে একজনের নিকট থেকে সর্বনিম্ন ১(এক) বস্তা পরিমাণ অর্থাৎ ৫০/৮৫ কেজি এবং সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মেঃ টন গম ক্রয় করা যাবে। যে কেউ বর্ণিত সর্বোচ্চ পরিমাণ পর্যন্ত গম এক বা একাধিকবারে বিক্রি করতে পারবেন। তবে তিনি কোন কিস্তিতে ০১ (এক) বস্তার কম বিক্রি করতে পারবেন না। কেউ খাদ্য গুদামে বিক্রির উদ্দেশ্যে বিনির্দেশ বহির্ভূত গম নিয়ে আসলে নিজ খরচ ও ব্যবস্থাপনায় গম শুকিয়ে ও ঝেড়ে বিনির্দেশ সম্মত করে বুঝিয়ে দিবে।

(গ) ধান ও গম সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি প্রয়োজন বোধে একজন কৃষকের নিকট হতে সংগ্রহতব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ {০৩ (তিন) মে: টন} কমিয়ে পুণ:নির্ধারণ করতে পারবে।

(ঘ) চাল ঃ

(১) চাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ০১ঙ০৪ঙ২০০৪ খ্রিঃ তারিখের খাম/শাখাঙ১৩/সংগ্রহঙ৬/০৩/৬৪ নম্বর স্বারকে জারীকৃত চাল ক্রয়ের চুক্তির মডেল অনুসরণে চাল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ ২০০৮'' এর আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্পন্ন উৎপাদনে নিয়োজিত (সচল), বৈধ চালকল লাইসেন্সধারী আগ্রহী মিলারদের নিকট থেকে চুক্তি সম্পাদন করে চাল ক্রয় করতে হবে। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ মিলারদের আবেদন পত্রসহ চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন। দ্রুততার সঙ্গে চুক্তিপত্র সম্পাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

(২) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক চালকলের পাক্ষিক মিলিং ক্ষমতা অনুযায়ী প্রাপ্য চালের সংগ্রহ মূল্যের ২% জামানত এবং চুক্তির আওতায় সরবরাহযোগ্য চাল বস্তাবন্দীর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক খালি বস্তার মোট মূল্য একবারে আলাদা দুইটি পেঙঅর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট গ্রহণ করে চুক্তি সম্পাদন করবেন। সরকার ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্বঙস্ব অধিক্ষেত্রে চুক্তি

সম্পাদনের জন্য নোটিশ জারী করবেন। উক্ত সময় সীমার মধ্যে কোন মিল মালিক চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হলে গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত নির্ধারিত সংগ্রহ মৌসুমের অবশিষ্ট সময় ঐ মিলের সংগে আর চুক্তি সম্পাদন করা যাবে না। যে সকল মিলের বয়লার ও চিমনী নেই সে সকল হাস্কিং মিলের সংগে সংগ্রহের জন্য চুক্তি করা যাবে না। চালকল মালিকগণকে বাজার থেকে ধান ক্রয় করে মিল প্রাঙ্গনে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে চাল প্রস্তুত করতে হবে।

(৩) সরকার প্রয়োজনবোধে দেশের যে কোন অঞ্চল থেকে নির্ধারিত পরিমাণ আতপ চাল ক্রয় করতে পারবে। প্রয়োজনে সংগৃহীত ধান হতেও আতপ চাল করা যাবে।

(৪) উক্ত চাল প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া পরিদর্শনকারী (খাদ্য পরিদর্শক/উপগুখাদ্য পরিদর্শক) মিল পরিদর্শনের সময় ''প্রস্তুতকৃত চাল যথাযথভাবে মিলে প্রস্তুত রা হয়েছে দৃশ্যতঃ বিনির্দেশ সম্মত প্রতীয়মান হয়'' মর্মে প্রত্যয়নপত্র জারী করবেন। মিলার কর্তৃক এ প্রত্যয়নপত্র এবং প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনাসহ সংগ্রহতব্য চাল সংযুক্ত খাদ্য গুদামে (ডিপোতে) পৌঁছাতে হবে। প্রত্যয়নপত্র ও নমুনা ছাড়া কোন চাল খাদ্য গুদামে গ্রহণযোগ্য হবেনা।

(৫) পাক্ষিক মিলিং ক্ষমতা অনুযায়ী প্রাপ্ত মোট বরাদ্দকৃত চালের সরবরাহ মূল্যের ২% (শতকরা দুই ভাগ) টাকা পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জামানত হিসেবে জমা গ্রহণ করে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক চুক্তিকৃত মিলের অনুকূলে পাক্ষিক মিলিং ক্ষমতা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করবেন। এর সংগে বরাদ্দকৃত চাল বস্তাবন্দীর জন্য (প্রতিবস্তায় ৫০/৮৫ কেজি হারে) প্রয়োজনীয় সংখ্যক খালি বস্তার মূল্য বাবদ মিলার কর্তৃক কোন তফসিলী ব্যাংক এর পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর অনুকূলে জমা করতে হবে এবং জমার রশিদ সংশ্লিষ্ট গুদাম (ডিপো) কর্মকর্তাকে প্রদান করতে হবে।

১০। চাল কলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়

চাল ক্রয় এবং সংগৃহীত ধান মিলিং এর ক্ষেত্রে, খাদ্য অধিদপ্তরের ০১-০১-২০০৩ খ্রিঃ তারিখের সপ/সংগ্রহ/বোরো ১/২০০২-০৩/০২(৫৭৫) নম্বর স্মারকে (সিদ্ধ) জারীকৃত (সংযুক্তি পরিশিষ্ট গু'ক') এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৩০গু১০গু২০০৩ তারিখের খাম/(সগুপ)/ নিস্পত্তি ৩/ ৯৪গু৩৪৪ নং স্মারকে (আতপ) জারীকৃত (সংযুক্তি পরিশিষ্ট গু'খ') পরিপত্র অনুসরণে চাল কলসমূহের পাক্ষিক মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় করতে হবে।

১১। চাল বরাদ্দ

মিটারযুক্ত সার্টিফাইড ষ্টীলবয়লার, ৪০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন চিমনী, রাবার শেলার, পলিশার ও সর্টার (Sorter) যুক্ত চালকলগুলো বরাদ্দ পাবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। যে সকল চালকলে

Dhaka University Institutional Repository

Rubber sheller (রাবার শেলার) ও Rubber Polisher (রাবার পলিশার) সংযোজিত আছে সে সকল চালকলকে Incentive (ইনসেনটিভ) হিসেবে অতিরিক্ত ২০% (বিশ পার্সেন্ট) বরাদ্দ দেয়া যাবে। ২০১৪ সালের মধ্যে সকল হাস্কিং মিলে রাবার শেলার ও রাবার পলিশার অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে অন্যথায় সংশ্লিষ্ট চালকল চুক্তি সম্পাদনের অনুপযুক্ত বিবেচিত হবে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কতৃর্ক ঘোষিত ক্রয় কেন্দ্রে রসংগে সংযুক্ত আগ্রহী মিলারদের মধ্যে স্বগুস্ব মিলিং ক্ষমতা অনুযায়ী উক্ত কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দকৃত চাল আনুপাতিকহারে উপগুবরাদ্দ করতে পারবেন। সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের প্রাপ্য চালের বরাদ্দ একসংগে প্রদান করতে হবে। কোন ক্রমেই উক্ত প্রাপ্য চালের বরাদ্দ দুই বা ততোধিক দফায় বরাদ্দ প্রদান করা যাবে না। মিলারকে বরাদ্দকৃত চাল অনধিক ১৫(পনের) দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কোন মিলার চাল সরবরাহের চুক্তি সম্পাদন না করলে/চুক্তি সম্পাদন করে চাল সরবরাহ ব্যর্থ হলে, ঐ মিলের নির্ধারিত পরিমাণ চাল অন্যান্য মিলের মধ্যে জেলা সংগ্রহ কমিটির মাধ্যমে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পুনরায় বরাদ্দ করতে পারবেন। তবে, সেক্ষেত্রে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পূর্ববতী চুক্তির সময়সীমা ব্যতীত অন্যান্য সমন্বয় শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে সংশ্লিষ্ট চালকল মালিকদেরকে তাদের মিলের পাক্ষিক ক্ষমতা অনুযায়ী ১৫(পনের) দিন সময়সীমা উলেখ পূর্বক নতুনভাবে বরাদ্দকৃত চাল সরবরাহের আদেশ প্রদান করবেন। যদি একই মৌসুমের আওতায় পূর্ববর্তী চুক্তির অনুকূলে প্রদত্ত জামানত ফেরত না দেয়া হয়ে থাকে তাহলে, তা নতুন বরাদ্দের জামানত হিসাবে গণ্য করা যাবে। পূর্ববর্তী চুক্তির জমাকৃত জামানত নতুন বরাদ্দের বিপরীতে যদি সংকুলান না হয়, সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট জামানত গ্রহণ করে চাল সরবরাহ নেয়া যাবে। যে পরিমাণ চাল কোন মিলারকে বরাদ্দ দেয়া হবে, সে পরিমাণ চাল উক্ত মিলার কিস্তিতে জমা দিত পারবে। কিন্ত কোন কিস্তিতে ০৫(পাঁচ) মেঃ টনের কম চাল সরবরাহ করা যাবে না। তবে, শেষ কিস্তিতে ০৫(পাঁচ) মেঃ টনের কম অবশিষ্ট থাকলে, তা তিনি সরবরাহ করতে পারবেন। তাছাড়া যে সকল মিল ০৫(পাঁচ) মেঃ টন বা এর কম বরাদ্দ পাবে তারা বরাদ্দকৃত সমুদয় চাল একবারেই সরবরাহ করবে। সংগ্রহ চলাকালীন সময় সংশিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ মাসে যথাক্রমে অন্ততঃ ১০(দশ) ও ১৫(পনের)টি কার্যদিবসে মিল ও ক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

১২। মূল্য পরিশোধ

এলএসডির ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (OC lSD)/ এসএন্ডএমও(S&MO=Storage & Movement Officer) এবং সিএসডির ক্ষেত্রে গুদাম ইনচার্জ (কমপক্ষে উপগুখাদ্য পরিদর্শক এর পদমর্যাদা সম্পন্ন) ক্রয় কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন। এলএসডির বেলায় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক এবং সিএসডি’র বেলায় সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার/সহকারী ম্যানেজার

Dhaka University Institutional Repository

মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। যে সকল উপজেলায় একাধিক ক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, সে সকল উপজেলায় খাদ্য গুদামের বাস্তব অবস্থান বিবেচনা করে, সংশিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে সবগুলো ক্রয় কেন্দ্রের জন্য মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা নিয়োগ না করে, উপজেলা খাদ্য পরিদর্শককেও কোন ক্রয় কেন্দ্রের জন্য মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা যাবে। সংশিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জেলার ক্রয় কেন্দ্রসমূহের জন্য পেয়িং ও পারচেজিং অফিসার এবং পেয়িং ব্যাংক নিয়োগ করবেন। তিনি পারচেজিং ও পেয়িং অফিসারদের নমুনা স্বাক্ষর সত্যায়িত করে নিয়োগকৃত পেয়িং ব্যাংকে প্রেরণ করবেন। সংগৃহীত খাদ্য শস্যের পরিমাণ মেট্রিক পদ্ধতিতে হিসেবে করে ক্রয় কেন্দ্রের গুদামে (ডিপোতে) সংরক্ষণ ও মূল্য পরিশোধ করতে হবে। খাদ্য গুদামের (ডিপোর) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খাদ্য পরিদর্শকের প্রত্যয়নপত্র এবং প্রেরিত নমুনার সংগে সংগ্রহতব্য চালের মান যাচাই করবে এবং চালের মান পরীক্ষান্তে বিনির্দেশের মধ্যে আছে এ মর্মে নিশ্চিত হয়ে সকল প্রাপ্তি রেকর্ড যথা ঃ এল. ইউ. এ., খামাল কার্ড, গুদাম (ডিপো) লেজার ইত্যাদি লেখার পর বাস্তব মজুদ যাচাই করে খামালাজাত করার পর ডবিউ. কিউ.এস.সি. ইস্যু করবেন। পেয়িং অফিসার উল্লিখিত রেকর্ডপত্রসহ সংগৃহীত খাদ্য শস্যের বাস্তব মজুদ এবং বিনির্দেশ যাচাই করে মূল্য পরিশোধের আদেশ দিবেন। সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রনী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা যাবে। ডবিউ. কিউ. এস. সি. নগদায়ন করার সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ (দশ) দিন উল্লেখ করে দিতে হবে। মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা (উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক/ ম্যানেজার/ সহকারী ম্যানেজার) পরবর্তী কর্মদিবসে ব্যাংক খোলার সংগে সংগে ব্যাংক স্ক্রলের সংগে ডবিউ. কিউ. এস. সি. যাচাই করে বিবরণী তৈরী করতঃ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন এবং এক প্রস্থ ডাকযোগে সরাসরি খাদ্য অধিদপ্তরে পরিচালক (সংগ্রহ) এবং পরিচালক (হিসাব ও অর্থ) এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৫ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ [৫]

[বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং তদ্‌লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এতদ্‌ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন]

যেহেতু মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক; এবং যেহেতু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং তদ্‌লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। (১) এই আইন নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) ''কর্তৃপক্ষ'' অর্থ ধারা ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ;

(২) ''কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ'' অর্থ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিক্রয় বা বিপণনের যে কোন পর্যায়ে, কীটনাশক বা বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে, খাদ্য বস্তুতে উপস্থিত কোন বিশেষ বস্তু বা উদ্ভুত কোন অবস্থা, যাহাতে কীটনাশক বা বালাইনাশকের মূল উপাদান, সহযোগী অংশ, রূপান্তরিত উৎপন্ন দ্রব্য, বিপাক বা শোষণকৃত (metabolites) অবশিষ্টাংশ, বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত বস্তু বা সৃষ্ট দূষিত বস্তুসহ এইরূপ কোন বস্তু বিদ্যমান থাকে ও যাহাদের উপস্থিতিতে খাদ্যদ্রব্যে মারাত্মক বিষক্রিয়া সংঘটিত হয় বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং কোন খাদ্যদ্রব্যে পরিবেশ হইতে সংক্রামিত অবশিষ্টাংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(৩) ''খাদ্য'' অর্থ চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য (যেমন-খাদ্যশস্য, ডাল, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ডিম, ভোজ্য-তৈল, ফলমূল, শাকসজি, ইত্যাদি) বা পেয় (যেমন- সাধারণ পানি, বায়ুবায়িত পানি, অঙ্গারায়িত

---

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিব ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, লজ অব বালাদেশ, ২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন, ১০ অক্টোবর, ২০১৩ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

পানি, এনার্জি-ড্রিংক, ইত্যাদি)-সহ সকল প্রকার প্রক্রিয়াজাত, আংশিক-প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত আহার্য উৎপাদন এবং খাদ্য, প্রক্রিয়াকরণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত উপকরণ বা কাঁচামালও, যাহা মানবদেহের জন্য উপকারী আহার্য হিসাবে জীবন ধারণ, পুষ্টি সাধন ও স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ

৩। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকে, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা বিষয়ক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ নামে একটি পরিষদ থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) ও (ল) এ বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যান্য দফায় বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ পদাধিকারবলে পরিষদের সংশ্লিষ্ট পদে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(৪) পরিষদ, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে পরিষদের সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা। -এই ধারায় ''সচিব'' অর্থে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪। (১) বৎসরে কমপক্ষে ২ (দুই) বার পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সভাপতি পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতির অনুপস্থিতিতে পরিষদের সহ-সভাপতি অথবা উভয়ের অনুপস্থিতিতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত উহার অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৫) পরিষদের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৬) শুধু পরিষদের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৫। (১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইন বলবৎ হইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ, স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৬। কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় থাকিবে ঢাকায় এবং কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৭। (১) একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহারা কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৪) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা, মর্যাদা এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৫) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৬) কেবল কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কর্তৃপক্ষ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কর্তৃপক্ষের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৮। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নিয়োগ লাভের তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবে

চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

৯। (১) খাদ্য বিষয়ে অনূন্য ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং বিস্তৃত বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন।

(২) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং বিস্তৃত বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, প্রত্যেক বিষয় হইতে একজন করিয়া, সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন; যথা:-

(ক) জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি;

(খ) খাদ্য শিল্প বা খাদ্য উৎপাদন;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) খাদ্যভোগ ও ভোক্তা-অধিকার; এবং

(ঘ) খাদ্য বিষয়ক আইন ও নীতি।

(৩) এই ধারার অন্যান্য বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না, যদি-

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) নিয়োগ প্রদানের তারিখে, তাহার বয়স ৬০ (ষাট) বৎসরের অধিক হয়;

(গ) তিনি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপী হন;

(ঘ) তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করেন;

(ঙ) তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধের দায়ে ২ (দুই) বৎসর বা ততোধিক মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং উক্ত দ হইতে মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়কাল অতিক্রান্ত না হয়; এবং

(চ) তিনি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন খাদ্য ব্যবসার সহিত যুক্ত থাকেন।

(৪) কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনকালে, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ একইসংগে অন্য কোন দপ্তর, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে বা দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না অথবা কোন লাভজনক কর্মে নিয়োজিত হইতে পারিবেন না।

১০। (১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করিয়া, সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে, স্বীয় পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সরকার কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

১১। চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান শূন্য পদে যোগদান না করা পর্যন্ত অথবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, কর্তৃপক্ষের জ্যেষ্ঠতম সদস্য সাময়িকভাবে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সভার অলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষের সচিব এইরূপ সভা আহবান করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান এবং কমপক্ষে দুইজন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) চেয়ারম্যান এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত, সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) চেয়ারম্যান, সদস্যগণের সহিত আলোচনাক্রমে, প্রয়োজনে, সভার আলোচ্যসূচির সহিত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ যে কোন ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না।

১৩। (১) কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবে।

১৪। (১) কর্তৃপক্ষের একজন সচিব থাকিবেন, যিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) সচিব নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা:-

(ক) চেয়ারম্যানের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের সভার অলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ;

(খ) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত;

(গ) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট নথি সংরক্ষণ; এবং

(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিটি, ইত্যাদি

১৫। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করিবে

(২) সমন্বয় কমিটি এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৩) সমন্বয় কমিটির সদস্যগণ স্ব-স্ব সংস্থার পক্ষ হইতে কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী উহাকে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

১৬। (১) সমন্বয় কমিটির চেয়ারপারসন কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে, বৎসরে কমপক্ষে ৩ (তিন) বার, উহার সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সমন্বয় কমিটির চেয়ারপারসন উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক নির্দেশিত উক্ত কমিটির অন্য কোন সদস্য বা এইরূপ কোন নির্দেশনা না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) সমন্বয় কমিটি, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৪) এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, সমন্বয় কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৭। (১) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহার কার্য পরিচালনায় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কারিগরি কমিটি গঠন করা যাইবে।

১৮। কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, বিশেষ উদ্দেশ্যে উহার এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কমিটি গঠন এবং এইরূপ কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৯। (১) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তিকে নিরাপদ খাদ্য ও উহার গুণগত মান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যসম্পাদনে বাধ্য থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় সহায়তা যাচনা করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃপক্ষকে উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

তহবিল, বাজেট ও হিসাব নিরীক্ষা

২০। (১) কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) কর্তৃপক্ষের তহবিল কর্তৃপক্ষের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিতে হইবে, তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত তহবিল পরিচালনা করা যাইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উহার তহবিল হইতে, সরকারি বিধি-বিধান অনুসারে, উহার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিবে।

২১। কর্তৃপক্ষ প্রতিবৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

২২। (১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O.No.2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (২) বা (৩) এর বিধান অনুসারে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তদকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অথবা, ক্ষেত্রমত, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ

২৩। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য বা উহার উপাদান বা বস্তু (যেমন-ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ফরমালিন, সোডিয়াম সাইক্লামেট), কীটনাশক বা বালাইনাশক (যেমন-ডি. ডি. টি., পি. সি. বি. তৈল, ইত্যাদি), খাদ্যের রঞ্জক বা সুগন্ধি, আকর্ষণ সৃষ্টি করুক বা না করুক বা অন্য কোন বিষাক্ত সংযোজন দ্রব্য বা প্রক্রিয়া সহায়ক কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

২৪। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন বা বিকিরণযুক্ত পদার্থ অথবা প্রাকৃতিক বা অন্য কোনভাবে থাকা কোন সমজাতীয় পদার্থ বা ভারী-ধাতু কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না।

২৫। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন ভেজাল খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন অথবা আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

২৬। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মানুষের আহার্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মান অপেক্ষা নিম্নমানের কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন অথবা আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না

২৭। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য সংযোজন-দ্রব্য বা প্রক্রিয়াকরণ-সহায়ক দ্রব্য কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

২৮। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে কোন ভেজাল দ্রব্য মিশ্রিত করিবার উদ্দেশ্যে, শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত তৈল, বর্জ্য বা কোন ভেজালকারী দ্রব্য তাহার খাদ্য স্থাপনায় রাখিতে বা রাখিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

২৯। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মেয়াদোত্তীর্ণ কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩০। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ, হরমোন, এন্টিবায়োটিক বা বৃদ্ধি প্রবর্ধকের অবশিষ্টাংশ, দ্রাবকের অবশিষ্টাংশ, ঔষধ-পত্রের সক্রিয় পদার্থ, অণুজীব বা পরজীবী কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না বা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩১। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত বা সংশোধিত খাদ্য, জৈব-খাদ্য, কিরণ-সম্পাতকৃত খাদ্য (irradiated food), স্বত্বাধিকারী খাদ্য, অভিনব খাদ্য, ব্যবহারিক খাদ্য, বিশেষ পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত খাদ্য, নিউট্রাসিউটিক্যাল এবং উক্তরূপ অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা। - এই ধারায়-

(ক) ‘‘স্বত্বাধিকারী খাদ্য (proprietarfood)” বা ‘‘অভিনব খাদ্য (novel food)” অর্থ মান সুনির্দিষ্টকরণ সম্পন্ন হয় নাই, তবে অনিরাপদ নয়, এইরূপ কোন খাদ্য, যাহাতে প্রবিধান দ্বারা নিষিদ্ধ কোন দ্রব্য বা উপাদান উপস্থিত নাই;

(খ) ‘‘বিশেষ পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত খাদ্য’’, ‘‘ব্যবহারিক খাদ্য (functional food)”, ‘‘নিউট্রাসিউটিক্যাল খাদ্য’’ বা ‘‘স্বাস্থ্য সম্পূরক খাদ্য’’ অর্থ কোন বিশেষ বাস্তব বা শারীরবৃত্ত সম্পর্কিত অবস্থা বা বিশেষ রোগ ব্যাধি ও অসুস্থতায় নির্দিষ্ট পথ্যের প্রয়োজন মিটাইতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও বিশেষ প্রক্রিয়া প্রতিপালনক্রমে প্রস্তুতকৃত খাদ্য;

(গ) ‘‘জৈব-খাদ্য (organic food)” অর্থ কোন জৈব উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া প্রস্তুতকৃত খাদ্য; এবং

(ঘ) ‘‘বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত বা সংশোধিত খাদ্য (genetically modified or engineered food)” অর্থ খাদ্য এবং খাদ্য উপাদান সমন্বয়ে গঠিত বা আধুনিক জীব-প্রযুক্তির মাধ্যমে বংশগত বৈশিষ্ট্য সংশোধন বা পরিবর্তনকৃত জীবসত্ত্বা রহিয়াছে এইরূপ উৎপাদিত খাদ্য বা

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্য উপাদান, যাহাতে আধুনিক জীব-প্রযুক্তির মাধ্যমে বংশগত বৈশিষ্ট্য সংশোধিত বা পরিবর্তনকৃত জীবসত্তা নাই।

৩২। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে,-

(ক) প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কীকরণ, চিহ্নিতকরণ ও লেবেল সংযোজন ব্যতিরেকে কোন প্যাকেটকৃত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, বিতরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না;

(খ) খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে, পরিমাণ ও পুষ্টিগুণের বিষয়ে, দফা (ক) তে উল্লিখিত লেবেলে কোন মিথ্যা তথ্য বা দাবি বা অপ-কৌশল অথবা মোড়কে বিভ্রান্তিকর তথ্য বা রোগ নিরাময়কারী ঔষধি বলিয়া দাবী অথবা উৎসস্থল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর কোন ব্যক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না;

(গ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করিবার এবং মোড়ক গাত্রে উৎপাদন, মোড়কীকরণ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং উৎস-শনাক্তকরণ তথ্যাবলী স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিবার শর্ত প্রতিপালন ব্যতিরেকে প্যাকেটকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, বিতরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না; এবং

(ঘ) প্যাকেটকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্যাবলী পরিবর্তন করিয়া বা মুছিয়া কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩৩। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়া অনুসরণের মানদন্ড ও শর্তের ব্যত্যয় ঘটাইয়া মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে এইরূপ কোন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩৪। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত বা পচা মৎস্য বা মৎস্যপণ্য অথবা রোগাক্রান্ত বা মৃত পশু-পাখির মাংস, দুগ্ধ বা ডিম দ্বারা কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত, সংরক্ষণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩৫। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি হোটেল রেস্তোরাঁ বা ভোজনস্থলে পরিবেশন-সেবা প্রদানকারী, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মানদন্ডের ব্যত্যয় ঘটাইয়া দায়িত্বহীনতা, অবহেলা বা অসতর্কতার মাধ্যমে খাদ্যগ্রহীতার স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতে পারিবেন না।

৩৬। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত, পরিবেশন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোন ট্রেডমার্ক বা ট্রেডনামে বাজারজাতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের অনুকরণে অননুমোদিতভাবে কোন নকল খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩৮। প্রত্যেক খাদ্য ব্যবসায়ী বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, খাদ্য ব্যবসা পরিচালনাকালে, খাদ্যপণ্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, সরবরাহ বা বিক্রয় সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নাম, ঠিকানা ও রশিদ বা চালান সংরক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩৯। কোন ব্যক্তি, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হইলে উহার ব্যত্যয় ঘটাইয়া, অনিবন্ধিত অবস্থায় কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিত পারিবেন না।

৪০। প্রত্যেক খাদ্য ব্যবসায়ী বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি, খাদ্য ব্যবসা পরিচালনাকালে, কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে খাদ্য ব্যবসা সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে পরিদর্শন, তদন্ত, নমুনা সংগ্রহ বা পরীক্ষাকরণে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪১। কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিপণন বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বিজ্ঞাপনের শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়া বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্তিকর বা অসত্য তথ্য প্রদান করিয়া অথবা মিথ্যা নির্ভরতামূলক বক্তব্য প্রদান করিয়া ক্রেতার ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেন না।

৪২। (১) কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের গুণ, প্রকৃতি, মান, ইত্যাদি সম্পর্কে অসত্য বর্ণনাসম্বলিত কোন বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচার করিতে পারিবেন না যাহার দ্বারা জনগণ বিভ্রান্ত হইতে পারে।

(২) এই ধারার অধীন আনীত কোন মামলায় বিবাদিকে, আত্মপক্ষ সমর্থনে, প্রমাণ করিতে হইবে যে-

(ক) উক্তরূপ অসত্য তথ্যসম্বলিত বিজ্ঞাপনের বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন না অথবা বিষয়টি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাহার নিকট প্রতিভাত হয় নাই; এবং

(খ) বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচারকারী হিসাবে তিনি সাধারণ ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞাপনটি প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(৩) এই ধারার অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে, ভিন্নরূপ না হইলে, আদালত এই মর্মে বিবেচনা করিতে পারিবে যে, সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী বা বিক্রয়কারী কর্তৃক উক্ত বিজ্ঞাপন, প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচারের প্রয়াস বা সহায়তা করা হইয়াছে।

 Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

খাদ্য ব্যবসায়ীর বিশেষ দায়-দায়িত্ব

৪৩। (১) যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিশ্বাস করিবার মত যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, তিনি যে সকল খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিয়াছেন সেইগুলির ক্ষেত্রে এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মানদন্ড প্রতিপালিত হইতেছে না অথবা উহাতে কোন দুষক, তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত, বিকিরণযুক্ত বা অন্য কোন ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি, কারণ উল্লেখপূর্বক বিষয়টি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারসহ, অনতিবিলম্বে সন্দেহজনক প্রশ্নবিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ, কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাজার বা খাদ্য ভোক্তার নিকট হইতে প্রত্যাহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) যদি কর্তৃপক্ষের নিকট বিশ্বাস করিবার মত যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক যে সকল খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ বা বিক্রয় করা হইয়াছে, সেইগুলির ক্ষেত্রে এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মানদ— প্রতিপালিত হইতেছে না অথবা উহাতে কোন দূষক, তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত, বিকিরণযুক্ত বা অন্য কোন ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি বিদ্যমান, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ, সন্দেহজনক প্রশ্নবিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বাজার বা ভোক্তার নিকট হইতে প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবে এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসরণে সংশ্লিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪৪। (১) কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যপকরণ উৎপাদনকারী বা মোড়ককারী এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের শর্তাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে উহা এই আইনের লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদকারী বা বিতরণকারী এই আইনের বিধান লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হইবেন, যদি তিনি,-

(ক) মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের পরে কোন খাদ্য সরবরাহ করেন;

(খ) উৎপাদনকারী ঘোষিত সাবধানতা সংক্রান্ত নির্দেশনা লঙ্ঘন করিয়া খাদ্য মজুদ বা বিতরণ করেন;

(গ) খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য, ব্যবসায়িক চিহ্ন বা পরিচিতি মুছিয়া ফেলেন;

(ঘ) যাহার নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য মজুদ বা বিতরণের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে বা উৎপাদনকারীর উৎস শনাক্তকরণ করিতে না পারেন; বা

(ঙ) অনিরাপদ জানা সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্য মজুদ বা বিতরণের জন্য গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রেতা কোন খাদ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান লংঘনের জন্য দায়ী হইবেন, যদি তিনি,-

(ক) মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের পরে কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করেন অথবা বিক্রয়স্থলে মজুদ রাখেন;

(খ) অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় কোন খাদ্য বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ বা মজুদ করেন অথবা বিক্রয় করেন;

(গ) খাদ্য নিরাপদতা সংক্রান্ত তথ্য, ব্যবসায়িক চিহ্ন বা পরিচিতি মুছিয়া ফেলেন;

(ঘ) যাহার নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে বা বিতরণকারী বা উৎপাদনকারীর উৎস শনাক্তকরণ করিতে না পারেন; বা

(ঙ) অনিরাপদ জানা সত্ত্বেও মজুদ অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন।

সপ্তম অধ্যায়

খাদ্য বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ

৪৫। (১) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য বিশ্লেষক নিয়োগ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, বিশেষ প্রয়োজনে, সরকার বা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রম, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তাকে খাদ্য বিশ্লেষকের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে এবং দায়িত্ব পালনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একজন খাদ্য বিশ্লেষক হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তিকে খাদ্য বিশ্লেষক হিসাবে নিয়োগ বা দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে না, যদি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন বা বিপণনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসা বা বাণিজ্যের সহিত জড়িত থাকেন।

৪৬। (১) কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ বা ক্রয় করিবার পর, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফিস পরিশোধপূর্বক, যে স্থান বা উৎস হইতে খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ বা ক্রয় করিবেন, তাহা যে, অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষকের এখতিয়ারাধীন হইবে, সেই খাদ্য বিশ্লেষকের দ্বারা উহার নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা করাইতে পারিবেন এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্তরূপ বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফলের সনদ গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি খাদ্য বিশ্লেষক প্রদত্ত কোন সনদ বা উহার অনুলিপি তাহার ব্যবসায়িক স্থাপনা বা অন্য কোন স্থানে প্রদর্শন করিতে বা বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) এই ধারার অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত খাদ্য বিশ্লেষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪৭। (১) খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষ বা তদ্ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিক্রয় বা প্রস্তুতিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের মূল্য প্রদানপূর্বক উহার নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের জন্য না হইলেও উহা নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নমুনা বিক্রয়, উৎপাদন, সরবরাহ বা মজুদ স্থলসহ যে কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করা যাইবে এবং যে ব্যক্তির দখলে থাকাব্যস্থায় কোন খাদদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা সংগ্রহের জন্য যাচনা করা হইবে, সেই ব্যক্তি, এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ বা তদ্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী, উক্ত নমুনা বিক্রয় বা, ক্ষেত্রমত, সমর্পণ (Surrender) করিতে বাধ্য থাকিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সমর্পণকৃত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকণের মূল্য দাবী করা হইলে, উক্তরূপ দাবীর এক মাসের মধ্যে দাবীকৃত নমুনার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নমুনা প্রদানকারী, কর্তৃপক্ষ বা তদ্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট, বিশ্লেষণ বা পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে, উক্ত নমুনা বিক্রয় বা ক্ষেত্রমত, সমর্পণ করিয়াছেন মর্মে নির্ধারিত ফর্মে একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করিয়া লিখিতভাবে স্বীকারোক্তি প্রদান করিবেন।

(৪) উৎপাদান বা মজুদস্থল হইতে খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ যে সকল সরবরাহ পথ অতিক্রম করে বা যে সকল স্থানে সরবরাহ বা মজুদ করা হইয়া থাকে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে, সে সকল স্থানে প্রবেশের এবং উক্ত স্থানের যে কোন রেকর্ডপত্র পরিদর্শনের অধিকার থাকিবে

৪৮। (১) ধারা ৪৬ এর বিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা অন্যভাবে পরীক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে অথবা ধারা ৪৭ এর বিধান অনুসারে কোন নমুনা বিক্রিত বা সমর্পিত হইলে, নমুনা গ্রহণকারী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে,-

(ক) নমুনা বিক্রেতা বা সমর্পণকারীকে বিষয়টি তৎক্ষণাৎ লিখিতভাবে অবহিত করিবেন;

(খ) নমুনা বিক্রেতা বা সমর্পণকারীর উপস্থিতিতে নমুনাকে চারটি অংশে বিভক্ত করিবেন এবং প্রত্যেকটি অংশ, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, চিহ্নিতকরতঃ সিলগালা করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবেন ।

৪৯। (১) ধারা ৪৮ এর বিধান অনুযায়ী খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট কোন নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত হইলে,-

(ক) তিনি নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(খ) নমুনা প্রাপ্তির তারিখ হইতে সাধারণ ক্ষেত্রে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে এবং জরুরী ক্ষেত্রে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফল উল্লেখপূর্বক নমুনা প্রেরককে সনদ প্রদান করিবেন; এবং

(গ) বিশ্লেষণের ফলাফলের একটি অনুলিপি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) এই আইনের অধীন যে কোন তদন্ত, বিচার বা কার্যধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে খাদ্য বিশ্লেষক কর্তৃক, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফরমে, সনদ হিসাবে স্বাক্ষরিত কোন দলিল এই ধারার অধীন একটি বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফলের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

৫০। (১) এই আইনের অধীন কোন তদন্ত বা বিচার চলাকালে খাদ্য আদালত, প্রয়োজনে, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অথবা বাদী বা বিবাদীর আবেদনক্রমে, যে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন খাদ্য আদালত কর্তৃক কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হইলে কর্তৃপক্ষ, এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পরীক্ষাগারের মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা করাইয়া উহার প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আদালতে উপস্থাপিত প্রতিবেদন সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা যাইবে।

(৪) এই ধারার অধীন সকল পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ব্যয়, আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী, বাদী বিবাদী বা উভয় পক্ষ কর্তৃক পরিশোধিত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

পরিদর্শন এবং খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ

৫১। (১) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের অধীন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক নিয়োগ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, বিশেষ প্রয়োজনে, সরকার বা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তাকে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে এবং দায়িত্ব পালনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একজন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তিকে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ বা দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে না, যদি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন বা বিপণনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসা বা বাণিজ্যের সহিত জড়িত থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫২। (১) পরিদর্শক নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন, যথা :-

(ক) কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী যে কোন খাদ্য স্থাপনা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন;

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, খাদ্য স্থাপনার লাইসেন্সের শর্তাবলী পর্যবেক্ষণ;

(গ) এই আইন বা বিদ্যমান অন্য কোন আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া উৎপাদিত, মজুদকৃত, বিক্রিত বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া সন্দেহ হইলে যে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ;

(ঘ) খাদ্যদ্রব্যের নমুনা গ্রহণ, মজুদ, জব্দ এবং খাদ্য আদালতের নির্দেশানুযায়ী সকল পরিদর্শন ও গৃহীত রেকর্ডের অনুলিপি প্রদান ও সংরক্ষণ;

(ঙ) এই আইন বা বিদ্যমান অন্য কোন আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের উৎপাদন, মজুদ বা বিপণন করা হইতেছে কি না তাহা নিরূপণের জন্য, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, অনুসন্ধান ও পরিদর্শন;

(চ) অনিরাপদ খাদ্যবাহী বলিয়া সন্দেহ হইলে যুক্তিসঙ্গতভাবে ন্যূনতম সময়ের জন্য যে কোন যানবাহন থামাইয়া তল্লাশী;

(ছ) এই আইনের অধীন কোন মামলায় কোন ব্যক্তির খাদ্য ব্যবসার লাইসেন্স বা নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করা হইলে, তাহার নাম, ঠিকানা, প্রকৃতি ও ব্যবসা স্থানের রেকর্ড সংরক্ষণ;

(জ) এই আইনের আওতায় পরিচালিত প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্তসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ।

৫৩। (১) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়া খাদ্য স্থাপনা, ভবন বা গৃহে কোন ঘটনা সংঘটিত হইতেছে কিনা তাহা নিশ্চিত হইবার জন্য পরিদর্শক, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় যে কোন সময়ে, যে কোন খাদ্য স্থাপনা বা ভবনে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন আইনানুগ কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন পরিদর্শককে কোন খাদ্য-স্থাপনা, ভবন বা গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

৫৪। কোন পরিদর্শক, তদন্ত করিবার জন্য, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ সংক্রান্ত ব্যবসা বা বাণিজ্য পরিচালনাকারী অথবা উৎপাদন বা বিপণনকারীর নিকট, লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া, উহার সকল ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপাদন, উৎস-সনাক্তকরণ (traceability) বা বিপণন সংক্রান্ত জমা-খরচের বহি, রশিদ ও অন্যান্য দলিলপত্র যাচনা করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শকের চাহিদা অনুযায়ী নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহা প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৫৫। (১) পরিদর্শক, মধ্যরাত হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময় ব্যতীত, যে কোন সময়ে-

(ক) খাদ্য বিপণনের সরবরাহ স্থল, সরবরাহ পথ, মজুদস্থল বা বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহারযোগ্য যে কোন বস্তুর অবস্থা, স্থান অথবা উহার উৎপাদন প্রক্রিয়ার অবস্থা পরিদর্শন করিতে পারিবেন; এবং

(খ) খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য রক্ষিত উপকরণ বা এইরূপ যে কোন বস্তু এবং খাদ্য প্রস্তুতকরণ বা বিপণনের জন্য ব্যবহৃত যে কোন কৌটা বা ধারণপাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে যে কোন পরিদর্শন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরিদর্শককে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শন এবং পরীক্ষাকালে যদি পরিদর্শকের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে খাদ্য প্রস্তুতকরণ বা বিপণন সংক্রান্ত কাজে নির্দিষ্ট কোন জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, ধারণপাত্র বা উহার উপাদান যাহা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা অনুপযোগী বা ভেজাল, তাহা হইলে তিনি ঐ সকল বস্তু বা উহা দ্বারা প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য জব্দ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোন কিছু জব্দের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

৫৬। ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন পরিদর্শক বা কোন কর্তৃপক্ষ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন পরিদর্শক বা জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, খাদ্যদ্রব্য, উপকরণ, পদার্থ, ধারণপাত্র জব্দ করা হইলে, উহা যে মালিক দখলে পাওয়া যাইবে সেই ব্যক্তি বা মালিকের লিখিত সম্মতিতে দুইজন ব্যক্তির সম্মুখে উহা তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করা যাইবে;

৫৭। ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিদর্শক বা এতদ্দুশ্যে কর্তৃপক্ষ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক অধীন যে কোন জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু বা যে কোন উপকরণ, পদার্থ, বা ধারণপাত্র পরিদর্শক কর্তৃক জব্দ করা হইলে, ধারা ৫৬ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, উপকরণ, পদার্থ, ধারণপাত্র ধ্বংস করা না গেলে, যে ব্যক্তির দখলে থাকাবস্থায় উহা জব্দ করা হইয়াছে তাহাকে উক্তরূপ জব্দের বিষয়টি এইমর্মে অবহিত করিতে হইবে যে, জব্দকৃত বস্তু, উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্রটি এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইবে।

নবম অধ্যায়

অপরাধ, দ–, ইত্যাদি

৫৮। কোন ব্যক্তি তফসিলের কলাম (৩) এ বর্ণিত এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য উক্ত বিধানের বিপরীতে কলাম (৪)

এ বর্ণিত দণ্ডে এবং একই বিধান পুনরায় লঙ্ঘন করিলে কলাম (৫) এ বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫৯। এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান লঙ্ঘনকারী বা অপরাধ সংঘটনকারী যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, অংশীদার, স্বত্ত্বাধিকার, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী বা এজেন্ট, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বিধানটি লঙ্ঘন বা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন।

৬০। এই আইনের ধারা ২৩, ২৪,২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৭ এ বর্ণিত অপরাধ আমলযোগ্য (cognizable) ও অজামিনযোগ্য (non-bailable) হইবে এবং উক্ত অপরাধ ব্যতীত এই আইনের অন্যান্য অপরাধ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

৬১। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ যদি অন্য কোন আইনে বিশেষ অপরাধ হিসাবে উচ্চতর দণ্ডযোগ্য অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাকে এই আইনের অধীন নিরাপদ খাদ্য বিরোধী বিশেষ অপরাধ হিসাবে গণ্য করিয়া বিচারের জন্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনত কোন বাধা থাকিবে না। তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া যদি কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে, যাহা প্রযোজ্য, উহার বিচার হওয়া সমীচীন হইবে, তাহা হইলে এতদুদ্দেশ্যে চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে, উহার অধিকতর কার্যকর বিচার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, বিশেষ আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে যাহা প্রযোজ্য, মামলা দায়েরের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৬২। এই আইনের অধীন কোন মামলায় খাদ্য আদালত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কোন অর্থদন্ড আরোপ করিলে উক্ত অর্থের ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ অর্থ প্রণোদনা হিসাবে সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী প্রাপ্ত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগকারী কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী হইলে, তিনি উক্ত প্রণোদনা প্রাপ্য হইবেন না।

৬৩। এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘনজনিত কোন কার্যের সহিত কোন বিক্রেতার জ্ঞাতসারে সংশ্লিষ্টতা না থাকার বিষয়টি যদি সন্দেহাতীত ভাবে বোধগম্য হয় এবং প্রয়োজনবোধে উক্ত বিক্রেতা আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীকে সনাক্তকরণে সহযোগিতা করিতে যদি প্রস্তুত থাকেন, তাহা

হইলে এই আইনের অধীন অপরাধের জন্য দায়ী করিয়া তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া আইনের বিধান লঙ্ঘণকারীকে সনাক্তকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

দশম অধ্যায়

খাদ্য আদালত, অভিযোগ, বিচার, ইত্যাদি

৬৪। (১) এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদালত থাকিবে যাহা বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত নামে অভিহিত হইবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সুপ্রিম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত হিসাবে নির্ধারণ করিবে এবং একাধিক আদালত নির্ধারণ করা হইলে উহাদের প্রত্যেকটি আদালতের জন্য এলাকা নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

(৩) সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময়, উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত খাদ্য আদালতের অধিক্ষেত্র নির্ধারণ বা পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তির উপর অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে খাদ্য আদালতের এই আইনে উল্লিখিত যে কোন পরিমাণ অর্থদন্ড আরোপ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

৬৫। (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ যে খাদ্য আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে সংগঠিত হইবে, সাধারণভাবে সেই আদালতে উহার বিচার অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) খাদ্য আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে, এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, ফৌজদারী কার্যবিধির Chapter XXII-তে বর্ণিত পদ্ধতি, যতদূর প্রযোজ্য হয়, অনুসরণ করিবে।

৬৬। (১) খাদ্য ক্রেতা, ভোক্তা, গ্রহীতা বা খাদ্য ব্যবহারকারীসহ যে কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্য সম্পর্কে চেয়ারম্যান বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বা পরিদর্শকের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যান বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা পরিদর্শক, এই আইনের অধীন যে কোন অপরাধ সংঘটনের বিষয় অবহিত হইবার পর, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হইলে, খাদ্য আদালতে মামলা দায়ের করিবে।

(৩) এই ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোন ব্যক্তি, এই আইনের অধীন মামলা দায়েরের জন্য কারণ উদ্ভব হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, নিরাপদ খাদ্য বিরোধী যে কোন কার্য সম্পর্কে খাদ্য আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

৬৭। (১) চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় অধিক্ষেত্রে নিয়োজিত পরিদর্শক তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে এই আইনে বর্ণিত সকল অভিযোগের তদন্ত করিবেন।

(২) এই আইনের অধীন কোন অভিযোগের তদন্তকার্য পরিচালনাকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসরণে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা, প্রয়োজনে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ অন্য যে কোন সংস্থার নিকট সহায়তা যাচনা করিতে পারিবেন এবং এইরূপ সহায়তা যাচনা করা হইলে উক্ত সংস্থা যাচিত সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৬৮। (১) চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পরিদর্শক খাদ্য আদালত কর্তৃক কোন অপরাধ তদন্তের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ৯০ (নববই) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন।

(২) কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে, তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন এবং তৎসম্পর্কে কারণ উল্লেখপূর্বক খাদ্য আদালতকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চবিবশ) ঘন্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে খাদ্য আদালতকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

৬৯। কর্তৃপক্ষ বা উহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আর্জির প্রেক্ষিতে বা স্বীয় বিবেচনায় খাদ্য আদালতের যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে,-

(ক) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন, বা

(খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন বস্তু বা উহা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন দলিল, দস্তাবেজ বা কোন প্রকার জিনিসপত্র কোন স্থানে বা কোন ব্যক্তির নিকট রক্ষিত আছে, তাহা হইলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত আদালত উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য বা উক্ত স্থানে, দিনে বা রাতে যে কোন সময়ে, পরোয়ানা জারী করিতে পারিবে।

৭০। এই আইনের অধীন জারীকৃত পরোয়ানা তল্লাশি, গ্রেফতার ও আটকের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান প্রযোজ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭১। (১) ধারা ৬৯ এর অধীন জারীকৃত কোন পরোয়ানার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইলে বা কোন বস্তু আটক করা হইলে অনতিবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা আটককৃত বস্তুটিকে নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি বা বস্তু যে কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইবে তিনি যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
৭২। Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) তে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সহিত জড়িত কোন ব্যক্তি বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ বা ক্ষতি সংঘটন বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনে সহায়তা সংক্রান্ত কোন ঘটনার বিষয়ে ভিডিও বা স্থিরচিত্র ধারণ বা গ্রহণ করিলে বা কোন কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা রেকর্ড করিলে উক্ত ভিডিও, স্থিরচিত্র, অডিও উক্ত অপরাধ বা ক্ষতি সংশ্লিষ্ট মামলা বিচারের সময় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।
৭৩। অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে খাদ্য আদালত যদি মনে করে যে, উক্ত খাদ্যদ্রব্যের যথাযথ পরীক্ষা ব্যতীত অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে আদালত অভিযোগকারীর নিকট হইতে উক্ত পণ্যের একটি নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহাতে সীলমোহর প্রদানক্রমে তৎনির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যয়ন করিবে এবং নমুনায় নিষিদ্ধ পদার্থ বিদ্যমান থাকিবার বিষয়ে পরীক্ষার প্রয়োজনীয় নির্দেশসহ উহা সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিবে।
৭৪। খাদ্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশ দ্বারা কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত রায় বা আদেশ প্রদত্ত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের দায়রা জজের আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।
৭৫। এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, যে ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) অনুসারে বিচার্য হইবে।

একাদশ অধ্যায়

দেওয়ানী প্রতিকার

৭৬। (১) এই আইন বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রম দায়ের ও তদ্‌কারণে সংঘটিত ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত হইবার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি বা খাদ্যভোক্তা কর্তৃক উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী প্রতিকার দাবী করিয়া সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধিক্ষেত্রের উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করিতে আইনগত কোন বাধা থাকিবে না।

Dhaka University Institutional Repository

(২) কোন বিক্রেতার নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্যের দ্বারা কোন খাদ্য-গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এবং উক্ত ক্ষতির পরিমাণ আর্থিক মূল্যে নিরূপণযোগ্য হইলে, তিনি উক্ত নিরূপিত অর্থের অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) গুন আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

৭৭। Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) Ges Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887) এ ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৭৬ এর অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ৯০ (নববই) দিনের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের জেলা জজের আদালতে আপীল দায়ের করা যাইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রশাসনিক তদন্ত ও জরিমানা

৭৮। (১) কোন ব্যক্তির খাদ্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকিলে তিনি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহা কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার পর যে ব্যক্তি উক্ত খাদ্য প্রস্তুত, বিপণন বা বিক্রয় করিয়াছেন সেই ব্যক্তিকে তাহার করণীয় সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন তদন্ত পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ উহার যে কোন কর্মকর্তাকে এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তদন্ত কার্য পরিচালনা করিবেন এবং তৎসম্পর্কে একটি প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দেশ প্রদান করা হইলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন এবং উক্তরূপ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে কর্তৃপক্ষ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচিসমূহের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক পর্যালোচনা

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য প্রয়োজন। এ খাদ্য তাকে সংগ্রহ করতে হয়। নিজে উৎপাদন অথবা ক্রয়ের মাধ্যমে মানুষ নিজের ও পরিবারের খাদ্যের ব্যবস্থা করে। এক সময় পৃথিবীতে জনসংখ্যা কম ছিল, খাদ্যেরও প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু কালে কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। এটি প্রচলিত মত। কিন্তু ইসলাম বলে, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি তাদের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থাও করেছেন। সুরা হুদের ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.

অর্থ : "পৃথিবীতে এমন কোন জীব নেই যার রিযিকের সংস্থান করার দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেন নি"।[১] এ আয়াত থেকে এটা পরিষ্কার যে, পৃথিবীতে মানুষ বা প্রাণীর খাদ্য সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে মানুষের খাদ্য সমস্যা আছে এবং তা দিন দিন সংকটের রুপ নিচ্ছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। কারণ তারা আল্লাহর আইন-কানুন ও হুকুম মেনে চলে। মানুষ আল্লাহর তথা ইসলামের বিধি-ব্যবস্থা না মেনে নিজের মনগড়া বিধি-ব্যবস্থাধীনে চলে বলে অন্যান্য সমস্যার মত তারা খাদ্য সমস্যায়ও ভোগে।

সরকার দেশের সীমিত সম্পদ কাজে লাগিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে এবং একের পর এক কর্মসূচি ঘোষণা করে যাচ্ছে। কুরআন-হাদীসেও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শ্রমকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অপচয়-অপব্যয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। খাদ্যের মধ্যে ভেজাল প্রয়োগ করাকে হারাম এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে, সরকারের একার পক্ষে এ কাজ সম্পাদন করা খুব সহজ নয়। আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগসহ সকল নাগরিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব ইনশা'আল্লাহ। এজন্য সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে পদক্ষেপ নিতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা সম্ভব হবে ইনশা'আল্লাহ। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বাংলাদেশ সরকার খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যে সকল

১. আল-কুরআন, ১১ : ০৬

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল।

৭.১ জাতীয় খাদ্যনীতি, ২০০৬ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

জাতীয় খাদ্যনীতি, ২০০৬ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। এ নীতিমালার বিভিন্ন অনুচ্ছেদ এবং ধারা-উপধারা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, এর অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল।

শুরুতেই আমরা দেখতে পাই, জাতীয় খাদ্যনীতি ২০০৬ এর 'খ' অনুচ্ছেদে খাদ্যনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, সকল সময়ে সকল জনগণের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত খাদ্যনীতির উদ্দেশ্যসমূহ হবে; উদ্দেশ্য-১: নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা; উদ্দেশ্য-২: জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা/সুযোগ বৃদ্ধি করা; এবং উদ্দেশ্য-৩: সকলের (বিশেষত: নারী ও শিশুর) জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি বিধান করা। এটি কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যের সাথে পরিপূর্ণ মিল রয়েছে। কারণ খাদ্য নিরাপত্তা মহান আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি আশরাফুল মাখলুকাত মানুষসহ সকল জীবকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা করেছেন। খাদ্য নিরাপত্তা দল, গোষ্ঠি ও ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। সুরা হুদের ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.

অর্থ : "আর জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল [২]। সব কিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে" [৩] ।[৪] মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অন্য সূরায় ইরশাদ হয়েছে-

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ . إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ . فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ . الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.

---

২. এখানে **مستقر** বা আবাসস্থল বলতে মাতৃগর্ভে অবস্থান মতান্তরে মৃত্যু পর্যন্ত দুনিয়ায় অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে। আর **مستودع** দ্বারা কবরস্থ করার স্থান মতান্তরে জন্মের পূর্বে পিতৃমেরুদন্ডে অবস্থান কিংবা মৃত্যুর সময় বা স্থান বুঝানো হয়েছে।

৩. অর্থাৎ লওহে মাহফুযে

৪. আল-কুরআন, ১১ : ০৬

অর্থ : "যেহেতু কুরাইশ অভ্যস্ত। শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তারা অভ্যস্ত হওয়ায়। অতএব তারা যেন এ গৃহের রবের 'ইবাদাত করে, যিনি ক্ষুধায় তাদেরকে আহার দিয়েছেন আর ভয় থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন"।[৫] উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) সপরিবারে মক্কায় উপস্থিত হয়ে রিযিকের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন। যেমন কুরআনে এসেছে-

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

অর্থ : "হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিয্‌ক প্রদান কর‍ুন ফল–ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে"।[৬] এ দু'আর পরপরই মক্কাবাসীদের জন্য রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তাদের জন্য ব্যাপক খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল। অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ .

অর্থ : "আর অবশ্যই আমি তো তোমাদেরকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য তাতে রেখেছি জীবনোপকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞ হও"।[৭] মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জমিনেই মানুষের প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

অর্থ : "তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে–প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিয্‌ক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান"।[৮]

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

অর্থ : "তারা কি তোমার রবের রহমত ভাগ বণ্টন করে? আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরকে অধিনস্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আর তারা যা সঞ্চয় করে তোমার রবের রহমত তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট"।[৯] আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান যারা অমান্য করে চলবে এবং

৫. আল-কুরআন, ১০৬ : ১-৪
৬. আল-কুরআন, ১৪ : ৩৭
৭. আল-কুরআন, ০৭ : ১০
৮. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫
৯. আল-কুরআন, ৪৩ : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর নি‘আমতকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য রিযিক বন্ধের হুশিয়ারও তিনি দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন-

وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ.

অর্থ : “আর আল্লাহ উপমা পেশ করছেন, একটি জনপদ, যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত। সবদিক থেকে তার রিয্ক তাতে বিপুলভাবে আসত। অতঃপর সে (জনপদ) আল্লাহর নি‘আমত অস্বীকার করল। তখন তারা যা করত তার কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষুধা ও ভয়ের পোশাক পরালেন”।[১০]

জাতীয় খাদ্যনীতি ২০০৬ এর **১.১.১.** উপধারায় বলা হয়েছে, টেকসইভাবে দীর্ঘমেয়াদে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন ও শস্য-বহুমুখীকরণ, খাদ্যাভাস পরিবর্তনসহ উন্নত বীজ সরবরাহ এবং মাটির গুণগতমান সংরক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকার গবেষণা ও সম্প্রসারণমূলক নিম্নোল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করবে- (১) লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রায়োগিক কৃষি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে পর্যাপ্ত অর্থায়ন; (২) অঞ্চলভিত্তিক ভূমির উৎপাদনশীলতা, শস্যের উপযুক্ততা এবং আনুষঙ্গিক কৃষি পরিবেশ বৈশিষ্ট্যাবলী বিবেচনান্তে একটি দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন; (৩) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে রাস্তাঘাট, খাল ও সেচ ব্যবস্থা, পলণ্টী বিদ্যুতায়ন এবং বাজার অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ; এবং (৪) কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং লাগসই উৎপাদন প্রযুক্তির প্রসারের জন্য মানব সম্পদের ফলপ্রসু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, **১.১.১** এর ধারা-উপধারাগুলো কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা ইসলামের অর্থনৈতিক নীতি তথা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর পূরণ করা এবং যতটুকু সম্ভব তাদের আভিজাত্যপূর্ণ চাহিদাগুলো পূরণে সহায়তা করা। অর্থাৎ শুধুমাত্র বাজারের আন্ড়ক্রিয়ার উপরে চাহিদা পূরণকে ছেড়ে না দিয়ে বরং সবার মৌলিক চাহিদা পূরণের চেষ্টা চালানো হবে ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালার উদ্দেশ্য। এজন্যই দেখা যায় খিলাফতের প্রত্যেক নাগরিকের সবধরনের মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা) সার্বিকভাবে পূরণের বিষয়টিকে ইসলামী শরী‘আহ নিশ্চিত করেছে। আলণ্ডাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা বলেন-

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

১০. আল-কুরআন, ১৬ : ১১২

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "তোমরা ইসরাফ (অপব্যয় অর্থাৎ খরচের ক্ষেত্রে ইসলামের সীমা অতিক্রম করে ফেলা) করো না। তিনি ইসরাফকারীদের পছন্দ করেন না"।[১১] অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

بْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا
ﻎِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

অর্থ : "আলণ্ডাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেওনা। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আলণ্ডাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না"।[১২] ইসলাম চায় প্রত্যেক মানুষ তার নিজের এবং তার উপর নির্ভরশীলদের মৌলিক চাহিদা তথা পর্যাপ্ত খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থান নিশ্চিত কর ক। এরপর যতটুকু সম্ভব অন্যান্য আভিজাত্যপূর্ণ চাহিদা পূরণ করার স্বাধীনতা ইসলাম দিয়েছে। যদি কেউ এরূপ সংস্থান করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে বাধ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোন মানুষের সবচেয়ে গুর ত্বপূর্ণ চাহিদা হল খাদ্যের চাহিদা এবং এজন্য লোকজনের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি উন্নয়ন একটি অপরিহার্য বিষয়। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতেই ইসলাম শ্রম এবং জমির মালিকানা নিশ্চিত করেছে। জীবিকা অর্জন ও মৌলিক খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে শ্রম ও জমির মালিকানা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আইন-কানুনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম বর্গাচাষকেও অনুমোদন দিয়েছে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি জমি সেচ করা, চারা রোপণ এবং ফসল ফলানোর জন্য নিজের জমি অন্যের কাছে হস্ড়ান্ড়র করে এবং বিনিময় উৎপাদিত পণ্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। হাদীস শরীফে এসেছে-

ﻦِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .

অর্থ : আব্দুলণ্ডাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, "রাসূল (সা.) খাইবারের লোকজনের সাথে এ মর্মে চুক্তি করেছিলেন যে তারা উৎপাদিত গাছ বা ফল-ফসলের অর্ধেক দিয়ে দিবে"।[১৩] জমিকে অলসভাবে ফেলে না রেখে বরং এর ব্যবহারকে নিশ্চিত করে ইসলাম। সমাজতন্ত্রীদের মত জমির মালিকানাকে ইসলাম সমস্যা হিসেবে দেখেনা বরং সামন্ড়বাদ যার ফলে কৃষিকাজ ব্যাহত হয় এবং জমির ব্যবহার হয়না বলে ইসলাম একে সমস্যা হিসেবে দেখে। কারণ এর ফলে বিপুল পরিমাণ জমি অলস পড়ে থাকে এবং অর্থনীতিতে কোন অবদান তা রাখতে পারে না। জমি

---

১১. আল-কুরআন, ০৭ : ৩১

১২. আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭

১৩. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-মুসাকাহ, অনুচ্ছেদ : বাবুল মুসাকাতি ওয়াল মুয়ামালাতি বিজুযয়িন মিনাছ ছামারি ওয়ায যারয়ি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ৪০৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। আলণ্টাহ স্পষ্টভাবে জমি ব্যবহারের পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। জমির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য ইসলাম বাধ্য করেছে যার ফলে জমির মালিকেরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বীজ, পশু এবং মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগদানের মাধ্যমে নিজেদের জমিতে চাষাবাদ করতে বাধ্য। জমি লিজ দেয়াকে ইসলাম স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে, যেখানে মালিকপক্ষ কোন ম্যানেজারের মাধ্যমে লোকজনের কাছে কাজ করার জন্য জমি দেয় এবং পরবর্তীতে লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ মালিককে দিতে হয়। এর ভিত্তি হচ্ছে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী-

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

অর্থ : "যার জমি আছে সে যেন তাতে রোপণ করে অথবা তার ভাইকে দান করে দেয়। যদি সে তা না করে তাহলে তার হাত ধরে ফেল"।[১৪] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ.

অর্থ : হযরত আয়শা রাদি'আল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন অনাবাদি জমি চাষ করবে, সে জমির ফসল তারই প্রাপ্য"।[১৫]

উল্লেখ্য যে, জাতীয় খাদ্যনীতি ২০০৬ এর মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে অসংখ্য বিধি-বিধান ও কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা হলেও খাদ্য উৎপাদন, মজুদকরণ, ভেজালমুক্ত খাদ্য তৈরি এবং শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য খাদ্যের মধ্যে কোন প্রকার কেমিক্যাল না মেশানোর ক্ষেত্রে জনগণের মাঝে নৈতিকতা ও খোদাভীতি, আল্লাহর ওপর আস্থা অর্জনের বিষয়ে কোন বাক্য উচ্চারণ করা হয়নি। জাতীয় খাদ্যনীতি ২০০৬ এর মধ্যে এ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ অপরিহার্য ছিল। কেননা শুধু পরিশ্রম ও কৌশল দ্বারাই খাদ্য-নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব; এ বদ্ধমূল ধারণা সব সময় প্রজোয্য নয়। বরং নৈতিকতা ও খোদাভীতি, আল্লাহর ওপর ভরসা খাদ্য নিরাপত্তাকে এমনভাবে ত্বরান্বিত করে যা মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

ن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. رْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ لَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

---

১৪. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল মুযারা'আহ, অনুচ্ছেদ : বাবু মা কানা মিন আসহাবিন নবিয়্যি (সা.) ইউয়াসি বা'অদহুম বা'দান ফীয যিরা'আতি ওয়াছ ছামারতি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ২৩৮৩

১৫. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল মুযারা'আহ, অনুচ্ছেদ : বাবু মান আহইয়া আরদান মাওয়াতান, প্রাগুক্ত, হা. নং২২১০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন"।[১৬] ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদি'আল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন,

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا .

অর্থ : "তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযথ ভরসা কর তাহলে তোমাদের জীবিকা দেয়া হবে ঐভাবে যেভাবে পাখি রিযক প্রাপ্ত হয়। পাখি সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং পেট পূরণ করে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে"।[১৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন-

، يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

অর্থ : "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা"।[১৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. يَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَ نَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থ : "সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আলণ্ঢাহর যিক্‌র, সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন অন্‍ড়র ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। যাতে তাদের কৃত উত্তম আমলের জন্য আলণ্ঢাহ তাদেরকে প্রতিদান দেন এবং তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেন। আর আলণ্ঢাহ যাকে ইচ্ছা করেন অপরিমিত রিয্‌ক দান করেন"।[১৯]

'জাতীয় খাদ্যনীতি ২০০৬' এর মধ্যে আরেকটি বিষয় সংযোজন করলে ভাল হত। তা হচ্ছে সমাজের বিত্তবানদেরকে সম্পদের যাকাত-উশর প্রদান করা এবং বেশি বেশি দান-সাদাকা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। কারণ সমাজের ধনী এবং প্রভাশালী ব্যক্তিরা যত বেশি ফকীর, মিসকিন, অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে খাবার প্রদান করবেন, তাদেরকে আপন মনে করে নিজের অর্থ-সম্পত্তি

১৬. আল-কুরআন, ৬৫ : ০৩

১৭. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : বাবু ফিত-তাওয়াক্কুলিআলাল্লাহি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৪৯৬, হা. নং ২৩৪৪

১৮. আল-কুরআন, ৬৫ : ০৩

১৯. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৭-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

থেকে অকাতরে বিলিয়ে দিবেন ততবেশি খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি শক্তিশালী হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা অপরকে দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আলণ্ঢাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত"।[২০] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

অর্থ : "বল, 'নিশ্চয় আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিয্‌ক প্রশস্ড় করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু আলণ্ঢাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিয্‌কদাতা"।[২১] অপরদিকে রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে নিজে গ্রহণ করার পাশাপাশি অপরকে দান করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَقُولُ الْعَبْدُ : مَالِي مَالِي، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "মানুষ বলে আমার সম্পদ, আমার সম্পদ অথচ তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পদই শুধু তার। যা খেয়ে শেষ করেছে, যা পরিধান করে নষ্ট করেছে এবং যা দান করে জমা করেছে- তাই শুধু তার। আর অবশিষ্ট সম্পদ সে ছেড়ে যাবে, মানুষ তা নিয়ে যাবে"।[২২] যখন আমরা নিসাব পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হব, তখন ইসলামের পাঁচ স্ড়ম্ভের একটি যাকাতের আমল আমাদের দ্বারা পালন হবে। এর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র বিমোচন নিশ্চিত হবে। ধনী ও গরীবের মাঝে সেতু বন্ধন রচনা হবে। যাকাত সম্পদের ময়লা-আবর্জনা। যাকাত দিয়ে সম্পদকে ময়লা আবর্জনা থেকে পরিষ্কার করতে হয়। যাকাত কখনো সম্পদ কমায় না। যাকাত সম্পদ বাড়ায়। যাকাত দেয়া দ্বারা ব্যবসায়ী তার সম্পদকে কলুষমুক্ত করল। আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন,

---

২০. আল-কুরআন, ০২ : ২৬৭

২১. আল-কুরআন, ৩৪ : ৩৯

২২. ইমাম মুসলিম, Awm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদি ওয়ার-রক্বায়িক, অনুচ্ছেদ : ...., আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ২৯৫৯

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

অর্থ : "আর তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলতঃ আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদপ্রাপ্ত"।[২৩] আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, একমাত্র যাকাত-উশর দ্বারাই খাদ্য নিরাপত্তা ও সম্পদ বৃদ্ধি পায় সুদ নয়। সুদের পরিণতি খুবই করুণ। সুদ পরিহার করা ও তা থেকে দূরে থাকার জন্য আমাদের সর্বাত্মক সতর্ক থাকতে হবে।

মোটকথা, 'জাতীয় খাদ্যনীতি ২০০৬' এর অধিকাংশ কর্মসূচি কুরআন-সুন্নাহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী শরী'আতে আরও যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে, যেমন- তাক্বওয়া অর্জন, অপচয়-অপব্যয় না করা, সম্পদের সুষম বণ্টন, যথাযথভাবে যাকাত-উশর প্রদান করা, নফল দান সাদাকার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি যুক্ত করা যায় এবং মনিটরিং বাড়ানো যায়, তাহলে বাংলাদেশের 'খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি' তার কাঙ্ক্ষিত সোপানে এগিয়ে যাবে ইনশা'আল্লাহ।

৭.২ খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

সরকারি খাতে সংগৃহীত ও আমদানীকৃত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব সঠিক পরিমাণ, সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে সংরক্ষণের জন্য নিরাপদ স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে 'খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮' ঘোষণা করা হয়। এ নীতিমালার মধ্যে পরিকল্পনা, সাধারণ নীতি, সংগ্রহবহুল অঞ্চল হতে সংগৃহীত খাদ্যশস্য স্থানান্তর ও চলাচল ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক বিধি-বিধান নিয়ে আসা হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে সরকারের এ সমস্ত নীতিমালা কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল।

একমাত্র ইসলামই প্রত্যেক মানুষের খাদ্যের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছে। অন্য কোন ধর্ম এটা দিতে পারেনি। তবে মানুষকে চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে তা ধরে রাখতে হবে। কিন্তু গত দেড়শ বছরে মুসলিম বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তেমন কোন অবদান রাখতে পারেনি। পাশ্চাত্যজগৎ একদিকে নিজেদেরকে শিল্পায়িত করেছে, অন্যদিকে মুসলিম বিশ্ব ছিল অত্যন্ত পশ্চাদপদ এবং পাশ্চাত্যের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নতি করতে পুরোপুরি ব্যর্থ। মুসলিম বিশ্বের এ ব্যর্থতার কারণ অনেক চিন্তাবিদের মতে ইসলামী শরীয়া তখনকার যুগেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যখন অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর

---

২৩. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

এবং আজকের শিল্পযুগে ইসলাম অকার্যকর। তাদের মতে আধুনিক বিশ্বে ইসলামের পক্ষে অবদান রাখা অসম্ভব এবং এর ফলে মুসলিমরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে অতীতে ইসলাম প্রচ— অগ্রগতি লাভ করেছিল এবং প্রায় চার শতাব্দীজুড়ে পৃথিবীতে একক পরাশক্তিরূপে বিদ্যমান ছিল। খিলাফতের প্রসারের ফলে কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়েছিল যা ছিল সেসময় অধিকাংশ অর্থনীতিরই প্রধান ক্ষেত্র। যে বিষয়টা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে, ইসলামকে সঠিকভাবে বাস্ড়বায়নের পথ ধরেই মুসলিমরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল পৃথিবীতে, কিন্তু উসমানীয় খিলাফতকালে ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে মুসলিমদের অধোগতির ফলে মুসলিমরা প্রযুক্তির ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণ করেছিল। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম নয় বরং ইসলামের অনুপস্থিতিই সমস্যার সূচনা করেছিল এর, যার ফলে মুসলিমরা পশ্চাৎপদ হতে শুর— করল। ইসলাম আধুনিক উন্নয়নের ধ্যান-ধারণার বিরোধী নয়, বরং আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে ধারণ করতে অধিক সক্ষম। সবধরণের পদার্থ যার অন্ড়র্ভূক্ত হচ্ছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্প প্রভৃতির বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এগুলো নিছকই বাস্ড়বতা এবং এসমস্ড় বাস্ড়ব বিষয়ের জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে কিভাবে মানুষের অবস্থা এবং জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো যায় সেটা নিশ্চিত করা। বিজ্ঞান এবং এর অন্যান্য শাখার ব্যাপারে এটাই ইসলামের মত। ইসলামী শরীয়াহ বিষয়টিকে অনেকবার উপস্থাপন করেছে-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا.

অর্থ : "তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত"।[২৪] অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

ـوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً
مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ.

অর্থ : "তোমরা কি দেখনা আলণ্ঢাহ নভোম—ল ও ভূম—লে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নি'আমতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন"।[২৫] অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ
رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ : "যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে"।[২৬] অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

---

২৪. আল-কুরআন, ০২ : ২৯

২৫. আল-কুরআন, ৩১ : ২০

Dhaka University Institutional Repository

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ.فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

অর্থ : "আর জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছেন সৃষ্টজীবের জন্য। তাতে রয়েছে ফলমূল ও খেজুরগাছ, যার খেজুর আবরণযুক্ত। আর আছে খোসাযুক্ত দানা ও সুগন্ধিযুক্ত ফুল। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি'আমতকে তোমরা উভয়ে[২৭] অস্বীকার করবে?"।[২৮] অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

অর্থ : "আর তিনিই আসমান থেকে বর্ষণ করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর আমি এ দ্বারা উৎপন্ন করেছি সব জাতের উদ্ভিদ। অতঃপর আমি তা থেকে বের করেছি সবুজ ডাল-পালা। আমি তা থেকে বের করি ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা। আর খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে (বের করি) ঝুলন্ড় থোকা। আর (উৎপন্ন করি) আঙ্গুরের বাগান এবং সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন যয়তুন ও আনার। দেখ তার ফলের দিকে, যখন সে ফলবান হয় এবং তার পাকার প্রতি। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে এমন কওমের জন্য যারা ঈমান আনে"।[২৯] অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا .وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.

অর্থ : "কাজেই মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য কর"ক। নিশ্চয় আমি প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করি। তারপর যমীনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি। অতঃপর তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর ও শাক–সবজি, যায়তুন ও খেজুর বন, ঘনবৃক্ষ শোভিত বাগ–বাগিচা, আর ফল ও তৃণগুল্ম। তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জীবনোপকরণস্বরূপ"।[৩০] অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ . وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ.

অর্থ : "আমি পৃথিবীকে বিস্ড়ৃত করেছি এবং এতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং আমি পৃথিবীতে প্রতিটি বস্ড়ু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি

২৬. আল-কুরআন, ০২ : ২২

২৭. 'উভয়ে' দ্বারা জিন ও মানুষকে বুঝানো হয়েছে।

২৮. আল-কুরআন, ৫৫ : ১০-১৩

২৯. আল-কুরআন, ০৬ : ৯৯

৩০. আল-কুরআন, ৮০ : ২৪-৩২

Dhaka University Institutional Repository

এবং তোমরা যাদের রিজিকদাতা নও, তাদের জন্যও। প্রতিটি বস্ড়ুর ভাণ্ডার আমার কাছে আছে এবং আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ থেকে বারিধারা বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করতে দিই, বস্ড়ুত এর ভাণ্ডার তোমাদের কাছে নেই"।[৩১] অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ. رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا.

অর্থ : "আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং এর দ্বারা বাগান ও শস্য উদগত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয় এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর, বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি"।[৩২] উল্লিখিত দলীলগুলো পৃথিবীর ওপরে এবং অভ্যন্ড়রে যে সমস্ড় বস্ড়ু আছে সেগুলো ব্যবহারের সাধারণ অনুমোদন দেয়। কৃষি, শিল্প, কৃষি যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামসমূহ এর অন্তর্ভূক্ত। পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার পূর্বপ্রস্তুতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং খাদ্য সংকট, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি পরিস্থিতি জনগণের নিকট থেকে কোনভাবে গোপন করার চেষ্টা করা হতে বিরত থাকতে হবে। সমুদয় পরিস্থিতি জনগণের সামনে স্পষ্ট করতে হবে। নবী ইউসুফ (আ.) এর ঘটনাকে এ ব্যাপারে আল-কুরআনে এক মহাদৃষ্টান্ত হিসেবে উপাস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ . ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.

অর্থ : "সে (ইউসুফ) বলল, তোমরা সাত বছর একাধারে চাষাবাদ করবে অতঃপর যে শস্য কেটে ঘরে তুলবে তার মধ্য থেকে যে সামান্য পরিমাণ খাবে সেগুলো ছাড়া সব শীষের মধ্যে রেখে দেবে। তারপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এর জন্য তোমরা পূর্বে যা সঞ্চয় করে রেখে দেবে এরা (ঐ সময়ের লোকেরা) সেগুলো খেয়ে ফেলবে, সামান্য কিছু ছাড়া যা তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে। এরপর আসবে এমন এক বছর যাতে মানুষ বৃষ্টি সিক্ত হবে এবং যাতে তারা (ফলের ও যয়তুনের) রস নিংড়াবে"।[৩৩]

সুতরাং বলা যায় যে, খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮ এর অধিকাংশ কর্মসূচি কুরআন-সুন্নাহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীস তথা

৩১. আল-কুরআন, ১৫ : ১৯-২২
৩২. আল-কুরআন, ৫০ : ৯-১১
৩৩. আল-কুরআন, ১২ : ৪৭-৪৯

 Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরী'আতে আরও যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে, সেগুলো যদি যুক্ত করা যায় তাহলে বাংলাদেশের 'খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের চলাচল কর্মসূচি' তার অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে ইনশা'আল্লাহ।

৭.৩ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজন মনে করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করে। এ আইনের মাধ্যমে পরিষদ প্রতিষ্ঠা, অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, অপরাধ, দণ্ড, বিচার, দেওয়ানী কার্যক্রম ও প্রতিকার ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আইনের অধিকাংশ শর্ত কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর চতুর্থ অধ্যায়ের [অপরাধ, দণ্ড, ইত্যাদি] ৪১ ও ৪২ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, ধারা ৪১. কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করিলে বা করিতে প্রস্তাব করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ধারা ৪২. মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোন দ্রব্য, কোন খাদ্য পণ্যের সহিত যাহার মিশ্রণ কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কোন ব্যক্তি উক্তরূপ দ্রব্য কোন খাদ্য পণ্যের সহিত মিশ্রিত করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীস পর্যালোচনা এবং ইমামদের মতামতের আলোকে বলা যায় যে, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য উক্ত আইন সমর্থনযোগ্য। কারণ মহান স্রষ্টা আলণ্ঢাহ তা'আলা মানুষসহ সকল মাখলুককে সৃষ্টি করে তাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন অন্ন-বস্ত্র বাসস্থানসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু। বিশুদ্ধতা ও নির্মলতায় সমৃদ্ধ করে বিশ্ব-প্রকৃতিতে তিনি সৃষ্টি করেছেন হাজারো নি'আমত। নির্ভেজাল খাদ্য তন্মধ্যে অন্যতম। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে-

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.

অর্থ : "আর আকাশ থেকে আমি বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি"।[৩৪] আরো ইরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

---

৩৪. আল-কুরআন, ২৫ : ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্ড়ু আছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"।[৩৫] কিন্তু অত্যন্ড় পরিতাপের বিষয় হলো মানুষের কৃতকর্মের কারণেই মানুষ আজ ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্য থেকে বঞ্চিত। এর দায় মানুষের। এর দায় আমাদের। আলণ্ডাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ.

অর্থ : "মানুষের কৃতকর্মের কারণেই স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে"।[৩৬] সুতরাং দেশবাসী ও জাতির নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত খাদ্যের যোগান নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে ভেজাল প্রয়োগের মানবতাবিরোধী ও শরী'আত গর্হিত এ প্রবণতা দূরীকরণে সর্বস্ড়রের ভোক্তা ও বিক্রেতার মাঝে সচেতনতা তৈরি করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে সচেতনতা তৈরীর পাশাপাশি খাদ্যে ভেজালের গতি-প্রকৃতি, ভয়াবহ পরিণতি এবং এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ নামে যে বিধিমালা তৈরি করেছেন তা অবশ্যই শরী'আতের দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য। তবে শুধু আইন করলেই হবে না এ আইনের বাস্তবায়ন করাও সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। সরকার যদি আইন তৈরি এবং তা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সমানভাবে আন্তরিক হয় তাহলেই খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব ইনশা'আল্লাহ।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর চতুর্থ অধ্যায়ের [অপরাধ, দ ্ড, ইত্যাদি] ৪৬ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, ধারা ৪৬. কোন ব্যক্তি কোন পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত ওজন অপেক্ষা কম ওজনে উক্ত পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদ ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদ ্ড বা উভয় দ ্ডে দ ্ডিত হইবেন। কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে এটি নগণ্য একটি শাস্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে এরকম অপরাধের শাস্তি আরো কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক হওয়া উচিত। অন্যকে দেয়ার সময় ওজনে কম দেয়া আর নেয়ার সময় বেশি করে নেয়া জঘন্য অপরাধ। যারা মাপে কম দেয় তাদের ব্যাপারে জাহান্নামের হুশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে সূরা মুতাফফিফীনে। আলণ্ডাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.

অর্থ : "ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি দৃঢ় বিশ্বাস করে না যে, নিশ্চয় তারা পুনর ্খিত হবে, এক মহা দিবসে"?[৩৭]

৩৫. আল-কুরআন, ০২ : ১৬৮

৩৬. আল-কুরআন, ৩০ : ৪১

৩৭. আল-কুরআন, ৮৩ : ০১-০৫

Dhaka University Institutional Repository

আলণ্ঢাহর নবী শুয়াইব (আ.) তার সম্প্রদায়কে মানুষকে তার প্রাপ্য বস্ড়ুতে ঠকানো এবং মাপে ও ওজনে কম প্রদানে সতর্ক করেছেন। যেমন আলণ্ঢাহ তা'আলা তার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন-

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ .

অর্থ : "হে আমার স্বজাতি! ন্যায় নিষ্ঠার সাথে সঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও, লোকদের জিনিসপত্রের কোন রূপ ক্ষতি কর না"।[৩৮] অন্য আয়াতে আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেছেন-

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً.

অর্থ : "মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক পালণ্ঢায় ওজন করবে। এটি উত্তম, এর পরিণাম শুভ"।[৩৯] সুতরাং তুমি যখন কাউকে দেবে তখন কম দেবে না। তুমি যে কাজটি তোমার নিজের জন্য পছন্দ করো না, তা অন্যের জন্য কীভাবে পছন্দ কর। তুমি যখন নিজের জন্য নাও তখনতো তোমাকে মাপে কম দিলে তুমি রাজি হবে না। হাদীস শরীফে এসেছে,

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ.

অর্থ : হযরত আনাস রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজ মুসলমান ভাইয়ের জন্য সে জিনিস পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে"।[৪০] শু'আইব 'আলাইহিস সালাম যে নীতি বর্ণনা করেন, কুরআন তা তুলে ধরছেন এভাবে-

دْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ.

অর্থ : "হে আমার কাওম! আলণ্ঢাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মা'বুদ নাই। আর পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না"।[৪১] অনাথ ব্যক্তি-গোষ্ঠির খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কোন ঐচ্ছিক বা কেবল নৈতিক সেবা কাজ নয়; বরং তা প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তির মৌলিক ও প্রধান দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। এ দায়িত্ব থেকে বিচ্যুতির পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

---

৩৮. আল-কুরআন, ১১ : ৮৫

৩৯. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৫

৪০. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, A¨j-gmbv', অধ্যায় : বাক্বী মুসনাদিল মুকছিরীন, পরিচ্ছেদ : মুসনাদু আনাস বিন মালিক (রা.), বৈরুত : মুয়াস্‌সাতুর রিসালাহ, ১৪২০হি./ ১৯৯৯ খ্রি., হা. নং ১২৭৩৪

৪১. আল-কুরআন, ১১ : ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "তাহাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতদের হক"।[৪২] আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ . وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ . فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ . الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ . وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.

অর্থ : "তুমি কি তাকে দেখেছ, যে হিসাব–প্রতিদানকে অস্বীকার করে? সে-ই ইয়াতীমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। অতএব সে সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজদের সালাতে অমনোযোগী, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, এবং ছোট-খাট গৃহসামগ্রী[৪৩] দানে নিষেধ করে"।[৪৪] হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসংখ্য হাদীসেও অন্ন-বস্ত্র তথা দারিদ্র দূরীকরণের ওপর তাগিদ এসেছে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে,

عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول صلى عليه **وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني قال** سفيان **والعاني** الأسير.

অর্থ : হযরত আবু মুসা আল-আশয়ারি রাদি'আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, রোগীর সেবা কর এবং বন্দিদেরকে মুক্ত কর"। [৪৫] আব্দুলণ্ঢাহ ইবনে আব্বাস রাদি'আলণ্ঢাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বলেছেন, "যখন কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা ওজনে বা মাপে কম দেয়, তখন শাস্ড়িস্বরূপ তাদের খাদ্য-শস্য উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে"।[৪৬] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, "যে জাতি মাপে ও ওজনে কম দেয়, তাদের রিযিক উঠিয়ে নেয়া হয়"।[৪৭] মনে রাখতে হবে, সালাত, সাওম ইত্যাদি নেক আমলে ত্রুটি হলে আলণ্ঢাহ তা'আলা হয়তো তা তার নিজের অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেবেন; কিন্তু মানুষকে সামান্য অণু পরিমাণ ঠকানো হলে বা অণু পরিমাণ মানুষের হক নষ্ট করলে, এ দায়ভার কিয়ামতের দিন আলণ্ঢাহ তা'আলা নিবেন না। কিয়ামতের দিন প্রতারিত ক্রেতাকে ডেকে আলণ্ঢাহ তা'আলা ওই প্রতারকের আমলনামা থেকে সমপরিমাণ সাওয়াব তাকে দিয়ে দেবেন। প্রতারকের সাওয়াব যদি শেষ হয়ে যায় বা কোন সাওয়াব না থাকে, তবে প্রতারিতদের গুনাহ তাঁর কাঁধের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। সেদিন কাঁদতে কাঁদতে যদি শরীরের প্রতিটি লোমকূপ থেকে

৪২. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

৪৩. ماعون গৃহস্থালীর ছোট-খাট সামগ্রী। যেমন, পানি, লবণ, দিয়াশলাই, বালতি ইত্যাদি

৪৪. আল-কুরআন, ১০৭ : ০১-০৭

৪৫. ইমাম আবু দাউদ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল-জানাইয, অনুচ্ছেদ : আদ-দু'আ লিল মারিদ বিশশিফা ইনদাল ইয়াদাহ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ৩১০৫

৪৬. আব্দুল আযীম আল-মুনযীরি, AvZ-ZviMxe I qvZ Zvinxe, রিয়াদ : দারুল কুকুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি., হা. নং ৭৮৫

৪৭. ইমাম মালেক বিন আনাস, gqvËv gv‡jK, রিয়াদ : দারু ইহ'ইয়ায়িল উলুমিল আরাবিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি., হা. নং ৫৩৭০

রক্তও প্রবাহিত হতে থাকে, তাতেও কোন কাজ হবে না। সেদিন এমন ব্যক্তিকে আলণ্ঢাহ তা'আলা কোনক্রমেই ক্ষমা করবে না, যদি প্রতারিত ব্যক্তি তাকে ক্ষমা না করেন।

আলণ্ঢাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে প্রতারণা ও প্রতারক, উভয়ের ব্যাপারে কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন এবং তাদের জন্য অবধারিত ধ্বংসের ঘোষণা দিয়েছেন। এ এক কঠিন ঘোষণা, যারা ঠগবাজি করে, মাপে ও ওজনে মানুষকে কম দেয় তাদের জন্য। সুতরাং যারা পুরোটাই চুরি করে, আত্মসাৎ করে এবং মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্ড়্তে ঠকায়, তাদের কী কঠিন অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। মাপে ও ওজনে কম প্রদানকারীর তুলনায় এরা আলণ্ঢাহ তা'আলার শাস্ড়্রি অধিক ভাগিদার, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মুসলমানদের কেনা-বেচায়, তাদের বাজার ব্যবস্থায় প্রতারণা কি প্রকট রূপ ধারণ করেছে, ধীরে ধীরে তা কতটা ভয়াবহ অবস্থায় উপনীত হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। প্রতারণার এক ভয়াবহ অবস্থার মাঝে আমরা বসবাস করছি। প্রতারণা দোষ ঢেকে রাখার সমতুল্য গণ্য করা হচ্ছে। প্রতারণা বিভিন্নভাবে এ সমাজে এখন হাজির হচ্ছে, কখনো স্বয়ং পণ্যে প্রতারণা করা হচ্ছে, কখনো তার শাখা-প্রশাখায় কিংবা সংখ্যায়। আবার কখনো তার ওজনে, তার মৌলিক গুণাগুণে, অথবা তার উৎস গোপন করে তাতে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হচ্ছে।

অতএব বলা যায় যে, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অধিকাংশ ধারাই কুরআন-সুন্নাহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী শরী'আতে আরও যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে, সেগুলো যদি যুক্ত করা যায় তাহলে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি আরও একধাপ এগিয়ে যাবে ইনশা'আল্লাহ।

৭.৪ অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১০ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মজবুত ও সুদৃঢ় করার জন্য অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১০ ঘোষণা করেছে। নীতিমালার উদ্দেশ্য হচ্ছে- উৎপাদক কৃষকদের মূল্য সহায়তা প্রদান, খাদ্যশস্যের বাজারদর যৌক্তিক পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা, খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা, সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সরবরাহ অব্যাহত রাখা ইত্যাদি। এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে মৌসুমভিত্তিক ধান ও গম সংগ্রহ করা, সংগ্রহ কেন্দ্র তৈরি করা, লক্ষ্যমাত্রার সমন্বয় করা, সংগ্রহ পদ্ধতি নির্ধারণ করা, মূল্য পরিশোধ করা, তদারকী পদ্ধতি ঠিক করা ইত্যাদি ব্যাপক কার্যক্রম নীতিমালার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নীতিমালার অধিকাংশ কর্মসূচি কুরআন-সুন্নাহর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনাসহ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্য বস্তুবাদভিত্তিক ভোগবাদী মানসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এখানে খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্য মূলত ২টি। প্রথমত মানবীয় চাহিদা ও প্রয়োজন মিটানো। দ্বিতীয়ত পালনকর্তা, রিজিকদাতা প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা, যা মানসিকভাবে কখনো মৌখিকভাবে এবং কখনো শারীরিক কসরতের মাধ্যমে ইবাদতের দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হবে। কেননা খাদ্যের জন্য খাদ্য বা কেবলই শুধু বাঁচার জন্য খাদ্য এ মাপকাঠী জীব-জন্তুর বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের বেলায় তা প্রয়োগ হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ.

অর্থ : "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। কিন্তু যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহার করে যেমন চতুষ্পদ জন্তুরা আহার করে। আর জাহান্নামই তাদের বাসস্থান"।[৪৮]

ইসলামে খাদ্য নিরাপত্তা মজবুত ও সুদৃঢ় করার জন্য উৎপাদক কৃষকদের মূল্য সহায়তা প্রদান, খাদ্যশস্যের বাজারদর যৌক্তিক পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা, পর্যাপ্ত খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি যারা এ কাজে সহযোগিতা করবেনা তাদের শাস্তির কথাও উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ . فَكُّ رَقَبَةٍ . أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ . يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ . أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ .

অর্থ : "তবে সে বন্ধুর গিরিপথটি অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়নি। আর কিসে তোমাকে জানাবে, বন্ধুর গিরিপথটি কি? তা হচ্ছে, দাস মুক্তকরণ। অথবা খাদ্য দান করা দুর্ভিক্ষের দিনে। ইয়াতীম আত্মীয়-স্বজনকে। অথবা ধূলি-মলিন মিসকীনকে"।[৪৯] কুরআন জাহান্নামীদের ভাষায় তাদের জাহান্নামে পতিত হওয়ার কারণ বর্ণনা দিচ্ছে এভাবে,

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ.

অর্থ : "তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আর আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না"।[৫০] প্রতিবেশিকে ক্ষুধার্ত রেখে নিজে তৃপ্তি সহকারে খাওয়া মুমিনের লক্ষণ নয়। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে,

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :سمعت رسول الله ﷺ يقول : ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه.

৪৮. আল-কুরআন, ৪৭ : ১২

৪৯. আল-কুরআন, ৯০ : ১১-১৬

৫০. আল-কুরআন, ৭৪ : ৪৩-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি'আল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে নিজে তৃপ্তি সহকারে আহার করে, অথচ তার প্রতিবেশি তার পাশেই অনাহারে থাকে"।[৫১] প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারবার তাগিদ করতেন। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে,

بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ".

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি'আল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, "জিবরাঈল 'আলাইহিস সালাম আমাকে প্রতিবেশির অধিকার সম্পর্কে এত অধিক স্মরণ করিয়ে দিতেন, যেন আমার মনে হয় যে, প্রতিবেশিকে আমার উত্তারাধিকার করে দিবেন"।[৫২] নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে প্রতিবেশিকে রান্না করা খাবার দেয়ার উপদেশ দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে,

نْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ".

অর্থ : হযরত আবু যর রাদি'আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন, "হে আবু যর, তুমি যখন ঝোল রান্না করবে, তখন তাতে পানি বেশি করে দাও এবং তা দিয়ে প্রতিবেশির খবর নাও"।[৫৩] উল্লেখ করা যেতে পারে, আধুনিক যুগে প্রতিবেশি শব্দের পরিসর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কুরআন-হাদীসের উক্ত বাণীসমূহের ওপর ভিত্তি করে সকল ফিকহবিদগণ ঐক্যমত হয়েছেন যে, ক্ষুধার্তের অন্ন ব্যবস্থা সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। আর যদি দুর্ভিক্ষের সময় হয় তখন ফরজে কিফায়া। ইমাস আবুবকর জাসসাস বলেন, যে সম্পদের যে অংশটুকু বের করা মালিকের জন্য ওয়াজিব তা হলো যাকাত। কিন্তু তা ছাড়াও এমন পরিস্থিতি আসতে পারে, যা সহনশীলতা এবং দান করাকে ওয়াজিব করে দেয়। যেমন- কোন ক্ষুধার্ত কিংবা বস্ত্রহীন মানুষ শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়। অথবা কোন মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থা না থাকে। হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আল-ইখতিয়ারে আল্লামা সোসেলী রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি লিখেছেন, যদি কোন ব্যক্তি মারাত্মক ক্ষুধার্ত হয় এবং খাদ্য সংগ্রহ করার শক্তি তার নেই ; তবে প্রত্যেক ওয়াকিফহাল ব্যক্তির ওপর তার অন্নের ব্যবস্থা করা

---

৫১. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, wgkKvZj gvmvwexn, অধ্যায় : আল আদাব, অনুচ্ছেদ : আশ-শাফাকাতু ওয়ার রহমাতু আলাল খাল্ক, আল কাহেরা, তা. বি., হা. নং ৪৯৯১

৫২. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল আদাব, অনুচ্ছেদ : আল ওয়াসাতু বিল জারি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৬০৮৩

৫৩. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল বির্‌রু ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : আল ওয়াসিয়্যাতু বিল জারি ওয়াল ইহসানি ইলাইহি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৬৮৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ফরজ। তার জীবন রক্ষার্থে যদি তারা এই ফরজ আদায় না করে এবং এরপর সে ব্যক্তির মৃত্যু হয় তবে সকলেই সমভাবে গুনাহগার হবে। শাফেয়ী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা রমলি রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি ফরজে কিফায়া আমলগুলোর সূচিতে উল্লেখ করেন, মুসলমান এবং ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম জিম্মিদের রক্ষা করা ফরজে কিফায়া। যেমনিভাবে বস্ত্রহীনদের জন্য কমপক্ষে এতটুকু বস্ত্রের ব্যবস্থা করা, যা দিয়ে সতর আবৃত করতে পারে। অথবা শীতের সময় শীত নিবারণ করতে পারে। আর ক্ষুধাতুরের আহারের ব্যবস্থা তখনি ফরজে কিফায়া যখন বাইতুল মাল থেকে সমাধান অসম্ভব হয়, কিংবা ফান্ড শূন্য হয় বা কর্তৃপক্ষ অত্যাচারী হয়। এখানে এটিও স্পষ্ট হয় যে, যদি সামর্থ্যবান ব্যক্তির নিকট সমস্যার সমাধান চাওয়া হয় তাহলে তার জন্য অস্বীকার করা যায়েজ হবে না। যদিও তথায় সে ছাড়া আরো সক্ষম ব্যক্তি থাকে। ইমাম গাজালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যখন মুসলমানেরা দুর্ভিক্ষ ও খরার সম্মুখীন হয় এবং অনেক লোক মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় তখন ধনীদেরকে তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এটা ফরজে কিফায়া।

মোটকথা দরিদ্রের অন্ন, বস্ত্র সংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমানের ওপর শরি'আত অর্পিত মহান দায়িত্ব। যদি কোন ব্যক্তি এ দায়িত্ব পূরণে নিবৃত থাকে তবে সে গুনাহগার হবে। আর তখন তার ওপর ইসলামী সরকারের হস্তক্ষেপের অধিকার রয়েছে। আজ জাতির অসংখ্য সদস্য যখন অন্ন-বস্ত্রহীন জীর্ণ-শীর্ণভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছে। অথচ এ কঠিন সময়ে মদ-নারী বিলাস বাসনে অঢেল সম্পদ বিনষ্টকারী বিত্তশালীদের কথা আর কি বলা যাবে। সমাজে কিছু কিছু মুসল্লি রয়েছেন যারা মূল্যবান শেরওয়ানি পরে ফুটপাতে দরিদ্র ও অনাহারে কালাতিপাতকারীদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তাদের পাশ দিয়ে মাসজিদে জুমার নামায আদায় করতে যান। ইসলাম এ সমস্ত জঘন্য কাজকে ঘৃণা করে এবং ক্ষুধার্ত, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে জোড়ালোভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

৭.৫ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং তদ্‌লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজন মনে করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। এ আইনের মাধ্যমে কমিটি, তহবিল, বাজেট ও হিসাব নিরীক্ষা, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত

Dhaka University Institutional Repository

বিধি-নিষেধ, খাদ্য ব্যবসায়ীর বিশেষ দায়-দায়িত্ব, খাদ্য বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ, পরিদর্শন এবং খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ, অপরাধ-দ—, খাদ্য আদালত, অভিযোগ, বিচার, দওয়ানী প্রতিকার, প্রশাসনিক তদন্ত ও জরিমানা, জনসেবক ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আইনের অধিকাংশ শর্ত কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর পঞ্চম অধ্যায়ের [নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ] ২৩ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য বা উহার উপাদান বা বস্তু (যেমন-ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ফরমালিন, সোডিয়াম সাইক্লামেট), কীটনাশক বা বালাইনাশক (যেমন-ডি. ডি. টি., পি. সি. বি. তৈল, ইত্যাদি), খাদ্যের রঞ্জক বা সুগন্ধি, আকর্ষণ সৃষ্টি করুক বা না করুক বা অন্য কোন বিষাক্ত সংযোজন দ্রব্য বা প্রক্রিয়া সহায়ক কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। নিরাপদ খাদ্য আইনের অত্র ধারার মধ্যে যে সকল বিষয় নিয়ে আসা হয়েছে, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এগুলো কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা ইসলাম মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তার শিক্ষা দেয়। যারা খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ করে সমাজের লোকেরা তাদেরকে ভালো চোখে দেখে না। তাদের বিশ্বাস করে না, অন্ড়র থেকে সম্মান করে না। দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতা নিজের চোখেই দেখতে পারে। পরকালের কঠিন শাস্ড়ি তো তাদের ভোগ করতে হবেই। ইদানীং শুধু ভেজাল নয়, বিভিন্ন আধুনিক নামের বিষও মেশানো হয়। এমনকি ভেজাল ওষুধেরও বাজারে ছড়াছড়ি। আলণ্ডাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ.

অর্থ : "এবং তোমরা অপবিত্র বস্ড়ুকে পবিত্র বস্ড়ু দ্বারা পরিবর্তন করো না"।[৫৪] রাসূলুলণ্ডাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

অর্থ : "প্রকৃত মুসলামন তো সেই যার হাত ও মুখের অনিষ্টতা থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে"।[৫৫] খাদ্য নিরাপত্তা আলণ্ডাহ তা'আলা দুনিয়াতে মানুষের জন্য বিভিন্নভাবে ব্যবস্থা করে থাকেন। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিকে আলণ্ডাহ তা'আলা স্বীকৃতি দিয়েছেন। খাদ্য

৫৪. আল-কুরআন, ০৪ : ০২

৫৫. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : বাবু আল-মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহী ওয়া ইয়াদিহী, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১০

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা লাভের যত পদ্ধতি আছে, ব্যবসা-বাণিজ্যই এসবের মধ্যে সবচেয়ে উলেণ্ঢখযোগ্য। পৃথিবীতে অর্থনৈতিক কর্মকাে র মধ্যে ব্যবসাই উপার্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রাধান্যের অন্ড়র্নিহিত রহস্য সবচেয়ে বেশি ব্যবসা-বাণিজ্যে। এ অঙ্গনে যে জাতি যত বেশি মনোযোগী হয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারাই তত বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যকে বিশেষভাবে গুর“ত্ব এবং ব্যাপক উৎসাহ দিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্রয়-বিক্রয় এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বন এবং ধোকা প্রবঞ্চণাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। পবিত্র কুরআনে আলণ্ঢাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ কর না, কেবল পরস্পরের সম্মাতিক্রমে বৈধ উপায়ে ব্যবসা কর"।[৫৬] একজন মানুষের জন্য তার অপর ভাইয়ের সম্পদ কখনোই বৈধ হয় না। বৈধ হওয়ার একমাত্র উপায় হলো, বিনিময় বা ব্যবসা। উভয়ের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয়, তাতে একে অপরের সম্পদকে নিজের জন্য হালাল করে নিতে পারে এবং অপরের সম্পদের মালিকানা অর্জন করতে পারে। একেই বলা হয় ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন করা বা হালাল র“যী উপার্জন করা। এ ধরনের উপার্জনকে হাদীসে উত্তম উপার্জন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন, রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বলেন,

أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور.

অর্থ : "উত্তম কামাই হলো, একজন মানুষের তার নিজের হাতের কামাই এবং সব ধরনের মাবর“র ব্যবসা-বাণিজ্যের কামাই"।[৫৭] মাবর“র ব্যবসা হলো, যে বেচা-কেনাতে কোনো প্রকার ধোঁকা, খিয়ানত, মিথ্যা ও প্রতারণা থাকে না। পক্ষান্ড়রে যে ব্যবসার সাথে মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা ও খিয়ানতের সংমিশ্রণ ঘটে তাকে মাবর“র বলা যাবে না। এ ধরনের ব্যবসায়ীকে সত্যিকার ব্যবসায়ী বলা যাবে না এবং তার দ্বারা সত্যিকার খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হবে না। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منا .

অর্থ : "রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এক বাজারে গিয়ে খাদ্যশস্যের একটি স্তুপ দেখতে পেলেন। পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে সে স্ড়ুপে হাত ঢুকিয়ে ভিতরের শস্য বের করে

---

৫৬. আল-কুরআন, ০৪ : ২৯

57. ইমাম আহমাদ, Av‡j-gmbv', প্রাগুক্ত, হা. নং ১৭২৬৫; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরদ্দীন আলবানী, Avm-wmjwmjvZm mnxnvn, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, হা. নং ৬০৭

Dhaka University Institutional Repository

দেখতে পান উপরেরগুলো শুকনো হলেও ভিতরেরগুলো ভিজা। তখন তিনি বলেন, যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"।[৫৮] সুতরাং রাসূলের উক্তি 'আমাদের দলভুক্ত নয়' প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। প্রতারণা, প্রতারণার নোংরা এলাকায় পা বাড়ানো, তার ভয়াবহ ঘেরাটোপে আটকে পড়া থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য এ উক্তিই আমাদেরকে সরল পথ দেখাবে এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সাহায্য করবে। ব্যবসা ব্যবসায়ীদের জন্য দু' ধরনের লাভ বয়ে আনবে। যথা- এক- দুনিয়াতে ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দ্বারা সুন্দর জীবনযাপন করার সুযোগ লাভ। দুনিয়ার জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যায়। আলল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

অর্থ : "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি দুনিয়ার জীবনের শোভা"।[৫৯] অর্থ-কড়ি দুনিয়ার জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থ ছাড়া মানুষ দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করতে পারে না। আলল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

ابْتَغ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ رَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا
غِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

অর্থ : "আর আলল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আলল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয়ই আলল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না"।[৬০] যদিও ইসলামের বিধান না মানার কারণে কারো কারো ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দুই- আখিরাতে উত্তম পুরস্কার। ব্যবসা আলল্লাহর রাস্তায় আত্মসমর্পণের কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম। ব্যবসা তাকওয়া অনুশীলনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। হারাম-হালাল মেনে ব্যবসা করা, সুদ, প্রতারণা ইত্যাদি থেকে বিরত থেকে ব্যবসা করা তাকওয়ার অনুশীলন বৈ আর কি হতে পারে। সালাতের আযান দেয়ার সাথে সাথে সব ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে মসজিদে গমন আখিরাতের পুণ্য হাসিলের অনন্য মাধ্যম। সালাত যেমন একটি বিশেষ উপলক্ষ্য, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের অতীত কর্মকাণ্ডের পোস্টমর্টেম করি, আনুগত্যের নবায়ন করি, আলল্লাহর খাটি বান্দা হওয়ার জন্য বেঁচে থাকার আশা করি, তাকওয়ার প্রার্থনা করি এবং সাহায্য চাই। অন্যদিকে হালাল ব্যবসা করাও আলল্লাহর দেয়া শরী'আতের কার্যক্রমের অংশ এবং ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থে

---

৫৮. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল বুয়ু আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফি-কারাহিয়্যাতিল গশশি ফীল বুয়ু, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. নং ১৩১৫

৫৯. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৬

৬০. আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ ইবাদাতের শামিল। যদি আমরা আমাদের ব্যবসায়িক কাজ আলণ্ঢাহর হুকুম অনুযায়ী করতে পারি।

নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর পঞ্চম অধ্যায়ের [নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ] ৩০ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ, হরমোন, এন্টিবায়োটিক বা বৃদ্ধি প্রবর্ধকের অবশিষ্টাংশ, দ্রাবকের অবশিষ্টাংশ, ঔষধ-পত্রের সক্রিয় পদার্থ, অনুজীব বা পরজীবী কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না বা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না"। মূলত এসব কর্মকান্ড যারা করে তারা অবশ্যই অসৎ ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভূক্ত এবং নিঃসন্দেহে তারা আমানতের খিয়ানত করছেন। কিয়ামতের দিন ফাজের (অপরাধী) লোকদের সাথে হাশরের মাঠে তাদের পূণরুত্থান হবে। এ সমস্ত অসৎ এবং খেয়ানতকারী ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ، وَبَرَّ، وَصَدَقَ.

অর্থ : "ব্যবসায়ীদের কিয়ামতের দিন পাপাচারীদের সাথে উঠানো হবে। তবে সে সকল ব্যবসায়ী ছাড়া যারা লেনদেনে আলণ্ঢাহর ভয়কে জাগরুক রাখে, সৎপন্থা অবলম্বন করে এবং সত্য বলে"।[৬১] তেমনিভাবে মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে-

لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

অর্থ : "যার মাঝে আমানতদারী নেই সে পূর্ণ মুমিন নয়"।[৬২] উল্লেখ্য যে, ব্যবসা করা নবীর সুন্নাত। হালাল উপার্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম ব্যবসা। ব্যবসা করে গ্রাহকের কাছ থেকে আমরা শুধু লাভ করছি তা নয়; বরং আমরা তাদের জিনিস ও সেবা প্রদান করছি। যদি আমরা যৌক্তিক লাভ করে থাকি এবং মনোপলি না করি তবে সমাজের জন্য এটি একটি বড় সহায়তা। ভালো জিনিস যৌক্তিক দামে প্রদান করায় সমাজের মানুষ সন্তুষ্ট হবে, তাতে আলণ্ঢাহ তা'আলাও আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন। যখন ব্যবসায়ী ও গ্রাহক উভয়পক্ষ অনুভব করবে আমরা উপকৃত হয়েছি তখন সেখানে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে। ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বন্ধ হয়ে যাবে।

---

৬১. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল বুয়ু আন রসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফিততুজ্জার ওয়া তাসমিয়াতিন নবিয়্যি (সা.) ইয়্যাহুম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩০, হা. নং ১২১০

৬২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, Avj-gmbv', অধ্যায় : মুসনাদুল মুকছিরীনা মিনাস-সাহাবাহ, পরিচ্ছেদ : মুসনাদু আনাস বিন মালিক রা., প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৪, হা. নং ১২৫৮৯

Dhaka University Institutional Repository

যা একটি সুগঠিত সমাজের জন্য প্রয়োজন। এতে উভয় পক্ষই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সাওয়াব পাবেন। ব্যবসায়ীরা যেন বেশি বেশি আমানতদার হতে পারে, সেজন্য রাসূলুলণ্ঢাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমানতদার সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ, عَنِ النبيّ قَالَ :التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ (রা.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- “সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা নবী-সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে (কিয়ামতের দিন) থাকবে”।[৬৩] মিথ্যা মানবতাবোধকে লোপ করে, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায়। মিথ্যাবাদীর উপর আলণ্ঢাহর অভিশাপ। মিথ্যা বলে বা মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি করার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বলেছেন-

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ.

অর্থ : “কিয়ামত দিবসে আলণ্ঢাহ তিন ব্যক্তির সাথে কোনো ধরনের কথা বলবেন না, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্ড়ি। তাদের একজন- যে তার ব্যবসায়িক পণ্যকে মিথ্যা কসম খেয়ে বিক্রি করে”।[৬৪] অপর একটি হাদীসে এ দৃষ্টান্ড় এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

رجل حلف على سلعة بعد العصر، لقد أعطي بها كذا، وكذا، فصدقه المشتري وهو كاذب.

অর্থ : “এক ব্যক্তি আসরের পর তার পণ্য সম্পর্কে কসম খেয়ে বলে, তাকে পণ্যটি এত এত মূল্যে দেয়া হয়েছে। তার কথা ক্রেতা বিশ্বাস করল, অথচ সে মিথ্যুক”।[৬৫] এ ধরনের ব্যবসায়ীর জন্য উলিণ্ঢখিত হাদীসে অত্যন্ড় কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্ড়ির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এক ব্যক্তি রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলাইহি ওয়াসালণ্ঢামের নিকট এসে অভিযোগ করল যে সে বেচা-কেনাতে প্রতারিত হয় বা ঠকে। রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বললেন,

إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ.

অর্থ : “যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে, তখন তুমি বলে দিবে যে কোনো প্রতারণা বা ঠকানোর দায়িত্ব আমি নেব না। তোমার জন্য তিনদিন পর্যন্ড় পণ্য ফেরত দেয়ার অধিকার রয়েছে”।[৬৬]

---

৬৩. ইমাম তিরমিযি, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : মা জা‘আ ফিততুজ্জার, প্রাগুক্ত, হা. নং ১২০৯

৬৪. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : বাবু তাহরিমি ইসবালিল ইযার ওয়াল মান্নি বিল-আতিয়্যাতি ওয়া তানফকিস সিলয়াতি...................., প্রাগুক্ত, হা. নং ১০৬

৬৫. ইমাম আবু দাউদ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল ইজারাহ, অনুচ্ছেদ : বাবু ফী মানয়িল মায়ি, প্রাগুক্ত, হা. নং ৩৪৭৪

৬৬. ইমাম ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুল আহকাম, অনুচ্ছেদ : বাবুল হাজরি আলা মান ইউফসিদু মালাহু, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., হা. নং ২৩৫৫

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে পরিষ্কার হয়ে যায় ব্যবসার অসদুপায়ের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজালের মিশ্রন শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক গুনাহ, ঈমান বিধ্বংসী কাজ এবং মানবতাবিরোধী একটি অপরাধ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে বাজার পরিদর্শনে যেতেন। রাস্ত্রা দিয়ে হাঁটার সময়ে দোকানদারদের কার্যক্রম লক্ষ্য করতেন। এ থেকেই বোঝা যায় বাজার ব্যবস্থার উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যও বটে। পরবর্তীকালে আমীরুল মুমিনীন ওমর (রা.) এ কাজ করতেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজার যেন স্বাভাবিক নিয়মে চলে। মজুতদারী, মুনাফাখোরী, ওজনে কারচুপি, ভেজাল দেওয়া, নকল করা প্রভৃতি বাজারে অনুপ্রবেশের সুযোগ না পায়। পণ্যসামগ্রীর অভ্যন্তরীণ চলাচলের উপর বিধি-নিষেধও সম্ভবপর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তুলে নিতে হবে। কারণ, খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর অবাধ চলাচলের উপর বাধা-নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলেই কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি হয় ও দুর্নীতির পথ প্রশস্ত হয়। তাই বাজার নিয়ন্ত্রণ ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক করার জন্যে সরকারকে সুষ্ঠু ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন-

مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ.

অর্থ : “যে ব্যক্তি মুসলমানদের খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে কুষ্ঠরোগ ও দারিদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত করে রাখবেন”।[৬৭] ইসলাম মানুষকে কোনো ক্ষেত্রেই বল্গাহীন স্বাধীনতা দেয় নি। সব ক্ষেত্রেই রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। খাদ্য নিরাপত্তা, আয়-উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটে নি। এ ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে ইসলামের দু’টি মূলনীতি রয়েছে। এক- ব্যবসায়িক পণ্য, উপাদান ও কায়কারবারগুলো বৈধ হতে হবে। অবৈধ পণ্যের ব্যবসা ও অবৈধ কায়কারবারকে ইসলাম বৈধতা দেয় না। যেমন, মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হওয়া ইসলামে অনুমোদন নেই। কারণ, এসব বিষয়কে ইসলামে মৌলিকভাবেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং আপনার ব্যবসার সাথে এসবের সংমিশ্রণ আপনার ব্যবসাকে কলুষিত করে। দুই- ব্যবসা-বাণিজ্য সকল অবস্থায় বৈধ পন্থায় হতে হবে। অর্থাৎ সেখানে কোনো ধরনের ধোঁকাবাজি, ভেজাল ও ফাঁক-ফোকর থাকতে পারবে না। কোনো ধরনের মিথ্যার আশ্রয় থাকতে পারবে না। সুদ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। ব্যবসার নামে কোন প্রকার সুদ চালু করা যাবে না। সুদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

৬৭. ইমাম ইবনে মাজাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুত তিজারাহ, পরিচ্ছেদ : বাবুল হাকরাতি ওয়াল জালাবি, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি., খ. ১, হা. নং ২১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : "যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান হবে শয়তানের আসরে মোহাবিষ্টদের মতো। কারণ, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা) ওতো সুদের মতো, অথচ আলণ্ঢাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন"।[৬৮] আলণ্ঢাহ তা'আলা আরও বলেন,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.

অর্থ : "আলণ্ঢাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খায়রাতকে বর্ধিত করেন"।[৬৯] রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বলেছেন,

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا، إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ.

অর্থ : "সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা"।[৭০] লেনদেন যদি সুদ সংক্রান্ড় হয় তবে হাদীসে এসেছে, জাবের ইবন আব্দুলণ্ঢাহ রাদি'আলণ্ঢাহু 'আনহু বর্ণনা করেন যে,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

অর্থ : "আলণ্ঢাহর রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, হিসাবকারী এবং সাক্ষী সকলের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন এবং তিনি বলেন তারা সকলেই সমান"।[৭১] বৃক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ হতে আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করাকে মুযাবানা বলে। বিভিন্ন ধরনের মুযাবানা বর্তমানেও প্রচলিত আছে। ক্ষেতে অকীর্তিত খাদ্যশস্য যথা গম, বুট ইত্যাদিকে শুকনা পরিষ্কার করা খাদ্য যথা, গম, বুট ইত্যাদির বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করাকে মুহাকালা বলে। সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসুল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম এগুলোকেও সুদের অন্ড়র্ভূক্ত করে দেন। ব্যবসার জটিল মারপ্যাঁচে অন্যের মাল হরণ করা হারাম। হাদীসে এসেছে একটি ব্যবসায়িক লেনদেনে উভয় পক্ষই খুঁতসহ পণ্যেও সঠিক বর্ণনা দিতে হবে। ইসলামের বিজনেস কন্ডাক্ট সম্পর্কে জাবির রাদি'আলণ্ঢাহু আনহু এভাবে বর্ণনা করেন। রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বলেছেন,

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى.

অর্থ : "আলণ্ঢাহ তার প্রতি দয়া বর্ষণ কর্ক যে বিক্রির সময়, ক্রয়ের সময় এবং অভিযোগের সময় সদয় থাকে"।[৭২] ব্যবসায়িক যে কোনো লেনদেন ও কারবারের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে আলণ্ঢাহ তা'আলা সুস্পষ্ট নির্দেশনা হচ্ছে-

---

৬৮. আল-কুরআন, ০২ : ২৭৫

৬৯. আল-কুরআন, ০২ : ২৭৬

৭০. ইমাম ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : কিতাবুত তিজারাহ, অনুচ্ছেদ : বাবুত তাগলীজি ফির-রিবা, প্রাগুক্ত, হা. নং ২২৭১

৭১. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, অনুচ্ছেদ : বাইয়ুত ত্ব'আম মাছালান বিমাছালিন, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৫৯৫

৭২. ইমাম বুখারী, Avm-mnxn, অধ্যায় : কিতাবুল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : বাবুস সুহুলাতি ওয়াস সামাহাতি ফিশ-শিরায়ি ওয়াল বাইয়ি ওয়ামান তলাবা হাক্কান ফাল-ইয়াতলুবুহু ফি ইফাফিন, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দিবে"।[৭৩] খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অন্যতম শর্ত পরস্পরকে উপকার করার মানসিকতা পোষণ করা। কারণ যখন ব্যবসায়ী ও গ্রাহক উভয় পক্ষ অনুভব করবে আমরা উপকৃত হয়েছি তখন সেখানে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে। ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বন্ধ হয়ে যাবে। যা একটি দরিদ্রমুক্ত সুগঠিত সমাজের জন্য প্রয়োজন। এতে উভয় পক্ষই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সওয়াব পাবেন। ব্যবসা করে গ্রাহকের কাছ থেকে আমরা শুধু লাভ করছি তা নয়; বরং আমরা তাদের জিনিস ও সেবা প্রদান করছি। এটি নবীদের সামাজিক কর্মসূচির মতো। ব্যবসায়ীদের খুশি হওয়া উচিৎ যে, তারা অন্যের জন্য চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করেন। একজনের চাকুরি হওয়ার অর্থ হচ্ছে একটি বেকারত্ব কমল, একজনের হালাল আয়ের পথ প্রশস্ড় হলো, রাষ্ট্রের মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটল-এ সবই ইসলামের নির্দেশ। মোটকথা, ব্যবসা শুধু আয়-রোজগারের একটি ব্যবস্থার নাম নয়। ব্যবসার সাথে যেমনিভাবে মানুষের জীবন-জীবিকার সম্পর্ক, অনুরূপভাবে রয়েছে সামাজিক, মানবিক ও ইসলামী আদর্শসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ও বাস্ড়ব-ধর্মী পরিকল্পনার বাস্ড়বায়ন। আলণ্ডাহ তা'আলা সকলকে সত্যিকার ব্যবসায়ী হওয়ার তাওফীক দিন। সুতরাং বলা যায় যে, নিরাপদ খাদ্য আইনের ৩০ নং ধারায় যে বিধানের কথা বলা হয়েছে তা কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল। ব্যবসায়ীদের উচিত মহান আলণ্ডাহর দরবারে জবাবদিহিতার ভয়কে সর্বদা মনে জাগরূক রেখে সৃষ্টির অকল্যাণ ও খাদ্যের মধ্যে ভেজাল দেয়া থেকে বিরত থাকা। এটি ঈমানী দায়িত্ব এবং মানবতার দাবীও বটে।

নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর পঞ্চম অধ্যায়ের [নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ] ৩৪ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত বা পচা মৎস্য বা মৎস্যপণ্য অথবা রোগাক্রান্ত বা মৃত পশু-পাখির মাংস, দুগ্ধ বা ডিম দ্বারা কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত, সংরক্ষণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না"। এ বিধানটি কুরআন-সুন্নাহর সাথে পরিপূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। ইসলামের দৃষ্টিতে খাদ্য হচ্ছে উদ্ভিদ এবং প্রাণী। ইসলাম কিছু স্থলজ এবং কিছু জলজ প্রাণীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। নিষিদ্ধ ধরনসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে সেই ধরনের প্রাণী যেগুলো সবসময়ই হারাম এবং অন্যধরনের মধ্যে আছে সেগুলো, যেগুলো কিছু শর্তের উপস্থিতিতে হারাম হয়। এরকম দশ ধরনের হারামের ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত রয়েছে-

৭৩. আল-কুরআন, ০২ : ২৮২

Dhaka University Institutional Repository

كُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ.

অর্থ : "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আলণ্ঢাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চস্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে সেগুলো ব্যতীত যেগুলোকে তোমরা যবেহ করেছ। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয়"। [৭৪] এ আয়াত থেকে যে নিয়মটি বের হয়, সেটি হচ্ছে সবধরনের খাদ্যই জায়েয যতক্ষণ না নির্দিষ্ট দলীলের মাধ্যমে কোন কিছু হারাম সাব্যস্ড় হবে। এ আয়াতের মাধ্যমে কোন ফল বা সবজিকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি বলে সেসবই খাওয়া জায়েয। ইসলাম পশুদের সাথে দয়ার্দ্র হতে এবং তাদেরকে অপব্যবহার করতে নিষেধ করে। অন্যসব সৃষ্ট জীবের মত প্রাণীরাও আলণ্ঢাহর প্রশংসা করে। কুরআনে প্রাণীদের সাথে সম্পর্কিত দু'শতাধিক আয়াত আছে এবং ছয়টি সূরার নামকরণ হয়েছে বিভিন্ন প্রাণীর নামে। কিছু ব্যতিক্রম (যেমন শুকর) ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর গোস্ড় খাওয়ার স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছে কুরআন। যে সমস্ড় প্রাণীর গোশ্ত হালাল সেগুলোকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যবেহ করতে হয়; প্রথমে অস্ত্রকে ধারালো করতে হবে এবং তারপর ধারালো ছুরি দিয়ে দ্রুত গলা এমনভাবে কাটতে হবে যাতে জুগুলার শিরা এবং ক্যারোটিড ধমনী কেটে যায় কিন্তু স্পাইনাল কর্ড অক্ষত থাকে। এর ফলে মৃত্যুযন্ত্রণা কম হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সঠিকভাবে রক্ত প্রবাহিত হয়ে যায়। এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে গোশতে রক্ত থাকার আশঙ্কা থাকেনা, যা ভোগ করা ইসলামে হারাম। কোন্ ধরনের খাদ্যদ্রব্য ভোগ করা যাবে এবং কোনগুলো যাবেনা সে ব্যাপারে ইসলাম বিস্ড়ারিত নিয়ম বর্ণনা করেছে। ২০১৩ থেকে ২০১৪ মার্চ পর্যন্ড় খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে টি, আই, বি, কর্তৃক পরিচালিত এক জারিপে খাদ্যে ভেজালের কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, ফরমালিন আমদানি তদারকি সংশিণ্ঢষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের অভাব, খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা, সংশিণ্ঢষ্টদের মাঝে পারস্পরিক সমন্বয়হীনতা, দুর্নীতি এবং মামলা পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্ড়ক্ষেপ ইত্যাদি খাদ্যে ভেজাল বিস্ড়ারের অন্যতম কারণ। মূলত নৈতিকতার অভাব, অধিক মুনাফার লোভ, দুর্নীতি, সংশিণ্ঢষ্ট আইন বাস্ড়বায়নে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা সর্বোপরি মানবতাবোধের অভাব এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব খাদ্যে ভেজাল প্রয়োগের অন্যতম কারণ। এ সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রাণ পেতে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষার ব্যাপক প্রচার প্রসার ও সচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। পাশাপাশি সরকারের সংশিণ্ঢষ্ট বিভাগসমূহ এবং সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনসমূহকেও এ অপতৎপরতা বন্ধে সক্রিয় ও সচেষ্ট থাকতে হবে।

৭৪. আল-কুরআন, ০৫ : ০৩

নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর মধ্যে অনেক বিধি-বিধান থাকলেও খাদ্য ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা কথা বলা, খাদ্য অপচয় করা এবং সমাজের কিছু লোকের খাবারের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় বিলাসিতা করার ব্যাপারে কোন নির্দেশনা দেয়া হয় নি। তাই এ ব্যাপারটি আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরী ছিল। কারণ খাওয়া দাওয়া ও পানাহারের ক্ষেত্রে অপচয় ও বিলাসিতা খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখোমুখি করে দেয়। তাই কুরআনে এটিকে কড়াভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

অর্থ : "আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন এমন বাগানসমূহ যার কিছু মাচায় তোলা হয় আর কিছু তোলা হয় না [৭৫] এবং খেজুর গাছ ও শস্য, যার স্বাদ বিভিন্ন রকম, যায়তুন ও আনার যার কিছু দেখতে একরকম, আর কিছু ভিন্ন রকম। তোমরা তার ফল থেকে আহার কর, যখন তা ফলদান করে এবং ফল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও। আর অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না"।[৭৬] মিথ্যা অবশ্যই একটি নিন্দনীয় ও বড় ধরনের অপরাধ। ব্যবসার সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ আরও বেশি মারাত্মক ও ক্ষতিকর। কোনো মুসলিম সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সংমিশ্রণ করতে পারে না। সত্যকে গোপন করতে পারে না। আলণ্ডাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَق بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ : "তোমরা সত্যের সঙ্গে অসত্যের মিশ্রণ ঘটাবে না। জেনেশুনে সত্য গোপন করো না"। [৭৭] একজন মুমিনের দোষ-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, যা মেনে নেয়া যায়; কিন্তু একজন মুমিনের মধ্যে মিথ্যা ও খিয়ানতের দোষ থাকাকে কোনোক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। রাসূল সালণ্ডালণ্ডাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ডামকে জিজ্ঞাসা করা হলো,

أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: نعم. قيل: أيكون بخيلاً؟ قال: نعم. قيل: أيكون كذابًا؟ قال: لا.

অর্থ : "একজন মুমিন দুর্বল হওয়া কি স্বাভাবিক? তিনি বললেন, হ্যাঁ- হতে পারে। আবারও জিজ্ঞাসা করা হলো, মুমিন কি কৃপণ হতে পারে? বললেন, হ্যাঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করা হলো,

---

৭৫. **معروشات** এর অর্থ ঐ সমস্ত লতাগুল্ম, যেগুলোকে পরিচর্যার উদ্দেশ্যে মাচায় উঠিয়ে দেয়া হয়। আর **غيرمعروشات** এর অর্থ হচ্ছে যে গাছ মাচায় উঠানোর প্রয়োজন হয় না; বরং স্বীয় কান্ডের উপর তা বেড়ে উঠে।

৭৬. আল-কুরআন, ০৬ : ১৪১

৭৭. আল-কুরআন, ০২ : ৪২

একজন মুমিন মিথ্যুক হতে পারে? বললেন, না"।[৭৮] হাদীসে একজন মুমিনের অন্যান্য দুর্বলতা বা দোষের কথা স্বাভাবিক বলা হলেও মিথ্যাকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেয়া হয়নি। এ কারণেই দেখা যাবে, যে ব্যবসায়ী সত্যবাদী, আমানতদার-মিথ্যা কথা বলে না, খিয়ানত করে না- তার দিকে মানুষ ঝুঁকে পড়ে। তার ব্যবসা দৈনন্দিন উন্নত হতে থাকে। তার দোকানে গ্রাহকের ভিড় বাড়তে থাকে। তার কাছে মানুষ আমানত রাখে, তার সাথে মানুষ লেন-দেন বাড়াতে থাকে। ফলে দেখা যায় সে এক সময় বড় একজন ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়। পক্ষান্ড়রে যে মিথ্যা কথা বলে, মানুষ তার কাছে ভিড়তে চায় না, তার থেকে পলায়ন করে। একে অপরকে বলতে থাকে, তার সাথে তোমরা কোনো ধরনের লেন-দেন করবে না। তার মু'আমালা সঠিক নয়। ফলে দেখা যায়, ধীরে ধীরে তার ব্যবসা লাভের পরিবর্তে লোকসানের দিকে যায়। মানুষের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা বিলুপ্ত হতে থাকে। মান-সম্মান সব ধুলায় মিশে যায়। তার রিযিকের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এ জন্যেই আলণ্ঢাহর রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম বলেছেন-

أربع إذا كن فيك فلا عليك مما فات من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة.

অর্থ : "চারটি গুণ যখন তোমার মধ্যে থাকবে, তখন দুনিয়াদারী সব খুঁয়ে গেলেও তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমানত সংরক্ষণ, কথায় সততা, উত্তম চরিত্র, হালাল খাদ্য"।[৭৯] এ চারটি গুণ এমন, যেগুলো কোনো ব্যবসায়ীর মধ্যে বিদ্যমান থাকলে, অবশ্যই তার ব্যবসার উন্নতি হবে, আলণ্ঢাহ তা'আলা তার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দেবেন এবং এ ধরনের ব্যবসায়ী মানুষের নিকট প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হবে। দুনিয়াতেও তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে, আখিরাতে তো বটেই; কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য, আমরা আমাদের পণ্যগুলো বিক্রির জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকি। এটি অত্যন্ড় গর্হিত কাজ, যা কখনোই কল্যাণ বয়ে আনে না। সাময়িক লাভবান হলেও পরিণতি খুবই কর্ুণ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সাব্যস্ড় হলো যে, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ সরকার যে সমস্ত কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তার অধিকাংশ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমর্থনযোগ্য। শরী'আতের আলোকে আরো কিছু বিষয় এর সাথে যুক্ত করা দরকার। আর উপার্জন করার সময় অবশ্যই সকলকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোনোভাবেই হারাম উপার্জনের দিকে কেউ ধাবিত না হয় এবং যাবতীয় হারাম উপার্জনের পথ থেকে বিরত থাকে। যেমনিভাবে সতর্ক থাকতেন আবু বকর

---

৭৮. ইমাম মালেক বিন আনাস, gqvËv‡q gv‡jK, অধ্যায় : কিতাবুল জামে, অনুচ্ছেদ : বাবু মা ইয়করাহু মিনাল কালামি ওয়াল গিবাতি ওয়াত তুকা, বাবু মা জা'আ ফীস সিদকি ওয়াল কিযবি, রিয়াদ : দারু ইহ'ইয়ায়িল উলুমিল আরাবিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি., হা. নং ১৮৬২

৭৯. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, gmbv‡' Avngv', অধ্যায় : মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.), প্রাগুক্ত, হা. নং ৬৬৫২

সিদ্দীক রাদি'আলণ্ঢাহু আনহু। একদা আবু বকর সিদ্দীক রাদি'আলণ্ঢাহু আনহু এর এক চাকর তাঁকে কিছু খাবার দিল। খাওয়া শেষ হলে তিনি দাসকে জিজ্ঞেস করলেন,

فمن أين الطعامُ يا غلام ؟ قال : دَفعه إليَّ أناسٌ كنتُ أحسنتُ إليهم في الجاهلية بكهانةٍ صنعتُها لهم ، وهنا ارتعدتْ فرائصُ الصديق ، وأدخلَ يده في فمه ، وقاء كلَّ ما في بطنهِ وقال : "واللهِ لو لم تخرجْ تلك اللقمة إلا مع نفسي لأخرجتها.

অর্থ : "এটা কোথা থেকে এসেছে? এ প্রশ্নের জবাবে সে বলল, আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনা করেছি। অথচ আমি ভাগ্য গণনায় পারদর্শী নই। আমি লোকটিকে ধোঁকা দিয়েছি। আর সে আমাকে এটা দিয়েছে। আর তাই আপনি এইমাত্র খেলেন। এ কথা শুনে আবু বকর সিদ্দীক রাদি'আলণ্ঢাহু আনহু নিজ মুখে হাত ঢুকিয়ে বমি করে দিলেন। পেটে যা ছিল সব বের করে দিলেন। অতঃপর বললেন, আলণ্ঢাহর শপথ, 'যদি তা বের করতে গিয়ে আমার জীবন দিতে হতো তবে আমি তাই করতাম"।[৮০] অতএব আলণ্ঢাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হালাল পদ্ধতিতে খাদ্য উপার্জন করা, হারাম পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য উপার্জন না করা এবং হালাল পদ্ধতিতে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করার তাওফীক দিন।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ সরকার দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যে-সকল নীতি, কর্মসূচি ও আইন প্রণয়ন করেছে তার অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহের সাথে সংগতিপূর্ণ। পাশাপাশি এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী শরী'আতে আরও যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে, সেগুলো যদি যুক্ত করা যায় তাহলে সতিকারার্থেই বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব হবে ইনশা'আল্লাহ। আলণ্ঢাহ তা'আলা আমাদের সকলকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা মান্য করার পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

---

৮০. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী, RwgôDj Avnv'xm, অধ্যায় : মুসনাদে আবি বকর, বৈরুত : দারুল ফিকির, তা. বি., হাদীস নং ২৭৮০৭

অষ্টম অধ্যায়

অভিসন্দর্ভের সার্বিক পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা

দারিদ্রমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ জীবন মানুষের স্বভাবজাত কামনা। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই চায় দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর চরম উন্নতির যুগেও বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও নিরাপদ খাদ্যব্যবস্থা নানাবিধ জটিল সমস্যায় জর্জরিত। দু'টি ক্ষেত্রেই মানুষ তার মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। দারিদ্রমুক্ত জীবন ও নিরাপদ খাদ্য যেন সোনার হরিণ। বর্তমান বিশ্বে দারিদ্রকে একটি অভিশাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশ একটি দারিদ্রপীড়িত ও জনবহুল দেশ। যে-কোনো উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণের আগে সরকারকে দেশের সীমিত সম্পদের বিষয়টি বিবেচনা করতে হয় এবং এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে দারিদ্র বিমোচনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। তাই এ দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক দারিদ্র বিমোচন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে দেশে দারিদ্রের তীব্রতা উলেণ্ডখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বব্যাংকের গবেষণামূলক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এক দশকে অর্থাৎ ২০০১-১০ মেয়াদে বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছে প্রায় দেড় কোটি। অথচ এর ঠিক আগের দশকে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছে মাত্র ২৩ লক্ষ। ২০০৫ এ বাংলাদেশে চরম দারিদ্রের হার ছিল ৪০.৪% যা ২০১০ এ হয়েছে ৩১.৫%। এত সফলতা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ড় দেশের সকল নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন।

দারিদ্র বিমোচনে সরকার গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উলেণ্ডখযোগ্য হলো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা। সরকার উদ্ভাবিত একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ, আদর্শ গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম, ঘরে ফেরা প্রভৃতি কর্মসূচি ও কার্যক্রম সফলভাবে বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। এছাড়া বয়স্ক ভাতা চালু রয়েছে। সরকার গ্রামের মানুষকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করছে এবং সে সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবহারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী একটি পলণ্টী সঞ্চয় ব্যাংক স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দারিদ্র হ্রাসে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে গতির সঞ্চার হয়েছে সে গতিকে ধরে রাখার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া হত-দরিদ্রদের টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনতে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন করে যাচ্ছে; যেমন অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ (ভিজিএফ), দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা), টেস্ট রিলিফ (টিআর), সাধারণ রিলিফ (জিআর),

Dhaka University Institutional Repository

ঢেউটিন বরাদ্দ ইত্যাদি। বর্তমান অভিজ্ঞতার নিরিখে বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে ২০১৮ এর মধ্যে পেনশন ব্যবস্থা প্রচলন এবং ২০২১ এ সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা চূড়ান্ড় করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

বাংলাদেশ গ্রামনির্ভর কৃষিভিত্তিক দেশ। গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি বাড়িকে সরকার পর্যায়ক্রমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছে। এ লক্ষ্যেই সরকার "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পটি বাস্ড়বায়ন করে আসছে। বাংলাদেশের সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ প্রকল্পের মূল ফলভোগী। সমবায়কে সরকার দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে দেখে। সমবায় দেশের সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলে সমবায় বিস্ড়ৃতি লাভ করেছে গ্রাম থেকে শহরে, কৃষি থেকে শিল্পে এবং অর্থনৈতিক প্রায় সকল ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ পলণ্টী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB) দেশের পলণ্টী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের কাজে নিয়োজিত। বাংলাদেশ পলণ্টী উন্নয়ন একাডেমি (BARD) পলণ্টী উন্নয়নের সাথে সংশিণ্টষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। পলণ্টী উন্নয়ন একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামের মানুষের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি হস্ড়ান্ড়র, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন করা। পলণ্টী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিজিবিএফ) এর আওতায় বর্তমানে ৭টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫০টি জেলার ৩৫১টি উপজেলায় ৩৯১টি কার্যালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পিজিবিএফ এর আওতাভুক্ত উপজেলাগুলো দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং এসব এলাকায় দরিদ্র জনগণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দেশের প্রত্যন্ড় অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে "ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন" কাজ করে যাচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের অধিকাংশ কার্যক্রম দারিদ্র বিমোচনকে কেন্দ্র করে বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। মৎস্যচাষ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির অধীনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সরকার দেশের সীমিত সম্পদ কাজে লাগিয়ে দারিদ্র দূরীকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং একের পর এক কর্মসূচি ঘোষণা করে যাচ্ছে। কুরআন-হাদীসেও এ বিষয়ে ব্যাপক উপাদান ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। যাকাতকে ঘোষণা করা হয়েছে দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। পাশাপাশি দরিদ্র ব্যক্তিদের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে ব্যাপক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতে করে সামাজিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

তবে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে, সরকারের একার পক্ষে এ কাজ সম্পাদন করা খুব সহজ নয়। সরকারি-বেসরকারি সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দারিদ্র নামক অভিশাপের কবল থেকে মুক্ত হতে পারে দেশ, জাতি এবং সমাজ। এজন্য সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে পদক্ষেপ নিতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হবে ইনশা'আল্লাহ।

অপরদিকে খাদ্য আমাদের অন্যতম প্রধান মৌলিক চাহিদা। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে না পারলে জনগণের অধিকার লঙ্গিত হয়। বাংলাদেশ বিশ্বে জনসংখ্যার দিক থেকে ৮ম। প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ জনসংখ্যা দেশে যুক্ত হচ্ছে। ২০৫০ সালে জনসংখ্যা হবে প্রায় ৩২ কোটি। বর্তমানে বাজারে মাছ-মাংস, শাকসবজি এবং বিশেষ করে ফলমূলে বিষাক্ত কেমিক্যালের ব্যবহারের খবর প্রতিদিন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষায় প্রায় ৬০ শতাংশ পণ্যে ভেজাল পাওয়া গেছে। বর্তমানে ভেজালবিরোধী কিছু অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে; কিন্তু এটি স্থায়ী না হওয়ায় ভেজাল প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। খাদ্যে ভেজালকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্ড়ি এবং খাদ্যের মান যাচাইয়ে ক্যাটাগরি নির্ধারণ না হওয়া এজন্য অনেকাংশে দায়ী। এক্ষেত্রে ভোক্তার মামলা করার বিধান না থাকা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, পরীক্ষণ যন্ত্রের কার্যকারিতার অভাব লক্ষ করা গেছে। অনেক পণ্যের মান পরীক্ষা না করে অনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে সনদ প্রদানের বিষয়টিও এখন স্পষ্ট।

জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি বর্তমানে বহুল আলোচিত। প্রতিটি দেশই চাইছে তাদের জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে আমরা বুঝি যেখানে একজন মানুষ বাজারে গিয়ে তার সামর্থ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য ক্রয় করতে পারে। বাজারে খাদ্যের উপস্থিতি থাকলেই জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার বিষয়টি জড়িত। পরিসংখ্যান বুরোর তথ্য অনুযায়ী দেশে ৩১.৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। যারা দৈনিক ২২০০ কিলো ক্যালোরি খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য যথেষ্ট খাদ্য পায় না। আর এর সংখ্যা শহরের চেয়ে গ্রামে বেশি। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর খাদ্য সংকটের অন্যতম কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। কোথাও ব্যাপক খরা আবার কোথাও ভয়ঙ্কর বন্যা বিপর্যয় ডেকে আনছে। বর্ষাকালে বৃষ্টির অভাব আর শীতকালে বৃষ্টিসহ বন্যা হচ্ছে। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে কৃষিক্ষেত্রে। অন্যদিকে জৈব জ্বালানির কাঁচামাল উৎপাদনের কারণেও খাদ্য সংকট দেখা দিচ্ছে। অধিক অর্থকরী হওয়ায় অনেক কৃষক তাদের উর্বর জমিতে পাম, জেট্রোফার মতো জৈব জ্বালানি তৈরির কাঁচামাল চাষ করছে। ফলে খাদ্য উৎপাদনের জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান শর্ত হচ্ছে খাদ্য জোগানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সবার ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চিত করা। দেশীয় উৎপাদন বা আমদানির মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী

খাদ্যপণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্যপণ্য সারাবছর জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখতে হবে। কৃষিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ খাতে ভর্তুকি বাড়াতে হবে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, কৃষি সম্প্রসারণের জন্য নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। উর্বর জমিতে জৈব জ্বালানি উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। ভেজাল ও মানহীন খাদ্য উৎপাদনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারের উচিত এসব ক্ষেত্রে এনজিওগুলোকে সহায়ক ভূমিকা পালনের নির্দেশ প্রদান করা।

বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক খাতে বিশ্বের মধ্যে অনেক রাষ্ট্রের চেয়ে অগ্রগতি অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে রোল মডেলে পরিণত হওয়া বাংলাদেশ নতুন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিতে চাচ্ছে। এর মাধ্যমে সামাজিক সূচকে পৌঁছানো যাবে নতুন উচ্চতায়। পাশাপাশি দেশের বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীর স্পৃহা, ব্যবসায়ীদের নিত্যনতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ, কর্মঠ কৃষক ও তৃণমূল নারীর সম্মিলিত শক্তি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অর্থনীতিকে। নিয়মিত বিরতিতেই গৌরবের মুকুট এনে দিচ্ছেন দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশিরা। জানা যায়, বিশ্ব অর্থনীতিতে ২০১৬ সালে আরও বেশি মন্দার আশঙ্কা করা হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেও বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগই বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সাড়ে ৬ শতাংশের বেশি হবে বলে আশা করছে। বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু সম্প্রতি ঢাকায় এসে জনবক্তৃতায় এ আশাবাদের কথাই শুনিয়ে গেছেন। অর্থনৈতিক গবেষণার জন্য খ্যাতিমান সিএনএন মানি বলছে, বাংলাদেশ চীনকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ সংস্থার তালিকায় ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ছিল পঞ্চম স্থানে। ২০১৬ সালে এসে বাংলাদেশ দুই ধাপ এগিয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেছে। ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশগুলোর সম্ভাব্য অবস্থান নিয়ে করা তালিকায়ও বাংলাদেশ শীর্ষস্থানেই থাকছে। যেমন ২০১৭ সালে বাংলাদেশ থাকবে তৃতীয় অবস্থানেই (৭%), পরের দুই বছরে চতুর্থ স্থানে (৭%)। ২০২০ সালে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে বাংলাদেশ থাকবে চতুর্থ স্থানে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বিনায়ক সেনের মতে ২০১৬ সালে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি চীনের কাছাকাছি চলে যাবে। কারণ চীনের গতি শ্লথ হচ্ছে, আর আমাদের বাড়ছে। বাংলাদেশের জন্য এখন দরকার গ্যাস, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ সেরে ফেলা এবং সম্ভাবনাময় বিশেষ এলাকার দিকে নজর দেয়া। তা করতে পারলে খুব সহজেই জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে নিয়ে যাওয়া যাবে। শুধু প্রবৃদ্ধি অর্জনেই নয়, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে অথবা এটি ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল সে তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

১১তম। বাংলাদেশ এখন ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে চতুর্থ। হেক্টরপ্রতি ধান উৎপাদনে বৈশ্বিক গড়কে পেছনে ফেলতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। গম ও ভুট্টায় বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে ক্রমেই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। সবজি উৎপাদনে তৃতীয়। ফল উৎপাদন বৃদ্ধির হারের ভিত্তিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের প্রথম। বাংলাদেশ আম উৎপাদনে বিশ্বে সপ্তম এবং পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম স্থানে উঠে এসেছে। মাছ চাষে বাংলাদেশ এখন শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, ১০ বছর ধরে মাছ উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে রয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১৫-এর প্রতিবেদন অনুসারে মিষ্টি পানিতে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে পঞ্চম এবং চাষের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিজমি কমতে থাকাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী প্রকৃতিতেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদাহরণ। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও দুর্যোগসহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবনেও শীর্ষে বাংলাদেশের নাম।

সফলতার এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জন্য বর্তমান সময়কালে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতি বছরই ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ ও যথাসাধ্য তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু পদে পদে দুর্নীতি, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব ও অতিমাত্রায় রাজনীতিকরণের কারণে সরকারের এ মহৎ উদ্যোগ মুখ থুবরে পড়ছে। একমাত্র কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা অনুসরণ-অনুকরণের মধ্যেই রয়েছে এর আসল সমাধান। আমরা জানি দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমে এবং রাসূলে মাকবুল (সা.) তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোল্লিখিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হলো-

<u>দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে সুপারিশমালা</u>

১. দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম যে অর্থব্যবস্থার প্রয়োজন তা হচ্ছে যাকাতভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা। কারণ ইসলামী অর্থব্যবস্থাই হচ্ছে বিশ্ব সভ্যতার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য একমাত্র সুবিচারপূর্ণ, ভারসাম্যমূলক ও ইনসাফপূর্ণ অর্থনীতি। সমগ্র বিশ্ববাসীর সুখ-সমৃদ্ধি, শান্ড়ি-কল্যাণ একমাত্র ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে নীতিগতভাবে দারিদ্র বিমোচনের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের

ব্যাংক, বীমা, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থ থেকে এবং বিত্তশালীদের থেকে যদি বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় করা হয় তাহলে বার্ষিক প্রায় ৩,৫০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় করা সম্ভব, যা প্রায় জাতীয় বাজেটের সমপরিমাণ।

২. সরকারি ব্যবস্থাপনায় যাকাত সংগ্রহ করতে হবে। 'যাকাত বোর্ড' কে দক্ষ ও সৎ জনবল দিয়ে ঢেলে সাজাতে হবে। রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যন্ত সকল স্তরে যাকাত সংগ্রহের জনবল কাঠামো তৈরি করতে হবে।

৩. বাংলাদেশে ইসলামের মৌলিক যেসব প্রসঙ্গ নিয়ে জোরদার আলোচনা কম হয়েছে যাকাত সে সবের অন্যতম। যাকাত সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায় যদিও কিছু কিছু আলোচনা হয় ওয়াজ মাহফিল বা তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে আলোচনা হয় তার চেয়ে অনেক কম। দেশে যত লোক পত্র-পত্রিকা পড়েন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি লোক ওয়াজ মাহফিলে জমায়েত হয় এবং ওলামায়ে কেরামের বক্তৃতা হতে শিক্ষা লাভ করে অনুপ্রাণিত হয়। সতরাং ওলামা মাশয়েখগণকে জনগণকে যাকাতের হাকীকত ও ফযীলত এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা সম্বন্ধে যথাযথ বক্তব্য রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করা, যাতে করে জনগণ যাকাতের উপযুক্ত ব্যবহার ও আদায় সম্পর্কে আরও বেশি সচেতনতা অর্জন করতে পারে। 'যাকাত' যে সালাত এবং সওম এর মতই ফরয, এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ গণমাধ্যমের সহযোগিতায় যাকাত এর নানান দিক মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে, যেন মানুষ এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পেতে সক্ষম হয়।

৪. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকগণকে যাকাত আদায়ে বাধ্য করতে হবে এবং যাকাত দাতাগণ যেন খুব সহজেই যাকাত জমা দিতে পারেন, সে বিষয়ে ব্যাংক, মোবাইলসহ আধুনিক পদ্ধতির ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. সময়মত যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সম্পদের যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. সঠিক হারে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। যাকাত আদায় করতে গিয়ে কেউ যেন কোনভাবেই বিড়ম্বনার শিকার না হন কিংবা ভোগান্তিতে না পড়েন, এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৭. বর্তমানে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের জন্য যে সরকারি ছাপানো ফরম রয়েছে, যাকাত ও উশর আদায়ের জন্যও সরকারিভাবে সে রূপ ফরম ছাপানো ও বিতরণ করা হলে মানুষের মধ্যে যাকাত আদায়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. সংগৃহীত যাকাত সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে বণ্টনের ব্যবস্থা নিতে হবে। স্থায়ীভাবে দারিদ্র বিমোচন হয়- এমন স্ট্রাটেজিক প্লান তৈরি করে যাকাত ও ওশর বণ্টন করতে হবে।

৯. যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে শতভাগ স্বচ্ছতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। যে কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে কিংবা কোন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে দীর্ঘসূত্রিতায় না ফেলে তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০. যাকাত বিষয়ক রিপোর্ট পেশ করতে হবে। এ বিষয়ক সকল রিপোর্ট অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে নির্দিষ্ট সময়মত নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হবে। কোন্ কোন্ এলাকা থেকে কোন্ কোন্ খাত থেকে কত টাকা সংগৃহীত হয়েছে? ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ যেন স্পষ্ট ধারণা পায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অন্যদিকে কোন্ কোন্ খাত থেকে কত টাকা কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে? কি কি পরিকল্পনা করে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে? পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরও কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন? পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কত সময় লাগবে? ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে।

১১. যাকাতের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয়ভাবে উশর আদায় করে তা উপযুক্ত লোকদের হাতে তুলে দেয়া। যাকাত আদায় যে রকম ফরয তেমনি ফসলের উপর উশর আদায়ও ফরয, এ বিষয়টি সরকারিভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরা।

১২. দেশের সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে যারা অবসর নেয় শুধুমাত্র তারাই পেনশন পেয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবির বার্ধক্যে কোন আর্থিক সংস্থান নেই। এদের জন্যে কিছু করা খুবই জর“রী। অনেক সময়ে নিজেদের পরিবারের কাছেও এরা গলগ্রহ। এদের এ অসহায় অবস্থা দূর করার জন্যে দেশের ৪৪৫১টি ইউনিয়ন এবং পৌর কর্পোরেশনের অধীনস্থ ৫৮৪টি ওয়ার্ডের প্রতিটি হতে প্রতি বছর যদি কোন রাজনৈতিক বিবেচনায় না নিয়ে অন্ড়তঃ পঞ্চাশজন প্রকৃত অভাবীকে মাসিক ১,০০০/- টাকা হিসেবে আর্থিক সহায়তা দেয়া যায় তাহলে ২,৮১,৭৫০ জন উপকৃত হবে। তাদের নূন্যতম প্রয়োজনের খানিকটা পূরণ হবে।

১৩. বাংলাদেশে বিধবা এবং নানাভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া পরিবার প্রধানদের পরিবারের দূর্দশার সীমা-পরিসীমা নেই। ভিক্ষুকের মতোই এদের জীবন যাপন অথবা ভিক্ষাবৃত্তিই এদের একমাত্র সম্বল। এদের এই অসহায় অবস্থা দূর করার জন্যে প্রাথমিকভাবে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন এবং পৌর কর্পোরেশনের অধীনস্থ ওয়ার্ডের প্রতিটি হতে কমপক্ষে কুড়ি জন করে বিধবা/বিকলাঙ্গ পরিবার বেছে নেয়া হয় তাহলে মোট সর্বমোট ১,০০,৭০০টি

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা যাবে। এদেরকে মাসিক ১,০০০/- টাকা হিসেবে আর্থিক সহায়তা দেয়া যায় তাহলে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনের খানিকটা পূরণ হবে।

১৪. এদেশের গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, শহরতলীতেও বহু পরিবার মশার আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যেমন মশারী নেই তেমনি শীতের প্রকোপ হতে বাঁচার জন্যে লেপ বা কম্বল নেই। শিশু ও বৃদ্ধদের কষ্ট শীতকালে অবর্ণনীয় হয়ে দাঁড়ায়। তীব্র শীতের কারণে প্রতি বছর বহু শিশু ও বৃদ্ধ মৃত্যুবরণ করে। এ ছাড়া নানা অসুখের শিকার তো হয়ই। এর প্রতিবিধানের জন্যে যদি প্রতি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড হতে প্রতি বছর কমপক্ষে পঞ্চাশটি পরিবারকে বেছে নিয়ে তাদের একটা করে বড় মশারী (৫×৭) ও একটা বড় লেপ (৬×৭.৫) কিনে দেয়া যায় তাহলে তারা দীর্ঘদিনের জন্যে মশার আক্রমণ ও শীতের প্রকোপ হতে রক্ষা পাবে। এ জন্যে চাই সত্যিকার উদ্যোগ ও আন্তরিকতা। যদি প্রতিটি মশারীর গড় মূল্য টাকা ২৫০/- টাকা ও লেপের মূল্য ৬০০ টাকা হয় তাহলে এজন্যে প্রয়োজন হবে ২১ কোটি ৩৯.৫ লক্ষ টাকার। এর ফলশ্রুতিতে দশ বছরে ২৫ লক্ষ ১৭ হাজারেরও বেশি পরিবার উপকৃত হবে।

১৫. আমাদের দেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাসমূহের অন্যতম কঠিন সমস্যা মেয়ের বিয়ে। যৌতুকের কথা বাদ দিলেও মেয়েকে মোটামুটি একটু সাজিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাবার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই হাজার হাজার পরিবারের। এছাড়া বিয়ের দিনে আপ্যায়ন ও অপরিহার্য কিছু খরচও রয়েছে যা জোগাবার সাধ্য অনেক পরিবারের নেই। এসব কারণে বিয়ের সম্বন্ধ এলেও মেয়ের বিয়ে দেয়া হয়ে উঠে না। পিতা বেঁচে না থাকলে বিধবা মায়ের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞতা হতে দেখা গেছে, নূন্যতম ৫,০০০/- টাকা সহযোগিতা করলে একটা মেয়েকে স্বামীর ঘরে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। যদি দেশের সকল ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে প্রতি বছর পাঁচটি করে মেয়ের বিয়ের জন্যে এ ধরনের সহযোগিতা দেয়া যায় তাহলে বছরে ব্যয় হবে ১২ কোটি ৫৮.৭ লক্ষ টাকা। দশ বছরে বিয়ে হবে ২,৫১,৭৫০টি মেয়ের। ফলে যে বিপুল সামাজিক কল্যাণ অর্জিত হবে অর্থমূল্যে তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

১৬. বাংলাদেশের পলণ্টী এলাকায় এমন গ্রামের সংখ্যাই বেশি যেখানে বর্তমান ভূমিহীন কৃষকদের অনেকেই কয়েক বছর পূর্বেও ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল এবং কৃষি জমির মালিক। কিন্তু পারিবারিক কোন বড় ধরনের ব্যয় নির্বাহের জন্যে ব্যাংক বা গ্রামীণ মহাজনের নিকট হতে টাকা ঋণ নেয়ার ফলে তার শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু বেহাত হয়ে গেছে। প্রান্তিক ও ক্ষুদে কৃষকরাই এ তালিকায় সংখ্যাগুরু। ছেলে-মেয়ের বিয়ে, চিকিৎসা বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে শস্যহানির ক্ষতিপূরণের জন্যে শেষ সম্বল দুই বা তিন বিঘা চাষের জমি তারা রেহেন বা বন্ধক রাখে। এসব ঋণ গ্রহীতাদের অধিকাংশই এ ঋণ আর পরিশোধ

করতে পারে না। ফলে তাদের জমি চলে যায় মহাজনের হাতে। এর প্রতিবিধানের জন্যে যাকাতের অর্থ হতেই এদের সাহায্য করা যায়। যদি সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা করে প্রতি ইউনিয়নে গড়ে কুড়ি জন কৃষককেও সাহায্য করা যায় তাহলে ৮৯,০২০ জন কৃষককে প্রতি বছর ঋণমুক্ত করা যায়। জমি ফেরত পেয়ে তারা আবার চাষ-আবাদ করতে ও জমির মালিক হিসাবে নিজেদের উপর আস্থা ফিরে পেতে পারে। এতে বার্ষিক ব্যয় হবে ৪৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং দশ বছরের মধ্যে প্রায় সকল ক্ষুদে ও প্রান্ড়িক কৃষক ঋণমুক্ত হয়ে যাবে।

১৭. বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, শহরেও বস্ড়ি এলাকাতে অগণিত শিশু নিদার্ুণ পুষ্টিহীনতার শিকার। ফলে এরা যৌবনেই নানা দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ড় হয়ে পড়ে। অনেকে সারাজীবনের মতো রাতকানা স্কার্ভি, রিকেট, পাইলস প্রভৃতি নানা রোগের শিকার হয়। এর প্রতিবিধানের জন্যে যাদের বয়স দুই থেকে পাঁচ বছরে মধ্যে তাদের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল, ভিটামিন ‘সি’ ট্যাবলেট, আয়োডিনযুক্ত লবণের প্যাকেট ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। এজন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে যদি প্রতি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে দুই হতে চার বছর বয়সের ১০০ জন শিশুকে বাছাই করা হয় তবে প্রতি বছর ৫,০৩,৫০০ শিশু এর আওতায় আসবে। শিশুর বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলে এ সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্যে শিশুপ্রতি মাসিক ব্যয় নূন্যতম ৬০/- টাকা ধরা হয় তাহলে বছরে খরচ হবে ৩৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

১৮. এদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনও গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের যথাযথ পরিচর্যা, সেবা-যত্ন ও পুষ্টিকর খাবার যোগানের ব্যাপারে একদিকে যেমন বিপুল অমনোযোগিতা ও অশিক্ষা বিদ্যমান তেমনি সামর্থ্যের অভাবও স্বীকৃত। ফলে গর্ভবতী মায়েদের যখন পুষ্টিকর খাবারের বেশি প্রয়োজন তখন তারা তা যেমন পায় না প্রসবের পরেও সেই অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে না। ঘটনাক্রমে যদি উপর্যুপরি দ্বিতীয় বা তৃতীয় কন্যা সন্তানের জন্ম হয় তাহলে প্রসূতির অনাদর-অবহেলার সীমা থাকে না। উপরন্তু প্রসবকালে যে পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত কাপড়-চোপড়, জীবানুনাশক সামগ্রী ও ঔষধপত্র প্রয়োজন দরিদ্র পরিবারে তার খুব অভাব। এর প্রতিবিধান করতে পারলে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের কল্যাণ হবে, তাদের অকাল মৃত্যুর হার কমে যাবে। একই সাথে নবজাতকের মৃত্যুর হারও কমে আসবে। এজন্যে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায় প্রতিটি গর্ভবতী অসহায় নারীকে প্রসবকালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে।

১৯. দেশের শহরগুলোর মসজিদে তো বটেই, থানা পর্যায়ের মসজিদেও প্রায়ই নামায শেষে দেখা যায়, দু-একজন মুসাফির দাঁড়িয়ে যায় যার সব সম্বল শেষ। চিকিৎসা করতে এসে বাড়ি ফেরার মত অর্থ নেই, কাজের খোঁজে এসে কাজ না পেয়ে ফিরতে হচ্ছে কর্পদকশূন্য অবস্থায়, অথবা দুর্বৃত্তের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব খুইয়েছে। এদের বাড়িতে ফিরে যাবার ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

করা আমাদের শরয়ী দায়িত্ব। অতএব এ সমস্ত নিঃস্ব মুসাফিরের জন্য যাকাত তহবিল থেকে পরিকল্পিতভাবে সহযোগিতার হাত বাড়ানো যেতে পারে।

২০. বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি জেলা সদরে সরকারি শিশুসদন রয়েছে। কিন্তু দেশের অগণিত ইয়াতীম শিশু-কিশোরদের স্থান সংকুলান এসব শিশুসদনে হওয়ার কথা নয়। উপরন্তু এখানে কিশোর নির্যাতন এবং তাদের আহার ও পোশাকের যে দুঃখবহ চিত্র মাঝে-মধ্যেই ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসে তা হৃদয় বিদারক। এদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার খুবই উপযুক্ত পদক্ষেপ হতে পারে। এছাড়াও থানা পর্যায়ে ইয়াতীমখানা তৈরি, ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সাধারণ শিক্ষাসহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২১. এদেশের পলণ্টী এলাকায় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা যে কত অপ্রতুল ও অবহেলিত তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। এদেশের গ্রামীণ জনগণ সুচিকিৎসার সুযোগের অভাবে তাবিজ-তুমার, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির উপর বিশ্বাস করে অথবা হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে জীবন সঁপে দিয়ে ধুঁকে ধুঁকে অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। দেশের এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই দরিদ্র। এদেরকে সুস্থভাবে বাঁচার সুযোগ দিতে হলে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা পলণ্টী এলাকায় পৌঁছে দিতে হবে। এজন্যে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন মেডিক্যাল সেন্টার গড়ে তোলা যেতে পারে।

২২. ঋণ বান্দার হক, এ ঋণ পরিশোধ না করার গুনাহ আলণ্টাহও ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না ঋণদাতা তা ক্ষমা না করে দেয়। সুতরাং, ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেলে এবং তার সন্ড়ান-সন্ড়তি বা উত্তরাধিকারীরা সে ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে আখিরাতে ঐ ব্যক্তির অনন্ড় আযাবের আশঙ্কা রয়েছে। তাই, ঋণগ্রস্ড় দরিদ্র কৃষকের জমি অবমুক্ত করার জন্যে যে ধরনের সহযোগিতার প্রস্ড়াব ইতোপূর্বে করা হয়েছে অনুরূপ সাহায্য এক্ষেত্রেও দেয়া যেতে পারে। কৃষি কাজ ছাড়াও নানা কারণে লোকে ঋণ নেয় এবং অনেকে তা সাধ্যমতে চেষ্টা সত্ত্বেও পরিশোধ করতে পারে না। এদের মরণোত্তর ঋণ পরিশোধে এগিয়ে এলে অসহায় সন্ড়ান-সন্ড়তি ও বিধবা স্ত্রী পীড়ন ও অসম্মান হতে রেহাই পাবে। উপরন্তু ঋণ যদি জমি বন্ধক রাখার কারণে হয়ে থাকে তাহলে ঋণ পরিশোধের ফলে জমি ফিরে পাবে ওয়ারিশরা। এতেও বিরাট কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

২৩. দেশের মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে তাদের বিরাট অংশ ক্ষুদে ও মাঝারি কৃষক পরিবারের সন্ড়ান। তারা দারুণ আর্থিক সংকটের শিকার। এদের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহের জন্যে মাতা-পিতাকে শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু বিক্রি করতে হয় অথবা বন্ধক রাখতে হয়। অনেককে নিরুপায় হয়ে লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে

হয়। এদের মধ্যে থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, সম্মান ও মাস্টার্স শ্রেণি, মাদরাসার ক্ষেত্রে আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণি, প্রকৌশল ও মেডিক্যাল কলেজ এবং পলিটেকনিক ও ভকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলোতে অধ্যয়নের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে যদি প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে বাছাই করে বৃত্তির আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে।

২৪. মহিলাদের ঘরে বসেই জীবিকা উপার্জনের পথ করে দেবার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। বিভিন্ন ধরনের সেলাই, কাটিং-নিটিং, এমব্রয়ডারী, বুটিক, ফেব্রিকস প্রিন্ট, ফুল, চামড়া ও কাপড়ের সৌখিন সামগ্রী, উলের কাজ ইত্যাদি শেখানোর জন্যে জেলা ও থানাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। এখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মহিলাই কাজ শেখার সুযোগ পাবে। এজন্যে বড় বড় শহরে একাধিক এবং ছোট জেলা ও বড় থানাগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি করে কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। বিনিময়ে হাজার হাজার মহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে। তাদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটবে, পরিবারের বিপর্যয়ও রোধ হবে।

২৫. ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বর্তমান কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন অতীব গুর‍ুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশে রয়েছে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার। যদি ডাটা এন্ট্রি অপরেটর হিসাবে এদের প্রশিক্ষণ দেয়া যায় তাহলে এদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুলে যাবে। সেক্ষেত্রে আগামী শতাব্দীর চাহিদা ও কর্মসংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখে যুগপৎ প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো (Communication infrastructure) গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

২৬. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের পর্যবেক্ষণে দেশে দেশে দারিদ্র ও বঞ্চনা বিশেষ গুর‍ুত্ব পায়। দারিদ্র ও বঞ্চনা দূরীকরণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ১৭ অক্টোবরকে আন্ড়র্জাতিক দারিদ্র দূরীকরণ দিবস ঘোষণা করে। উন্নয়নশীল দেশে বিদ্যমান দারিদ্র ও বঞ্চনা দূরীকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টি এ দিবস পালনের মূল লক্ষ্য। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ড় অনুসারে ১৯৯৩ থেকে প্রতিবছর জাতিসংঘভুক্ত সব দেশে আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরীকরণ দিবস পালিত হচ্ছে। সুনির্দিষ্টভাবেই আমরা দেশের দারিদ্র বিমোচন, জীবনযাত্রা মানোন্নয়ন করে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠন করতে পারবো। এজন্য দরকার আন্ড়র্জাতিক মানসম্পন্ন কর্মোপযোগী শিক্ষা ও গবেষণার দক্ষতা অর্জন। শিক্ষায় মানবসম্পদ অর্জনের মাধ্যমে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরি পরিকল্পনা হোক দারিদ্র দূরীকরণের মূল লক্ষ্য।

২৭. গ্রাম বাংলায় কৃষি কাজের প্রধান অবলম্বন চাষের বলদ। একই সঙ্গে পুষ্টি ও উপার্জনের সহায়ক হলো দুধেল গাই। বহু কৃষকের জমি থাকলেও এক জোড়া বলদ নেই। কেনার

সামর্থ্যও নেই। এদের হালের বলদ বা দুধেল গাই কিনে দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। এ কর্মসূচি দশবছর চালু থাকলে চাষাবাদ ও দুধের মাধ্যমে উপার্জন ও পুষ্টির ক্ষেত্রে বিপুল ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হবে। গতিবেগে সঞ্চারিত হবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে।

২৮. বাংলাদেশের শহরতলীসহ গ্রামীণ এলাকায় নিদার“ণ বেকারত্ব বিদ্যমান। দেশে কর্মরত এনজিগুলো এসব বেকারদের, বিশেষতঃ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্যে নানা ধরনের উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঋণ দিচ্ছে। দুঃখের বিষয়, এ ঋণ নিয়ে তারা স্বনির্ভর হতে পেরেছে, না সুকৌশলে তাদের শুষে নিয়ে এনজিওগুলো নিজেরাই ফুলে ফেঁপে বড় হচ্ছে সেই বিচার আজ বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিপরীতে যাকাতের অর্থ দিয়ে যদি প্রয়োজনীয় উপকরণ/সরঞ্জাম কিনে সাহায্য করা যেতে পারে।

২৯. বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতি তিন জনের একজনেরই মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। প্রতি বছর অগ্নিকা–, বন্যা ও নদী ভাঙনের ফলে ক্রমেই এ সংখ্যা বাড়ছে। শহর রক্ষাকারী বাঁধ, রেল লাইনের দু'পাশ, নদীর উঁচু পাড়, বেড়ী বাঁধ প্রভৃতি জায়গায় কোন রকমে খুঁটির মাথায় পলিথিন, চট, সিমেন্টের ব্যাগ দিয়ে আচ্ছাদন তৈরি করে বাস করছে দুর্গত বনি আদমরা। সেখানে না আছে আলো-বাতাস, না আছে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা। এছাড়া অফিস-আদালত ও স্কুল-কলেজের বারান্দায়, রেল স্টেশন ও বাস টার্মিনালে বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল নারী-পুর“ষ রাত কাটায়। এদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করতে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারি খাস জমি বা জেগে ওঠা নতুন চরে এদের বহুজনেরই বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। প্রয়োজন ন্যূনতম তিন বান টিন, গোটা দশেক বাঁশ ও অন্যান্য সরঞ্জাম। এছাড়া বেড়াও দিতে হবে। বিশুদ্ধ পানির জন্যে প্রয়োজন টিউবওয়েলের। এভাবে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াও দীর্ঘ মেয়াদী বৃহৎ বিনিয়োগ কর্মসূচি গ্রহণ করে স্থায়ী কর্মসংস্থানের যেমন সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তেমনি এসব বিনিয়োগ হতে নিয়মিত ও স্থায়ী উপার্জনেরও সুযোগ হয়।

৩০. যাকাত একটি আর্থিক ইবাদাত। দ্বীনদার মুসলমানরা চাইবে তাদের এ আর্থিক ইবাদাত আলণ্ডাহর কাছে কবুল হোক, প্রকৃত হকদারদের হাতেই এ অর্থ পৌঁছুক। অর্থাৎ আত্মসাৎ বা দুর্নীতি দূরে থাক, এক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি বা অপূর্ণতাও তারা মেনে নেবে না। সুতরাং, এ উদ্দেশ্যে সঠিক জনশক্তি নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু এ কাজ যেমন সহজসাধ্য নয়, তেমনি স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করারও নয়। এজন্যে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজন হবে একটা পাইলট স্কীম তৈরি করে তার বাস্ড়বায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন। এ পাইলট স্কীম সফল হলে সে আলোকেই প্রয়োজনীয় পরিমার্জন সাপেক্ষে এর সার্বজনীন রূপ দেয়া যেতে পারে, আইন

Dhaka University Institutional Repository

তৈরি হতে পারে এবং দেশব্যাপী তার প্রয়োগ হতে পারে। এজন্যে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে উপযুক্ত কর্মকৌশল নির্ধারণের কাজ এখনি শুরু হতে পারে।

৩১. বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক একশ্রেণির লোক রয়েছে যারা অলস। তারা কোন পরিশ্রম করতে চায় না। তারা ওয়ারিশসূত্রে যে সম্পত্তি পেয়েছে, তা দিয়েই তাদের সংসার চালানোর চেষ্টা করে। সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে এদের অলসতা দূর করে কর্মের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

৩২. বাংলাদেশে বর্তমানে অসংখ্য শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বেকার রয়েছে। দারিদ্র সমস্যার জন্য এটাও একটি কারণ। সরকারের পক্ষ থেকে এদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ব্যাপারে আরও কার্যক্রম হাতে নেয়া দরকার।

৩৩. দারিদ্র দূরীকরণ এবং উন্নত দেশ গড়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানী, গ্যাস ও বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাপক প্রকল্প হাতে নিতে হবে।

খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সুপারিশমালা

১. জনগণের মধ্যে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির অনুভূতি সৃষ্টি করা। কারণ তাদের মধ্যে যদি দ্বীনি অনুভূতি জাগ্রত করা এবং পরকালের জবাবদিহিতার ভয় ঢুকিয়ে দেয়া যায়, তাহলে আশা করা যায় তারা খাদ্যে এবং পণ্যে ভেজাল প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে।

২. কৃষকদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করা। কারণ দেখা যাচ্ছে অনেক কৃষক অর্থ সংকটের কারণে জমি অনাবাদি রেখে দেয় বা যে পরিমাণ কীটনাশক এবং সার প্রয়োজন তা না দিতে পারায় পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদন হচ্ছে না।

৩. সকল ধরনের খাস, পতিত এবং অনাবদি জমি আবাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অনেক জায়গায় দেখা যায় আইনি জটিলতার কারণে আদালতের নিষেধাজ্ঞায় প্রচুর জমি অনাবাদি পড়ে আছে, যা খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ।

৪. খাদ্য অপচয় এবং অপব্যয় রোধ করার জন্য জনগণকে বিশেষ করে ধনাঢ্য পরিবারগুলোকে সচেতন করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. খাদ্যে ভেজাল রোধ করার জন্য 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' কঠোর হস্তে বাস্তবায়ন করা। অনেক সময় দেখা যায়, প্রশাসনের মধ্যে কিছু অসৎ লোকের দুর্নীতির কারণে তারা আইনের যথাযথ প্রয়োগ করে না। যার ফলে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালাতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন ভীতি কাজ করে না।

Dhaka University Institutional Repository

৬. পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য জনসচেতনতা বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি সরকারের খাদ্য ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেক কর্মীকে দক্ষ ও কর্মঠ হওয়ার পাশাপাশি খাদ্যে ভেজাল দেয়ার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনগণের সামনে তুলে ধরা অপরিহার্য।

৭. নিরাপদ খাদ্য গড়ে তোলার জন্য জেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত পরিকল্পিতভাবে খাদ্য মজুদ রাখা পরিকল্পিতভাবে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রাখা আবশ্যক। পাশাপাশি ঘরে ঘরে প্রয়োজনীয় খাদ্য নিশ্চিত করাও সকলের কর্তব্য।

৮. যে কোন দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক প্রাধান্য না দিয়ে দলমত নির্বিশেষে সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৯. ধনী ও বিত্তবানসহ সকলের পক্ষ থেকে সমাজের গরীব, দুঃখী, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের পাশাপাশি তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করা দরকার।

১০. গরীব, দুঃখী প্রত্যেক নাগরিকের পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য নিরপেক্ষ মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার।

১১. খাদ্য ব্যবস্থা নিরাপদ ও সংকটমুক্ত রাখার জন্য দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা দরকার। যাতে খাদ্য চলাচলে কোন অসুবিধা না হয়।

১২. পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের জন্য সরকারিভাবে ব্যাপক গবেষণা চালানো, বিভিন্ন উন্নত দেশ পরিদর্শন ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ, নতুন নতুন ফসল উদ্ভাবন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও তা আবিষ্কারের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

১৩. অনেক সময় দেখা যায় কৃষক খাদ্য-শস্য উৎপাদন করে ন্যায্য মূল্য পায় না। এমনকি খরচ পরিমাণ অর্থও সে উপার্জন করতে পারে না। এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে দালাল-সিন্ডিকেট কঠোর হস্তে দমন করে ফসলের উপযুক্ত দাম নিশ্চিত করা আবশ্যক।

১৪. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সব সময় রাসূল (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নেয়া। তারা কিভাবে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তুলেছেন বা খাদ্যে ভেজাল রোধে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা স্টাডি করা।

১৫. নিজের কাছে খাদ্য ও সম্পদ পুঞ্জিভূত না রেখে অপরকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। ইসলামের সুমহান নির্দেশনা সকলের সামনে তুলে ধরা। অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা।

উপরোল্লিখিত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা গেলে আশা করা যায়, বাংলাদেশের দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত মানুষের দারিদ্র বিমোচন ও তাদের মুখে হাসি ফোটানো এবং সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে ইনশা'আল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উপরোক্ত গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম ভারসাম্যমূলক, কল্যাণময় জীবনবিধান। মানবজীবনের এমন কোন দিক নেই, যে দিকটি ইসলাম স্পর্শ করেনি। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। আল্লাহর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ যেমন স্রষ্টার ইবাদত বন্দেগী করে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করবে, তেমনি ইহকালেও সুস্থ, সুন্দর, দারিদ্রমুক্ত ও খাদ্য নিরাপত্তা লাভ করে সুখী জীবনযাপন করে পৃথিবীকে সুখময় করে তুলবে-এটাই ইসলামের শিক্ষা। কর্মহীন দারিদ্যপূর্ণ ক্লেদাক্ত অসফল জীবন ইসলামের শিক্ষা নয়। সুমহান ইসলাম মানুষে মানুষে বিভেদ ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটি সমৃদ্ধ, কল্যাণকর ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্পদ, শ্রম ও খাদ্য বণ্টনের যে আলোকোজ্জ্বল অর্থনৈতিক নীতিমালা বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেছে, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে মানুষের মধ্যে কোন ধনী-গরীব, শ্রেণি-বৈষম্যের সৃষ্টি হতে পারে না। দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও সুমহান মূলনীতি।

মানুষের মাঝে শ্রেণি-বৈষম্যের সৃষ্টি হয় মূলত সম্পদ বণ্টনের অসম নীতির কারণে। এর ফলে এক শ্রেণির মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, আরেক শ্রেণির মানুষ দিনরাত পরিশ্রম করেও চরম দারিদ্রের মধ্যে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। ইসলাম সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে যে সুষম নীতিমালা উপস্থাপন করেছে, এতে শ্রেণি-বৈষম্যের কোন অবকাশ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ সম্পদের প্রকৃত মালিক নয় বরং আমানতদার। সম্পদের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। মানুষ এ সম্পদকে নিজের প্রতিভা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে লাগিয়ে সমাজের সকল মানুষের কল্যাণে ব্যয় করবে এবং নিজেও নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থেকে তা ভোগ করবে। এটাই ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আর এ কারণেই আল্লাহ সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামের যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা এবং সম্পদ বণ্টনের বিভেদ-বৈষম্যহীন নীতিমালা মানবসমাজ থেকে দারিদ্র বিমোচনে কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সক্ষম হবে ইনশা'আল্লাহ।

যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার সুফল আমরা দেখেছি মহানবী (সা.)-এর মদীনা রাষ্ট্রে এবং তৎপরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদা ও হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)-এর খেলাফতকালে। তাদের শাসনামলে একসময় যাকাত নেয়ার মত একজন দরিদ্র লোকও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তখন যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা মানুষে মানুষে বৈষমের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম উম্মাহকে বিশ্বের একটি সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত করেছিল। আমরাও যদি কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যাকাত-উশরভিত্তিক ইসলামী সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি, তাহলে রাসূল (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগের ন্যায় আমাদের দেশেও দারিদ্রমুক্ত সমাজ উপহার দেয়া সম্ভব হবে ইনশা'আল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এটি তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশ সরকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য প্রতি বছরই ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রয়েছে সুস্পষ্ট ও কার্যকরী দিকনির্দেশনা। পর্যালোচনা করে দেখে গেছে, দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিতে কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা, সরকার ঘোষিত কর্মসূচির সাথে প্রায় সামঞ্জস্যশীল। তারপরেও এ ব্যাপারে ইসলামের দিকনির্দেশনা, কর্মপরিকল্পনা, কৌশল ও প্রয়োগিক ক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছু নেয়ার রয়েছে, যা সুপারিশমালায় তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামে রয়েছে দারিদ্র বিমোচনের অসংখ্য উত্তম ও কল্যাণকর উপায়সমূহ। সে উপায়সমূহ যদি সরকার ও জনগণ অনুশীলন করে তাহ'লে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সমৃদ্ধি নেমে আসবে। অর্থনৈতিক মন্দা থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পাবে। ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে। অনৈতিকতা ও অসাধু উপায়ে উপার্জনের পথ বন্ধ হবে। মানুষ হবে অভ্যন্ড়রীণ দিক থেকে প্রবল শক্তিশালী। বাহ্যিক দিক থেকে হবে বিবিধ কর্মে দক্ষ শিল্পী।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এত কিছুর পরেও আমাদের প্রতিনিয়ত দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। গবেষণার মাধ্যমে এক্ষেত্রে যে সমস্ত কারণ বেরিয়ে আসছে তা হলো, সমাজের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতির লালন এবং অতিমাত্রায় রাজনীতিকরণের প্রবণতা। এছাড়াও সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সৎ-যোগ্য লোকের অভাব, মানুষের মাঝে দ্বীনি অনুভূতি ও ত্যাগের মানসিকতা না থাকা, কতিপয় অসৎ প্রকৃতির লোকের সম্পদের পাহাড় গড়ার লালসা, সমাজের অসহায় গরীবদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা, সকলের পক্ষ থেকে সঠিকভাবে হিসাব নিকাশ করে যাকাত-উশর ইত্যাদি আদায় না করা, সর্বক্ষেত্রে সুদ-ঘুষের ছড়াছড়ি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন, হত্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ত্যাগের পরিবর্তে ভোগকে প্রাধান্য দেয়া, অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম, খাদ্যে ভেজাল প্রয়োগ, ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে মানুষের জীবনের কথা চিন্তা না করে নিজেদের স্বার্থকেই বড় করে দেখা, সকল কাজে ভবিষ্যত পরিকল্পনা না থাকা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তার ব্যাপক অন্তরায় কাজ করছে। আমরা যদি সত্যিকারার্থে দারিদ্রমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য সুনিশ্চিত করে বসবাস করতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের সকলকে এ সমস্ত অসৎ প্রবণতাকে মন থেকে দূর করে কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা মানার পাশাপাশি সরকারের নির্দেশনাবলীও যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তাহলে আমাদের দেশেও দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে ইনশা'আল্লাহ।

আসুন, আমরা সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সমর্থন করি এবং তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করি। সে সাথে ইসলামের সুমহান শিক্ষা কাজে লাগিয়ে দারিদ্র বিমোচনে, খাদ্য উপার্জন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিজেদের প্রচেষ্টা কাজে লাগাই। আলণ্ঢাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!!

Dhaka University Institutional Repository

ثم   مد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.

গ্রন্থপঞ্জি

আরবী, উর্দূ ও বাংলা গ্রন্থাবলী

....	: Avj-KiAvbj Kvixg।
অনুবাদকবৃন্দ	: Avj-KiAvbj Kvixg, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১ খ্রি.।
অনুবাদকবৃন্দ	: Avjøvgv Be‡b KvQxi (i.) Gi Zvdmx‡i Be‡b KvQxi, ঢাকা : ইফাবা, প্রকাশকাল মার্চ/২০০৩ খ্রি.।
আব্দুল হক্ক, ইবনে গালিব, ইবনে আতিয়্যা, আবু মুহাম্মাদ, আল-আন্দালুসী	: Avj-gnviiviæj IqvRxh dx Zvdmxwii wKZwej Avhxh, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রি.।
আবদুল্লাহ, ইবনে উমর, আল বায়যাভী, কাযী, নাছিরুদ্দীন	: AvbIqviæZ Zvbhxj Iqv AvmiviæZ Zvñexj, মিশর : দার আল-কুতুব আল-আরাবিয়া, তা. বি.।
	: AvbIqviæZ Zvbhxj Iqv AvmiviæZ Zvexj, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল আসাফিয়াহ, তা. বি.।
আব্দুল্লাহ, ইবনে আব্দুর রহমান, আবু মুহাম্মাদ, আদ-দারেমী	: mbvb Av'-'v‡igx, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-আরাবী, ১৪০৭ হি.।
আব্দুল্লাহ, ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনে আবী শায়বা, আবু বকর	: Avj gmvbvd, সাউদি : দারুল মিনহাজ, তা. বি.।
আব্দুল আযীম, ইবনে আব্দুল কউয়ি, যাকিউদ্দিন, আল-মুনযেরী,	: AvZ-ZviMxe IqvZ Zvinxe, (অনু : মাওলানা আকরাম ফারুক), ঢাকা : হাসনা প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.।
	: AvZ-ZviMxe IqvZ Zvinxe, রিয়াদ : দারুল কুকুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.।
আব্দুল্লাহ, ইবনে আহমাদ, ইবনে কুদামাহ	: Avj gMbx, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০৫ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খোন্দকার, ড. : evsjv‡'‡k Dki ev dm‡ji hvKvZ, ¸iæZ I c‡qvM, ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৯ খ্রি.।

আবদুল আলী, মাওলানা : Bmjv‡gi A_%bwZK e¨e¯'v, ফরিদপুর : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ খ্রি.।

আব্দুল্লাহ্ আল-মারুফ, ড. : 'bxwZi cwiYvg fqven, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০১১ খ্রি.।

আবদুল হক, তালুকদার : mgvRKj¨vY cwiwPwZ, ঢাকা : জুলাই ২০০২ খ্রি.।

আব্দুল হাকীম, খলিফা, ড. : Bmjvgx fveaviv, (অনুবাদ : আব্দুল হাই, সাইয়েদ), ঢাকা : আল-হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.।

আব্দুল কাদের, আওদাহ্ : AvZ ZvkixDj RvbvBj Bmjvg, বৈরুত : মুয়াসসাতুল রিসালাহ্, ১৯৯৮ খ্রি.।

আব্দুল হাই, লাখনবি : nwwkqv‡q wn'vqv, খ. ২, দিল্লী : আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি.।

আব্দুল হান্নান, শাহ্ : Bmjvgx A_bxwZ‡Z miKv‡ii fwgKv, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১ খ্রি.।

আহমাদ, ইবনে আলী, আল-যাসসাস, আবু বকর, আর-রাযী, ইমাম, হুজ্জাতুল ইসলাম : AvnKvgj Ki"Avb, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, তা. বি.।

: AvnKvgj KiAvb, ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১ খ্রি.।

আহমাদ, ইবনে আমর, আবু বকর, আল-বায্‌যার : Avj-evniæh hLviæ wegmbw'j evhhvi, মদিনা মুনাওয়ারা : মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১৯৮৮ খ্রি.।

আহমাদ, ইবনে শু'আইব, আবু আবদুর রহমান, আল-ইমামুল হাফিজ, আল-হাফিজুল হুজ্জাহ, আন-নাসাঈ : Avm-mbvb, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি.।

: mbvb bvmvC, দিল্লী : কুতুবখানা রশিদিয়্যা, ১৪১০ হি.।

: mbvbb bvmvC, ঢাকা : মীনা বুক হাউস, ২০১০ খ্রি.।

আহমাদ, ইবনুল হোসাইন, আবু বকর, আল বায়হাকী, ইমাম : Avm-mbvbj Keiv, হায়দারাবাদ : মাজলিসু দায়িরাতুল মা‘আরিফ আন-নিযামিয়া, ১৩৪৪ হি.।

: Avm-mbvbj Keiv, বৈরুত : দারুল কুতুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি.।

: ïAvej Cgvb, (সম্পাদনা : মুহাম্মাদ সায়ীদ যাগলুল), বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১০ হি.।

আহমাদ, ইবনে আলী, ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনে হাজার আসকালানী, শাইখুল ইসলাম, হাফেজ : dvZûj evix dx kvi‡n mnxwnj eLvix, খ. ৯, বৈরুত : দারুর রইয়্যান লিত্তুরাছ, ১৯৮৬ খ্রি.।

আহমাদ, ইবনে আব্দুর রহীম, ওয়ালী উল্লাহ, দেহলভী, শাহ্ : û¾vZzjøwnj ewjMvn, বৈরুত : দারু ইহ্ইয়াইল উলূম, ৩য় সংস্করণ, ১৪২০ হি. / ১৯৯৯ খ্রি.।

আহমাদ, ইবনে মুহাম্মদ, ইবনে হাম্বল, ইমাম : Avj-gmbv‘, কায়রো : মাতাবা’আ আশ-শারকিল ইসলামিয়া, ১৮৯৫ খ্রি.।

: gmbv‡‘ Avngv‘, রিয়াদ : বায়তুল আকবার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৮ খ্রি.।

আহমাদ, ইবনে ইয়াহইয়া, আবুল হাসান, ইবনে জাবির, আল-বালাযুরী : dZûj ej‘vb, লুগদুনি বাতাভোরাম : ই. জে. ব্রিল ১৯৬৮ খ্রি.।

আহমাদ আবদুল কাদের, অধ্যাপক : ‘wi‘ we‡gvP‡b gnvbex (mv.), (নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯ খ্রি.।

আহমাদ, ইবনে আব্দুল হালীম, ইবনে তাইমিয়া, তাকিউদ্দীন, আবুল আব্বাস, ইমাম : gvRgDj dvZvIqv, মদীনা : বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪১৬ হিজরী/ ১৯৯৫ খ্রি.।

আবু ইউসুফ, ইমাম : wKZvej LvivR, কায়রো : দারুল মা‘রিফা, ১৯৮৭ খ্রি.।

আবুল হোসাইন : ‘wi‘ ‘ixKiY I ‘wi‘‡‘i e¨e¯vcbv, ঢাকা : বাংলাবাজার, ২০০৮ খ্রি.।

আবু মুহাম্মদ, আব্দ-আল-মালিক বিন হিশাম, ইবনে হিশাম : Avm-wmivZ Avb-bveweq¨vn, লেবানন : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, ১৯৮৫ খ্রি.।

: mxiv‡Z Be‡b wnkvg, (অনুবাদ : আকরাম ফারুক), ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৩ খ্রি.।

আবুল হাসান, আলী ইবনে আহমাদ ইবনে হাবীব, আল-বাসরী, আল-মাওয়ারদী : Avj AvnKvgm mjZwbqv, মিশর : মাকতাবা আত-তাওফিকিয়া, তা. বি.।

আবুল হাসান আলী, বিন ইসমাঈল, আল-আশয়ারী, ইমাম : মাকালাতুল Bmjwgq¨xb Iqv BLwZjvdj gmvjøxb, ২৩৫ আর্টিকেল, আল-কাহেরা : মাকতাবাতু আন নাহদাতু আল- মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৯ খ্রি.।

আব্দুর রহমান, ইবনে আলী, ইবনে জাওজি, আবুল ফারাজ : Avj-Bjvjj gZbwnqv dxj-Avnv‘xwmj Iqwnqvn, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./ ১৯৮৩ খ্রি.।

আব্দুর রহমান, আল জাযায়িরী : wKZvej wdKwn Avjvj gvhwnwej AvievÔAv, বৈরূত : দারূল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, তা. বি.।

আব্দুর রহমান, ইবনে মু’আল্লা, আল-লুয়াইহিক, ড. : Avj-Binve Iqvj¸jj, জমি’আহ আল-ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ আল-ইসলামিয়াহ, ২০০৪ খ্রি.।

আব্দুর রহমান, ইবনে মুহাম্মাদ, ওয়ালী উদ্দীন, ইবন খালদুন : gKvÏvgv, খ. ২, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১ খ্রি.।

আব্দুর রাযযাক, ইবনে হুমাম, আবু বকর, আস সানআনী, ইমাম : gmvbvd Ave‘i ivhhvK, (সম্পাদনা : হাবীবুর রহমান আল-আযামী), বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.।

আবু বকর, ইবনে মাসউদ, আলাউদ্দীন, : ev‘vBDm mvbvB dx ZviZxwem kvivB, বৈরুত :

আল কাসানী — দারু ইহ্য়াউত তুরাসিল আরবি, ১৯৮২ খ্রি.।

আলাউদ্দিন, আলী আল মুত্তাকী, ইবনে হিসামুদ্দীন, আল হিন্দী : Kvbhj D¤§vj wd mbwwbj AvKIqvj Iqvj AvdqvÕj, বৈরুত : মু'য়াসসাতুর রিসালাহ, ১৯৮১ খ্রি.।

আলী, ইবনে আহমাদ, ইবনে সাঈদ, ইবনে হাযম, আবু মুহাম্মদ : Avj gnvjøv, মিশর : মাকতাবাহ আল জামহুরিয়্যাহ্ আল আরাবিয়্যাহ্, ১৯৬৯ খ্রি.।

আলী, ইবনে উমর, আবুল হাসান, আতদারু কুতনী : mbvb Av'-'viæ KZbx, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৬৬ খ্রি.।

আলী, ইবনে মুহাম্মদ, আল জুরযানী, আল্লামা : AvZ-ZvÕixdvZ, করাচী : কাদিমী কুতুবখানা, তা. বি.।

আলী, ইবনে আব্দুল মালিক, আলাউদ্দীন, আল-মুত্তাকী : Kvbhj D¤§vj dx mbwwbj AvKIqvj Iqvj Avdqvj, বৈরুত : মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.।

আল-হাসান, ইবনে আলী, আবু আলী, আল-ওয়াখশি : Avj-Lwgm wgbvj IqvLwkq¨vZ, রিয়াদ : আশ-শাবাকাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ২০০৪ খ্রি. ।

আল-হুসাইন, ইবনে মাসউদ, আল-বাগাবী : gvÔAwjgZ-Zvbhxj, আল-কুরআন : ২৪ : ৩০ এর তাফসীর, বৈরূত : দারুল মা'আরেফা, ১৯৮৭ খ্রি.।

আলী, ইবনে মুহাম্মাদ, আলী বাগদাদী, আল-খাযিন, আলাউদ্দীন : jeveZ ZvÔexj dx gvÔAwbZ Zvbhxj, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রি.।

আলী, ইবনে আবু বকর, বুরহান উদ্দীন, আল-মুরগিনানী, আবুল হাসান : Avj-wn'vqv, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.।

আল জুহাইলী, ড. : Avj wdKûj Bmjvgx Iqv Aw'jøwZnx, দামেশক : দারুল ফিকর, ১৯৯৭ খ্রি.।

আল-হাসান, ইবনে মুহাম্মাদ, আস-সাগানী : Avj-gvIhÔAvZ, দামেস্ক : দারুল মা'মুন লিত-তুরাছ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৫ হি.।

আলী আহমাদ রুশদী : Bmjvgx A_bxwZ : ZË I c‡qvM, (ড. এম, এ মন্নান অনূদিত), ঢাকা : ইসলামিক ইকোনোমিক্স

রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩ খ্রি.।

আ. স. ম. নুরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান : mgvR Kj¨vY bxwZ I KgmwP, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

আশরাফ আলী, থানভী, মাওলানা : nvqvZj gmwjgxb, (অনু : মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী), ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৫ খ্রি.।

: Avj-Kvkkvd wj BmwZjwnj-dbb, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রি.।

আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ্ তাববারা : Bmjv‡gi ‘wó‡Z Aciva, (অনু : মুহাম্মাদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.।

আমীর আলী, স্যার, সৈয়দ : ‘¨v w¯úwiU Ae Bmjvg, (অনুবাদ : ড. রশীদুল আলম), মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, তা. বি.।

আমীমুল ইহসান, মুফতি : KvIqwq‘j wdKwn, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.।

আসাদ, আল্লামা : Bmjvgx iv‡ó bvMwiK I miKvi, Bmjv‡gi ‘wó‡Z ivó, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৬ খ্রি.।

ইয়াহইয়া, ইবনে শারফ, আন-নববী, আবু যাকারিয়া, আদ-দিমাশকী, ইমাম, হাফেজ, মুহিউদ্দীন : wiqv‘m mv‡jnxb, রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৯৯৯ খ্রি.।

: Avj-gvRg, বৈরুত : দারু ইহইয়াউ তুরাছ আল আরাবী, তা. বি.।

ইসমাঈল, ইবনে উমর, আবুল ফিদা, ইবনে কাসীর, আদ-দিমাশকী, ইমাদুদ্দিন, আল ইমাম, আল-হাফিজ : Avj-we‘vqv Iqvb wbnvqv, মিশর : জমি'আত আস্-সা'আদা, ১৯৯৬ খ্রি.।

: Zvdmxiæj KiAwbj Avhxg, সম্পাদনায় : সামী ইবন মুহাম্মদ সাল্লামা, বৈরুত : দারু তাইবা নিন-

Dhaka University Institutional Repository

নাশরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২০ হি.।

ইউসুফ আল-কারযাভী, আল্লামা, ড. : wdKûh hvKvZ, (মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনুদিত), Bmjv‡gi hvKvZ weavb, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.।

: gkwKjvZj dvKwi Iqv KvBdvÔAvjv Rvnvj Bmjvg, কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহবা, ১৯৯৪ খ্রি.।

: Bmjv‡g nvjvj nvivg‡gi weavb, (অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম), ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি.।

: Bmjv‡g ‘wi‘ we‡gvPb, (মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ অনুদিত), ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.।

: Bmjv‡gi A_©bwZK wbivcËv, ঢাকা : সৃজন প্রকাশনী লিঃ, ১৯৯৯ খ্রি.।

ইয়াসিন মাযহার সিদ্দিকী, ড. : ivmj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøvg-Gi miKvi KvVv‡gv, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি.।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম : Bmjvgx A_©bwZi i/c‡iLv, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩ খ্রি.।

: Bmjvgx ceÜgvjv, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৮ খ্রি.।

এ. এফ. এম. আলী ইমাম : mgvRZË, ঢাকা : সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯২ খ্রি.।

এম. এ. হামিদ : Bmjvgx A_©bwZ : GKwU cv_©wgK we‡kølY, (শাহ্ মোঃ হাবিবুর রহমান অনূদিত), অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯৯ খ্রি.।

ওয়াহবা, আয যুহাইলী, ড. : Avj wdKûj Bmjvgx Iqv Aw‘jøvZû, দামিশ্‌ক, সিরিয়া : দারুল ফিক্‌র, ১৪০৯ হি. /১৮৮৯ খ্রি.।

কুতুব শহীদ, সাইয়্যেদ : Zvdmxi wd whjvwjj †KviAvb, লন্ডন : আল-কুরআন একাডেমি, ১৯৯৯ খ্রি.।

: Bmjvg I mvgvwRK mwePvi, (অনু : কারামত আলী নিজামী), ঢাকা : শিরীন পাবলিকেশন্স, ১৩৯৪ বাং।

গোলাম মোহাম্মদ পারভেজ : BmjvwgK ivó cav‡bi A_‰bwZK ‘wqZ, (অনু : আবদুল আওয়াল), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি.।

ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, বিচারপতি : wbivc‘ Lv‘¨ AvBb, ঢাকা : বাংলাদেশ ল’ বুক কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪ খ্রি.।

জয়নুদ্দীন, ইবনে ইবরাহিম, ইবনে নযীম : Avj-evniæi ivÔwqK kviû Kvbwh‘ ‘vKwqK, বৈরুত : দারুল মারি’ফাহ, তা. বি.।

জালালুদ্দীন, সুয়ুতী, আল্লামা : RwgÔDj Avnv‘xm, বৈরুত : দারুল ফিকির, তা. বি.।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড সম্পাদিত : evsjv‡‘k : gwU I gvbl, ঢাকা : সাহিত্য কথা, ১৯৮৬ খ্রি.।

তাকী ওছমানী, আল্লামা : ZvKgvjvZ dZwnj gjwng, করাচি : দারুল উলূম, ১৯৯২ খ্রি.।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সাঈদ আহমেদ : evsjv‡‘‡ki ‘wi‘¨ wbimb †KŠkjcÎ (wcAviGmwc), ঢাকা : সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৬ খ্রি.।

দৌলতুন্নেছা খাতুন : mgvR‡mevi gjbxwZ gj¨‡eva, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭ খ্রি.।

নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ড. : Bmjv‡g gwjKvbvi iæc‡iLv, (মাওলানা সেকান্দার মমতাজী অনূদিত), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি.।

: Bmjvgx A_bxwZ‡Z exgv, (ভাষান্তর : অধ্যাপক

মোহাম্মদ মোশার্‌রফ হোসাইন), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩ খ্রি.।

নুরুল ইসলাম মানিক (সম্পাদিত) : ‘wi‘ we‡gvP‡b Bmjvg, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৯ খ্রি.।

নূর উদ্দীন আলী হায়সামী : gvhgvDh hvIqvwq‘ Iqv gvbevDj dvIqvwq‘, খ. ৮, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রি.।

ফজলুর রহমান, শেখ : Bmjvgx A_bxwZi Av‡jvPbv cms‡M, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রি.।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, আল্লামা : Bmjv‡g kwg‡Ki AwaKvi, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ খ্রি.।

বেলাল হোসেন, ড. : hvKvZ : Av_-mvgwRK Dbq‡b Gi fwgKv, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মাহমুদ, বিন আহমাদ, বিন মুসা, বদরুদ্দীন আইনী, আল্লামা : Dg‘vZj Kvix dx kvihwnj eLvix, সাহারানপুর, ইউপি : যাকারিয়া বুক ডিপো, ২০০৩ খ্রি.।

মালিক, ইবনে আনাস, ইমাম : Avj-gqvËv, মিসর : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবিয়ি, তা. বি.।

: Avj-gqvËv, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.।

মাহমুদ আহমদ, শেখ : Bmjv‡gi A_%bwZK e¨e¯’v, (অনু : গুলশান মুহাম্মদ আবদুল হাই), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি.।

মায়েজুর রহমান, ড. : Lv‘¨ mgm¨v I Bmjvg, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭ খ্রি.।

মুআফ্‌ফাক উদ্দীন, আবু মুহাম্মদ, ইবনে কুদামা, আল মুকাদ্দেসী, শায়খুল ইসলাম : Avj-Kvdx, দামেশ্‌ক : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৯৭৯ খ্রি.।

মুসলিম, ইবনে হাজ্জাজ, আল-কুশায়রী, ইমাম : Avm-mnxn wj gmwjg, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

: Avj-RwgDm mnxn wjgmwjg, বৈরূত : দারু ইহইয়া আত্-তুরাস আল-আরাবী, তা. বি. ।

: Avm-mnxn wj gmwjg, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি. ।

মুহাম্মাদ, ইবনে জারীর, আবু জাফর, আত-তাবারী : Zvdmxi-AvZ-Zvevix, বৈরুত : দারুল মা'আরিফা আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৬৯ খ্রি. ।

: RwgDj evqvb, (তাহক্বীক : শায়খ খলীল), বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি. ।

মুহাম্মাদ, ইবনে ওমর, ইবনে হাসান, আবু আব্দুল্লাহ, ফাখরুদ্দিন, আর-রাযী, ইমাম : AvZ-Avdmxi Avj-Kvexi, বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবি, তা. বি. ।

মুহাম্মাদ, ইবনে মুহাম্মাদ, আবু হামেদ, গাযালী, ইমাম : BnBqvD DjgÏxb, খ. ২, মাকতাবাতুল মুস্তফা আল বাবী ওয়াল হালবী ।

মুহাম্মাদ, ইবনে ইয়াকুব, ইবনে ইসহাক, ছিকাতুল ইসলাম, আল-কালিনী : Dmjj Kvdx, বৈরুত : দারুল মুরতাদা লিত-তবা'আহ ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি'য়ি, ১ম সংস্করণ ২০০৫ খ্রি. ।

মুহাম্মাদ, ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ, কামালুদ্দীন, ইবনুল হুমাম, ইমাম : dvZûj Kv'xi dx kviwnj wn'vqvn, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪ হি. ।

মাহমুদ, ইবনে আব্দুল্লাহ্, আল-আজীম আল-হুসাইনী, আল-আলুসী, শিহাবুদ্দীন : i⁄ûj gvAvbx, বৈরূত : দারুস সাদির, তা. বি. ।

মুহাম্মাদ, আবু আব্দুল্লাহ, ইবনে ইসমাঈল, আল-বুখারী, ইমাম : Avj-RwgDm mnxûj gmbv'j gLZvmvià wgb Dgwi ivmwjjøwn (mv.) Iqv mbwbnx Iqv AvBq¨wgnx, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি. ।

: mnxn Avj-eLvix, কলিকাতা : রশীদ হোসাইন এন্ড সন্স, ১৯৭৩ খ্রি. ।

: Avj-Av'vej gdiv', রিয়াদ : দারুস সিদ্দিক, ২০১৪ হি. ।

মুহাম্মদ, আবু ঈসা, ইবনে ঈসা আত-তিরমিযি, ইমাম : Avj-RvwgDm mbvb wjZ-wZiwgwh, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি.।

: mbvb AvZ-wZiwghx, বৈরুত : দারু ইহইয়াউ তুরাছ আল আরাবী, তা. বি.।

: mbvbZ wZiwghx, ঢাকা : মীনা বুক হাউস, ২০১০ খ্রি.।

মুহাম্মদ, আবু আব্দুল্লাহ, ইবনে আহমাদ, ইবনে আবু বকর, আল আনছারী, আল-কুরতুবী, ইমাম : Avj-RvwgÔ wjAvnKvwgj KziÔAvb, বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, ১৯৮৫ খ্রি.।

: Avj-RvwgD wjAvnKvwgj KiAvb, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবী, ২য় সংস্করণ, ১৪২১ হি.।

: Avj-Rv‡gD wj AvnKvwgj KiAvb, রিয়াদ : মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.।

মুহাম্মাদ, আবু আব্দুল্লাহ, ইবনে ইদরিস আশ-শাফেয়ী, ইমাম : wKZvej D¤§, বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ্, ১৩৯৩ হি.।

মুহাম্মাদ, বিন ইয়াযীদ, বিন মাজাহ, আবু আব্দিল্লাহ্ , আল-কাযউঈনী, ইমাম : Avm-mbvb, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি.।

: mbvb Beb gvRv, বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০৩ খ্রি.।

Avm-mbvb, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি.।

মুহাম্মাদ, ওয়ালিউদ্দিন, ইবনে আব্দুল্লাহ, ইমাম, শায়খ, মহিউস সুন্নাহ, আল-খতিব, আত-তিবরিযি : wgkKvZ Avj-gvmvexn, কলকাতা : এম, বশির হাসান এন্ড সন্স, তা. বি.।

: wgkKvZj gvmvexn, আল কাহেরা, তা. বি.।

মুহাম্মাদ, আবুল ওয়ালিদ, ইবনে : we'vqvZj gRZwn' Iqv wbnvBqvZj gKZwm',

আহমাদ, ইবনে রুশদ, আল-হাফীদ বৈরুত : দারুল মা’রিফাহ্, ১৯৭৮ খ্রি.।

মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, শাহ্ : Bmjvgx A_bxwZ t wbewPZ ceÜ, রাজশাহী : স্কয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬ খ্রি.।

: Bmjv‡gi A_%bwZK wecøe, রাজশাহী : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১ম সংস্করণ, ১৯৮০ খ্রি.।

মুহাম্মদ আলী, সাইয়্যেদ : Dki, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯২ খ্রি.।

মুহাম্মাদ, ইবনে আব্দুল্লাহ, আল-হাকিম, আন-নিশাপুরী : Avj-gmZv‘ivK ÔAvjvm mwnnvBb, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহন, তা. বি.।

: Avj-gmZv‘ivK Avjvm mnxnvBwb, রিয়াদ : দারুল মা‘রিফাহ, ১৪১৮ হি./ ১৯৯৮ খ্রি.।

মুহাম্মদ, ইব্‌ন আলী আশ-শাওকানী : Zvdmx‡i dvZûj Kv‘xi, কায়রো : দারুল হাদীস, ১৩৪৯ হি.।

: bvqjj AvIZvi, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৩ খ্রি.।

মুহাম্মাদ, আবু হাতিম, ইবনে হিব্বান : mnxn Be‡b wneŸvb, বৈরূত : মুয়াসসাতুর রিসালাহ্, ১৯৯৩ খ্রি.।

মুহাম্মদ, ইবনে সা’দ : AvZ-ZvevKvZ Avj-Keiv, বৈরুত : দারু সাদির, ১৯৫৭ খ্রি.।

মুহাম্মাদ, ইবনে আব্দুর রহমান, আবুল খইর, আস-সাখাবী, শামসুদ্দীন : Avj-gvKwQ‘j nvmvbvn, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবি, প্রথম সংস্করণ ১৪০৫ হি.।

মুহাম্মাদ, ইবনে আবু বকর, আর-রাযী, ইমাম : gLZviæm wmnvn, বৈরুত : মাকতাবু লিবানন, ১৯৮৯ খ্রি.।

মুহাম্মদ ইউসুফ উদ্দীন, ড. : Bmjv‡gi A_%bwZK gZv‘k, (অনু : আবদুল মতিন জালালাবাদী), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি.।

মুহাম্মদ আবদুল খালেক, অধ্যাপক : Bmjvgx A_bxwZ, ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ খ্রি.।

: A_‰bwZK e¨e¯vq hvKvZ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.।

মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ, মুফতী, ড. : m¤ú‘ ew×i Dcvq, ঢাকা : তাযকীর পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, ২০১১ খ্রি.।

মুহাম্মদ আবদুর রহীম, মওলানা : Bmjv‡gi A_bxwZ, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.।

: Bmjv‡gi A_‰bwZK wbivcËv I exgv, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.।

: hvKvZ Gi cKZ D‡Ïk¨, j ÿ¨, Bmjv‡g hvKvZ e¨e¯v, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সম্পাদিত, ২০০৫ খ্রি.।

: Aciva cwZ‡iv‡a Bmjvg, ঢাকা : খায়রুল প্রকাশনী, ১৯৯৬ খ্রি.।

: Avj-KiAv‡b A_bxwZ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রি.।

: Bmjvg I AvaywbK A_‰bwZK gZev‘, ঢাকা : ইসলামিক পাবলিকেশন, ১৯৬১ খ্রি.।

: Avj-KiAv‡b ivó I miKvi, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.।

: A_‰bwZK mwePvi I gnv¤§v‘ (mv.), দিনাজপুর : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০ খ্রি.।

মুহাম্মাদ তফাজ্জল হোছাইন, শায়খুল হাদীস, মাওলানা : nhiZ gnv¤§v‘ †gv¯Ídv (mv.) mgKvjxb cwi‡ek I Rxeb, (সম্পাদনায় : ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন), ঢাকা : ইসলামিক রিচার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রি.।

মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা (সম্পাদিত) : Kj¨vY mgvR MV‡b gnvbex (mv.), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.।

মুহাম্মাদ, ইবনে জা‘ফর, : AvLjvKb bex (mv.) Iqv Av‘veû, বৈরুত : দারুল

আল-ইসবাহানী	কিতাবিল আরাবি, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি./১৪০৬ হি.।
মুহাম্মাদ ইয়াসীন মাযহার, সিদ্দীকী, ড.	: ivmj gnv¤§v' (mv.) Gi miKvi KvVv‡gv, (অনুবাদ : মুহাম্মাদ ইবরাহীম ভূঁইয়া), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.।
মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ্, পানিপথী, আল্লামা, কাযী	: Zvdmx‡i gvhnvix, ঢাকা, ইফাবা, প্রকাশকাল, ২০০৪ খ্রি.।
মুহাম্মদ ইউনুস, আব্দুদ্দাইয়ান	: mgvR MV‡b Bmjvgx ‘wóf½, ঢাকা : মুক্তমন প্রকাশন, ১৯৯৮ খ্রি.।
মুহাম্মাদ শরীফ হোসাইন	: m‘-mgvR-A_bxwZ, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনো-মিকস রিসার্স ব্যুরো, ১৯৯২ খ্রি.।
মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী, মাওলানা	: Avmvb †dKvn, (আব্বাস আলী খান অনূদিত), ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০১০ খ্রি., খ. ২।
মুহাম্মদ রাফী উসমানী ও মুহাম্মদ তাকী উসমানী	: AvnKv‡g hvKvZ, (মাওলানা মুহাম্মদ হাসান সিদ্দিকুর রহমান অনূদিত), ঢাকা : মাকতাবুল আশরাফ, ২০০৬ খ্রি.।
মুহাম্মদ শফী, উসমানী, মুফতী	: gv̂Av‡idj KiAvb, (হারামাইন শরীফাঈন বাদশাহ্ ফাহাদ), কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি. ।
	: Bmjv‡gi ‘wó‡Z m¤ú‘ eÈb, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.।
	: Bmjv‡g fwg e¨e¯v, (মাওলানা কারামত আলী নিযামী অনূদিত), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.।
	: Bmjv‡gi A_eÈb e¨e¯v, (ফরীদ উদ্দীন মাসউদ অনূদিত), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.।
মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, আবুল ফাতাহ	: Bmjvgx A_bxwZi AvaybK iæcvqb, ঢাকা :

Dhaka University Institutional Repository

কওমী পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./ ২০০১ খ্রি.।

মুহাম্মাদ শফিকুর রহমান, ড. : Bmjv‡g cwievi I cwiewiK Kj¨vY, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৪ খ্রি.।

মুহাম্মদ আমীন, আশ-শানকীতী, শায়খ : dv‡Zvqv‡q ‘iiæj gLZvi, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৬৬ খ্রি.।

: AvhIqvDj evqvb dx Bhvwnj KiAvb wej KiAvb, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.।

মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, ড. : Av_-mvgwRK mgm¨v mgvav‡b Avj-KiAv‡bi Ae‘vb : †cwÿZ evsjv‡‘k, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি.।

মোহাম্মদ লুৎফুল হক, মোস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর : evsjv‡‘‡ki A_bwZ, ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ২০০০ খ্রি.।

মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী : m‘ GKwU A_%bwZK Awfkvc, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, জুন ২০১৩ খ্রি.।

মুহাম্মদ লোকমান হাকীম : ‘wi‘ we‡gvP‡b hvKv‡Zi fwgKv, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১২ খ্রি.।

মোহাম্মদ আজরফ, দেওয়ান : Rxeb mgm¨vi mgvav‡b Bmjvg, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৭ খ্রি.।

মুহাম্মদ রুহুল আমীন, ড. ও মুহাম্মদ আবদুল লতিফ : ‘wi‘¨ we‡gvP‡b hvKvZ : †cÿvcU evsjv‡‘k, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৯ খ্রি.।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ড. : Bmjvgx A_bwZi Av‡jv‡K Avq I m¤ú‘ eÈb e¨e¯v, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.।

মোঃ আতিকুর রহমান : mgvRKj¨v‡Yi BwZnvm I ‘kb, ঢাকা : কুরআন

	মহল, ২০১১ খ্রি.।
	: mgvRKg, ঢাকা : কুরআন মহল, ২০০৫ খ্রি.।
মোঃ ইউসুফ আলী, অধ্যাপক	: A_%bwZK mvg¨ I Bmjvg, ঢাকা : স্মৃতি প্রকাশনী, ১৯৯২ খ্রি.।
মোঃ নুরুল ইসলাম, ড.	: evsjv‡`‡ki mvgwRK mgm¨v, ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৬ খ্রি.।
মোঃ রুহুল আমীন, অধ্যাপক	: Bmjv‡gi `wó‡Z Dki : evsjv‡`k †cwÿZ, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯৯ খ্রি.।
মোঃ আবুল খয়ের, এ্যাডভোকেট	: weï× Lv`¨ Aa¨v‡`kÔ 1959, ঢাকা : নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.
রেজাউল করিম	: mvgwRK Kvhµg, mgvR ms¯‹vi I mvgwRK AvBb, ঢাকা : রেডিয়েন্ট পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খ্রি.।
যাহাবী, ইমাম	: wKZvej KvevBi, বৈরুত : আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ্, তা. বি.।
যাইদ, ইবনে আব্দুল করীম, ড.	: Avj-Dd Awbj DKewZ wdj wdKwnj Bmjvgx, রিয়াদ : দারুল আসিমাহ্, ১৪১০ হি.।
শওকতুজ্জামান, সৈয়দ	: evsjv‡`‡k mvgwRK mgm¨v : ¯ic I mgvavb, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.।
	: mvgwRK mgm¨v I mgm¨v we‡køl †Kŝkj, ঢাকা : শাহানা পাবলিশার্স, ২০০৩ খ্রি.।
	: Dbqb I cwiKíbv, ঢাকা : শাহানা পাবলিশার্স ১৯৯৭ খ্রি.।
শামসুর রহমান, গাজী	: Bmjv‡g bvix I wkï cm½, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৭ খ্রি.।
শামসুদ্দীন, আস-সারাখসী	: Avj-gvemZ, মিশর : মাতবা'আ আস্-সা'আদা, ১৩২৪ হি.।
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত	: Bmjv‡gi cÂ¯Í¤, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, জুন ২০০৪ খ্রি.।

: ^‘bw›‘b Rxe‡b Bmjvg, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.।

: Avj-wn‘vqv, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রি.।

: dvZIqv- B- AvjgMxi, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা. বি.।

সা‘দ আহম্মেদ : ‘wi‘ we‡gvP‡b hvKv‡Zi fwgKv, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৯৫ খ্রি., বাংলাদেশ মসজিদ মিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ।

সালাহউদ্দীন : †gŠwjK gvbewaKvi, (অনু : মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.।

সাদী আবু জীব : Avj-Kvgmj wdKnx, করাচী : ইদারাতুল কুর’আন, তা. বি.।

সুলায়মান, ইব্‌নুল আশ’আছ, আবু দাউদ, আস্ সিজিস্তানী : mbvb Awe ‘vD‘, বৈরুত : দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৯৯৪ খ্রি.।

: Avm-mbvb, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি.।

সুলায়মান, ইবনে আহমাদ, আত তাবারানী, ইমাম, আবুল কাসেম : Avm-mxivZ Avb-bewe¨vn, বৈরুত : দারুল মা’রিফা, তা. বি.।

: Avj-gÖRvgm mvMxi, দিল্লী : আল-মাকতাবা আল-আনসারী, তা. বি.।

: Avj gÖRvgj AvImvZ, কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি.।

: Avj gÖRvgj Kvexi, রিয়াদ : মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১৯৮৩ খ্রি.।

হাসান জামান, ড. : Bmjvgx A_bxwZ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ, ১৯৭৭ খ্রি.।

হারুনুর রশীদ, খান, অধ্যাপক, মাওলানা : Bmj‡g kgbxwZ, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৭ খ্রি.।

হাসান মুসান্না, নদভী, সাইয়্যেদ : Bmjvgx mgvR e¨e¯v, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খ্রি.।

হিফযুর রহমান, মাওলানা : Bmjv‡gi A_©bwZK e¨e¯v, (অনু : মাওলানা আবদুল আওয়াল), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি.।

ইংরেজী গ্রন্থাবলী

A. H. M. Sadeq : *Poverty Eradication : An Islamic Perspective,* Thoughts on Islamic Economics, Vol. 3.

Abdul Jalil Miah, Dr. : *Islam and Cosmological Science,* Islamic Foundation Bangladesh, First Edition, Dhaka, 1986.

A. D. Ajijola, Al Hajj *: Basic Quranic Teaching*, Adam Publishers and Distributors, Delhi, India, First Revised Edition, 1999.

Amir Ali, Syed : *The Spirit of Islam*, Delhi, 1947.

Abul Hashim : *The Creed of Islam*. The Revolationary carrector of Kalima, IFB, Dhaka, 1987.

Abdul Hamid Siddique : *Sahih Muslim,* Kitab Bhavan, New delhi, 1978, Vol. 4.

Abul Hashim : *Creed of Islam,* Umar Brothers,

Dhaka. 1950.

Anwar Iqbal Qureshi : *Islam and Theory of Interest,* Sh. M. Ashraf, Lahore, 1967.

Abul Kalam Azad : *The Tarjumanul Quran,* Ed. By A. Syed Abdul Latif, Asia Publishing House, New Delhi, 1976.

Alfred Marshal : *Principle of Economics,* (an introductory Volume) 2nd Ed. McMillan and Co. Ltd. 1891.

Edwin Cannon : *Elementary Political Economy,* Oxford University Press, London, 1924.

Farid Uddin Masuod, Maulana : *Worker's Right in Islam,* 1st ed. Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1987.

Harun Yahya : *The Moral Values of the Qur'an,* Goodword Books, New Dilhi, First Published, 1999, Reprinted-2002.

Irfan – ul – Haque : *Economic Doctrines of Islam,* The International Institute of Islamic throught, Academic disertation, No-3.

Ibrahim Mohammad Ismail : *Islam and Contemporary : Economics Theories by Islamic Cashmiry,* Council for Islamic Affairs, Cairo.

John Stuart Mill : *Principles of Political Economy,* Green & Co. Longmans, London.

: *Essays of Some Unsettled Questions of Political Economy,* John W. Parker London, 1844.

Dhaka University Institutional Repository

James D. Robson	: *Miskat-al-Masabih*, Sh. M. Ashraf, Lahore, 1965, Vol. 2.
Jlyas Ahmed	: *The Social Contract and Islamic State,* Urdu Publishing House, Allahabad, 1944.
K. A. Hakim	: *Islamic Ideology*, third edition, 4th impression (Lahore 1980) introduction.
Lionel Pobbins	: *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science,* McMillan and Co. Ltd. 1932.
Mohammad Nurul Karim	: *Islam : a religion of truth,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh.
Muhammad Azraf, Dewan	: *Abu Dhar Ghifari*, Islamic Foundation Bangladesh, 1980.
Muhammad Qutb, Professor	: *The Concept of Islamic Education.*
	: *Islam-The Misunderstood Religion,* Kuwait International Islamic Federation of Student Organizations. 1401 A. H/1981 A. D.
Muhammad Hamidullah	: *Muslim Conduct of State,* Sh. M. Ashraf, Lahore, 1953.
Md. Muhsin Khan	: *Sahih Bukhari,* Madina al Munauara, Islamic University 1973, Vol. 9.
M. Asad	: *Principles o State and Government In Islam,* University of California Press, Berkly, 1967.
M. Raihan Sharif	: *Islamic social Frame work,* Sh. M.

Dhaka University Institutional Repository

	Ashraf, Lahore, 1954.
M. A. Mannan	: *Islamic economics : Theory and Practice*, Sh. M. Ashraf, Lahore, 1970.
N. M. Abu Wahud, Dr.	: *Impletation of Zakat : A theoretical analysis,* The Muslim World Leage journal, Vol. 12, No- 9 & 10, June & July, 1985.
Raihan Sharif, Professor	: *Islamic Economics : Principles and Applications,* 1st ed. (Dhaka : I F B, 1985).
Rafiqul Huda Chowdhury and Nulufer Rahman Ahmed	: *Female Status in Bangladesh*, BIDS, 1980.
Ruqaiyyah Waris Maqsood	: *Living Islam: Treading the Path of the Ideal*, Goodword Books, New Delhi, First Published, 1998, Reprinted, 2002.
Syed Abdul Latif, Dr.	: *Principles of Islamic Culture,* Good word Books, New Delhi, First Published 1961, Published by Good Word Books, 2002.
S. Abul Hasan Nadvi	: *Faith vs. Materialism Tr, by Mohiuddin Ahmed,* Islamic Research and Publications, Lucknow, 1976.
Tibor Scitovsky	: *Economic Theory and Western Intergration,* Allen and Urwin, London, 1958.
	: *Papers on Welfare and Growth,* Allen and Urwin, London, 1964.

Dhaka University Institutional Repository

	: *Welfare and Competition,* The Economics of Fully Employed Society. Allen and Urwin, London, 1952.
Zohural Islam	: *Islamics Economics,* 1st ed. (Dhaka : I F B, 1987).
Ziauddin Ahmed, Dr.	: *Islam, Poverty and Income Distribution,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রি.।

অভিধান ও বিশ্বকোষ

আবুল হাসান	: ZvbRxgj AvkZvZ, খ. ২, দেওবন্দ : জিয়া বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫ খ্রি.।
আল-ফীরুযাবাদী	: Avj-Kvgmj gnxZ, বৈরুত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৪১৩ হি./ ১৯৯১ খ্রি.।
আল হোসাইন, ইবনে মুহাম্মদ, আবুল কাসিম, রাগিব, আল-ইসফাহানী, আল্লামা	: gdiv'vZ AvjdvwRj KiAvb, দামেশক : দারুল কলাম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৯ হি. /১৯৮৯ খ্রি.।
	: gdiv'vZ Mvixwej KiÔAvb, মাকতাবায়ে শামেলা, খ. ১।
আহমদ শরীফ	: msw ÿß evsjv Awfavb, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পঞ্চদশ পুনমুর্দন : মাঘ ১৪১৮/ জানুয়ারি ২০১২ খ্রি.।
আরবী ভাষা সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক সংকলিত	: Avj-gÔRvgj ImxZ, কায়রো : মাকতাবাতুশ শুরুক আদ-দাওলিয়্যাহ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.।
ইবরাহিম মাদকুর, ড.	: Avj-gÔRvgj AmxZ, কায়রো : দারুল মাআরিফ, ১৯৭২ খ্রি.।
	: Avj-gÔRvgj IqvmxZ, দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসাইনিয়াহ, তা. বি.।

কালাজী, ড.	: gRvg jMwwZj dKvnv, করাচী : ইদরাতুল কুর’আন, তা. বি.।
মুহাম্মাদ, ইবনে মুকার্‌রম, ইবনে আলী, ইবনুল মানযুর, আল আফরিকী, ইমাম, আল্লামা	: wjmvbj ÔAvive, বৈরুত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি. /১৪১৩ হি.।
	: †jmvbb Avie, বৈরুত : দারুল মা‘আরিফ, ২০০৩ খ্রি.।
মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, ড.	: evsjv-Bs‡iwR-Aviex Awfavb, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.।
	: wZb fvlvi c‡KU Awfavb, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০১ খ্রি.।
মুহাম্মাদ এনামুল হক, ড. ও অন্যান্য সম্পাদিত	: e¨enwiK evsjv Awfavb, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২ খ্রি.।
	: msm‘ ev½vjv Awfavb, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৭ খ্রি.।
	: *Benali-English Dictionary,* Bangla Academy, Dhaka-2000.
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত	: Avj-gÕRvgj lqvmxZ, দেওবন্দ : হোসাইনিয়া, ১৯৯৬ খ্রি.।
	: Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি.।
	: e¨enwiK evsjv Awfavb, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৪১৩ বাং।
	: Bmjvgx wek‡Kvl, খ. ১, ঢাকা : ইফাবা, তা. বি.।
	: Bmjvgx wek‡Kvl, খ. ১২, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯২ খ্রি.।
	: Bmjvgx wek‡Kvl, খ. ২১, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৬ খ্রি.।

সাদী আবু জীব, ড. : Avj-Kvgmj wdKnx, করাচী : ইদারাতুল কুর'আন, তা. বি.।

A. S Hornby : *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 2000.

Ashu Tosh Dev : *Students' Favorite Dictionary*, Bangala to English, Calcutta: Dev Sahitya Kutir Private Ltd. 1986.

: *Shorter Oxfort English Dictionary,* Vol-1, 15th Edition, A-m, New York. Oxford University Press, 1993.

Willian Karry : *Dictionary of Bengali Language.*

পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ও ইন্টারনেট

BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ৩৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা : জানু-মার্চ/১৯৯৩ ইং।

BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ৫১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা : জানু-মার্চ/২০১২ ইং।

BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ৫২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা : অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১২ ইং।

BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ৫৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা : জানু-মার্চ/২০১৪ ইং।

BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ৪৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা : সেপ্টেম্বর ২০০৭ ইং।

BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ৪৯ বর্ষ, ঢাকা : জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৯ ইং।

BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ৫০ বর্ষ, ঢাকা : জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১০ ইং।

BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ৪৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা : ২০০৪ ইং।

BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ৪০ বর্ষ, ঢাকা : এপ্রিল-জুন, ২০০০ ইং।

BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ৫০ বর্ষ, ঢাকা : এপ্রিল-জুন, ২০১০ ইং।

BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ৪৪ বর্ষ, ঢাকা : মে সংখ্যা, ২০০৪ ইং।

BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ৪৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০০৭ ইং।

Bmjvgx AvBb I wePvi, বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ৪৬, ঢাকা : এপ্রিল-জুন, ২০১৬ ইং

Bmjvgx AvBb I wePvi, বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৪, ঢাকা : অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৫ ইং

Bmjvgx AvBb I wePvi, বর্ষ : ০৭, সংখ্যা : ২৫, ঢাকা : জানু-মার্চ, ২০১১ ইং

Bmjvgx AvBb I wePvi, বর্ষ : ১০, সংখ্যা : ৩৮, ঢাকা : এপ্রিল-জুন, ২০১৪ ইং

XvKv wekwe`¨vjq cwÎKv, ৩১ সংখ্যা, ঢাকা : জুন, ১৯৯৮ ইং।

XvKv wekwe`¨vjq cwÎKv, ৪২ তম সংখ্যা, ঢাকা : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ ইং।

XvKv wekwe`¨vjq cwÎKv, ৬৮ সংখ্যা, ঢাকা : জুন ২০০০ ইং।

XvKv wekwe`¨vjq cwÎKv, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্ত সংখ্যা ঃ ৮৫-৮৬, ২০০৬ ইং।

XvKv wekwe`¨vjq cwÎKv, ঢাকা : ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়, সংখ্যা ৮২, জুন ২০০৫ ইং।

gwmK AMcw_K, ২২ বর্ষ, ইফাবা, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, মার্চ, ২০০৭ ইং।

gwmK AMcw_K, ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল, ১৯৯৫ ইং।

gwmK AMcw_K, ঢাকা : ইফাবা, জানুয়ারী ১৯৯৫ ইং।

gwmK AMcw_K, ঢাকা : ইফাবা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৮ ইং।

¯§iwYKv-1993, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

¯§iwYKv-2000, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

¯§iwYKv-1996, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ˆ`wbK bqv w`MšÍ, ক্রোড়পত্র-অবকাশ, ঢাকা : নভেম্বর ২২, ২০০৯ ইং।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত Ôf¨vbMvWÕ বুলেটিন, ঢাকা : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০ ইং।

ˆ`wbK BbwKjve, ঢাকা : ১৯ অক্টোবর ২০১১, পৃ. ১৫ ও ১৬ ইং।

ˆ`wbK msMvg, ঢাকা : ৪ মে ২০০৮ ইং।

ˆ`wbK Kv‡ji KÚ, ঢাকা : ২১ মার্চ ২০১৪ ইং।

ˆ‘wbK Avgv‡‘i mgq, ঢাকা : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং।

ˆ‘wbK Avgv‡‘i mgq.Kg, ঢাকা : ০২ জুলাই ২০১৪ ইং।

ˆ‘wbK Avgv‡‘i mgq.Kg, ঢাকা : ০১ জুলাই ২০১৪ ইং।

ˆ‘wbK Avgv‡‘i mgq, ঢাকা : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ইং।

ˆ‘wbK B‡ËdvK, ঢাকা : ২৫ মার্চ ২০১৪ ইং।

ˆ‘wbK BbwKjve, ঢাকা : ২০ মার্চ ২০১৪ ইং।

ˆ‘wbK BbwKjve, ঢাকা : ১৫ মে ২০১৪ ইং।

https://www.islamhouse.com/bn_protibondhi_der_bapare_islam_er_dristivongi, abdu_llah_al_mamun_al_azhari, 05.07.16.

https://bn.wikipedia.org/s/23ue/ khaddo/20/06/2015.

https://bn.wikipedia.org/s/2bly/khaddo_nirapotta/20/06/2015.

https://www.islam.net.bd/content/view/103/52/khaddo_nirapotta_islam_ebong_ajker_bangladesh/10.05.2015.

https://www.mofood.gov.bd/site/page/khaddo_nirapotta_bishleshone_peatishthanik_kathamo/20/06/2015.

https:/www.brac.net.bd/content/khaddo_nirapotta_o_bangladesh/25/06/2015.

https://www.islamhouse.com/orthonitite_rasul(s.)_er_dosh_dofa./20/05/2015.

www. jugantor.com/39644/ khaddo_nirapotta/ 18.06.2016.

https://www.bd pratidin. com/firstpage/shopno_churai_bangladesh.15/03/2016.

বিভিন্ন আইন, নীতিমালা ও কর্মসূচি

RvZxq mgvR Kj¨vY bxwZ (NATIONAL SOCIAL WELFARE POLICY) ২০০৫, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ডিসেম্বর, ২০০৫ খ্রি.।

†emiKwi GwZgLvbvq K¨wc‡Ukb M¨vÈ eivÏ I eÈb bxwZgvjv 2009, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, ২০০৯ খ্রি.।

RvZxq wkïkg wbimb bxwZ 2010, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কোষ (শ্রম ৫), বাংলাদেশ গেজেট, ১ম খ¯ [২৬৬-২৭৪], এপ্রিল ৮, ২০১০ খ্রি.।

cjx mgv‡Rmev Kvhµg [ev¯evqb bxwZgvjv] 2010, (IMPLEMENTATION MANUAL OF RURAL SOCIAL SERVICES PROGRAMME 2010), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজেসবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.।

RvZxq bvix Dbqb bxwZ 2011, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মার্চ ২০১১ খ্রি.।

feN‡i I wbivkq e¨w³ (cbevmb) AvBb, 2011, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিব ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, লজ অব বালাদেশ, ২০১১ সনের ১৫ নং আইন, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১১ খ্রি.।

e½eÜ ‘wi‘ we‡gvPb I cjøx Dbqb GKv‡Wwg AvBb 2012, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিব ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, লজ অব বালাদেশ, ২০১২ সনের ১৪ নং আইন, ৮ মার্চ, ২০১২ খ্রি.।

eq¯‹fvZv KgmwP ev¯Íevqb bxwZgvjv (সংশোধিত) Implementation Manual for Old Age Allowances programme (Revised) ২০১৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাসেবা অধিদফতর, ২০১৩ খ্রি.।

Am”Qj cwZeÜx e¨w³‡‘i Rb¨ fvZv c‘vb KgmwP ev¯Íevqb bxwZgvjv (সংশোধিত) Implementation Manual for the Allowances programme of Insolvent Persons with Disabilities (Revised) ২০১৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফর, ২০১৩ খ্রি.।

weaev I ¯vgx cwiZ¨³v ‘t¯ gwnjv‡‘i fvZv c‘vb KgmwP ev¯Íevqb bxwZgvjv (সংশোধিত) Implementation Manual for Allowances to the Husband Deserted Destitute women and the Widow (Revised) ২০১৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফর, ২০১৩ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

cexY weIqK RvZxq bxwZgvjv NATIONAL POLICY ON OLDER PERSONS, (দ্বিতীয় খসড়া-২০১৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজসেবা অধিদফর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৩ খ্রি.।

AwZ ‘wi‘‡‘i Rb¨ Kgms¯'vb KgmwP (BwRwcwc) wb‡‘wkKv 2013, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখা, তারিখ-১৮/০৭/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, নং- ৫১.০০.০০০০.৪২১.৯৬.০১৮.১২-৫১৯।

MvgxY AeKvVv‡gv ms¯'vi (KweLv-Lv‘¨km¨/ bM‘ UvKv) KgmwP wb‡‘wkKv 2013, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ত্রাণ কর্মসূচি-২ অধিশাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, তারিখ-১৯/০৮/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, নং- ৫১.০০. ০০০০. ৪২২. ২২. ০০১.১৩-৪৮০।

MvgxY AeKvVv‡gv iÿYv‡eÿY (wUAvi-Lv‘¨km¨/ bM‘ UvKv) KgmwP wb‡‘wkKv 2013, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ত্রাণ কর্মসূচি-২ অধিশাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, তারিখ-১৯/০৮/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, নং- ৫১.০০.০০০০.৪২২.২২. ০০১.১৩-৪৮১।

ÔGKwU ewo GKwU LvgviÕ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, খামারবাড়ি, ফার্মগেইট, ঢাকা।

RvZxq Lv‘¨bxwZ 2006, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, ১৪ আগস্ট ২০০৬ খ্রি.।

Lv‘¨km¨ I Lv‘¨ ‘‡e¨i PjvPj mPx cbqY bxwZgvjv 2008, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, স্মারক নং খাদুব্যম/ সর-১/ চলাচল সূচী-১/ ০৪ (অংশ-১)/, তারিখ ১৮-০৫-২০০৮ খ্রি.।

†fv³v AwaKvi msiÿY AvBb 2009, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিব ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, লজ অব বালাদেশ, ২০০৯ সনের ২৫ নং আইন, ৬ এপ্রিল, ২০০৯ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

Af¨šÍixY Lv‘¨km¨ msMn bxwZgvjv 2010, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, ২০১০ খ্রি.।

wbivc‘ Lv‘¨ AvBb 2013, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিব ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, লজ অব বালাদেশ, ২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন, ১০ অক্টোবর, ২০১৩ খ্রি.।

বিভিন্ন রিপোর্ট ও সমীক্ষা

evsjv‡‘k A_‰bwZK mgxÿv 2011, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, জুন ২০১১ খ্রি.।

evsjv‡‘k A_‰bwZK mgxÿv 2012, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, জুন ২০১২ খ্রি.।

evsjv‡‘k A_‰bwZK mgxÿv 2013, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, জুন ২০১৩ খ্রি.।

evsjv‡‘k A_‰bwZK mgxÿv 2014, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, জুন ২০১৪ খ্রি.।

evsjv‡‘k Dbqb mgxÿv, বার্ষিক সংখ্যা, খণ্ড ৩০, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রি.।

evsjv‡‘k Dbqb mgxÿv, বার্ষিক সংখ্যা, খণ্ড ২৯, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রি.।

evsjv‡‘k Dbqb mgxÿv, বার্ষিক সংখ্যা, খণ্ড ৩১, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রি.।

evsjv‡‘k Dbqb mgxÿv, বার্ষিক সংখ্যা, খণ্ড ২৮, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রি.।

GKwesk kZvãxi evsjv‡‘k mwweK Dbqb mgxÿv, প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম (সম্পাদিত), ঢাকা : বাংলা বাজার, ২০০১ খ্রি.।

A_%bwZK ïgvix 2013 Gi Povšĺ wi‡cvU, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, evsjv‡‘k cwimsL¨vb e¨‡iv, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিসংখ্যান ভবন, ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭।

هذا و صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

সমাপ্ত